উপনিষৎ গ্রন্থাবলী

(প্রথম ভাগ)

ঈশকেন কঠোপনিষৎ

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ গিরি সম্পাদিত

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

মূল্য—তিন টাকা

মুদ্রাকর
শ্রীবলদেব রায়
দি নিউ কমলা প্রেস
৫৭।২, কেশব সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

অথ শুক্লযজুর্বেদে বাজসনেয়ি সংহিতায়াং ঈশাবাস্যোপনিষৎ।

ভূমিকা

ঈশোপনিষৎ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যদৃষ্ট শুক্লযজুর্বেদ বা বাজসনেয়ী সংহিতার অন্তর্গত। কেহ কেহ বলেন, বেদ মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণে বিভক্ত; কেহ বলেন, মন্ত্র ব্রাহ্মণ আরণ্যক এবং উপনিষৎ লইয়াই বেদ। মন্ত্র তিন প্রকার—ঋক্, যজুঃ এবং সাম। যে মন্ত্র দ্বারা ঈশ্বর কিংবা ঈশ্বরের বিভিন্ন শক্তিসমূহকে আহ্বান করা হয় তাহাকে ঋক্ মন্ত্র বলে। ঋক্ মন্ত্র ছন্দোবদ্ধ। যিনি ঋক্ মন্ত্রদ্বারা ঈশ্বর কিংবা দৈবীশক্তি-সমূহকে আহ্বান করেন, তিনি 'হোতা' নামে পরিচিত। ঋগ্বেদ রক্তবর্ণ। রক্তবর্ণ হইতেছে রুচি, অনুরাগ, প্রেম, আসক্তির দ্যোতক। যিনি হোতা তিনি প্রথমে সকলের শ্রবণগোচর করিয়া ছন্দোবদ্ধ ঋক্‌মন্ত্র পাঠ করেন। যজুঃ মন্ত্র অধিকাংশ গদ্যাত্মক; এই মন্ত্র অনুচ্চস্বরে পাঠ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করা হয়; যিনি মনে মনে বা যাহাতে কেহ শুনিতে না পায় এরূপ অনুচ্চ স্বরে যজুঃ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন তিনি অধ্বর্য্যু নামে পরিচিত। যজুঃ মন্ত্র ঈশ্বরে শরণাগতি সূচনা করে। যজুর্বেদ শ্বেতবর্ণ; শ্বেতবর্ণ পবিত্রতার দ্যোতক। কায়মনো-বাক্যে ঈশ্বরের শরণাগত হইলে অর্থাৎ কর্তৃত্ববুদ্ধি এবং ভোক্তৃত্ব-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিলে—"আমি এই কর্মের কর্ত্তা এবং এই

কর্মের ফল আমি ভোগ করিব" এইরূপ না ভাবিয়া কর্ম এবং কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিলে চিত্ত শুদ্ধ হইতে থাকে এবং সেই পবিত্র চিত্তে বিবেক ও পরবৈরাগ্যের উদয় হয়। সাম মন্ত্র ছন্দোবদ্ধ, যে মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিয়া যজমান ঈশ্বরের স্তুতি করেন তাহাকে সাম মন্ত্র বলে। এই সাম মন্ত্র মনে মনেও দীর্ঘভাবে উচ্চারণ করা যায়। যিনি মনে মনে কিংবা অপরের শ্রবণ গোচর করাইয়া প্লুতস্বরে সাম মন্ত্র গান করেন, তিনি উদ্‌গাতা নামে পরিচিত। সামবেদ কৃষ্ণবর্ণ, নীলবর্ণ, গাঢ় নীল, গাঢ় কৃষ্ণ। কৃষ্ণ কোন বর্ণ নহে, সমস্ত বর্ণের অভাবই কৃষ্ণ। কৃষ্ণবর্ণ হইতেছে আনন্দের দ্যোতক। ঈশ্বরে প্রথমে রুচি, রুচির পরাকাষ্ঠায় ঈশ্বরে অনুরাগ, অনুরাগের পরাকাষ্ঠায় ঈশ্বরে শরণাগতি এবং 'আমি ও আমার' বলিয়া যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই ঈশ্বরে সমর্পণ; শরণাগতি যথার্থ এবং দৃঢ় হইলে চিত্তে পবিত্রতার উদয় এবং পবিত্রতার পূর্ণ বিকাশে পরমানন্দ স্বরূপ ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার। পূর্বে একই ব্যক্তি ঋক্, যজুঃ ও সাম মন্ত্র দ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন। একই ব্যক্তি হোতা, অধ্বর্য্যু ও উদ্‌গাতা ছিলেন। পরে মন্ত্র সমূহকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে সংকলিত করা হয়। ঋক্ মন্ত্র সমূহ একত্র করিয়া ঋগ্বেদ সংহিতা, যজুঃ মন্ত্র সমূহ একত্র করিয়া যজুর্বেদ সংহিতা এবং সাম মন্ত্র সমূহ একত্র করিয়া সামবেদ সংহিতা প্রণীত হয়। সেই সময় হোতা, অধ্বর্য্যু, উদ্‌গাতা বিভিন্ন ব্যক্তি হইলেন। এক ব্যক্তির স্থানে তিন ব্যক্তি হইলেন। পরে

মন্ত্র সমূহ ঠিক ঠিক উচ্চারিত হইতেছে কি না, যজ্ঞের অঙ্গসমূহ সুষ্ঠু সম্পন্ন হইতেছে কি না, ইহা পরিদর্শন করিবার জন্য চারিবেদে অভিজ্ঞ আর একজন ঋত্বিকের প্রয়োজন হয়। এই ঋত্বিক ব্রহ্ম নামে অভিহিত হইতেন। পরে দ্বাদশ জন সহকারী ঋত্বিক আসিলেন। এইরূপে ষোলজন ঋত্বিক যজ্ঞবিশেষ নিযুক্ত হইতেন। এইরূপে সমাজের অধিকাংশ লোক যখন আধ্যাত্মিক যজ্ঞ অর্থাৎ আত্মস্বরূপের মনন, ঈশ্বরে অনুরাগ, ঈশ্বরের শরণাগত হইয়া শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত তাঁহার ধ্যানাদি 'অন্তঃ যজ্ঞ' বিস্মৃত হইয়া কেবল আচার ও ক্রিয়াকলাপবহুল বহির্যজ্ঞে—অধিভৌতিক যজ্ঞে নিরত হইলেন, তখন মুনি ঋষিগণ সমাজের মনকে আত্মস্বরূপে আকৃষ্ট করিবার জন্য আত্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিতে লাগিলেন। এই প্রচারের ফলে সমাজের অধিকাংশ লোক শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞাদি কর্মসমূহ পরিত্যাগ করিয়া কেবল স্ব স্ব মলিন বুদ্ধি দ্বারা আত্মচিন্তনে রত হইলেন। সমাজে তখন আর এক বিপর্যায় আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজসিক—তামসিক ভাবে সমাজমন পূর্ণ হইতে লাগিল। ঈশোপনিষৎ এই সময়োপযোগী। এই উপনিষৎ 'ঈশা' এই পদ দ্বারা আরব্ধ হইয়াছে বলিয়া ইহা 'ঈশোপনিষৎ' নামে অবিহিত। উপ+নি+সদ্+ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া 'উপনিষৎ' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'উপ' মানে সমীপে, 'নি' মানে নিশ্চয় এবং 'সদ্' ধাতুর অর্থ হইতেছে শিথিল করণ, নাশ, প্রাপ্তি! উপনিষৎ হইতেছে সেই বিদ্যা যে

বিদ্যা মানুষের সংসারবন্ধন নিশ্চিতরূপে শিথিল করিয়া স্বরূপ-সম্বন্ধীয় অজ্ঞানকে নিঃসংশয়রূপে নষ্ট করিয়া স্বীয় আত্মস্বরূপের সামীপ্যে লইয়া যায় বা স্বরূপ প্রাপ্ত করাইয়া দেয়। উপনিষৎকে ব্রহ্মবিদ্যাও বলা হয়। ব্রহ্মবিদ্যা হইতেছে সেই বিদ্যা, যে বিদ্যা ব্রহ্ম অর্থাৎ দেশ-কাল-বস্তুদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত করাইয়া দেয়। 'উপনিষৎ' রহস্যবিদ্যা নামেও অভিহিত হয়। রহসি অর্থাৎ একান্তে গুরু কর্তৃক উপদিষ্ট হওয়ায় উপনিষৎ রহস্যবিদ্যা নামেও পরিচিত। গুরু একান্তে শিষ্যহৃদয়ে অগ্নি বা অখণ্ডা চৈতন্যশক্তি উদ্বোধিত করিয়া দিতেন। এই চৈতন্যশক্তি বেদে অগ্নি নামে, তন্ত্রশাস্ত্রে কুণ্ডলিনী শক্তি নামে প্রসিদ্ধ। বেদে এই অগ্নিই শিষ্যকে বিরাট্ বা বৈশ্বানর পদে, বায়ু বা হিরণ্যগর্ভপদে, সূর্য্য বা ঈশ্বরপদে ক্রমে ক্রমে উন্নীত করিয়া তাহাকে সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত করিয়া দিত। তন্ত্রশাস্ত্রেও অগ্নি বা কুণ্ডলিনী মহাকালীরূপে, মহালক্ষ্মীরূপে এবং মহাসরস্বতীরূপে সাধকের সাধনপথের সর্ববিধ প্রতিবন্ধক ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি ও রুদ্রগ্রন্থি ছিন্ন করিয়া সঞ্চিত, আগামী ও প্রারব্ধ কর্মের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত করিয়া সাধককে ক্রমে ক্রমে স্বীয় স্বরূপ প্রাপ্ত করাইয়া দিত। উক্ত কারণে উপনিষৎকে রহস্যবিদ্যা নামে অভিহিত করা হইত। আলোচ্য ঈশোপনিষৎ শুক্লযজুর্বেদের অন্তিম অধ্যায়। শুক্লযজুর্বেদে চল্লিশটী অধ্যায় আছে। উনচল্লিশ অধ্যায়ে যজ্ঞাদি কর্মসমূহ

বিহিত হইয়াছে। সংহিতা ভাগের অন্তর্গত বলিয়া এই ঈশোপনিষৎকে বাজসনেয়িসংহিতোপনিষৎও বলা হয়। এই উপনিষদে অষ্টাদশ মন্ত্রে ঈশ্বরতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক উপদেশ লিপিবদ্ধ থাকায় গৌণরূপে গ্রন্থকেও উপনিষৎ নামে অভিহিত করা হয়। কোন গ্রন্থের তাৎপর্য্য নিণয় করিতে হইলে ছয়টী উপায় অবলম্বন করিয়া তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হয়। সেই ছয়টী উপায় হইতেছে (১) উপক্রম-উপসংহার, (২) অভ্যাস, (৩) অপূর্বতা, (৪) ফল, (৫) অর্থবাদ, (৬) উপপত্তি। 'উপক্রম-উপসংহার' অর্থাৎ প্রথমেই যে বিষয় উত্থাপন করিয়া গ্রন্থ আরব্ধ হয়, গ্রন্থের শেষে সেই বিষয়েই পর্য্যবসান। 'অভ্যাস' মানে হইতেছে গ্রন্থের যাহা বিষয়, গ্রন্থমধ্যে তাহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ। 'অপূর্বতা' মানে গ্রন্থের যাহা বিষয় তাহা গ্রন্থব্যতীত অন্য কোন প্রমাণগম্য নহে অর্থাৎ গ্রন্থৈকপ্রমাণগম্যতা। 'ফল' অর্থাৎ গ্রন্থোপদিষ্ট বিষয়োপলব্ধির ফল। 'অর্থবাদ' হইতেছে গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রশংসা কিংবা তদিতর বিষয়ের নিন্দা। 'উপপত্তি' মানে যুক্তি, আমরা এক্ষনে উক্ত ছয়টী উপায় অবলম্বন করিয়া আলোচ্য ঈশোপনিষদের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইব। "ঈশা বাস্যম্" এই বাক্যদ্বারা এই উপনিষদের উপক্রম করিয়া "সপর্য্যগাৎ" কিংবা "অগ্নে নয়" এই বাক্যে উপনিষদের উপসংহার করা হইয়াছে অর্থাৎ প্রথমে ঈশ্বর এবং শেষেও ঈশ্বরেই গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে ঈশ্বরের কথাই

পুনঃ পুনঃ "অনেজদেকং মনসো জবীয়ঃ" "তদ্দূরে তদ্বু অন্তিকে" ইত্যাদি মন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। "নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্" মন্ত্রে গ্রন্থব্যতীত অন্য প্রমাণের অগম্যতার উল্লেখ রহিয়াছে। "তত্র কো মোহ" ইত্যাদি মন্ত্রে ফল কথিত হইয়াছে। "অসূর্য্যা নাম তে লোকাঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে অর্থবাদ এবং "তস্মিন্ অপো মাতরিশ্বা" ইত্যাদি মন্ত্রে উপপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মাত্মজ্ঞানই হইতেছে ঈশোপনিষদের তাৎপর্য্য। এই ব্রহ্মাত্মজ্ঞান যোগ্য ব্যক্তিকেই উপদেশ করা হইত। সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন ব্যক্তিই ব্রহ্মবিদ্যা বা উপনিষৎ শ্রবণের অধিকারী হইতেন। চারিটী সাধন হইতেছে (১) নিত্যানিত্য বস্তু-বিবেক, (২) ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, (৩) শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, সমাধান, (৪) মুমুক্ষুত্ব। দধ্যঙ্ আথর্ব্বণ ঋষি ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণের অধিকারী তাঁহার যোগ্য শিষ্যকে ঈশোপনিষৎ উপদেশ করিতেছেন। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে ঈশোপনিষদের প্রতিপাদ্য **বিষয়** হইতেছে ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান, ব্রহ্মবিদ্যাদ্বারা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি এবং পরমানন্দপ্রাপ্তি হইতেছে **প্রয়োজন,** বিবেকবৈরাগ্যবান্ শমদমাদিগুণসম্পন্ন মুমুক্ষু ব্যক্তি হইতেছেন এই ব্রহ্মবিদ্যা বা উপনিষৎ শ্রবণের **অধিকারী** এবং গ্রন্থ ও গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক **সম্বন্ধ**। বিষয়, প্রয়োজন, অধিকারী এবং সম্বন্ধ এই চারিটীকে অনুবন্ধচতুষ্টয় বলে। বিষয়-প্রয়োজন-অধিকারী-সম্বন্ধবিশিষ্ট ঈশোপনিষৎ শ্রবণ মনন এবং

উপদেশের যোগ্য। ঈশোপনিষদের বিশেষ বিশেষ মন্ত্রের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে দার্শনিকদিগের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়।

ভগবান্ ভাষ্যকার বলেন ঈশোপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞানের সহিত কর্মের সম্বন্ধ নাই। যাহা উৎপাদ্য, বিকার্য্য, সংস্কার্য্য ও আপ্য তাহার সহিতই কর্মের সম্বন্ধ হইয়া থাকে। আত্মা নিত্য, অবিনাশী, অপাপবিদ্ধ, সচ্চিৎসুখাত্মক বস্তু বলিয়া ইহা উৎপাদ্যাদির ন্যায় কর্মের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইতে পারে না। ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি সর্বপ্রকার পরিচ্ছিন্নত্ব-বিহীন এবং এই উপনিষদের মন্ত্রসমূহ আত্মার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশনেই পর্যবসিত বলিয়া ঈশোপনিষদেব মন্ত্রসমূহ কাহাকেও কর্মে নিযুক্ত করিতেছে না। বেদবিহিত কর্মের সহিত আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানের কখনই কোন প্রকার সম্বন্ধ হইতে পারে না। শঙ্করাচার্য্য আত্মজ্ঞান ও কর্মের সহসমুচ্চয় স্বীকার করেন না, কিন্তু ক্রমসমুচ্চয় স্বীকার করেন। আত্মজ্ঞান ও কর্ম কখনই সমুচ্চিত হইতে পারে না এই ভাব মনে রাখিয়াই ভগবান্ ভাষ্যকার ঈশোপনিষৎ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অপরাপর ব্যাখ্যাতৃগণও স্ব স্ব মতানুসারে এই উপনিষদের মন্ত্রসমূহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা এক্ষণে ঋষিকর্তৃক উপদিষ্ট কয়েকটী মন্ত্রের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব। এই উপনিষদের প্রথম মন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে এই জগতের প্রত্যেক পরিবর্ত্তনশীল পদার্থের অন্তর বাহির পরিব্যাপ্ত করিয়া আকাশবৎ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর বিদ্যমান আছেন। সুতরাং "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" শাস্ত্র প্রসিদ্ধ সেই ত্যাগের দ্বারা তরঙ্গে

জলের ন্যায়, সুবর্ণহারে সুবর্ণের ন্যায় জীব ও জগতের অন্তর-বাহির পরিপূর্ণ করিয়া এক অদ্বিতীয় সচ্চিৎসুখাত্মক পরমেশ্বর বিদ্যমান রহিয়াছেন—এই দৃষ্টি, এই জ্ঞানের পরিপুষ্টি সাধন কর। ঈশ্বরব্যতীত যখন কোন বস্তু নাই, বিশ্বাকারে যখন এক পরমাত্মা পরমেশ্বরই প্রকাশ পাইতেছেন তখন ধনাদি কল্পিত পদার্থ বিষয়ে আকাঙ্ক্ষার স্থান কোথায়? অর্থাৎ বুদ্ধি একমাত্র পরমাত্মবিষয়িণীই হইবে—পরমাত্মাতিরিক্ত অন্য কোন বিষয়িণী হইবে না। অতএব প্রথম মন্ত্র সন্ন্যাসিগণের নিমিত্তই উপদিষ্ট হইয়াছে। মন্ত্রে আছে "ঈশা বাস্যম্" পরমেশ্বরদ্বারা আচ্ছাদন করিতে হইবে। পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার করিতে হইলে নাম-রূপ না দেখিয়া প্রতি নামে প্রতিরূপে রূপায়িত, লীলায়িত একমাত্র পরমেশ্বরকেই দেখিতে হইবে। সাধকের সাধনাবস্থায় এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ভোজন করিয়া তবে ত ঈশ্বরকে ভজন করিতে হইবে। ভোজন করিতে গেলে ত সেই পরিচ্ছিন্ন দেহাত্মবুদ্ধি আসিবে, সুতরাং সেই সময়ে ঈশ্বর বিষয়িণী বুদ্ধি কি প্রকারে বিদ্যমান থাকিতে পারে? এই আশঙ্কা নিরসনের জন্য ঋষি বলিলেন "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।" 'তেন' মানে তাঁহার দ্বারা অর্থাৎ ঈশ্বর কর্তৃক, 'ত্যক্তেন' মানে দত্তেন অর্থাৎ পরধনে অভিলাষী না হইয়া সৎপথে থাকিয়া যাহা কিছু প্রাপ্ত হও তাহাই ঈশ্বরকর্তৃক প্রদত্ত এইরূপ ঈশ্বরবিষয়িণী বুদ্ধি লইয়া কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভোগ করিবে। সুখই আসুক আর দুঃখই

আসুক সবই ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিতেছে এইরূপ বুদ্ধি দ্বারা সব অবস্থায় অবিচলিতচিত্তে ঈশ্বরার্পিতচিত্ত হইয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া যাইতে হইবে। এই মন্ত্রের উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিলে ঈশ্বরতত্ত্ববিবিদিষু মনুষ্যমাত্রেই প্রথম মন্ত্র প্রযুজ্য হইতে পারে। প্রথম মন্ত্র সন্ন্যাসীর জন্য এবং দ্বিতীয় মন্ত্র গৃহীর জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে এরূপ কষ্ট কল্পনা করিতে হয় না। যাঁহার চিত্ত সর্বদা ঈশ্বরে অর্পিত, কর্ত্তৃত্ব-বুদ্ধি যাঁহার নাই, ভোগ্য বিষয়ে যিনি উদাসীন তাঁহার পক্ষে কর্ম বন্ধনের কারণ হয় না। কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ভোক্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ পূর্বক ঈশ্বরার্পিতচিত্ত মনুষ্য কোন কর্মেই লিপ্ত হন না। সেই জন্য ঋষি বলিতেছেন "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ। এবং ত্বয়ি নান্যথেতোহস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে॥" যদি তুমি এই জগতে আমৃত্যু কর্ম করিয়া জীবনধারণ করিতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে তোমার পক্ষে ইহা হইতে অন্য কোন প্রকার উপায় নাই অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ভোক্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ পূর্বক ঈশ্বরার্পিতচিত্ত হইয়া বর্ত্তমান থাকা ব্যতীত আর অন্য কোন উপায় নাই যাহাতে তুমি কর্মে লেপায়মান না হইয়া থাকিতে পার। এই মন্ত্রটী গৃহীর জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে। কারণ এই মন্ত্রে 'কর্ম করিয়া শতবৎসর জীবন ধারণ করিতে যদি ইচ্ছা কর' এই বাক্য আছে। যাঁহারা দেহাত্মাভিমানী তাঁহাদেরই জীবনের প্রতি মমতা হয় এবং তাঁহারাই শতবৎসর জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহারাই কর্ম করেন। যাঁহারা

দ্বিতীয় মন্ত্রের ঐরূপ ব্যাখ্যা করেন তাঁহারা বলেন, যে সব গৃহী বেদবিহিত কর্ম করেন তাঁহারা শুভ কর্ম করেন বলিয়া অশুভ কর্মে লিপ্ত হন না। কিন্তু এরূপ ভাবে দ্বিতীয় মন্ত্রটী ব্যাখ্যা করিলে প্রথম মন্ত্রে কথিত উপদেশের সহিত দ্বিতীয় মন্ত্রের কোন সঙ্গতি—কোন সামঞ্জস্য থাকে না। অশুভ কর্মের ন্যায় শুভ কর্মও বন্ধনের কারণ হয়। কর্মে অভিমানই বন্ধনের কারণ। যদি কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধি ও ভোক্তৃত্ববুদ্ধি পরিত্যাগপূর্বক নিষ্কামভাবে বেদবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম কিংবা স্বাভাবিক কর্মও করা যায় তাহা হইলেও কর্মে বুদ্ধি লিপ্ত না হওয়া হেতু ঐ সব কর্ম বন্ধনের কারণ হইবে না। "ঈশা বাস্যম্" মানে সমস্তই পরমেশ্বর-পরিব্যাপ্ত এইরূপ মনোবৃত্তি করিতে হইবে। "যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" জগৎ এবং জগতে যা কিছু পদার্থ আছে তৎসমস্তই ঈশ্বর-পরিব্যাপ্ত এইরূপ ভাবিতে হইবে। কেবল যে বাহিরের নানারূপাত্মক দৃশ্যসমূহ ঈশ্বরব্যাপ্ত ভাবিতে হইবে তাহা নহে ; স্বীয় স্থূল দেহ, পঞ্চপ্রাণ, দশ ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার অর্থাৎ পঞ্চকোষ বা দেহত্রয় সবই আকাশসদৃশ অখণ্ড, নিরবয়ব, নির্বিশেষ, সর্বত্র পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর-পরিব্যাপ্ত এই মনোবৃত্তি সতত করিতে হইবে। সুতরাং মন সর্বদা ঈশ্বর ভাবনায় ভাবিত থাকায় বিহিত-নিষিদ্ধ কর্মসমূহের কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা বুদ্ধি কিংবা ভোক্তা সাভাস অহংকারে অভিমান করে না। ঈশ্বরার্পিতচিত্ত সাধক ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম করিলে সেই কর্মে কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি ও ভোক্তৃত্ববুদ্ধি না থাকায় সেই কর্মে তিনি

লিপ্ত বা বদ্ধ হন না। এই সাধক যদি একশত বৎসর কর্ম করিয়া জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছাও করেন তাহা হইলেও তিনি কর্ম দ্বারা লিপ্ত বা বদ্ধ হইবেন না। কারণ তাঁহার পরিচ্ছিন্ন দেহদ্বয়ে আত্মাভিমান নাই। দেহেন্দ্রিয়াদিতে অভিমানী বিজ্ঞানাত্মারই কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান হওয়ায় বন্ধন হইয়া থাকে, ঈশ্বরে অনন্যচিত্ত ব্যক্তির নহে। সন্ন্যাসীর পক্ষেও কর্ম বন্ধনের কারণ হয় না। স্বস্বরূপ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেই "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই মনোবৃত্তি দ্বারা অহং ভাবাপন্ন হইয়া স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপে সর্বদা অবস্থান করেন তাঁহারও বুদ্ধি এবং অহংকারের সহিত অভিমান না হওয়ায় কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি ও ভোক্তৃত্ববুদ্ধি না থাকায় তৎকৃত কর্ম বন্ধনের কারণ হয় না। আর 'জিজীবিষেৎ' এই পদদ্বারা ঈশ্বরার্পণবুদ্ধির এবং অন্তর বাহির সতত স্বীয় স্বরূপ অখণ্ডৈকরস নির্বিশেষ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মদর্শনের স্তুতি করা হইয়াছে। ব্রহ্মাত্মৈক্য-জ্ঞানের কিংবা ঈশ্বরে শরণাগতির এতই মহিমা যে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী অথবা ঈশ্বরে নিবেদিতাত্মা প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত দ্বারা কৃত কর্ম বন্ধের কারণ হয় না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥"

এই শ্লোকে যেমন ব্রহ্মজ্ঞানের আশ্চর্য্য মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে সেইরূপ ঈশোপনিষদের প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞান ও ঈশ্বরে শরণাগতি স্তুত হইয়াছে। অতএব উক্ত মন্ত্রই একই

মুমুক্ষু সাধকের প্রতি উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রথমটী সন্ন্যাসীর জ
দ্বিতীয়টী গৃহীর জন্য উপদিষ্ট হয় নাই।

তৃতীয়মন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে—যাঁহারা 'আত্মা' বা 'আমি'
অজর অমর অশোক অভয় নির্বিশেষ সর্ববিধপরিচ্ছেদশূ
পরমানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া পরিচ্ছিন্ন দেহেন্দ্রিয়াদি
আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ অহংবুদ্ধি করেন তাঁহারা আত্মঘাতী
দেহত্যাগের পর তাঁহারা আত্মজ্ঞানশূন্য হওয়া হেতু অজ্ঞানাবৃ
বিভিন্ন লোকে বিবিধ যোনি প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ অশে
ক্লেশকর সংসারচক্রে আবর্ত্তিত হইতে থাকেন।

চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রে আত্মা বা ব্রহ্মের দুইরূপ উপদি
হইয়াছে—একটী নির্গুণ, নির্বিকার, নিরবয়ব, নির্বিশে
নিরুপাধিক, চিন্মাত্রস্বরূপ ব্রহ্মরূপ; অপরটী নিত্য, সর্বব্যা
সোপাধিক, সচ্চিদানন্দ, কর্মফলদাতা, সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমা
ঈশ্বররূপ।

ষষ্ঠ ও সপ্তম মন্ত্রে ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের ফল কথিত হইয়াছে।

অষ্টম মন্ত্রে পুনরায় ব্রহ্মের নিরুপাধিক ও সোপাধিকরূ
উপদিষ্ট হইয়াছে। অষ্টম মন্ত্রটী হইতেছে—

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণম্
অস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভু
র্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥

কেহ কেহ এই মন্ত্রের শুক্রং, অকায়ং, অব্রণং, অস্নাবিরং, শুদ্ধং, অপাপবিদ্ধং এই ক্লীব লিঙ্গ পদগুলি পুংলিঙ্গে পরিণত করিয়া অর্থাৎ শুক্রঃ, অকায়ঃ ইত্যাদিরূপে পরিণত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন এই মন্ত্রটী 'সঃ' এই পুংলিঙ্গ বাচক পদ দ্বারা আরব্ধ হইয়াছে এবং পরিভূঃ, স্বয়ম্ভূঃ এই পুংলিঙ্গ বাচক পদ দ্বারা সমাপ্ত হওয়ায় মধ্যস্থিত শুক্রং ইত্যাদি ক্লীবলিঙ্গ বাচক ছয়টী পদকে পুংলিঙ্গে পরিণত করিয়া 'সঃ' এই পদটীর বিশেষণরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। কিন্তু এরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়া মন্ত্রটী ব্যাখ্যা করিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। শ্রুতি বহু স্থলে নির্গুণ, নির্বিশেষ পরমার্থতত্ত্বকে (Ultimate Reality) ক্লীবলিঙ্গ বাচক পদ দ্বারা উপদেশ করিয়াছেন এবং সবিশেষ সগুণ তত্ত্বকে পুংলিঙ্গ বাচক পদ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পূর্ববর্ত্তী চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রে "অনেজৎ একং মনসো জবীয়ঃ" ইত্যাদি বাক্যে নির্বিশেষ ও সবিশেষরূপ কথিত হইয়াছে। বর্ত্তমান মন্ত্রে তাহারই উপসংহার করিয়া ঋষি বলিতেছেন সোপাধিক ব্রহ্ম সর্বব্যাপী অন্তর্যামী-রূপে সর্বত্র বিরাজমান; তিনি সর্বদৃক্, ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান যুগপৎ তাঁহার জ্ঞানে প্রকাশিত, তিনি সর্বজ্ঞ সর্ববিদ্ সমগ্র মনের জ্ঞাতা; তিনি মায়া ও তাহার কার্য্যের উপরেও বর্ত্তমান অর্থাৎ মায়া তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারে না, তিনি মায়াধীশ; তিনি কার্য্যবস্তু নহেন, তিনি স্বয়ম্ভু, অনাদি কাল হইতে তিনি প্রাণিগণকে

তাহাদের কর্মফল যথাযথরূপে প্রদান করিয়া আসিতেছেন। এইটী হইতেছে ব্রহ্মের সোপাধিক রূপ। ব্রহ্মের এই সোপাধিক রূপ বর্ণনা করিয়া ঋষি ব্রহ্মের নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিরুপাধিক রূপ বর্ণনা করিতেছেন—ব্রহ্ম মায়োপাধিবিশিষ্ট হইয়া আকাশ-বৎ সর্বব্যাপী হইলেও স্বরূপতঃ 'শুক্রং' বিশুদ্ধ চিন্মাত্র স্বরূপ। তিনি স্বরূপতঃ 'অকায়ং' লিঙ্গশরীরাভিমানী হিরণ্যগর্ভের ন্যায় লিঙ্গশরীররূপ উপাধিবিশিষ্ট নহেন, তিনি স্বরূপতঃ 'অব্রণং' 'অস্নাবিরং' সমষ্টিস্থূল জগদ্রূপ শরীরাভিমানী বিরাট্ পুরুষের ন্যায় স্থূল শরীররূপ উপাধিবিশিষ্ট নহেন। তিনি স্বরূপতঃ 'শুদ্ধং' 'অপাপবিদ্ধং' তিনি মায়ারূপ মলবর্জিত, ধর্মাধর্ম-রহিত, কারণশরীর মায়াতে অভিমানী মায়াবিশিষ্ট ঈশ্বরের ন্যায় তিনি মায়োপাধিক নহেন। তিনি 'অন্যত্র ধর্মাৎ, অন্যত্র অধর্মাৎ, অন্যত্র অস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ, অন্যত্র ভূতাৎ চ ভব্যাৎ চ' দেশকালবস্তু পরিচ্ছেদরহিত, অখণ্ডৈকরস 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্'। 'সঃ পর্য্যগাৎ' এবং 'কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ' পুংলিঙ্গ বাচক এই পদগুলির মধ্যস্থলে 'শুক্রং' অকায়ং অব্রণং, অস্নাবিরং, শুদ্ধং, অপাপবিদ্ধং ক্লীবলিঙ্গবাচক পদগুলি থাকায় ইহাই বুঝাইতেছে যে এই নির্গুণ নির্বিশেষ নিরুপাধিক নিরবয়ব চিন্মাত্রস্বরূপ সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও তাঁহার কার্য্যের সাক্ষী প্রকাশক।

নবম-দশম-একাদশ মন্ত্রে বিদ্যা ও অবিদ্যার পৃথক্ পৃথক্ উপাসনার নিন্দা করিয়া উভয়ের সমুচ্চয় উপদিষ্ট হইয়াছে।

বিদ্যা ও অবিদ্যার সমুচ্চিত উপাসনার ফল সম্বন্ধে ঋষি বলিতেছেন—

বিদ্যাং চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে ॥

বিদ্যা ও অবিদ্যা এই উভয়কে যিনি একসঙ্গে জানেন তিনি অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যা দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করেন। উক্ত মন্ত্রের বিদ্যা, অবিদ্যা, মৃত্যু এবং অমৃতত্ব পদগুলিকে অনেকে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—বিদ্যা মানে দেবতা-জ্ঞান এবং অবিদ্যামানে বিদ্যা-বিরোধী অগ্নি হোত্রাদি কেবল কর্ম। মৃত্যু মানে স্বাভাবিক কর্ম, জ্ঞান এবং অমৃত মানে দেবতার স্বরূপপ্রাপ্তি। যিনি শাস্ত্রবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম এবং দেবতাবিজ্ঞান একই পুরুষের অনুষ্ঠেয় এইরূপ জানেন অর্থাৎ বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্মের সহিত দেবতাবিজ্ঞান সমুচ্চিত করিয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন তিনি অবিদ্যারূপ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম দ্বারা স্বাভাবিক কর্ম ও স্বাভাবিক জ্ঞানরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া দেবতাচিন্তনরূপ বিদ্যা দ্বারা দেবতা-স্বরূপ প্রাপ্তিরূপ অমৃতত্ব লাভ করেন। উক্ত মন্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। আমরা দেখিয়াছি ঋষি প্রথম আটটী মন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মেও নিরুপাধিক ও সোপাধিক রূপের উপদেশ করিয়াছেন এবং ইহাও উপদিষ্ট হইয়াছে যে ব্রহ্ম এবং আত্মা বা আমি এক। আমারও তাহা হইলে দুইটী রূপ আছে—একটী উপাধি বিশিষ্ট রূপ, অপরটী নিরুপাধিক

চিন্মাত্র স্বরূপ। এক আমি জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি অবস্থা বিশিষ্ট অর্থাৎ স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ দেহ বিশিষ্ট আর এক আমি জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি অবস্থা রহিত স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ দেহ বর্জিত নিরবয়ব নিরুপাধিক জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী প্রকাশক সত্তাস্ফূর্তি-প্রদাতা বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। প্রতি স্থূল সূক্ষ্ম ব্যষ্টি দেহ যেরূপ অবিদ্যার কার্য্য, সেইরূপ সমষ্টি স্থূল সূক্ষ্ম জগৎও অবিদ্যার কার্য্য। ব্যষ্টি স্থূল দেহে অভিমানী চেতন 'বিশ্ব' এবং ব্যষ্টি সূক্ষ্ম দেহে অভিমানী চেতন 'তৈজস' যেরূপ অবিদ্যার কার্য্য, সেইরূপ সমষ্টি স্থূল জগতে অভিমানী চেতন 'বিরাট্' এবং সমষ্টি সূক্ষ্ম জগতে অভিমানী চেতন 'হিরণ্যগর্ভ' অবিদ্যার কার্য্য। ব্যষ্টি সুষুপ্তি অবস্থায় খণ্ড, পরিচ্ছিন্ন অবিদ্যায় অভিমানী চেতন 'প্রাজ্ঞ' অবিদ্যার কার্য্য। কিন্তু অখণ্ড, অপরিচ্ছিন্ন সমগ্র অবিদ্যা বা মায়ায় অভিমানী চেতন ঈশ্বর অবিদ্যার কার্য্য নহেন। ঈশ্বরের সাক্ষী পরমানন্দ স্বরূপ সৎ-চিৎকে মায়া আবরণ করিতে পারে না, বিক্ষেপ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। একই সচ্চিৎসুখাত্মক বস্তু ব্যষ্টি জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এবং সমষ্টি বিরাট্ হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বরের সাক্ষী চৈতন্যরূপে কূটস্থরূপে নিত্য প্রকাশমান রহিয়াছেন। এই সচ্চিৎসুখাত্মক বস্তুতে অবিদ্যানিবন্ধন বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ, বিরাট্ হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর কল্পিত, আরোপিত হইতেছে। মরীচিকাজল দ্বারা যেমন মরুভূমি আর্দ্র হয় না, নীলিমা দ্বারা আকাশ যেমন অসংস্পৃষ্ট থাকে, মেঘের ধাবনে যেরূপ চন্দ্র ধাবিত হয় না সেইরূপ

ঈশ্বরাদি কল্পিত বস্তুর দোষ-গুণ দ্বারা সচ্চিৎসুখাত্মক বস্তু লিপ্ত হন না। এই পরমানন্দস্বরূপ, সংস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ বস্তু জীব জগৎ ও ঈশ্বরেরর স্বরূপ। ইনি দ্রষ্টা-দৃশ্য-দর্শন, প্রমাতৃ-প্রমেয়-প্রমাণ, জ্ঞাতৃজ্ঞেয়-জ্ঞান, ভোক্তৃ-ভোগ্য ভোগরূপ ত্রিপুটী বর্জ্জিত। ইঁহাতে বিম্ব-প্রতিবিম্বভাব নাই। ঈশ্বর হইতেছেন বিম্ব এবং জীব-সমূহ প্রতিবিম্ব এরূপ বলা যাইতে পারে। মানুষ মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহংকার-দশ ইন্দ্রিয়-পঞ্চপ্রাণ এই উনিশটী করণ দ্বারা জ্ঞানার্জন ও কর্ম করিয়া থাকে। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই মনোবৃত্তিরূপ শেষ উপাসনাও অবিদ্যা। কিন্তু ইহা অবিদ্যা হইলেও এই মনোবৃত্তি অখণ্ডা সচ্চিদানন্দরূপিণী ঈশ্বরের চিৎশক্তি যাহা একমাত্র পরমানন্দকে বিষয় করে সেই বিদ্যার প্রকাশের সহায়ক। বিবেক, বৈরাগ্য. নিষ্কাম কর্ম, শ্রদ্ধাও ভক্তির সহিত অভেদে ইশ্বরের ধ্যান এ সমস্তই অবিদ্যার অন্তর্গত। উক্ত উপায়গুলি অবিদ্যার অন্তর্গত হইলেও উহারা চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া সমষ্টি বুদ্ধির উদ্বোধনে সহায়তা করে। বিশুদ্ধ চিত্তের সমষ্টি বুদ্ধিবিজ্ঞান দ্বারা মানুষ ক্রমে ক্রমে বিরাট্ হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হয়। ঈশ্বরতত্ত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধ হইলে বিক্ষেপ দূরীভূত হয় এবং বিদ্যার উদয় হওয়ায় মানুষ স্বীয় স্বরূপ পরমানন্দরূপ অমৃতত্বলাভে কৃতকৃত্য হয়। এই জন্য ঋষি বলিয়াছেন "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে।" অবিদ্যা বা নিষ্কাম কর্ম গুরুসেবা শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত অভেদে ঈশ্বরের ধ্যান দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিলে অবিদ্যার আবরণ

দূরীভূত হওয়ায় এবং পরমানন্দ বিষয়িণী চৈতন্যশক্তির উদয়হেতু মানুষ দেশকাল কার্য্য কারণরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যা দ্বারা পরমানন্দস্বরূপ অমৃতত্ব লাভ করে। ভগবান ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যও ঐতরেয় উপনিষদের ভূমিকায় বলিয়াছেন তপআদি বিদ্যোৎপত্তিসাধনং গুরুপাসনাদি চ কর্ম বিদ্যাত্মকত্বাৎ অবিদ্যা উচ্যতে ; তেন বিদ্যামুৎপাদ্য মৃত্যুং কামম্ অতিতরতি। ততো নিষ্কামস্ত্যক্তৈষণঃ ব্রহ্মবিদ্যয়া অমৃতত্বম্ অশ্নুতে ইত্যেতম্ অর্থং দর্শয়ন্ আহ "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে।" অতএব এই মন্ত্রোক্ত অবিদ্যা মানে কেবল কর্ম এবং বিদ্যা মানে দেবতাবিজ্ঞান নহে। মৃত্যুং তীর্ত্বা মানে দেশকাল অতিক্রম করিয়া, অমৃত মানে দেবতাস্বরূপ প্রাপ্তি নহে, অমৃত মানে পরমানন্দ।

দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ মন্ত্রে সম্ভূতির ও অসম্ভূতির পৃথক্ পৃথক্ উপাসনার নিন্দা করিয়া একত্র উপাসনার উপদেশ করা হইয়াছে। সম্ভূতি মানে ঈশ্বর, কিন্তু হিরণ্যগর্ভ নহে। অসম্ভূতি মানে প্রকৃতি। প্রকৃতির সমষ্টিরূপের উপাসনা দ্বারা ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার করিয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহে স্বীয় স্বরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তিই উপদিষ্ট হইয়াছে।

পঞ্চাদশ ও ষোড়শ মন্ত্রে সাধক স্বীয় অহংকার অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করিতেছেন—হে ঈশ্বর তুমি ত জগতের পালক পূষা, সুতরাং তুমি আমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা কর। তুমিই একমাত্র জ্ঞানী, সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ,

সর্বদৃক্, সুতরাং তুমি নিশ্চয় জানিতেছ যে আমার চিত্ত কেবল তোমাকেই চাহিতেছে ; সুতরাং আমায় দর্শন দাও। তুমি যম অর্থাৎ অন্তর্যামী, সুতরাং একমাত্র তোমাতেই শরণাগত আমার মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি তোমার অভিমুখে নিয়মিত কর। সুরিভিঃ অর্য্যতে তত্ত্বদর্শিগণও তোমার স্তুতি করিয়া থাকেন, তোমা হইতেই এই চরাচর জগৎ প্রসূত হইয়াছে, তুমিই জগতের প্রকাশক সেই জন্য তুমি সূর্য্য, অতএব তোমাতে শরণাগত আমার চিত্তকে ভগবদ্ জ্ঞান দ্বারা উজ্জ্বল কর, সব মলিনতা দূর কর। তুমি প্রত্যেক বিশুদ্ধ চিত্ত পুরুষরূপ প্রজাপতির নির্মল হৃদয়ে জন্মগ্রহণ কর অর্থাৎ আত্মস্বরূপ প্রকাশ কর। সেইজন্য তুমি প্রাজাপত্য। অতএব আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হও। দেবতির্য্যক্ নরাদি প্রাণিসমূহ তোমারই বিভিন্ন রশ্মি-সমূহ। বিশ্বস্বরূপ তুমিই একমাত্র চৈতন্যজ্যোতিঃ এবং শত শত বিভিন্ন প্রাণিসমূহ চৈতন্যাভাস। তাহারা জ্যোতিস্বরূপ তোমারই রশ্মি, সুতরাং আমার চিত্তকে নানাত্ব হইতে বিমুখ করিয়া একমাত্র তুমিই যে প্রতি নামে প্রতিরূপে রূপায়িত হইতেছ সেই একত্বের অভিমুখী কর, তোমার জ্যোতিঃকে একত্র কর যাহাতে তোমার সমগ্র কল্যাণময় স্বরূপটী আমি দেখিতে পারি। তোমারই অনুগ্রহে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত তোমার ধ্যান করিতে করিতে আমি যে তোমাময় হইয়া গিয়াছি। পূর্ব্বে জগদ্রূপ যে আবরণ সত্যস্বরূপ তোমাকে আমার নিকট হইতে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল, এখন তোমার করুণায় সেই

আবরণ উন্মোচিত হইয়াছে। এখন তোমাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছি।

সপ্তদশ মন্ত্রে অনুভূতির স্তর উপদিষ্ট হইতেছে। তোমার কৃপায় আমার অনুভব হইতেছে যে আমার প্রাণ অমৃতস্বরূপ সূত্রাত্মারূপে সর্ব্বত্র বিরাজিত বিশ্বপ্রাণ, আর ভস্মান্ত এই স্থূল শরীরও ভাগবতী তনু হইয়া যাইতেছে। হে আমার মন, তুমি এক্ষণে ওঁকাররূপী জগৎ ও জগদাতীত চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে মনন কর এখন ইহাই তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য। শরীরের দিকে মন দিও না, উহাতে আত্মাভিমান করিও না, কারণ শরীর অনিত্য, উহাও ভস্মসাৎ হইবে—এরূপ অর্থও হইতে পারে।

অষ্টাদশ মন্ত্রে সাধক পুনরায় প্রার্থনা করিতেছেন—হে পরমেশ্বর! তুমি সর্বজ্ঞ এবং সর্ববিদ্, সুতরাং তোমর শরণাগত আমি আমার দোষগুণ লইয়াই নগ্নরূপে তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। "আমি" ও "আমার" বলিতে আর কিছু নাই। সুতরাং তোমার সাক্ষাৎকারের যত প্রতিবন্ধক আছে সেই সব কুটিল প্রতিবন্ধক সম্পুর্ণরূপে আমার নিকট হইতে বিদূরিত করিয়া দাও যাহাতে অপ্রতিবন্ধকভাবে আমি তোমাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে পারি। কায়মনোবাক্যে আমি বারবার তোমাকে নমস্কার করি।

অনেকে সপ্তদশ অষ্টাদশ মন্ত্র দুইটার অন্যরূপ ব্যাখ্যা করেন। তাঁহারা বলেন মুমুর্ষু ব্যক্তি তাঁহার মৃত্যুসময় আসিয়াছে বুঝিতে পারিয়া উক্ত মন্ত্র দুইটী দ্বারা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা

করিতেছেন। কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যার সহিত উপনিষদের যে তাৎপর্য্য সেই তাৎপর্য্যের সঙ্গতি হয় না। দধ্যঙ্‌ আথর্বণ ঋষি তাঁহার মুমুক্ষু শিষ্যকে ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব উপদেশ করিতে করিতে সহসা মুমূর্ষু ব্যক্তির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিবেন কেন? সুতরাং এই মুমূর্ষু ব্যক্তি কে? কেবল যে মুমূর্ষু অবস্থায় এরূপ প্রার্থনা করিতে হইবে এরূপ কোন নিয়ম করা যাইতে পারে না। সাধক সব সময়েই ঈশ্বরের নিকট ঐরূপ প্রার্থনা করিতে পারে। "ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম।" এই বাক্য হইতে এরূপ অর্থ করা সঙ্গত হয় না যে এখন আমার মরণ কাল উপস্থিত হইয়াছে, এখন নমস্কার ব্যতীত আর অন্য প্রকারে তোমার পরিচর্যা করিতে পারিতেছি না। সমস্ত উপনিষদেরই ব্রহ্মের নির্গুণ নির্ব্বিশেষ নিরুপাধিকরূপ এবং গুণ সবিশেষ সোপাধিক রূপ এবং ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্বও উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রুতিসমূহে ইহাও পুনঃ পুনঃ উপদিষ্ট হইয়াছে যে আত্মার নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ নিরুপাধিক সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে হইলে প্রথমে যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে। এই যোগ্যতা হইতেছে নিষ্কামভাবে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম ও সগুণ সবিশেষ সোপাধিক ব্রহ্মের উপাসনা। বেদের মন্ত্রভাগে, ব্রাহ্মণভাগে, উপনিষদে ঈশ্বরের শরণাগতি ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা উপদিষ্ট হইয়াছে। কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা অতীব ফলপ্রদ, বর্ত্তমান উপনিষদে প্রথমেই অন্তরে বাহিরে পরিপূর্ণরূপে সদা বর্ত্তমান

ঈশ্বরের ধ্যান এবং সমুদয় কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব ও ফল ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া জীবন ধারণ করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এরূপভাবে কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি ও ভোক্তৃত্ববুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত নিরন্তর ঈশ্বরের ধ্যান যাঁহারা করেন না, তাঁহাদের নিকট হইতে আত্মতত্ত্ব তিরোহিত হইয়া যায়। পক্ষান্তরে যাঁহারা পূর্বোক্ত উপায় অবলম্বন পূর্বক নিরন্তর ঈশ্বরের ধ্যান করেন, তাঁহাদের চিত্ত নির্মল হয় এবং সেই বিশুদ্ধ চিত্তে প্রকৃত বিবেকবৈরাগ্যের অনুভূতি হইতে থাকে। ব্রহ্মালোকেও তুচ্ছধী হয়, ভোগাশক্তি দূরীভূত হইয়া যায়। তখন চিত্ত শান্ত, দান্ত, উপরত, সুখে দুঃখে অবিচলিত হইয়া ঈশ্বরেই সর্বদা সমাহিত থাকে। এইরূপে অনন্যভক্তি দ্বারা চিত্ত হইতে গুণ ও কর্মোৎপন্ন ধর্ম-অধর্ম পাপ-পুণ্য প্রভৃতি যাবতীয় মলিনতা সম্পূর্ণরূপে বিধৌত হইলে সেই বিশুদ্ধ চিত্তে নিরুপাধিক ও সোপাধিক আত্মতত্ত্ব উপলব্ধ হয়। সাধকের এই অনুভূতিই চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। এই ব্রহ্মাত্মৈক্য সাক্ষাৎ উপলব্ধ হইলে সাধক শোকমোহা..ত হইয়া অভয়পদ প্রাপ্ত হন। ষষ্ঠ ও সপ্তম মন্ত্রে ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। অষ্টম মন্ত্রে পুনরায় ব্রহ্মের নির্গুণ নির্বিশেষ নিরুপাধিক এবং সগুণ সবিশেষ সোপাধিক রূপ উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রদ্ধাভক্তির সহিত নিরন্তর নিষ্কামভাবে অভেদে ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ না হইলে কিছুতেই আত্মতত্ত্ব উপলব্ধ হইতে পারে না—ইহাই নবম মন্ত্র হইতে চতুর্দ্দশ এই

ছয়টী মন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। আচার্য্যের নিকট কিংবা স্বয়ং স্বীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারা আত্মতত্ত্ব শ্রবণ বা অধ্যয়ন করিলে আত্মতত্ত্ববিষয়ক বাক্যার্থের জ্ঞান হইতে পারে, শাস্ত্রব্যাখ্যাণ কৌশল অবগত হইতে পারা যায়; কিন্তু বস্তুজ্ঞান কখনও হয় না। আত্মতত্ত্ব কখনও সাক্ষাৎ উপলব্ধ হয় না। সেইজন্য ঋষি বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়কেই জানিতে উপদেশ করিয়াছেন। মুণ্ডক উপনিষদেও বলা হইয়াছে "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চাপরা চ।" ব্রহ্মবিদ্যা ব্যতীত অপর সব বিদ্যাই অপরা বা অবিদ্যা। নিষ্কাম কর্ম, অভেদে উপাসনা, 'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্য হইতে উত্থিত যে অখণ্ডা মনোবৃত্তি উহাও অবিদ্যার অন্তর্গত; সুতরাং বিদ্যা ও অবিদ্যার সমুচ্চয় কেন হইবে না? বিদ্যার দ্বারা সচ্চিদানন্দস্বরূপ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বিদ্যার উদয় হইলে আত্মার যথার্থস্বরূপ প্রকাশ পায়। ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের সহিত কর্ম্ম বা অন্য কাহারও সম্বন্ধ থাকে না, কিন্তু ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের উপায় বিদ্যার সহিত সহকারীরূপে অবিদ্যার সহযোগ থাকিতে পারিবে না কেন? লোকে পাছে বেদবিহিত সকাম বা নিষ্কাম কর্ম্মের, সকাম বা নিষ্কাম উপাসনার দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ না করিয়া মলিন চিত্ত লইয়া আত্মবিষয়ক উপদেশ শ্রবণ ও আত্মতত্ত্বে কেবল তর্কমূলক বিচারে রত থাকিয়া ভাবে যে আমি আত্মজ্ঞানী ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছি সেইজন্য শ্রুতি নবম হইতে চতুর্দ্দশ মন্ত্রে নিষ্কাম কর্ম্ম ও উপাসনার সহিত ব্রহ্মবিদ্যার বিচার ও মনন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। পঞ্চাদশ হইতে অষ্টাদশ মন্ত্র পর্য্যন্ত

ঈশ্বরের স্তুতির প্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে যাহাতে সাধক কর্ম্ম ও উপাসনা পরিত্যাগ না করে। শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত ঈশ্বরের ধ্যানসহ ব্রহ্মাত্মতত্ত্বের মনন করিতে হইবে এবং নিষ্কামভাবে জনহিতকর কর্ম্মদ্বারা বিশ্বরূপে প্রকাশিত ঈশ্বরের পূজা করিতে হইবে যাহাতে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। ইহাই ঈশোপনিষদের মর্ম্মার্থ।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ গিরি

শুক্ল যজুর্ব্বেদীয়

ঈশোপনিষৎ

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অদঃ (দেশকালবস্তুদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, সর্ব্ববিধ ভেদ রহিত, অখণ্ড, একরস নিরুপাধিক, অবাঙ্‌মনসোগোচর, নির্ব্বিশেষ সচ্চিদানন্দ), পূর্ণম্ (আকাশবৎ ব্যাপি, নিরন্তর), ইদং (নামরূপাত্মক ইন্দ্রিয় গোচর এই জগৎ), পূর্ণং (অখণ্ড, একরস, আকাশবৎ ব্যাপি, ব্রহ্ম) পূর্ণাৎ (সচ্চিদানন্দ হইতে), পূর্ণম্ (পূর্ণস্বরূপ লইয়াই), উদচ্যতে (যেন উপরে ভাসমান হইতেছে), পূর্ণস্য (নিরুপাধিক, নির্ব্বিশেষ সচ্চিদানন্দের) পূর্ণম্ (একরস, নিত্য অপরিণামী চিদানন্দস্বরূপকে) আদায় (গ্রহণ করিয়া, অর্থাৎ ব্রহ্ম বিদ্যা দ্বারা সচ্চিদানন্দ সম্বন্ধীয় ভ্রান্তজ্ঞান দূরীভূত করিলে) পূর্ণম্ (সচ্চিদানন্দ) এব (নিশ্চয়ই) অবশিষ্যতে (প্রপঞ্চ নিষেধের অবধিরূপে, অধিষ্ঠান তত্ত্বরূপে অবশিষ্ট থাকেন)।

দেশকাল বস্তুদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, সর্ব্বধিক ভেদ রহিত, অখণ্ড, একরস, নিরুপাধিক, বাক্য মনের অগোচর, নির্ব্বিশেষ সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা পরমেশ্বর আকাশবৎ ব্যাপি, এই যে নামরূপাত্মক ইন্দ্রিয় গোচর জগৎ ইহা সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরই। যেরূপ সুবর্ণহার, চুড়ি অঙ্গুরীয়ক

সুবর্ণকে লইয়াই ভিন্ন ভিন্ন নামরূপে সত্তা ও প্রকাশ লাভ করে, সেইরূপ নামরূপাত্মক এই জগৎ সৎস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ না করিয়াই নানা নামে নানারূপে প্রতীত হইতেছে। হার, চুড়ি, বলয় ইত্যাদি নানা নামে নানারূপে প্রতিভাত হইলেও যেমন সুবর্ণ নানা হইয়া যায় না, খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় না, সুবর্ণ পূর্ণরূপে হার কায়াদিতে যেমন বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ নামরূপাত্মক এই বিশ্ব বহু নামে বহুরূপে, ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবে অবভাত হইলেও এই জগতের প্রতিনামে প্রতিরূপে সচ্চিদানন্দ, অখণ্ড, একরস পরমাত্মা পরমেশ্বর পূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকেন, তিনি খণ্ড খণ্ড হইয়া যান না। হার চুড়ি বলয় যেরূপ সুবর্ণ দৃষ্টিতে সুবর্ণই; স্বর্ণ হইতে উহাদের যেমন কোন পৃথক বাস্তব সত্তা নাই, উহারা কেবল ব্যবহারিক নাম মাত্র, উহাদের প্রত্যেকটীতে একমাত্র সুবর্ণই যেমন সত্যবস্তু, সেইরূপ ব্রহ্ম বিদ্যাদ্বারা নামরূপকে পরিত্যাগ করিলে নামরূপাত্মক এই জগৎ ও জগৎজ্ঞান বিলয় প্রাপ্ত হয় তখন একমাত্র সৎস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা পরমেশ্বরই অবশিষ্ট থাকেন। এই একত্বের অনুভূতির যাবতীয় আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক প্রতিবন্ধ সমূহ উপশান্ত হউক।

দধ্যঙ্‌ আথর্ব্বন্‌ ঋষির সমীপে তাঁহার শিষ্য বিধিবৎ উপসন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "হে গুরো, আমি কি প্রকারে পরমাত্মা পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইতে পারি?" এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া ঋষি তাঁহার শিষ্যকে বলিলেন—

ওঁম্‌ ঈশাবাস্যং ইদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্‌ ॥ ১ ॥

জগত্যাং (জগতে, চতুর্দ্দশভুবনে) যৎ কিঞ্চ (যাহা কিছু), জগৎ (পরিবর্ত্তনশীল পদার্থ) [(অস্তি) আছে] (তৎ) সর্ব্বং (সেই সমস্ত)

ঈশা (অন্তর্যামী ঈশ্বরের দ্বারা), বাস্যং (আচ্ছাদন করা উচিত, ব্যাপ্ত আছে)। তেন (সেই, অন্য শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ), ত্যক্তেন (ত্যাগদ্বারা, সন্ন্যাস দ্বারা), ভুঞ্জীথাঃ (পালনকর, পরিপুষ্টি সাধন কর) কস্যস্বিৎ (নিজের কিম্বা অপরের) ধনং (বিত্ত) মা গৃধঃ (আকাঙ্ক্ষা করিও না)॥ ১ ॥

চতুর্দ্দশ ভুবনে যাহা কিছু পরিবর্ত্তনশীল পদার্থ আছে সেই সমস্ত অন্তর্যামী ঈশ্বর দ্বারা ব্যাপ্ত। অন্যশ্রুতিতে প্রসিদ্ধ ত্যাগের দ্বারা সতত সর্ব্বত্র ঈশ্বর দৃষ্টির পরিপুষ্টি সাধন কর। নিজের কিম্বা অপরের বিত্ত আকাঙ্ক্ষা করিওনা॥ ১॥

তরঙ্গে জলের ন্যায় অন্তর্যামী সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। এইরূপ বুদ্ধি করিতে হইবে। এক্ষণে আমরা নামরূপ দিয়া পরমেশ্বরকে ঢাকিয়া ফেলিতেছি বলিয়া তাঁহাকে অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি করিতে পারিতেছিনা, ঋষি সেইজন্য বলিতেছেন যে যদি ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার করিতে অভিলাষী হও, তাহা হইলে প্রত্যেক নামরূপের অন্তর বাহির পরমেশ্বর দিয়া ঢাকিয়া ফেল। বহির্বিষয়ক সমুদয় কামনা পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরাভিমুখী হইতে হইবে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঋষি বলিতেছেন এই সর্ব্বান্তর পরমাত্মা পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিবার জন্য বিবেক বৈরাগ্যবান্ মুমুক্ষু সাধক "পুত্রৈষণায়াশ্চ, বিত্তৈষণায়াশ্চ, লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায় অথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি।" পুত্র বিত্ত এবং পারলৌকিক সর্ব্ববিধ কামনা পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচর্য্য আচরণ করিয়া থাকেন। কৈবল্য উপনিষদেও উপদিষ্ট হইয়াছে "ন কর্ম্মনা, ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ব মানশুঃ।" কর্ম্মদ্বারা সন্তান সন্ততি দ্বারা ধনদ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায় না, ত্যাগের দ্বারাই মুমুক্ষুগণ অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন। সেইজন্য ঋষি প্রথমেই শিষ্যকে উপদেশ দিতেছেন যে যদি পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে অভিলাষী

হও তাহা হইলে হৃদয়স্থিত সর্ব্বাধিক কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মকাম হও, সতত সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত সৎস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বর বিষয়িনী বুদ্ধি কর। আকাশবৎ ব্যাপী চৈতন্যস্বরূপ, একমাত্র পরমেশ্বরই প্রকাশ পাইতেছেন এইরূপ বুদ্ধি করিয়া শ্রদ্ধা, ভক্তি ও একাগ্রতার সহিত সর্ব্বদা মনন করিতে থাকিলে সমুদয় কামনা আপনা হইতেই নিবৃত্ত হইয়া যায়, কারণ ঈশ্বর ব্যতীত যখন অন্য কোন বস্তু নাই তখন চিত্তে ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কামনার উদয় অসম্ভব ॥ ১ ॥

ঈশ্বর নিষ্ঠ পুরুষ সতত ঈশ্বর ভাবনাদ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হন পরবর্ত্তী মন্ত্রে ঋষি তাহাই উপদেশ করিতেছেন।

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোহস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥ ২ ॥

ইহ (এই জগতে) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ) কুর্ব্বন্ (করিতে করিতে) জিজীবিষেৎ (যদি জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা কর) এবং (এইরূপে কর্ম্ম করিয়া জীবন যাপন করিতে ইচ্ছুক) ত্বয়ি নরে (নরাভিমানী তোমার পক্ষে) ইতঃ (ইহা হইতে অর্থাৎ বুদ্ধিকে সর্ব্বদা ঈশ্বর বিষয়িনী করা ব্যতীত) অথ (ভিন্ন) অন্যঃ (অন্য উপায়) ন অস্তি (বিদ্যমান নাই) ন কর্ম্ম লিপ্যতে (যাহাতে কর্ম্মে লিপ্ত না হও) ॥ ২ ॥

এই জগতে কর্ম্মসমূহ করিতে করিতে যদি শতবৎসর জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে নরাভিমানী তোমার পক্ষে ইহা হইতে অর্থাৎ বুদ্ধিকে সর্ব্বদা ঈশ্বর বিষয়িনী করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় বিদ্যমান নাই যাহাতে কর্ম্মে লিপ্ত না হও ॥ ২ ॥ কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধি এবং ভোক্তৃত্ব বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করিলে মানুষ কর্ম্মফলে আবদ্ধ হয়। সাধারণতঃ মানুষ অহংকার অভিমান পূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া থাকে অর্থাৎ আমি এই কর্ম্ম করিতেছি এবং এই কর্ম্মের ফল আমিই ভোগ করিব এইরূপে নিজেকে

কর্ম্মের কর্ত্তা এবং ভোক্তা মনে করিয়া কর্ম্মে আসক্ত হয় এবং পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইয়া পড়ে; কারণ একই জন্মে সঞ্চিত ও ক্রিয়মান সমস্ত কর্ম্মের ফল ভোগ করা যায় না। এখন দেখা যাইতেছে যে কর্ম্ম বন্ধনের কারণ নয়, কিন্তু কর্ম্মে কর্ত্তৃত্বের এবং ভোক্তৃত্বের অভিমানই বন্ধনের কারণ। কর্ম্মে কর্ত্তৃত্বাভিমান এবং ভোক্তৃত্বাভিমান হইতে কর্ম্মফল ভোগ করিবার প্রবৃত্তি মানুষ হৃদয়ে উদিত হয়। কর্ম্মফল একজন্মে ভুক্ত না হওয়াহেতু ভোগ করিবার প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া মানুষ পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণ করে এবং জন্ম মৃত্যুর অধীন হইয়া সংসারচক্রে আবর্ত্তিত হইতে থাকে। কিন্তু জীবমাত্রকেই কর্ম্ম করিতে হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলিয়াছেন "নহি কশ্চিৎক্ষণমপি জাতুতিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ" ক্ষণকালও কেহ কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। এখন এই কর্ম্ম বন্ধন হইতে কি প্রকারে মুক্ত হওয়া যায়? কর্ম্মবন্ধনের উৎপত্তি হয় কর্ম্মফল ভোগ করিবার কামনা হইতে এবং এই কামনার উৎপত্তি হয় নিজের অপূর্ণতা জ্ঞান বা স্বীয় স্বরূপ সম্বন্ধীয় ভ্রান্ত জ্ঞান হইতে। স্বীয় পূর্ণ স্বরূপের অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় কামনা এবং কামনা হইতে উদ্ভূত হয় কর্ম্ম, এইরূপে অজ্ঞান কাম কর্ম্মরূপ সংসার প্রবাহ প্রবাহিত হয়। কর্ম্মক্ষয় হইলে কামনার নাশ হয়, কামনার নাশ হইলে স্বীয় পূর্ণস্বরূপ বিষয়ক অজ্ঞান দূরীভূত হয়। কার্য্য নষ্ট হইলে কারণ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট নাও হইতে পারে কিন্তু কারণ যদি নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে কার্য্য কখনও হইতে পারে না। অতএব কর্ম্ম এবং কামনার কারণ যে স্বরূপ বিষয়ক ভ্রান্তজ্ঞান বা অজ্ঞান সেই অজ্ঞান যদি নষ্ট হয় তাহা হইলে অজ্ঞানের কার্য কামনা ও কর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায়। অজ্ঞান সহিত কাম ও কর্ম্ম নষ্ট হইয়া গেলে জন্ম মৃত্যুর অধীনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া মানুষ মৃত্যুঞ্জয় হয়, অমর হইয়া যায়। জলদ্বারা যেমন অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। তৎ মানে হইতেছেন ঈশ্বর, তত্ত্ব মানে

হইতেছে ঈশ্বরের স্বরূপ, জ্ঞান মানে হইতেছে সাক্ষাৎ অপরোক্ষানুভূতি। সুতরাং ঈশ্বর স্বরূপের সাক্ষাৎ অপরোক্ষানুভূতিই মনুষ্যকে অমৃতত্ব প্রদান করিতে সমর্থ। ঈশ্বর দুই শক্তি বিশিষ্ট। পরাশক্তি এবং অপরাশক্তি। পরাশক্তি নিত্যা অখণ্ডা, চৈতন্য রূপিনী আনন্দরূপিনী; অপরাশক্তি দেশকালকার্য্যকারণরূপ, পরিণামিনী, খণ্ডা, জড়া, সত্ত্বরজস্তমোময়ী। পরাশক্তি কেবল পরমানন্দকে বিষয় করে, অপরাশক্তি সমষ্টি ব্যষ্টিরূপে বিষয় করে ঈশ্বরের বিভূতিকে ঐশ্বর্য্যকে। পরাশক্তির চৈতন্যত্ব, আনন্দত্ব, নিত্যত্ব স্বতঃ সিদ্ধ, সত্ত্বরজস্তমোময়ী অপরাশক্তির চৈতন্যত্ব, নিত্যত্ব, অস্তিত্ব ধার করা চৈতন্য, ধার করা নিত্যত্ব, ধার করা অস্তিত্ব। ঈশ্বর চৈতন্যে অপরাশক্তি চৈতন্যময়ী, ঈশ্বর সত্বায় অপরাশক্তিকে নিত্য বলিয়া বোধ হয়। অপরাশক্তির অস্তিত্ব ও প্রকাশ নির্ভর করে ঈশ্বরের সত্তা ও প্রকাশের উপর। ঈশ্বর হইতে অপরাশক্তির কোন স্বতন্ত্র বাস্তব সত্তা ও প্রকাশ নাই। কিন্তু পরাশক্তির সত্তাওপ্রকাশ কাহারও সত্তা ও প্রকাশের উপর নির্ভর করে না। উহা ঈশ্বরস্বরূপ, পরাশক্তি ও ঈশ্বর এই দুইটি শব্দ এক পর্য্যায়। উহাকে শক্তিও বলা যায়, ঈশ্বরও বলা যায়। পরাশক্তি ও অপরাশক্তি উভয়েতেই স্পন্দন আছে। অপরাশক্তি স্পন্দিত হইলে পরমানন্দ তিরোহিত হইতে থাকে এবং তমোগুণের প্রাধান্যে উহা নাই বলিয়া বোধ হয়। ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবে স্থূল সূক্ষ্ম জগৎরূপে, বিরাট, হিরণ্যগর্ভরূপে, স্থূলদেহ, পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চমহাভূত এবং পাঞ্চভৌতিক চতুর্দ্দশ ভুবনরূপে অপরাশক্তি অভিব্যক্ত হয়।

দেশকাল কার্য্য কারণরূপা, সত্ত্বরজস্তমোময়ী অপরাশক্তি বহু নামে বহু রূপে ব্যষ্টি সমষ্টি ভাবে ফুটিয়া পড়ে। পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ, পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার এই সমস্তই অপরাশক্তির পরিণাম বা কার্য্য। অপরাশক্তি একদিকে অহংরূপে অপরদিকে

ইদং বা বিশ্বরূপে অভিব্যক্ত হইয়া দ্রষ্টাদৃশ্য, জ্ঞাতৃজ্ঞেয় ভাব, খণ্ড ভাব, পরিচ্ছিন্ন ভাব জাগাইয়া তোলে। অপরাশক্তি ও তাহার কার্য্য সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের সত্তায় সত্য এবং প্রকাশে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সত্বগুণ প্রকাশশীল এবং মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহ সত্ব প্রধান বলিয়া উহাতে চৈতন্যের অভিব্যক্ত অধিকতর পরিস্ফুট এবং স্থূলদেহ ও পাঞ্চ-ভৌতিক বিশ্ব তমঃপ্রধান বলিয়া উহাতে যেন চৈতন্য নাই বলিয়া বোধ হয়। অহং বা মন বা বুদ্ধি বা চিত্ত, চৈতন্যময় হইয়া কর্ত্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতা, দ্রষ্টা সাজিয়া স্থূল সূক্ষ্মভাবে 'ইদং' বা নামরূপাত্মক জগৎ ভোগ করে, দর্শন করে, প্রকাশ করে বা জানে। চৈতন্যময় "অহং" এর লক্ষ্য হইতেছে নিত্য আনন্দ লাভ, কিন্তু তাহার সম্মুখে সতত পরিবর্তনশীল নামরূপ বিদ্যমান থাকে বলিয়া নামরূপে আকৃষ্ট হইয়া নামরূপকে ভোগ করিয়া নিত্য আনন্দলাভ করিতে ইচ্ছা করে। নামরূপ সতত পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া আনন্দ স্থায়ি হয় না, নিত্য হয় না, আনন্দকেও পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া অহং মনে করে। এইরূপে চৈতন্যময় 'অহং' নামরূপের চাঞ্চল্য আনন্দে আরোপ করিয়া নামরূপ দিয়া আনন্দকে ঢাকিয়া ফেলে। সাধনার উদ্দেশ্য হইতেছে আনন্দ দিয়া নামরূপকে ঢাকিয়া ফেলা। "আনন্দ রূপং অমৃতং যৎ বিভাতি," যাহা কিছু প্রতীত হইতেছে সে সবই আনন্দরূপ, সবই অমৃতস্বরূপ এইরূপ বুদ্ধি করিতে হইবে। কিন্তু আনন্দকে ত দেখা যায় না, উহা অনুভবস্বরূপ, সুতরাং কি প্রকারে আনন্দ দিয়া ঈশ্বর দিয়া নামরূপকে ঢাকিয়া ফেলিতে পারা যায়? চিত্ত যখন শান্ত হয় তখনই চিত্তে আনন্দানুভূতি হয়। চিত্ত যত একাগ্র হয়, শান্ত সমাহিত হয় ততই আনন্দানুভূতি চিত্তে স্ফুটতররূপে প্রকাশ পাইতে থাকে। চিত্ত ঈশ্বরে অর্পিত হইলে শান্ত হইয়া থাকে এবং ঈশ্বরই কেবল প্রকাশ পাইতে থাকেন। ঈশ্বর হইতেছেন নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ সচ্চিৎ আনন্দ স্বরূপ। 'ঈশ্বর আছেন' এইরূপ একটা ভাব বুদ্ধির হইতে পারে, চৈতন্যের ধারণাও

বুদ্ধির হয়। সৎস্বরূপ এবং চৈতন্যস্বরূপকে বুদ্ধি কখন ত্যাগ করিতে পারে না। কারণ সৎস্বরূপ এবং চৈতন্যস্বরূপকে ত্যাগ করিলে বুদ্ধি নিজেই অসৎ হইয়া যায়, বুদ্ধি প্রকাশ পায় না এবং কাহাকেও প্রকাশ করিতে পারে না। কিন্তু সচ্চিৎকে বুদ্ধি পরিচ্ছিন্ন করিয়া খণ্ড করিয়া ধারণা করে, অখণ্ডরূপে, অভেদরূপে, একরস রূপে ভাবিতে পারে না। দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও বেধবিহীন বিন্দুকে যেমন কাহাকেও দেখান যায় না; 'বিন্দু আছে' বিন্দুর এই অবস্থান, এই অস্তিত্বটুকু শুধু বুদ্ধি ভাবিতে পারে মাত্র।

বিন্দুকে দেখাইতে হইলে যেমন বিন্দুতে দৈর্ঘ্য বিস্তার ও বেধ আরোপ করিয়া দেখাইতে হয়, সেইরূপ নির্ব্বিশেষ সচ্চিদানন্দকে বুঝাইতে হইলে তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্ববিত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্ব, সর্ব্বব্যাপকত্ব প্রভৃতি কল্যাণ গুণসমূহ আরোপ করিয়া বুঝাইতে হয়। কিন্তু সগুণ রূপ ও বুদ্ধি প্রথমে সম্পূর্ণরূপে ধারণা করিতে পারে না। সেইজন্য ঈশ্বরের যে মূর্ত্তি বিশেষ এবং যে নাম বিশেষ সাধকের প্রিয় সেই মূর্ত্তি ও নাম লইয়া সাধনার আরম্ভ করিতে হয়। মন বা অহং বা বুদ্ধি বা চিত্ত যখন সেই মূর্ত্তি ও নামে নিমগ্ন থাকে তখন অহং নির্ম্মম হইতে থাকে, এইরূপে শ্রদ্ধাভক্তির সহিত অন্ততঃ এক বৎসর অহোরাত্র ভগবন্মনন করিতে থাকিলে সেই মূর্ত্তি জীবিত মূর্ত্তির ন্যায় সাধনার সমস্ত বাধা বিঘ্ন দূর করিয়া সাধককে সাধনার উন্নততর স্তরে উন্নীত করিয়া দিবে। তখন নিজের অন্তরে বাহিরে ঈশ্বরানুভূতি হইতে থাকিবে; নামরূপ ঈশ্বর ব্যাপ্ত রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি হইবে। স্বীয় কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধি ভোক্তৃত্ব বুদ্ধি, অহংতা মমতা দূরীভূত হইবে, এক পারমেশ্বরী শক্তিই কার্য্য করিয়া যাইতেছে এইরূপ অনুভূতি হইবে। তখন কর্ম্মে কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধি ভোক্তৃত্ব বুদ্ধি না থাকা হেতু কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হইবে না। সমস্ত কার্য্যই ঈশ্বরের সেবা বুদ্ধিতে কৃত হইবে।

যৎ করোষি, যদাশ্নসি, যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয়, তৎ কুরুষ্ব মদর্পনম্ ॥

কায়মনোবাক্যদ্বারা, অহংকারদ্বারা যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হইতে থাকিবে সেই সমস্ত কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পিত হওয়া হেতু বন্ধনের কারণ হইবে না।

সেইজন্য ঋষি বলিতেছেন কর্ম্ম করিয়া জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করিলে এরূপভাবে কর্ম্ম কর যাহাতে কর্ম্ম তোমাকে লেপায়মান করিতে না পারে। কর্ম্ম ও কর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণ ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই যাহাতে কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মে লিপ্ত না হইতে হয়। উক্ত ব্যাখ্যা মধ্যম ও অধম অধিকারীর জন্য। এই মন্ত্রের অন্য ব্যাখ্যাও আছে যথা—প্রথম মন্ত্র সন্ন্যাসীর জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যিনি সন্ন্যাসের অধিকারী নন যিনি গৃহস্থ এবং কর্ম্ম করিয়া শত বৎসর জীবন ধারণ করিতে অভিলাষী তাঁহার পক্ষে শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত অশুভকর্ম্মের লেপ হইতে নিষ্কৃতির আর অন্য কোন উপায় নাই ॥ ২ ॥

যাঁহারা কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধি এবং ভোগাসক্তি পরিত্যাগ না করিয়া, অহংকার অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করেন, ঋষি তাঁহাদিগকে নিন্দা করিয়া বলিতেছেন—

অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভি গচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥৩॥

যে কে চ (কিন্তু যাঁহারা) আত্মহনঃ (স্বীয় অজর অমর অশোক অভয় রূপ ঈশ্বর স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া অহংকার অভিমানের বশীভূত হইয়া কেবল কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত কর্ম্ম করেন) জনাঃ (মনুষ্যগণ) তে (তাঁহারা) প্রেত্য (মৃত্যুর পর) তান্ (সেই লোক সমূহ) অভিগচ্ছন্তি (প্রাপ্ত হন) তে লোকাঃ (যে লোকসমূহ) অন্ধেন তমসা (ঘোর অন্ধকার

দ্বারা) আবৃতাঃ (আবৃত) অসূর্য্যা নাম (অসুরদিগের উপযুক্ত বাস স্থান) ॥ ৩ ॥

কিন্তু যাঁহারা আত্মজ্ঞান বিমুখ, স্বীয় অজর অমর অশোক অভয়রূপ ঈশ্বর স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া অহংকার অভিমানের বশে কেবল কর্ম্মফল ভোগ করিবার নিমিত্ত ভোগাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করেন তাঁহারা মৃত্যুর পর সেই লোক সমূহ প্রাপ্ত হন যে লোক সমূহ অসুরদিগের বাস করিবার উপযুক্ত ॥৩॥

যে আত্মজ্ঞানে বিমুখ হইয়া অজ্ঞ লোক সংসার সাগরে পতিত হয় এবং যে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া তত্ত্বদর্শীগণ সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইয়া কৃতকৃত্য হন সেই আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ঋষি উপদেশ করিতেছেন।

অনেজৎ একং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বম্ অর্ষৎ তদ্ধাবতোহন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥ ৪ ॥

অনেজৎ (সেই আত্মতত্ত্ব কম্পন রহিত, স্পন্দন বর্জ্জিত) একং (স্বগত সজাতীয় বিজাতীয় ভেদ রহিত) মনসঃ (মন হইতে) জবীয়ঃ (বেগশালী) এনৎ (এই আত্মতত্ত্বকে) দেবাঃ (চৈতন্যোদ্ভাসিত ইন্দ্রিয়গণ) ন আপ্নুবন্ (পাই নাই অর্থাৎ অবগত হইতে পারি নাই) পূর্ব্বং (মন ও ইন্দ্রিয়গণের পূর্ব্বেই) অর্ষৎ (গমন করিয়াছেন, বিরাজিত আছেন, আত্মা ব্যাপক বলিয়া মন ও ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না) তৎ (সেই আত্মা) ধাবতঃ (দ্রুত গমনশীল) অন্যান্ (কাল বায়ু প্রভৃতিকে) অত্যেতি (অতিক্রম করিয়া গমন করেন) তিষ্ঠৎ (স্বয়ং অবিক্রিয় থাকিয়া) তস্মিন্ (সেই আত্মতত্ত্ব আছে বলিয়া) মাতরিশ্বা (জ্ঞানক্রিয়া শক্তি সম্পন্ন হিরণ্যগর্ভ) অপঃ (কর্ম্মসমূহ) দধাতি (ধারণ করেন বা বিভাগপূর্ব্বক প্রদান করেন) ॥ ৪ ।

সেই আত্মতত্ত্ব স্পন্দন রহিত, স্বগত সজাতীয় বিজাতীয় ভেদবিরহিত, মন হইতেও বেগগামী। এই আত্মতত্ত্বকে ইন্দ্রিয়গণ অবগত হইতে পারে নাই। আত্মা ব্যাপক বলিয়া মন ও ইন্দ্রিয়গণের পূর্ব্বেই সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন। সুতরাং মন ও ইন্দ্রিয়গণ ইহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। সেই আত্মা দ্রুতগমনশীল কাল বায়ু প্রভৃতিকেও স্বয়ং অবিক্রিয় থাকিয়াই অতিক্রম করিয়া গমন করেন। সেই আত্মতত্ত্ব আছে বলিয়াই জ্ঞানক্রিয়া শক্তিসম্পন্ন হিরণ্যগর্ভ প্রাণীগণের কর্ম্মসমূহ নিয়মিত ভাবে বিভাগ করিয়া দেন। আত্মা স্বরূপতঃ নিরুপাধিক, নির্ধর্ম্মক এবং নির্ব্বিশেষ পরম আনন্দস্বরূপ। সত্ত্বগুণ প্রধান অন্তঃকরণরূপ উপাধির অনুবর্ত্তন হেতু আত্মাতে অন্তঃকরণের ধর্ম্ম আরোপিত হয়। সেই জন্য ঋষি এই মন্ত্রে আত্মার নিরুপাধিক ও সোপাধিকরূপ প্রদর্শন করিতেছেন। আত্মা স্বরূপতঃ "অনেজৎ" স্পন্দন রহিত নিষ্ক্রিয়; কিন্তু সত্ত্বগুণপ্রধান অন্তঃকরণরূপ উপাধির সহিত তাদাত্ম্য সম্বন্ধহেতু আত্মা মন হইতেও বেগগামী। মনই যখন আত্মাকে জানিতে পারে না তখন প্রকাশশীল ইন্দ্রিয়গণ আত্মাকে কি প্রকারে অবগত হইতে পারে? সচ্চিদানন্দ আত্মা আছেন বলিয়াই বিশ্ববিধাতা হিরণ্যগর্ভ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া প্রাণিগণের কর্ম্ম ও কর্ম্মফল নিয়মিতভাবে বিভাগ করিয়াছেন ॥ ৪ ॥ এই আত্মতত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম বলিয়াই ঋষি পুনরায় সেই সম্বন্ধে উপদেশ করিতেছেন :—

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥ ৫ ॥

তৎ (সেই আত্মতত্ত্ব) এজতি (কালবায়ু প্রভৃতিরূপে স্পন্দনশীল) তৎ (সেই আত্মতত্ত্ব) নৈজতি (স্বরূপতঃ স্পন্দনরহিত) তৎ (সেই আত্ম-

তত্ত্ব) দূরে (দূরে, অবিবেকী, সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণ বহু জন্মেও তাঁহাকে অবগত হইতে পারে না) তৎ (সেই আত্মতত্ত্ব) উ (নিশ্চয়ই) অন্তিকে (নিকটে, তত্ত্বদর্শীগণের অতি নিকটে) তৎ (সেই আত্মতত্ত্ব) অস্য সর্ব্বস্য (এই নিখিল জগতের) অন্তঃ (অভ্যন্তরে বর্ত্তমান) তৎ (সেই আত্মতত্ত্ব) উ (নিশ্চয়ই) অস্য সর্ব্বস্য (এই নিখিল প্রপঞ্চের) বাহ্যতঃ (বাহিরে) ॥ ৫ ॥

সেই আত্মা কাল বায়ু প্রভৃতি রূপে স্পন্দনশীল, কিন্তু স্বরূপতঃ স্পন্দন রহিত। অবিবেকী সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণ বহু জন্মেও এই আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারেন না বলিয়া এই আত্মতত্ত্ব তাঁহাদিগের হইতে দূরে অবস্থান করেন। এই আত্মতত্ত্ব বিবেকীতত্ত্বদর্শীগণের অতি নিকটে, কিংবা কিবা দূরে, কিবা অন্তিকে সর্ব্বত্রই চৈতন্যস্বরূপ আত্মা বিরাজমান আছেন। সেই আত্মা এই নিখিল জগতের অভ্যন্তরেও বর্ত্তমান আছেন। এবং এই বিশ্ব প্রপঞ্চের বাহিরেও তিনি বিদ্যমান আছেন ॥ ৫ ॥

অধুনা আত্মজ্ঞানের ফল কথিত হইতেছে—

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥ ৬ ॥

যঃ তু (যিনিই, অর্থাৎ যে ভগবন্মুখী আত্মকাম মুমুক্ষু) সর্ব্বাণি ভূতানি (আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত চরাচর সমুদয় জগৎ) আত্মনি এব (আত্মাতেই) অনুপশ্যতি (শাস্ত্র এবং আচার্য্যের উপদেশ লাভ করিবার পশ্চাৎ স্বয়ং ঈশ্বর স্বরূপ আত্মতত্ত্বমনন এবং নিদিধ্যাসন করিয়া আমিই চৈতন্যস্বরূপ আত্মা, চরাচর জগৎ সৎস্বরূপ চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বররূপ আমাতেই অবস্থিত অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর ব্যতীত চরাচর জগতের কোন পৃথক বাস্তব সত্তা ও প্রকাশ নাই এইরূপ সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন) সর্ব্বভূতেষু

চ আত্মানং (অব্যক্ত হইতে স্থাবরান্ত সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা আমিই এইরূপে নির্ব্বিশেষ সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরকে সর্ব্বভূতে উপলব্ধি করেন) ততো (এই প্রকার পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ উপলব্ধির পশ্চাৎ তিনি) ন বিজুগুপ্সতে—(কাহারও নিন্দা স্তুতি করেন না; কারণ নিরন্তর স্বস্বরূপ নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব সচ্চিৎ আনন্দঘন পরমেশ্বরকে যিনি অন্তরে বাহিরে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন তাঁহার নিকট পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কোন বস্তু না থাকায় কাহাকেই বা নিন্দা ঘৃণা করিবেন, কাহারই বা স্তুতি করিবেন?) ॥ ৬ ॥

যে ভগবন্মুখী আত্মকাম মুমুক্ষু আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত চরাচর সমুদয় জগৎ আত্মাতেই অবস্থিত দেখেন অর্থাৎ শাস্ত্র এবং আচার্য্যের উপদেশ লাভ করিবার পশ্চাৎ স্বয়ং ঈশ্বরস্বরূপ আত্মতত্ত্বমনন এবং নিদিধ্যাসন করিয়া সৎস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বররূপ আমাতেই চরাচর জগৎ অবস্থিত আছে, সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর ব্যতীত চরাচর জগতের কোন পৃথক বাস্তব সত্তা ও প্রকাশ নাই এইরূপ সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন এবং অব্যক্ত হইতে স্থাবরান্ত সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা আমিই এইরূপে নির্ব্বিশেষ সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরকে সর্ব্বভূতে উপলব্ধি করেন, এই প্রকার উপলব্ধির পশ্চাৎ তিনি কাহারও নিন্দা করেন না। নিরন্তর স্বস্বরূপ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব সচ্চিদানন্দঘন পরমেশ্বরকে যিনি অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি করেন তাঁহার নিকট পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কোন বস্তু না থাকায় কাহাকেই বা নিন্দা ঘৃণা করিবেন? ॥ ৬ ॥

একাত্মপ্রত্যয় হইলে মুমুক্ষুর কি প্রকারে অনুভূতি হয় তাহা ঋষি বলিতেছেন।

যস্মিন্ সর্ব্বানিভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥ ৭ ॥

যস্মিন্ (সাধনার যে অবস্থায়, কিংবা ঈশ্বরস্বরূপ আত্মাতে), বিজানতঃ (ঈশ্বরস্বরূপ আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারী অভেদদর্শী পুরুষের), সর্ব্বাণি ভূতানি (আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত প্রাণিসমূহ), আত্মা এব অভূৎ (আত্মাই হইয়া যায়, অর্থাৎ "আমি সর্ব্বভূতাত্মা" এইরূপ জ্ঞান হয়), তত্র একত্বং অনুপশ্যতঃ (সেই সময় বা সাধনার সেই অবস্থায় কিংবা ঈশ্বরকে আত্মরূপে অনুভবকারী সর্ব্বত্র আত্মৈক্যদর্শনকারী সেই পুরুষের) কঃ মোহঃ (আত্মস্বরূপের আবরক মোহরূপ তমঃ কোথায়? অর্থাৎ যে তমঃ প্রধান অজ্ঞান স্বরূপকে আবরণ করিয়াছিল সেই তমঃ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া যায়), কঃ শোকঃ (রজঃ প্রধান যে অজ্ঞান স্বরূপে বিক্ষেপ জন্মাইয়াছিল সেই শোকরূপ রজঃও সম্পূর্ণরূপে চলিয়া যায়; তখন চিত্ত বিশুদ্ধ সত্ত্ব হইয়া কেবল চৈতন্যময় হইতে থাকে এবং অবশেষে চৈতন্যরূপ হইয়া যায়), মূল অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে অজ্ঞানের কার্য্য শোক মোহ বা আবরণ বিক্ষেপের অত্যন্তিক অভাব হেতু সেই আত্মজ্ঞ পুরুষ সতত সর্ব্বত্র পরমানন্দে বিরাজমান থাকেন ॥ ৭ ॥

সাধনার যে অবস্থায়, আত্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারী অভেদদর্শী পুরুষের আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত প্রাণিসমূহ আত্মাই হইয়া যায় অর্থাৎ "আমিই সব মদতিরিক্ত অন্য কিছু নাই এইরূপ জ্ঞান হয়, সাধনার সেই অবস্থায় সর্ব্বত্র আত্মৈক্য দর্শনকারী সেই পুরুষের মোহই বা কোথায়? শোকই বা কোথায়? আত্মজ্ঞান দ্বারা মূল অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে সেই আত্মজ্ঞপুরুষ অজ্ঞানের কার্য্য শোক মোহ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া সতত পরমানন্দে বিরাজমান থাকেন ॥ ৭ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রসমূহে যে আত্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে সেই আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে ঋষি পুনরায় উপদেশ প্রদান করিতেছেন।

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণম্
অস্নাবিরং শুদ্ধমপাপ বিদ্ধম্ ।
কবির্মনীষি পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ
যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ
শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ৮ ॥

সঃ (ঈশ্বর স্বরূপ হইতে অভিন্ন সেই আত্মা) পরি অগাৎ (সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছেন, আকাশবৎ ব্যাপী ।) শুক্রং (স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ) অকায়ং (সূক্ষ্ম শরীর বর্জ্জিত) অব্রণং (ব্রণ রহিত, অক্ষত) অস্নাবিরং (স্নায়ুরহিত, অব্রণ ও অস্নাবির এই দুইটি বিশেষণ দ্বারা বলা হইল যে আত্মা স্থূল শরীর রহিত), শুদ্ধং (নির্ম্মল অর্থাৎ অবিদ্যারূপ মলরহিত, কারণ শরীর বর্জ্জিত) অপাপবিদ্ধং (পাপপুণ্যরহিত, দ্বন্দ্বরহিত), কবিঃ (সর্ব্বদৃক্) মনীষী (মনের নিয়ামক, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিদ্), পরিভূঃ (নানা নামে নানা রূপে রূপায়িত, বিশ্বরূপ অথবা সকলের উপরে বিরাজমান), স্বয়ম্ভূঃ (কারণ রহিত), শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ (সংবৎসরাধিপতি প্রজাপতিগণকে, কিংবা অনাদিকাল হইতে), যাথাতথ্যতঃ (যথাযথরূপে, সাধ্য সাধনাদি নিয়তরূপে কর্ম্মফল এবং সেই কর্ম্মফলের সাধনরূপে , অর্থান্ (কর্ত্তব্যসমূহ, কিংবা কর্ম্মফল), ব্যদধাৎ—(বিভাগ করিয়া দিয়াছেন) ॥ ৮ ॥

ঈশ্বরস্বরূপ হইতে অভিন্ন আত্মা আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী, তিনি স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর রহিত, স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ, তিনি সর্ব্বদৃক্, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিদ্, বিশ্বরূপে তিনিই বিভাত হইতেছেন, কিংবা তিনি সকলের উপরে অর্থাৎ প্রপঞ্চ নিষেধের অবধি, সচ্চিৎ আনন্দঘন অধিষ্ঠান তত্ত্ব, তাঁহার কোন কারণ নাই, তিনি স্বয়ম্ভূঃ, অনাদিকাল হইতে তিনি জীবের কর্ম্মফল যথাযথরূপে প্রদান করিতেছেন, কিংবা সংবৎসররূপ প্রজাপতিগণকে কর্ত্তব্যসমূহ যথাযথরূপে বিভাগ করিয়া দিয়াছেন ॥ ৮ ॥

আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধী উপদেশ এইখানে সমাপ্ত হইল। আমরা দেখিয়াছি যে শ্রুতি দুইটি তত্ত্বের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। একটি নিরুপাধিক, নির্গুন, নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব সচ্চিৎআনন্দ; অপরটি সোপাধিক, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিদ্, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বান্তর্যামী ঈশ্বরতত্ত্ব। এই দুই তত্ত্বের সহিত আত্মা বা 'অহং'এর একানুভূতিই হইতেছে সমস্ত উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয়। পূর্ণাহন্তা বা 'অহংএর পূর্ণত্ব হয় ঈশ্বরের সহিত একানুভূতিতে। ঈশ্বরে দেশকাল কার্য্যকারণরূপা অবিদ্যার আবরণ না থাকায়, পরমানন্দ-রূপ স্বরূপের অনুভূতি সর্ব্বদা উপলব্ধ হয়। কিন্তু ঈশ্বর পরাশক্তি বিশিষ্ট এবং দেশকাল কার্য্যকারণরূপা অপরাশক্তি বা অবিদ্যা তাঁহার অধীন। পরাশক্তি অখণ্ডা, একরসা, চৈতন্যরূপা, এই শক্তিকে স্বরূপশক্তি নামেও অভিহিত করা হয়। কারণ এই পরাশক্তি কেবল নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব পরমানন্দ স্বরূপকে বিষয় করে। দেশকাল কার্য্য-কারণরূপা অপরাশক্তি জড়া, দৃশ্যা, খণ্ডা, নাম রূপাত্মিকা। এই শক্তি সমষ্টিব্যাষ্টি নামরূপাত্মক জগৎরূপে অভিব্যক্ত হইয়া সবিশেষ তত্ত্ব ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যকে বিষয় করিয়া থাকে। পরাশক্তি ঈশ্বরের সহিত অভেদ। অপরাশক্তির ঈশ্বর হইতে কোন পৃথক বাস্তব সত্তা এবং প্রকাশ নাই। কিন্তু এই অপরাশক্তি ঈশ্বরের অধীন বলিয়া এবং নিজের কোন স্বাতন্ত্র্য না থাকায় ইহা ঈশ্বরের সহিত সম্পূর্ণ অভেদ হইতে পারে না। এই অপরা-শক্তি ঈশ্বর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নও নয় এবং সম্পূর্ণ অভিন্নও নয়, কিংবা ভিন্নাভিন্নও নয়। এই অপরাশক্তি বা অবিদ্যা সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী। এই তিনটী গুণ পরস্পর পরস্পরকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, কিন্তু এই গুণত্রয়ের মধ্যে অবিরত বিবাদ লাগিয়া আছে। একটী গুণ অপর দুই গুণকে অভিভূত করিয়া প্রধান হইতে ইচ্ছা করে। কখন তমোগুণ প্রধান হইয়া সত্ত্ব ও রজোগুণকে পরাজিত করে, কখন রজোগুণ প্রবল হইয়া সত্ত্ব ও তমোগুণকে পরাভূত করে, কখন বা সত্ত্বগুণ প্রধান হইয়া

রজস্তমোগুণকে অভিভূত করিয়া দেয়। আমাদের স্থূল শরীর তমঃপ্রধান, প্রাণময় শরীর রজঃপ্রধান, মনোময় শরীর সত্ত্বপ্রধান। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহংকার অবিদ্যার কার্য্য হইলেও উহারা সত্ত্বপ্রধান বলিয়া বিশেষরূপে চৈতন্যময় হয় এবং তমোগুণকে অর্থাৎ রূপ রস গন্ধ স্পর্শশব্দ এবং স্থূলদেহকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার লইয়া সত্ত্বপ্রধান মনোময় শরীর; এই শরীরে চৈতন্যময় সত্ত্বপ্রধান অহংকার হইতেছে প্রধান; কারণ এই অহংকারই কর্ত্তা ভোক্তা হইয়া অপরগুলির উপর প্রভুত্ব করে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে অভিভব করিবার একটা স্বাভাবিক প্রেরণা আছে। সেই জন্য অহংকার সত্ত্বপ্রধান হইলেও কখন রজোগুণ, কখন তমোগুণ আসিয়া ইহাকে অভিভূত করিয়া ফেলে। রজস্তমোগুণকে সর্ব্বদা অভিভূত রাখিয়া সত্ত্বপ্রধান অহংকারের সত্ত্বগুণকে বর্দ্ধিত করিয়া তোলাই হইতেছে সাধনা। সত্ত্বগুণের কার্য্য দ্বারাই সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হয়। সত্ত্বগুণের কার্য্য হইতেছে, নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগে বিরক্তি, ইন্দ্রিয়সংযম, চিত্তকে অবিরত চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরে সমাহিত করিয়া রাখিতে পুনঃ পুনঃ প্রযত্ন, শ্রদ্ধা এবং চৈতন্যস্বরূপে সর্ব্বদা স্থিতি লাভ করিবার ঐকান্তিক আগ্রহ, শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত ঈশ্বরের ধ্যান। উক্ত উপায় দ্বারা অহংকার হইতে রাজস তামসভাব-সমূহ সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করিতে পারা যায়। যখন অহংকার বিশুদ্ধ সত্ত্ব হয় তখন পরমানন্দরূপ ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার হয়। ঋষি সেই জন্য বলিতেছেন—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥৯॥

যে (যে ভোগাসক্ত অবিবেকী মনুষ্যগণ অথবা শমদমাদি গুণসম্পন্ন নিষ্কাম

ঈশ্বরোপাসকগণ) অবিদ্যাম্ (সকাম এবং নিষ্কামভাবে কর্ম্ম ও উপাসনা) উপাসতে (অনুষ্ঠান করেন) অন্ধং তমঃ (ঘোর অন্ধকার অর্থাৎ অহংকার ও মমত্বাভিমানরূপ অজ্ঞানকে) প্রবিশন্তি (প্রাপ্ত হইয়া থাকেন) ততঃ (তাহা হইতে) ভূয় ইব (নিশ্চয়ই অধিকতর অজ্ঞানকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন) য উ (যাঁহারা কেবল) বিদ্যায়াং (বিদ্যাতে) রতাঃ (রত থাকেন) ॥৯॥

যে অবিবেকী মনুষ্যগণ ভোগাসক্ত হইয়া সকামভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা অহংকার ও মমত্বাভিমানরূপ অজ্ঞানকে প্রাপ্ত হন। আবার যাঁহারা কর্ম্মপরিত্যাগ করিয়া কেবল বিদ্যাতে রত থাকেন তাঁহারা উহা হইতে অধিকতর অজ্ঞানে প্রবেশ করেন ॥৯॥

বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়ের নিন্দা করায়, উভয়ের যে কোন ফল নাই তাহা নহে। এই জন্য ঋষি উভয়ের পৃথক পৃথক ফল নির্দ্দেশ করিতেছেন—

অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়া—
অন্যদাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং
যে নস্তদ্বিচ চক্ষিরে ॥১০॥

বিদ্যয়া (বিদ্যা দ্বারা) অন্যাৎএব (সম্পূর্ণ ভিন্নফল প্রাপ্ত হওয়া যায়) আহুঃ (তত্ত্ববিদ্‌গণ এইরূপ বলিয়া থাকেন), অবিদ্যয়া (অবিদ্যার দ্বারা) অন্যৎ আহু (ভিন্নফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তত্ত্ববিদ্‌গণ এইরূপ বলিয়া থাকেন) ইতি ধীরাণাং (এই তত্ত্ব আমরা ধীর ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে) শুশ্রুম (শ্রবণ করিয়াছি) যেনঃ তৎ বিচচক্ষিরে (যাঁহারা আমাদিগকে ঐ তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন) ॥১০॥

যে ধীমান বেদবিদ্‌গণ আমাদিগকে বিদ্যা ও অবিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ

প্রদান করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে বিদ্যার ফল পৃথক এবং অবিদ্যার ফল পৃথক ॥১০॥

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ংসহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ॥১১॥

যঃ (বিবেক বৈরাগ্যবান শমদমাদিগুণ সম্পন্ন যে মুমুক্ষু) বিদ্যাংচ অবিদ্যাংচ (ব্রহ্মবিদ্যা এবং কর্মতত্ত্ব ও উপাসনা তত্ত্বকে), বেদ (জানেন) অবিদ্যয়া (তিনি নিষ্কাম কর্ম্ম এবং অভেদে ঈশ্বরোপাসনার দ্বারা) মৃত্যুং (জন্মমরণকে) তীর্ত্বা (অতিক্রম করিয়া) বিদ্যয়া (ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা) অমৃতং (পরমানন্দ) অশ্নুতে (লাভ করেন) ॥১১॥

বিবেকবৈরাগ্যবান শমদমাদিগুণসম্পন্ন যে মুমুক্ষু ব্রহ্মবিদ্যা এবং কর্মতত্ত্ব এবং উপাসনাতত্ত্ব জানেন, তিনি নিষ্কামভাবে অভেদে ঈশ্বরোপাসনার দ্বারা ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিবার পর দেশকাল জন্মমৃত্যু অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা পরমানন্দ লাভ করেন ॥১১॥

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমোয় উ সম্ভূত্যাংরতাঃ ॥১১॥

যে (যে অজ্ঞ অবিবেকিগণ) অসম্ভূতিম্ (জড় প্রকৃতিকে) উপাসতে (উপাসনা করেন) অন্ধংতমঃ (অহং মমাভিমানরূপ ঘোর অন্ধকারময় সংসারে) প্রবিশন্তি (তাঁহারা প্রবেশ করেন) উ (কিন্তু) যে (যাঁহারা) সম্ভূত্যাং (সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিদ্ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরে) রতাঃ (রত থাকেন অর্থাৎ কেবল মুখে ঈশ্বর সাকার কিংবা নিরাকার, সগুণ কিংবা নির্গুণ, তিনি জগতের নিমিত্ত কারণ বা উপাদান কারণ,

কিংবা অভেদ নিমিত্ত উপাদান বিবর্ত্তকারণ, ঈশ্বর হইতে জীব ও জগতের পৃথক বাস্তব সত্তা আছে কিনা—এইরূপে কেবল মুখে তর্ক করেন অথচ নিষ্কামভাবে তাঁহার উপাসনা করেন না) তে (তাঁহারা) ততঃ (সেই জড় প্রকৃতির উপাসকদিগের অপেক্ষা) ভূয়ঃ (পাণ্ডিত্যাভিমানহেতু অধিকতর) তমঃ (অহংমমাভিমানরূপ ঘোর অজ্ঞানময় সংসারগতি প্রাপ্ত হন) ॥১২॥

যে অজ্ঞ অবিবেকিগণ--জড় প্রকৃতিকে উপাসনা করেন তাঁহারা—অহং মমাভিমানরূপ ঘোর অন্ধকারময় সংসারে প্রবেশ করেন। কিন্তু যাঁহারা সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিদ্ সর্ব্বশক্তিমান, ঈশ্বরে কেবল মুখে রত থাকেন অর্থাৎ ঈশ্বর সাকার কিংবা নিরাকার, সগুণ কিংবা নির্গুণ, তিনি জগতের নিমিত্ত কারণ কিংবা উপাদান কারণ, কিংবা অভেদ নিমিত্ত উপাদান বিবর্ত্তকরণ, ঈশ্বর হইতে জীব জগতের পৃথক বাস্তব সত্তা আছে কিনা এইরূপে কেবল মুখে মুখে তর্কতে রত থাকেন কিন্তু নিষ্কামভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করেন না, তাঁহারা সেই জড়-প্রকৃতির উপাসকদিগের অপেক্ষা পাণ্ডিত্যাভিমানহেতু অধিকতর অহংমমাভিমানরূপ ঘোর অজ্ঞানময় সংসারগতি প্রাপ্ত হন ॥১২॥

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাৎ অন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥১৩॥

আহুঃ (তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন) সম্ভবাৎ (নিষ্কামভাবে ঈশ্বরোপাসনার) অন্যৎ (ফল পৃথক্) অসম্ভবাৎ (প্রকৃতি—উপাসনার) অন্যৎ (ফল পৃথক্) ইতি (এইরূপ উপদেশ) ধীরাণাঃ (বেদবিদ্‌গণের নিকট হইতে) শুশ্রুমঃ (আমরা শ্রবণ করিয়াছি) যে (যাঁহারা) নঃ (আমাদিগকে) তৎ (নিষ্কামভাবে ঈশ্বরোপাসনা এবং জড় প্রকৃতির উপাসনার তত্ত্ব) বিচচক্ষিরে (বিশেষরূপে উপদেশ করিয়াছেন)।

তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন নিষ্কামভাবে ঈশ্বরোপাসনার ফল পৃথক এবং জড়-উপাসনার ফল পৃথক এইরূপ উপদেশ বেদ্‌বিদ্‌গণের নিকট হইতে আমরা শ্রবণ করিয়াছি। তাঁহারা আমাদিগকে নিষ্কামভাবে ঈশ্বরোপাসনা এবং জড় প্রকৃতির উপাসনার তত্ত্ব বিশেষরূপে উপদেশ করিয়াছেন ॥১৩॥

সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যাঽমৃতমশ্নুতে ॥১৪॥

যঃ (যে উপাসক) সম্ভূতিঞ্চ (নিষ্কামভাবে সমগ্র ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ঈশ্বরের উপাসনাতত্ত্ব এবং) বিনাশঞ্চ (জড়-প্রকৃতির উপাসনাতত্ত্ব) তৎ উভয়ং (ঐ দুইতত্ত্ব মিলিতভাবে) বেদ (উপাসনা করেন) বিনাশেন (সেই উপাসক প্রকৃতির উপাসনা দ্বারা অর্থাৎ নিষ্কামভাবে জনহিতকর কার্য্যের দ্বারা চিত্তশুদ্ধ করিয়া) মৃত্যুং তীর্ত্বা (অহং মমাভিমানরূপ মৃত্যুকে অর্থাৎ ব্যষ্টি দেহাত্মাভিমান জনিত ভোগাসক্তিরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া) সম্ভূত্যা (নিষ্কামভাবে ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা) অমৃতং (পরমানন্দ) অশ্নুতে (প্রাপ্ত হন)। যে উপাসক সমগ্র ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ঈশ্বরের নিষ্কাম উপাসনাতত্ত্ব এবং প্রকৃতির উপাসনাতত্ত্ব এই উভয়কে মিলিতভাবে উপাসনা করেন, সেই উপাসকপ্রকৃতির উপাসনা দ্বারা অর্থাৎ নিষ্কামভাবে জনহিতকর কার্য্যের দ্বারা চিত্তশুদ্ধ করিয়া অহংমমাভিমানরূপ মৃত্যুকে অর্থাৎ ব্যাষ্টি দৈহাত্মাভিমানজনিত ভোগাসক্তিরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া নিষ্কামভাবে ঈশ্বরোপাসনার দ্বারা পরমানন্দ প্রাপ্ত হন ॥১৪॥

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্‌।
তৎত্বম্‌ পূষন্‌ অপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥১৫॥

পূষন্‌ (হে নিখিল জগতের পালনকর্ত্তা জগদীশ্বর) সত্যস্য (বাধরহিত

নিরপেক্ষ সত্য স্বরূপ সচ্চিদানন্দ তোমার) মুখং (প্রাপ্তির দ্বার), হিরণ্ময়েন (সুবর্ণবৎ উজ্জ্বল ও লোভনীয় সূর্য্যচন্দ্র তারকা সমুজ্জ্বল, সত্যবৎ প্রতীয়মান এই জগৎরূপ) পাত্রেণ (পাত্রের দ্বারা অর্থাৎ মনোমুগ্ধকর নামরূপাত্মক জগৎরূপ পাত্রের দ্বারা) অপিহিতং (আবরিত আছে)। সত্যধর্মায় (সত্যধর্মী যে আমি সেই আমার নিমিত্ত, অর্থাৎ সত্য স্বরূপ একমাত্র তোমারই সাক্ষাৎকার করিতে দৃঢ়সংকল্প আমার) দৃষ্টয়ে (ঈশ্বর সাক্ষাৎকাররূপ অপরোক্ষানুভূতির জন্য) তৎ (সেই সত্যবৎ প্রতীয়মান নামরূপাত্মক আবরণকে) অপাবৃণু (সম্পূর্ণরূপে অপসারিত কর যাহাতে আমি নামরূপকে না দেখিয়া কেবল তোমাকেই অন্তরে বাহিরে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে পারি) ॥১৫॥

হে নিখিল জগতের পালনকর্ত্তা জগদীশ্বর, বাধরহিত নিরপেক্ষ সত্য-স্বরূপ সচ্চিদানন্দ তোমার প্রাপ্তির দ্বার সুবর্ণবৎ উজ্জ্বল ও লোভনীয় সূর্য্যচন্দ্র তারকা সমুজ্জ্বল সত্যবৎ প্রতীয়মান এই জগৎরূপ পাত্রের দ্বারা অর্থাৎ মনোমুগ্ধকর নাম-রূপাত্মক জগৎরূপ আবরণ বা পাত্রের দ্বারা আবৃত আছে। সত্যধর্মী যে আমি সেই আমার নিমিত্ত অর্থাৎ নিরপেক্ষ সত্যস্বরূপ সচ্চিদানন্দ একমাত্র তোমারই সাক্ষাৎকার করিতে দৃঢ় সংকল্প আমার ঈশ্বরসাক্ষাৎকাররূপ অপরোক্ষানুভূতির জন্য সেই সত্যবৎ প্রতীয়মান নামরূপাত্মক জগৎরূপ আবরণকে তুমি সম্পূর্ণরূপে অপসারিত কর যাহাতে আমি নামরূপকে না দেখিয়া কেবল তোমাকেই অন্তরে বাহিরে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে পারি ॥১৫॥

পূষন্ একর্ষে, যম, সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি— ॥১৬॥

পূষন্ (হে পালক), একর্ষে (হে একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিদ্) যম (সকলের নিয়ামক অন্তর্যামী পুরুষ), সূর্য্য (তত্ত্ববিদ্প্রার্থিত জগৎপ্রকাশক) প্রাজাপত্য (পুরুষরূপ প্রজাপতির নির্ম্মল চিত্তে অভিব্যক্ত), রশ্মীন্ (স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ তোমার প্রকাশে প্রকাশময় রশ্মীসদৃশ বহুনাম বহুরূপ), ব্যূহ (উপসংহৃতকর), সমূহ (তোমার চৈতন্যস্বরূপে প্রলীন করিয়া দাও যাহাতে), তেজঃ (হে স্বপ্রকাশ সচ্চিৎ আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বর) তে (তোমার), যৎ (বেদপ্রসিদ্ধ যে), রূপং (স্বয়ং জ্যোতিঃ স্বরূপ), কল্যাণতমম্ (পরম নিশ্রেয়সঃ পরমানন্দাত্মরূপ), তে (তোমার) তৎ (সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ), পশ্যামি (সাক্ষাৎ করিব), যঃ (বেদপ্রসিদ্ধ যে নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ) অসৌ (সেই নির্ব্বিশেষ, নির্ধর্মক, নিরুপাধিক,) অসৌপুরুষঃ (এবং সেই সোপাধিক সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বররূপ যিনি প্রতিনামে, প্রতিরূপে রূপায়িত, লীলায়িত হইয়াও সতত সর্ব্বত্র স্বীয় পূর্ণরূপে বিরাজমান) সঃ (সেই পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মা) অহম্ অস্মি (আমিই, সেই পরমানন্দই প্রকৃত আমি ; সুতরাং যতক্ষণ না আমি আমার প্রকৃতস্বরূপ পরমানন্দে স্থিতি লাভ করিতে পারি ততক্ষণ আমি তৃপ্ত হইতে পারিতেছি না ; সেই জন্য অহংকার অভিমান পরিত্যাগ করিয়া অভেদে ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছি)।

হে নিখিল জগতের পালক, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিদ্ সকলের অন্তর্যামী পুরুষ, হে তত্ত্ববিদ্গণেরও প্রার্থনীয় জগৎ প্রকাশক, সাধকের নির্মলচিত্তে অভিব্যক্ত স্বপ্রকাশ আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বর, তোমার প্রকাশে, প্রকাশময় রশ্মীসদৃশ বহুনাম, বহুরূপ-সমূহকে উপসংহৃত কর, তোমার চৈতন্যস্বরূপে উহাদিগকে সম্পূর্ণ বিলীন কর যাহাতে হে স্বপ্রকাশ সচ্চিৎ আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বর, তোমার বেদ প্রসিদ্ধ যে স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ পরম নিশ্রেয়সঃ পরমানন্দাত্মরূপ সেই সচ্চিদানন্দরূপ সাক্ষাৎ করিতে পারি। বেদ-প্রসিদ্ধ যে নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ সেই নির্ব্বিশেষ, নির্ধর্মক,

নিরুপাধিক এবং সেই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্ববিৎ সোপাধিক ঈশ্বররূপ যিনি প্রতিমুহূর্তে প্রতিরূপে রূপায়িত, লীলায়িত হইয়াও সতত সর্ব্বত্র স্বীয় পূর্ণস্বভাব সচ্চিদানন্দরূপে বিরাজমান সেই পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মা আমিই, সেই পরমানন্দই আমার প্রকৃতস্বরূপ, উহাই প্রকৃত আমি। সুতরাং যতক্ষণ না আমি আমার প্রকৃতস্বরূপ পরমানন্দে স্থিতিলাভ করিতে পারিতেছি ততক্ষণ আমি তৃপ্ত হইতে পারিতেছিনা ; সেইজন্য অহংকার অভিমান পরিত্যাগ করিয়া অভেদে ঈশ্বরোপাসনা করিতেছি। ॥১৬॥

বায়ুরনিলং অমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্ ।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতোস্মর কৃতংস্মর ॥১৭॥

বায়ুঃ (অভেদে ঈশ্বরোপাসনাহেতু আমার অনুভব হইতেছে যে আমার প্রাণ পূর্ব্বে যাহাকে খণ্ড বলিয়া, শরীর দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হইত উহা পরিচ্ছিন্ন নয়, উহা) অনিলং (বিশ্বপ্রাণ, যে প্রাণ চরাচর বিশ্বকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে) অথ (পূর্ব্বোক্ত অনুভূতির অনন্তর আমার স্থূল শরীরের জ্ঞানও বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে) ইদং ভস্মান্তং শরীরং (এই ভস্মান্ত স্থুল শরীর আর স্থূল শরীর নাই, ভস্ম হইয়া যাওয়াই যাহার শেষ পরিণতি পূর্ব্বে ভাবিতাম এখন দেখিতেছি এই ভস্মান্ত শরীর) অমৃতং (পরমানন্দ পরমেশ্বরই, কারণ আমি অন্তরে বাহিরে, অধঃ উর্দ্ধ সতত সর্ব্বত্র আনন্দই অনুভব করিতেছি আমার দৃষ্টিতে উপলব্ধি হইতেছে 'আনন্দরূপং অমৃতং যৎ বিভাতি, যাহা কিছু প্রতিভাত হইতেছে সবই আনন্দ সবই অমৃত, সুতরাং আমার শরীরও অমৃত হইয়া গিয়াছে) ক্রতো (হে সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মন) ওঁ স্মর (ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য সেই নির্ব্বিশেষ পরমানন্দ এবং সবিশেষ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিদ্ ঈশ্বরকে একাগ্র

হইয়া মনন কর) ক্রতো (হে মন) কৃতং স্মর (যৎ কৃতকং তৎ অনিত্যং, যাহা কার্য্য তাহাই অনিত্য জগৎ ও একটি কার্য্য; সুতরাং জগৎও অনিত্য, সুতরাং অনিত্য ঐহিক ও পারলৌকিক সর্ব্ববিধ নামরূপাত্মক ভোগ্য পদার্থ অনিত্য ইহাও স্মরণ কর, স্মরণ করিয়া নিত্য বস্তু পরমেশ্বরের মনন কর) অভেদে ঈশ্বরোপাসনা হেতু আমার অনুভব হইতেছে যে আমার প্রাণ পূর্ব্বে যাহাকে খণ্ড বলিয়া, শরীর দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হইত, উহা পরিচ্ছিন্ন নয়, উহা বিশ্বপ্রাণ, যে প্রাণ চরাচর বিশ্বকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে, পূর্ব্বোক্ত অনুভূতির অনন্তর আমার স্থূল শরীরের জ্ঞানও বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, এই ভস্মান্তে স্থূল শরীর আর স্থূল শরীর বলিয়া বোধ হইতেছে না; ভস্ম হইয়া যাওয়াই যাহার শেষ পরিণতি পূর্ব্বে ভাবিতাম এখন দেখিতেছি এই ভস্মান্ত শরীর পরমানন্দ পরমেশ্বরই কারণ আমি অন্তরে বাহিরে, অধঃ উর্দ্ধ সতত সর্ব্বত্র আনন্দই অনুভব করিতেছি, আমার দৃষ্টিতে উপলব্ধি হইতেছে "আনন্দরূপং অমৃতং যৎ বিভাতি।" যাহা কিছু প্রতিভাত হইতেছে সবই আনন্দ, সবই অমৃত; সুতরাং আমার শরীর অমৃত হইয়া গিয়াছে; হে সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মন ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য সেই নির্ব্বিশেষ পরমানন্দ এবং সবিশেষ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিদ্ ঈশ্বরের একাগ্র হইয়া মনন কর; কারণ তুমি স্মরণ করিয়া দেখ, "যৎ কৃতকং তৎ অনিত্যং" যাহা কৃত অর্থাৎ কার্য্য তাহা অনিত্য; জগৎও একটি কার্য্য সুতরাং জগৎও অনিত্য সুতরাং ঐহিক ও পারলৌকিক সর্ব্ববিধ নামরূপাত্মক ভোগ্য পদার্থ অনিত্য ইহা স্মরণ কর; স্মরণ করিয়া নিত্যবস্তু পরমেশ্বরের মনন কর ॥১৭॥

অন্তরে বাহিরে সতত আনন্দস্বরূপ ঈশ্বরকে উপলব্ধি এবং জগতের অনিত্যত্ব, মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইবার পর যতক্ষণ না বাধরহিতভাবে আনন্দস্বরূপ ঈশ্বরের অনুভূতি সুদৃঢ় হয়, ততক্ষণ এই অনুভূতির বাধা বা প্রতিবন্ধ সমূহ যাহাতে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়া যায় সেইজন্য ঈশ্বরের সমীপে

প্রার্থনা করা প্রয়োজন। কি প্রকারে প্রার্থনা করিতে হইবে তাহাই ঋষি উপদেশ দিতেছেন—

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম ॥১৮॥

অগ্নে (হে পরমেশ্বর) দেব (স্বপ্রকাশ সচ্চিদানন্দ) বিশ্বানি (নিখিল) বয়ুনানি (আমাদের কর্ম ও উপাসনা তোমাতেই অর্পিত ইহা) বিদ্বান্ (জানিয়া) অস্মান্ (আমাদিগকে) রায়ে (ভবসাগরের একমাত্র রত্ন তোমাকে পাইবার নিমিত্ত) সুপথা (যে পথ তোমার নিকট গিয়াছে সেই সুন্দর পথে) নয় (পরিচালিত কর) অস্মৎ (আমাদিগের হইতে) জুহুরাণম্ (কুটিল ও আমাদের সাধন পথের প্রতিকুল) এনঃ (পাপ সমূহ) যুযোধি (বিদূরিত কর) তে (তোমাকে) ভূয়িষ্ঠাং (পুনঃ পুনঃ বহু , নম উক্তিং (নমস্কার) বিধেম (করিতেছি)।

হে স্বপ্রকাশ সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর আমাদের নিখিল কর্ম ও উপাসনা যে তোমাতেই অর্পিত ইহা জানিয়া তুমি আমাদিগকে ভবসাগরের একমাত্র রত্ন তোমাকে পাইবার নিমিত্ত যে পথ তোমার নিকট গিয়াছে সেই সুন্দর পথে আমাদিগকে পরিচালিত কর। যে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক কুটিল পাপসমূহ আমাদের সাধন পথের প্রতিকুল সেই বাধাসমূহ আমাদিগের হইতে দূরীভূত কর। তোমাকে পুনঃ পুনঃ বহু নমস্কার করিতেছি। এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের অগস্ত্যঋষি দৃষ্ট ১৮৯ সূক্ত ॥১৮॥

পরিশিষ্ট

উপনিষৎ রহস্য বিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা। পূর্ব্বে গুরুপরম্পরা ক্রমে এই বিদ্যা উপদিষ্ট হইত। গুরু শিষ্যের যোগ্যতা অনুসারে এই বিদ্যা উপদেশ করিতেন। সাধন চতুষ্টয়সম্পন্ন না হইলে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদত্ত হইতনা। যাহারা পূর্ব্বজন্মে নিষ্কাম কর্ম ও ঈশ্বরোপাসনা করিয়া নির্মল চিত্ত হইয়া এই জন্মে সদ্‌বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং ব্রহ্মচর্য্য পালন পূর্ব্বক সংসারে বীতস্পৃহ হইয়াছেন তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যার উত্তম অধিকারী। তাঁহারা গুরুসমীপে উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসগ্রহণ পূর্ব্বক আত্মস্বরূপানুসন্ধানে অভিলাষী। এইরূপ ত্যক্তৈষণ ব্রহ্মবিদ্যার উত্তম অধিকারী মুমুক্ষুকে গুরু কেবল আত্মস্বরূপের উপদেশ প্রদান করেন এবং প্রথম হইতেই যাহাতে শিষ্যের দৃষ্টি কেবল চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতেই নিবদ্ধ থাকে সেই বিষয়ে প্রযত্ন করেন। কিন্তু যাঁহাদের চিত্ত শাস্ত্রবিহিত নিষ্কাম কর্ম এবং ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা সম্পূর্ণ নির্মল হয় নাই, সংসারে অত্যন্ত আসক্তও নহে আবার ঐহিক পারলৌকিক ভোগবাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল স্বরূপানুসন্ধানে তৎপর হইয়া উঠেন নাই সেই মধ্যম অধিকারীদিগকে গুরু একই মন্ত্র অন্যভাবে ব্যাখ্যা করিয়া শিষ্যগণকে ঈশ্বরোপাসনা ও শাস্ত্রবিহিত নিষ্কাম কর্মে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের চিত্ত নির্মল এবং বৈরাগ্য পূত করিয়া তুলিতে প্রযত্ন করেন। যাহাদের আদৌ বৈরাগ্য হয় নাই যাহারা ভোগাসক্ত, কেবল ঐহিক ও পারলৌকিক ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির দিকে দৃষ্টি সেই অবিবেকী ভোগাসক্ত গৃহস্থগণকেও শ্রুতি পরিত্যাগ করেন নাই। গুরু সেই একই বেদমন্ত্র সকাম গৃহস্থগণের উপযোগী করিয়া ব্যাখ্যা করেন এবং তাঁহাদিগকে শাস্ত্রীয় বিহিত কর্মে নিযুক্ত করিয়া

স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া অনর্থপ্রদ কর্ম হইতে বিরত করিয়া তাহাদিগের কল্যাণসাধনে প্রবৃত্ত হন। বিভিন্ন আচার্য্যের একই বেদ-মন্ত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা উক্তরূপ দৃষ্টিকোণ লইয়া অধ্যয়ন করিলে পাঠকের চিত্তে কোন প্রকার সংশয় হইবে না। ভগবান্ ভাষ্যকার আলোচ্য উপনিষদের প্রথম মন্ত্র উত্তম অধিকারী সন্ন্যাসীর জন্য এবং দ্বিতীয় মন্ত্র কর্মাসক্ত ভোগ প্রবণ গৃহস্থগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আত্মজ্ঞান কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব বুদ্ধির বিরোধী বলিয়া, উহার সহিত কর্মের সহসমুচ্চয় কিছুতেই হইতে পারে না। উপনিষৎ প্রধানতঃ আত্মকাম মুমুক্ষুর প্রতি উপদিষ্ট হয় বলিয়া উত্তম অধিকারীকেই লক্ষ্য করিয়া প্রথম মন্ত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

নিষ্কাম ভাবে শাস্ত্রবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান এবং ঈশ্বরোপাসনা ব্যতীত কোন প্রকারেই আত্মতত্ত্ব উপলব্ধ হয়না বলিয়া ঋষি ঈশোপনিষদের উপক্রমে ও উপসংহারে সাধনের প্রতি শিষ্যের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিয়াছেন, যাহাতে শিষ্য সাধন ত্যাগ করিয়া কেবল বাচাব্রহ্মবিদ্ না হয়॥

ওঁ তৎ সৎ ব্রহ্মণে নমঃ

অথ সামবেদীয়া কেনোপনিষৎ ॥

কেনোপনিষৎ সামবেদীয় তলবকার ব্রাহ্মণের নবম অধ্যায় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম আট অধ্যায়ে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম ও উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে। সকাম ও নিষ্কামভেদে কর্ম্ম ও উপাসনা দুই প্রকার। সকাম কর্ম্ম ও উপাসনা আবার দেবতা-বিজ্ঞান সমুচ্চিত কর্ম ও কেবল কর্ম্ম এই দুই প্রকারে বিভক্ত। বিবেক-বিচারহীন অশাস্ত্রীয় কর্ম ও স্বাভাবিক কর্ম নামে অবিহিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রবিহিত দেবতা বিজ্ঞান সমুচিত সকাম কর্ম ও উপাসনা দ্বারা দেবলোক লাভ হয়। শাস্ত্রবিহিত কেবল কর্মদ্বারা পিতৃলোক প্রাপ্তি এবং অশাস্ত্রীয় স্বাভাবিক কর্মদ্বারা "জায়স্ব ম্রিয়স্ব" রূপ ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গাদি যোনি প্রাপ্তি ঘটে। নিষ্কাম কর্ম ও উপাসনা দ্বারা যাঁহাদের চিত্ত নির্মল হইয়াছে তাঁহাদের চিত্তে বিমল বৈরাগ্যের উদয় হওয়া হেতু ব্রহ্মলোকেও তুচ্ছবুদ্ধি হইয়া থাকে। তাঁহারা যে বস্তু স্বভাবতঃ উৎপত্তি বিনাশহীন, অজর, অমর, অভয় সেই নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মতত্ত্ব জানিতে অভিলাষী হন। এইরূপ বিবেক বৈরাগ্যবান্ শমদমাদি গুণসম্পন্ন কেবলমাত্র আত্মতত্ত্ব জানিতে অভিলাষী মুমুক্ষুই উপনিষৎ বা ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণের অধিকারী। নিষ্কামভাবে পরমেশ্বরের উপাসনা ব্যতীত উপনিষৎ বা ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণের যোগ্যতালাভ করা যায় না। সব উপনিষদে আত্মৈকত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। এই আত্মৈকত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে হইলে চিত্তকে নির্মল করিতে হইবে। শ্রুতি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদং আয়াৎ নাস্তি অকৃতঃ কৃতেন। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং

ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥" "মানুষ যখন স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপ জানিতে অভিলাষী হয় তখন সে কর্ম-লব্ধ লোকসমূহ পরীক্ষা করিয়া দেখে যে কর্মদ্বারা নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিশেষ চৈতন্যস্বরূপ আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। আত্মতত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতির জন্য তখন সে উপহার হস্তে বিনীত হইয়া শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্যের শরণাপন্ন হয়।" আচার্য্যবান্ পুরুষই ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ। গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রমে উপনিষৎ বা ব্রহ্মবিদ্যা উপদিষ্ট হইয়া আসিয়াছে। উপনিষৎ হইতেছে সেই বিদ্যা যে বিদ্যা সংসার-বন্ধন শিথিল করিয়া দেয়, যে বিদ্যা মুমুক্ষুকে স্বীয় স্বরূপ প্রাপ্ত করাইয়া দেয়। সেই বিদ্যা হইতেছে উপনিষৎ, যাহা আত্মবিষয়ক অজ্ঞানকে নষ্ট করিয়া মুমুক্ষুকে স্বীয় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। কেনোপনিষদেও আত্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। উপনিষৎ ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণদ্বারা অনধিগত ব্রহ্ম হইতেছেন এই উপনিষদের বিষয়; দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি এবং স্বীয় স্বরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তিই প্রয়োজন, বিশুদ্ধ চিত্ত মুমুক্ষু মাত্রই অধিকারী, গ্রন্থের সহিত বিষয়ের উপায় উপেয় সম্বন্ধ। গ্রন্থে ব্রহ্মবিদ্যা উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া গ্রন্থকেও গৌণভাবে উপনিষৎ বলা হয়। ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব অতিশয় সূক্ষ্ম বলিয়া সহজে বুদ্ধিগম্য করিবার নিমিত্ত গুরুশিষ্য সংবাদ রূপ প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর ছলে কেনোপনিষদে ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে। গুরু ও শিষ্য প্রথমেই বিদ্যালাভের প্রতিবন্ধক সমূহ দূরীকরণের জন্য বলিতেছেন—

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রম্ অথো বলমিন্দ্রিয়ানি চ সর্ব্বানি। সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদম্ মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্ত্বনিরাকরণং মেহস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্মাস্তে ময়ি সন্তু; তে ময়ি সন্তু॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ হরিঃ ওঁ॥

ওঁ (ব্রহ্ম বা আত্মার সোপাধিক এবং নিরুপাধিক রূপ স্মরণ পূর্ব্বক প্রার্থনা করি) মম (মুমুক্ষু আমার) অঙ্গানি (হস্ত পদাদি অঙ্গ সমূহ) বাক্ (কর্মেন্দ্রিয় সমূহ) প্রাণঃ (পঞ্চপ্রাণ) চক্ষুঃ শ্রোত্রম্ (জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ) অথো (এবং) বলং (আত্মাভিমুখী ইচ্ছা শক্তি) ইন্দ্রিয়ানিচ সর্ব্বানি (সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ) আপ্যায়ন্তু (পরমাত্মা পরমেশ্বরের মনন করিতে করিতে ব্রহ্মধ্যাননিষ্ঠ হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক অর্থাৎ গভীর ও নিবিড় ভাবে মনন করিতে করিতে ব্রহ্মৈকতানতা প্রাপ্ত হউক)। সর্ব্বং (যাহা কিছু প্রতিভাত হইতেছে সে সমস্তই) ঔপনিষদং (উপনিষৎ প্রতিপাদ্য) ব্রহ্ম (পরমেশ্বর অর্থাৎ সমুদয় জগতের ব্রহ্মসত্তাতিরিক্ত কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই) অহং (আমি) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) মা নিরাকুর্য্যাং (যেন তিরস্কার না করি অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র, ব্রহ্ম হইতে জগৎ একটি স্বতন্ত্র বস্তু কিংবা ব্রহ্ম নাই ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মকে যেন প্রত্যাখ্যান না করি) মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ (পরমেশ্বর যেন আমাকে তাঁহা হইতে বিযুক্ত করিয়া সংসার সাগরে পতিত না করেন) অনিরাকরণং অস্তু (আমি ও পরমেশ্বর আমাদের উভয়ের মধ্যে যেন প্রীতি থাকে) তদাত্মনি (সেই দেশকাল বস্তুদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, সর্ব্ববিধভেদরহিত অখণ্ডৈকরস আত্মতত্ত্বে) নিরতে ময়ি (সর্ব্বদা অনুরক্ত আমাতে) উপনিষৎসু যে ধর্ম্মাঃ (বেদান্তসমূহে উপদিষ্ট শমদমাদয় যে সদ্‌গুণসমূহ) তে ময়ি সন্তু (সেই সদ্‌গুণসমূহ আমাতে অভিব্যক্ত হউক) পুনরুক্তি আগ্রহাতিশয্যসূচক। ব্রহ্মবিদ্যালাভের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক প্রতিবন্ধসমূহ উপশান্ত হউক।

ব্রহ্ম বা আত্মার সোপাধিক এবং নিরুপাধিক রূপ স্মরণ পূর্ব্বক প্রার্থনা করি মুমুক্ষু আমার হস্ত পদাদি অঙ্গসমূহ, কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ এবং আত্মাভিমুখী ইচ্ছাশক্তি পরমাত্মা পরমেশ্বরের মনন করিতে করিতে ব্রহ্মধ্যাননিষ্ঠ হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক অর্থাৎ গভীর ও নিবিড়ভাবে মনন করিতে করিতে ব্রহ্মৈকতানতা প্রাপ্ত হউক। যাহা কিছু প্রতিভাত

হইতেছে সে সমস্তই উপনিষৎ প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম অর্থাৎ সমুদয় জগতের ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। আমি পরমেশ্বরকে যেন তিরস্কার না করি অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র, ব্রহ্ম হইতে জগৎ একটি স্বতন্ত্র বস্তু কিংবা ব্রহ্ম বলিয়া কোন নিত্যচৈতন্যস্বরূপ বস্তু নাই ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মকে যেন প্রত্যাখ্যান না করি। পরমেশ্বর যেন আমাকে তাঁহা হইতে বিযুক্ত করিয়া সংসার সাগরে পাতিত না করেন। আমি ও পরমেশ্বর আমাদের উভয়ের মধ্যে যেন প্রীতি-প্রেম অবিচলিতভাবে বর্ত্তমান থাকে। সেই দেশকাল বস্তুদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, সর্ব্ববিধভেদ রহিত, অখণ্ডৈকরস আত্মতত্ত্বে সর্ব্বদা অনুরক্ত আমাতে বেদান্ত সমূহে উপদিষ্ট শমদমাদয় যে সদ্‌গুণসমূহ সেই সদ্‌গুণসমূহ অভিব্যক্ত হউক। পুনরুক্তি আগ্রহাতিশয্যসূচক। ব্রহ্মবিদ্যালাভের আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক, আধিদৈবিক প্রতিবন্ধসমূহ উপশান্ত হউক।

পরমার্থ সত্য বস্তু নির্ণয় করিবার জন্য গুরুশিষ্য সংবাদ আরম্ভ হইতেছে। বিবেক-বৈরাগ্যবান্ শমদমাদি গুণ সম্পন্ন মুমুক্ষু শিষ্য শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সমীপে যথাবিধি উপস্থিত হইয়া বিনম্র বচনে বলিলেন—

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥১॥

কেন (কাহার দ্বারা) ইষিতং (অভিলষিত) প্রেষিতং (এবং প্রেরিত, হইয়া) মনঃ পততি (মন স্বীয় বিষয়ে ব্যাপৃত হয়। যদিও [illegible] কূট পরমার্থ সদ্‌বস্তু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাই শিষ্যের উচিৎ, তথাপি এই প্রশ্ন

হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে শিষ্যের মনে সংশয় থাকা হেতুই ঐরূপ প্রশ্ন করা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়াদি সমষ্টি, বিকারী দেহই কি মনের প্রেরক কিংবা মন নিজেই বিষয়ে প্রবৃত্তি ও বিষয় হইতে নিবৃত্তি বিষয়ে স্বাধীন কিংবা দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন হইতে এমন কোন স্বতন্ত্র বস্তু আছে কি যাহার সন্নিধিমাত্রেই দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় ? জাগ্রৎ অবস্থায় স্থূলদেহ মনের প্রেরক হইতে পারে কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় ত স্থূলদেহ মনের প্রেরক নহে ; ইন্দ্রিয়গণ মনের অধীন বলিয়া তাহারাও মনের প্রেরক হইতে পারে না। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি বিষয়ে মন যদি স্বাধীন হইত, তাহা হইলে জানিয়া শুনিয়াও মন দুঃখপ্রদ অনিষ্টকর কার্য্যে রত হইত না। আরও দেখা যায় যে মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার, ইন্দ্রিয়গণ, পঞ্চপ্রাণ ও স্থূলদেহ স্বভাবতঃ জড় ; সুতরাং জড় কখনও চেতনাধিষ্ঠিত না হইয়া প্রেরক হইতে পারে না। সেইজন্য শিষ্যের এইরূপ প্রশ্ন সমিচীন হইয়াছে।) কেন (কাহার দ্বারা) যুক্তঃ (প্রযুক্ত বা প্রেরিত হইয়া) প্রথমঃ (মুখ্য) প্রাণঃ (প্রাণাপাণাদি পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক ক্রিয়াশক্তি রূপপ্রাণ) প্রৈতি (ইন্দ্রিয়গণের প্রবৃত্তির পূর্ব্বেই শরীর মধ্যে উর্দ্ধাদি প্রদেশে গমন করে) কেন ইষিতাম্ (কাহার ইচ্ছায় প্রেরিত হইয়া) ইমাং বাচং (তালু-কণ্ঠাদি অষ্ট স্থানে স্থিত এই বাক্ বা শব্দ লোকে উচ্চারণ করে?) কঃ (কোন্) উ (সেই) দেবঃ (চৈতন্যময় পুরুষ) চক্ষু শ্রোত্রং (দর্শনেন্দ্রিয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয়কে স্ব স্ব বিষয়ে প্রেরণ করেন?) ॥১॥

কাহার দ্বারা অভিলষিত এবং প্রেরিত হইয়া মন স্বীয় বিষয়ে ব্যাপৃত হয়? (যদিও নিত্য কূটস্থ পরমার্থ সদ্বস্তু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাই শিষ্যের উচিৎ, তথাপি, এই প্রশ্ন হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে শিষ্যের মনে সংশয় হেতুই ঐরূপ প্রশ্ন করা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়াদি সমষ্টি বিকারী দেহই কি মনের প্রেরক কিংবা মন নিজেই বিষয়ে প্রবৃত্তি ও বিষয় হইতে নিবৃত্তি বিষয়ে স্বাধীন? কিংবা দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন হইতে এমন কোন স্বতন্ত্র

বস্তু আছে কি যাহার সন্নিধিমাত্রেই দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়? জাগ্রৎ অবস্থায় স্থূল দেহ মনের প্রেরক হইতে পারে কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় ত স্থূল দেহ মনের প্রেরক নহে। ইন্দ্রিয়গণ মনের অধীন বলিয়া তাহারাও মনের প্রেরক হইতে পারে না। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি বিষয়ে মন যদি স্বাধীন হইত তাহা হইলে জানিয়া শুনিয়াও মন দুঃখপ্রদ অনিষ্টকর কর্মে রত হইত না। আরও দেখা যায় যে মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়গণ, পঞ্চপ্রাণ ও স্থূলদেহ স্বভাবতঃ জড়ঃ; সুতরাং জড় কখনও চেতনাধিষ্ঠিত না হইয়া কাহারও প্রেরক হইতে পারে না। সেইজন্য সংশয়যুক্ত শিষ্যের এইরূপ প্রশ্ন সমীচীন হইয়াছে। কাহার দ্বারা প্রযুক্ত বা প্রেরিত হইয়া ইন্দ্রিয়গণের প্রবৃত্তির পূর্ব্বেই শরীর মধ্যে ঊর্দ্ধাদি প্রদেশে গমনকারী প্রাণাপানাদি পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক ক্রিয়াশক্তিরূপ মুখ্য প্রাণ স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়? কাহার ইচ্ছায় প্রেরিত হইয়া তালু কণ্ঠাদি অষ্ট স্থানে স্থিত এই বাক্ বা শব্দ লোকে উচ্চারণ করিয়া থাকে? কোন্ সেই চৈতন্যময় পুরুষ দর্শনেন্দ্রিয় এবং শ্রবনেন্দ্রিয়কে স্ব স্ব বিষয়ে প্রেরণ করেন? ॥ ১ ॥

শিষ্য কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া গুরু বলিলেন—

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চ ক্ষুরতি মুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥ ২ ॥

যৎ (যে বস্তু) শ্রোত্রস্য (শ্রবণেন্দ্রিয়ে) শ্রোত্রম্ (শব্দগ্রহণের সামর্থের কারণ। শ্রবণেন্দ্রিয় শব্দ জ্ঞানের অসাধারণ কারণ; শ্রবণেন্দ্রিয় শব্দকে প্রকাশ করে, কিন্তু শব্দকে প্রকাশ করিবার সামর্থ্যের কারণ যিনি;

তিনিই মন ইন্দ্রিয়াদির প্রেরক) মনসঃ (সর্ব্ববিষয়োপলব্ধির সাধারণ কারণ মনের) মনঃ (মন্তব্য বিষয়ে প্রবৃত্তির সামর্থের কারণ) বাচঃ (বাগিন্দ্রিয়ের) বাচম্ (শব্দোচ্চারণ সামর্থের কারণ। 'বাচম্' এই দ্বিতীয়া-বিভক্তিযুক্ত পদটী প্রথমান্ত 'বাক্' হইবে যথা বাচোহ বাক্ এইরূপ) হ (নিশ্চয়ই) সঃ উ (তিনিই) প্রাণস্য (প্রঞ্চবৃত্ত্যাত্মক প্রাণের) প্রাণঃ (শরীর ধারণ সামর্থ্যের কারণ) চক্ষুষঃ চ (এবং দর্শনেন্দ্রিয়ের) চক্ষুঃ (রূপজ্ঞান সামর্থ্যের কারণ। মন, দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, স্থূলদেহ স্বভাবতঃ জড় ; সুতরাং ইহাদের নিজ নিজ বিষয় সমূহকে প্রকাশ করিবার সামর্থ্য নাই , অথচ দেখা যায় মন বিষয় সমূহ চিন্তা করে, শ্রবণেন্দ্রিয় শব্দ প্রকাশ করে,দর্শনেন্দ্রিয় রূপকে প্রকাশ করে, ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধকে, রসেন্দ্রিয় রসকে, স্পর্শেন্দ্রিয় স্পর্শকে প্রকাশ করিয়া থাকে। বাক্ শব্দ উচ্চারণ করে, হস্ত আদান প্রদান, চরণ গমনাগমন, পায়ু মলত্যাগ, উপস্থ মূত্রত্যাগ ও প্রজননাদি ক্রিয়া করিয়া থাকে। মন ও ইন্দ্রিয়াদির স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্তির এবং বিষয় প্রকাশের সামর্থ্যের কারণভূত এবং দেহেন্দ্রিয় মনঃপ্রাণ হইতে বিলক্ষণ চেতন বস্তু নিশ্চয়ই আছে, যে চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া ইহারা চৈতন্যময় হইয়া নিজ নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় এবং স্ব স্ব বিষয় প্রকাশ করিবার সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়। যেরূপ ইষ্টক, লৌহ, কাষ্ঠাদি, কোন চেতনাধিষ্ঠিত হইয়া একত্রিত হয় এবং প্রাসাদরূপ ধারণ করিয়া নিজেদের হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ কোন চেতন পুরুষের প্রয়োজন সাধন করে সেইরূপ দেহেন্দ্রিয় মন শ্রবণ সংহত হইয়া ইহাদিগের হইতে বিলক্ষণ কোন চেতন পুরুষের অস্তিত্ব নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে। সেই চেতন পুরুষের কেবল-সান্নিধ্যমাত্রেই, চুম্বক সান্নিধ্যে লৌহচূর্ণের ন্যায়, দেহেন্দ্রিয়াদি স্বস্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই চেতন পুরুষকে সাক্ষাৎ আত্মরূপে জানিয়া) ধীরাঃ (ধীমান্ ব্রহ্মবিদ্‌গণ) অতিমুচ্য (দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনের অর্থাৎ শরীরত্রয় রূপ পঞ্চকোষে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া) অস্মাৎ লোকাৎ

(এই সর্ব্বপ্রাণিপ্রত্যক্ষ শরীরাভিমান হইতে) প্রেত্য (ব্যাবৃত্ত হইয়া অর্থাৎ দেহাত্মাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক) অমৃতাঃ ভবন্তি (অমরত্ব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ স্বীয় সচ্চিদানন্দ স্বরূপে স্থিতিলাভ করেন) ॥২॥

যদি শব্দজ্ঞানের অসাধারণ কারণ শ্রবণেন্দ্রিয়ের শব্দ প্রকাশ সামর্থ্যের কারণ, সর্ব্ববিষয়োপলব্ধির সাধারণ কারণ, মনের মন্তব্য বিষয়ে প্রবৃত্তির সামর্থ্যের কারণ, বাগিন্দ্রিয়ের শব্দোচ্চারণ সামর্থ্যের কারণ, তিনিই পঞ্চ-বৃত্ত্যাত্মক প্রাণের শরীর ধারণ সামর্থ্যের কারণ এবং দর্শনেন্দ্রিয়ের রূপজ্ঞান সামর্থ্যের কারণ। মন, দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, স্থূলদেহ স্বভাবতঃ জড়; সুতরাং ইহাদের নিজ নিজ বিষয়সমূহ প্রকাশ করিবার সামর্থ্য নাই, অথচ দেখা যায় মন বিষয়সমূহ চিন্তা করে, শ্রবণেন্দ্রিয় শব্দ প্রকাশ করে, দর্শনেন্দ্রিয় রূপকে, ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধকে, রসনেন্দ্রিয় রসকে, স্পর্শেন্দ্রিয় স্পর্শকে প্রকাশ করিয়া থাকে। বাক্ শব্দ উচ্চারণ করে, হস্ত আদান প্রদান, চরণ গমনাগমন, পায়ু মলত্যাগ, উপস্থ মূত্রত্যাগ, ও প্রজননাদি ক্রিয়া এবং প্রাণ নিশ্বাস প্রশ্বাসাদি কার্য্যদ্বারা শরীর পোষণ করিয়া থাকে। মন ও ইন্দ্রিয়াদি স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্তির এবং বিষয় প্রকাশের সামর্থ্যের কারণভূত এবং দেহেন্দ্রিয় মন প্রাণ হইতে বিলক্ষণ এক চেতন বস্তু নিশ্চয়ই আছে যে চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া দেহেন্দ্রিয় মন প্রাণ চৈতন্যময় হইয়া নিজ নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় এবং স্ব স্ব বিষয় প্রকাশ করিবার সামর্থ্য লাভ করে। সেইরূপ ইষ্টক, লৌহ, কাষ্ঠাদি চেতনাধিষ্ঠিত হইয়া একত্রিত হয় এবং প্রাসাদরূপ ধারণ করিয়া নিজেদের হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ কোন চেতন পুরুষের প্রয়োজন সাধন করে সেইরূপ দেহেন্দ্রিয় মনপ্রাণ সংহত হইয়া আপনাদিগের হইতে বিলক্ষণ কোন চেতন পুরুষের অস্তিত্ব নিশ্চিত-রূপে প্রমাণ করে। সেই চেতন পুরুষের কেবল সান্নিধ্যমাত্রেই চুম্বক-সান্নিধ্যে লৌহ চূর্ণের ন্যায় দেহেন্দ্রিয়াদি স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই চেতন পুরুষকে সাক্ষাৎ আত্মরূপে জানিয়া ধীমান ব্রহ্মবিদ্‌গণ দেহেন্দ্রিয়

মনপ্রাণে অর্থাৎ শরীরত্রয়রূপ পঞ্চকোষে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বপ্রাণি প্রত্যক্ষ এই শরীরাভিমান হইতে ব্যাবৃত্ত হইয়া অর্থাৎ দেহাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক অমরত্ব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ স্বীয় সচ্চিদানন্দস্বরূপে স্থিতিলাভ করেন, কিংবা দেহত্যাগের পর বিদেহমুক্তি প্রাপ্ত হন ॥২॥

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাক্ গচ্ছতি নো মনঃ ।
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ ॥৩॥

তত্র (দেহেন্দ্রিয় মনপ্রাণের আত্মভূত স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মকে) চক্ষুঃ (দর্শনেন্দ্রিয়) ন গচ্ছতি (বিষয় করিতে পারে না, কারণ সচ্চিৎ ব্রহ্মের সত্তায় ও চৈতন্যে দর্শনেন্দ্রিয় সত্তাবান ও চৈতন্যময় হইয়া রূপকে প্রকাশ করিয়া থাকে। দেহেন্দ্রিয় মনপ্রাণের ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন স্বতন্ত্র সত্তাও প্রকাশ নাই। ব্রহ্মাই উহাদের আত্মা বা স্বরূপ। সুতরাং চক্ষু স্বীয় স্বরূপ রূপাদিবিহীন চিন্মাত্রস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না। সেইরূপ) বাক্ ন গচ্ছতি (বাক্যও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে অসমর্থ অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না।) নো মনঃ (মনও তাঁহাকে বিষয় করিতে পারে না। ব্রহ্ম বাক্যও মনের অগোচর। চক্ষু স্বর্গাদিলোক দেখিতে পায় না, কিন্তু বাক্ তাহাকে বিষয় করিতে পারে। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় যাঁহাকে বিষয় করিতে পারে না, মন তাঁহাকে বিষয় করিতে পারে এইরূপ যদি কেহ বলেন তাহা হইলে তাহার সেই শঙ্কা দূর করিবার জন্য শ্রুতি বলিতেছেন যে মনও তাঁহাকে বিষয় করিতে পারে না। ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারাই যখন বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয় এবং ব্রহ্ম যখন ইন্দ্রিয়মনের আত্মভূত বলিয়া তাঁহাদের অগোচর তখন) ন বিদ্মঃ (আমরা 'শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের

মন’ ইত্যাদিরূপে পূর্ব্বোক্ত উপদেশ ব্যতীত অন্য কোন উপায় দেখি না যাহা দ্বারা “ব্রহ্ম এই” এইরূপে জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও সম্বন্ধবিশিষ্ট করিয়া সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে জানিতে পারি) ন বীজাণীমঃ (আমরা শাস্ত্র বা আচার্য্যের উপদেশ হইতে সেই পদ্ধতি বা উপায় জানিনা যে উপায় বা পদ্ধতি অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্ম সম্বন্ধে শিষ্যকে) যথা অনু শিষ্যাৎ (উপদেশ প্রদান করিতে পারি) ॥৩॥

দেহেন্দ্রিয় মনপ্রাণের আত্মভূত স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মকে দর্শণেন্দ্রিয় বিষয় করিতে পারে না। কারণ সচ্চিৎ সুখাত্মক ব্রহ্মের সত্তায় ও চৈতন্যে দর্শনেন্দ্রিয় সত্তাবান্ ও চৈতন্যময় হইয়া রূপকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। দেহেন্দ্রিয় মন প্রাণের ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন স্বতন্ত্র সত্তাও প্রকাশ নাই। ব্রহ্ম উহাদের আত্মা বা স্বরূপ। সুতরাং চক্ষু স্বীয় স্বরূপ রূপাদিবিহীন চিন্মাত্রস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না। সেইরূপ বাক্যও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে অসমর্থ অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না। মনও তাঁহাকে বিষয় করিতে সমর্থ হয় না। ব্রহ্ম বাক্যও মনের অগোচর। চক্ষু স্বর্গাদি লোক দেখিতে পায় না কিন্তু বাক্ তাহাকে বিষয় করিতে পারে। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় যাঁহাকে বিষয় করিতে পারে না, হয়ত মন তাঁহাকে বিষয় করিতে পারে এইরূপ যদি কেহ বলেন তাহা হইলে তাঁহার সেই শঙ্কা দূর করিবার জন্য শ্রুতি বলিতেছেন যে মনও তাঁহাকে বিষয় করিতে পারে না। ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারাই যখন বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয় এবং ব্রহ্ম যখন ইন্দ্রিয়মনের আত্মভূত বলিয়া তাহাদের অগোচর, তখন আমরা “শ্রোত্রের শ্রোত্র মনের মন” ইত্যাদিরূপে পূর্ব্বোক্ত উপদেশ ব্যতীত অন্য কোন উপায় দেখি না যাহা দ্বারা “ব্রহ্ম এই” এইরূপে জাতি গুণ ক্রিয়া ও সম্বন্ধবিশিষ্ট করিয়া সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে জানিতে পারি। আমরা শাস্ত্র বা আচার্য্যের উপদেশ হইতে সেই পদ্ধতি বা উপায় জানি না

যে উপায় বা পদ্ধতি অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্ম সম্বন্ধে শিষ্যকে উপদেশ প্রদান করিতে পারি ॥ ৩ ॥

অন্যদেব তদ্ বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।
ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ ব্যাচচক্ষিরে ॥৪॥

তৎ ('শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন' ইত্যাদিরূপে উপদিষ্ট সেই ব্রহ্ম) বিদিতাৎ (যাহা কিছু ব্যাকৃত তৎ সমস্ত কাহারও না কাহারও বুদ্ধি গোচর হইতে পারে অর্থাৎ জ্ঞেয়রূপে ভাসমান নামরূপাত্মক সমগ্র স্থূল পদার্থ হইতে) অন্যৎ (পৃথক, অর্থাৎ ব্রহ্ম বুদ্ধির অগোচর বলিয়া জ্ঞেয় বা বিদিত হইতে ভিন্ন) অথো (এবং) অবিদিতাৎ (নামরূপাত্মক ব্যাকৃত স্থূল জগতের কারন অজ্ঞান, মায়া বা অব্যাকৃত হইতে) অধি (উপরে অর্থাৎ পৃথক ; ব্রহ্ম হেয়োপাদেয় বর্জ্জিত, তিনি কার্য্যও নহেন কারণও নহেন) ইতি (ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই প্রকার উপদেশ) পূর্ব্বেষাং (পূর্ব্বপূর্ব্ব আচার্য্যগণের নিকট হইতে) শুশ্রুম: (আমরা শুনিয়াছি) যে (যে শাস্ত্রবিদ্ ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্যগণ) নঃ (ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকারী আমাদিগকে) তৎ (বিদিত এবং অবিদিত হইতে সেই ব্রহ্ম সম্বন্ধে) ব্যাচচক্ষিরে (বিশেষরূপে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। আচার্য্যোপদেশ-পরম্পরায় এই ব্রহ্ম অবগত হইতে পারা যায়। কেবল তর্ক, শাস্ত্রাধ্যয়ন, শাস্ত্রের অধ্যাপনা, মেধা, প্রতিভা দ্বারা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। বিদিত এবং অবিদিত হইতে ব্রহ্ম পৃথক হওয়ায় আত্মাই ব্রহ্ম ইহাই প্রতিপাদিত হইল। সর্ব্ববিশেষরহিত, চিন্মাত্রজ্যোতিঃ, সর্ব্বান্তর, সাক্ষ্যাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম রূপ আত্মতত্ত্ব কেবল আচার্য্য পরম্পরায় অবগত হওয়া যায়। গুরুর নিকট হইতেই ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্তি হয়, অন্যথা নহে) ॥ ৪ ॥

"শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন" ইত্যাদি প্রকারে উপদিষ্ট সেই ব্রহ্ম

জ্ঞেয়রূপে ভাসমান ইন্দ্রিয়গোচর নামরূপাত্মক সমগ্র স্থূল পদার্থ বা বিদিত হইতে পৃথক এবং নামরূপাত্মক ব্যাকৃত স্থূল জগতের কারণ অজ্ঞান, মায়া বা অব্যাকৃত হইতে ভিন্ন। ব্রহ্ম কার্য্যও নহেন কারণও নহেন, তিনি হেয়োপাদেয়বর্জ্জিত। যে শাস্ত্রবিদ্ ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্যগণ ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকারী আমাদিগকে ব্রহ্মসম্বন্ধে বিশেষরূপে উপদেশ করিয়াছেন আমরা সেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের উপদেশ পরম্পরা হইতে শুনিয়াছি যে ব্রহ্ম বিদিত ও অবিদিত হইতে পৃথক। আত্মাই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই আত্মা। সর্ব্ববিশেষরহিত, চিন্মাত্রজ্যোতিঃ, সর্ব্বান্তর সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্মরূপ আত্মতত্ত্ব কেবল তর্ক, শাস্ত্রাধ্যয়ন, শাস্ত্রের অধ্যাপনা, মেধা বা প্রতিভা দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। গুরুমুখ হইতেই ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তি ঘটে অন্যথা নহে ॥ ৪ ॥

ইন্দ্রিয়াদির বিষয়রূপে ব্রহ্মকে কখনই উপলব্ধি করা যায় না। ইহাই পুনরায় উপদিষ্ট হইতেছে—

যদ্ বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥৫॥

যৎ (ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ব্যক্ত জগৎ এবং জগতের কারণ অব্যাকৃত হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ সচ্চিৎ আনন্দঘন যে বস্তু) বাচা (বাক্য দ্বারা অর্থাৎ কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা) অনভ্যুদিতং (প্রকাশিত হন না অর্থাৎ বাগাদি কর্মেন্দ্রিয় যাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না) যেন (যে চৈতন্যস্বরূপ বস্তু দ্বারা অর্থাৎ যে চৈতন্যে) বাক্ (কর্মেন্দ্রিয়সমূহ) অভ্যুদ্যতে (প্রকাশিত হয় অর্থাৎ চৈতন্যময় হইয়া বিষয় প্রকাশের সামর্থ্য লাভ করে) তৎ এব (সেই সচ্চিৎ সুখাত্মক বস্তুকেই) ত্বং (তুমি) ব্রহ্ম বিদ্ধি (ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে) যৎ ইদং (ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, নামরূপ উপাধিবিশিষ্ট জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয় ভেদ বিশিষ্ট

করিয়া যাহাকে) উপাসতে (মনুষ্যগণ উপাসনা করে, বা ধ্যান করে) ইদং ন (বাগাদি কর্মেন্দ্রিয়ের বিষয়ভূত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সেই অনাত্ম বস্তু কখনই ব্রহ্ম নহেন) ॥ ৫ ॥

ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ব্যক্ত জগৎ এবং জগতের কারণ অব্যাকৃত হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ সচ্চিৎ আনন্দঘন যে বস্তু বাগাদি কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা প্রকাশিত হন না, অর্থাৎ কর্মেন্দ্রিয় যাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, যে চৈতন্যস্বরূপ বস্তু দ্বারা বাগাদি কর্মেন্দ্রিয়সমূহ প্রকাশিত হয় অর্থাৎ যে চৈতন্যে বাগাদি কর্মেন্দ্রিয়সমূহ চৈতন্যময় হইয়া বিষয় প্রকাশের সামর্থ্য লাভ করে সেই সচ্চিৎ সুখাত্মক বস্তুকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। মনুষ্যগণ নামরূপ উপাধি বিশিষ্ট জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয় ভেদ বিশিষ্ট করিয়া যাহাকে উপাসনা বা ধ্যান করেন, বাগাদি ইন্দ্রিয়াগণের বিষয়ভূত, ইন্দ্রিযগ্রাহ্য সেই অনাত্মা বস্তু কখনই ব্রহ্ম নহেন ॥ ৫ ॥

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্ ।
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥৬॥

যৎ (যে চৈতন্যজ্যোতিঃকে) মনসা (মনোবুদ্ধ্যাদি অন্তঃকরণ দ্বারা) ন মনুতে (কেহই জানিতে পারে না) যেন (যে চৈতন্যজোতিঃ দ্বারা) মনঃ মতং (অন্তঃকরণ বিজ্ঞাত হয় অর্থাৎ যে চৈতন্যজোতিঃতে অন্তঃকরণ চৈতন্যময় হইয়া স্বীয় বিষয়সমূহ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়) আহুঃ (ব্রহ্মবিদ্-গণ বলিয়া থাকেন) তদেব (মনোবুদ্ধ্যাদি অন্তঃকরণের প্রকাশক সেই চৈতন্যজ্যোতিঃকেই) ত্বং ব্রহ্ম বিদ্ধি (তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে) নেদং যদিদমুপাসতে (লোকে যাহাকে মনোবুদ্ধ্যাদির জ্ঞেয়রূপে উপাসনা করে সেই মনোবুদ্ধ্যাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন অনাত্ম বস্তু কখনই ব্রহ্ম নহেন) ॥৬॥

যে চৈতন্যজ্যোতিঃকে মনোবুদ্ধ্যাদি অন্তঃকরণ দ্বারা কেহই জানিতে পারে না। যে চৈতন্যজ্যোতিঃ দ্বারা অন্তঃকরণ বিজ্ঞাত হয় অর্থাৎ যে

চৈতন্যজ্যোতিঃতে অন্তঃকরণ চৈতন্যময় হইয়া স্বীয় বিষয়সমূহ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়, ব্রহ্মবিদ্‌গণ কর্তৃক উপদিষ্ট মনোবুদ্ধ্যাদি অন্তঃকরণের প্রকাশক সেই চৈতন্যজ্যোতিঃকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। মনুষ্যগণ যাহাকে মনোবুদ্ধ্যাদির জ্ঞেয়রূপে উপাসনা করে, মনোবুদ্ধ্যাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন সেই অনাত্মবস্তু কথনই ব্রহ্ম হইতে পারে না ॥৬॥

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥৭॥

যৎ (যে আত্মচৈতন্যজ্যোতিঃকে) চক্ষুষা (চক্ষুদ্বারা) ন পশ্যতি (লোকে দেখিতে পায় না) যেন (যে চৈতন্যজ্যোতিঃ দ্বারা) চক্ষূংষি (চক্ষুসমূহকে) পশ্যতি (লোকে অবলোকন করে) তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি (তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে) নেদং যদিদমুপাসতে (লোকে যাঁহাকে দর্শণেন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে নামরূপ উপাধিবিশিষ্ট করিয়া উপাসনা করে, জ্ঞানেন্দ্রিয় গ্রাহ্য সেই অনাত্মবস্তু কথনই ব্রহ্ম নহেন) ॥৭॥

যে আত্মচৈতন্যজ্যোতিঃকে চক্ষুদ্বারা লোকে দেখিতে পায় না, যে চৈতন্যজ্যোতিঃ দ্বারা লোকে চক্ষু সমূহকে দর্শন করে, কিংবা "চক্ষূংষি" এই বহু বচনান্ত পদটি আর্ষ উহা একবচন হইবে অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয় যে চৈতন্যজ্যোতিঃতে চৈতন্যময় হইয়া রূপ গ্রহণ করে তুমি সেই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের প্রকাশক চৈতন্য জ্যোতিঃকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। লোকে যাহাকে দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে নামরূপ উপাধিবিশিষ্ট করিয়া উপাসনা করে, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য সেই অনাত্মবস্তু কথনই ব্রহ্ম নহেন ॥৭॥

যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥৮॥

যৎ (যে চৈতন্যজ্যোতিঃকে) শ্রোত্রেন (শব্দোপলব্ধির অসাধারণ সাধন শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বারা) ন শৃণোতি (শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে লোকে জানিতে পারে না) যেন (যে চৈতন্যজ্যোতিঃ দ্বারা) ইদং শ্রোত্রং শ্রুতং (শ্রবণেন্দ্রিয় চৈতন্যময় হইয়া শব্দ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়) তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি (সেই আত্মচৈতন্যজ্যোতিঃকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে) নেদং যৎ ইদং উপাসতে (লোকে যাহাকে শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে উপাসনা করে, জ্ঞানেন্দ্রিয়গ্রাহ্য সেই পরিচ্ছিন্ন অনাত্মবস্তু কখনই ব্রহ্ম নহেন ॥৮॥

যে চৈতন্যাত্মজ্যোতিঃকে শব্দোপলব্ধির অসাধারণ সাধন শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে কেহ জানিতে পারে না, যে চৈতন্যজ্যোতিঃ দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয় চৈতন্যময় হইয়া শব্দপ্রকাশ করিতে সমর্থ হয়, সেই আত্মচৈতন্যজ্যোতিঃকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। লোকে যাহাকে শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে উপাসনা করে, জ্ঞানেন্দ্রিয়গ্রাহ্য সেই পরিচ্ছিন্ন অনাত্মবস্তু কখনই ব্রহ্ম নহেন ॥৮॥

যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রাণীয়তে ।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৯ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

যৎ (যে আত্মচৈতন্য জ্যোতিঃকে) প্রাণেন (প্রাণাপানাদি পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক প্রাণ দ্বারা) ন প্রাণিতি (কেহই পোষণ করিতে পারে না, কিংবা নাসারন্ধ্রে অবস্থিত প্রাণ অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয় যে চৈতন্যজ্যোতিঃকে গন্ধবৎ বিষয় করিতে পারে না) যেন (যে আত্মচৈতন্যজ্যোতিঃ দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া) প্রাণঃ (পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক প্রাণ কিংবা ঘ্রাণেন্দ্রিয়) প্রণীয়তে (স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হয়) তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি (তাহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে) নেদং যদিদমুপাসতে (লোকে প্রাণাপানাদি

পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক, নামরূপ উপাধিবিশিষ্ট, সাবয়ব অনাত্মবস্তুরূপে যাহাকে উপাসনা করে সেই অনাত্মবস্তু কথনই ব্রহ্ম নহেন) ॥ ৯ ॥

যে আত্মচৈতন্য জ্যোতিঃকে প্রাণাপানাদি পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক প্রাণ দ্বারা কেহই পোষণ করিতে পারে না কিংবা নাসারন্ধ্রে অবস্থিত প্রাণ অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয় যে চৈতন্য জ্যোতিঃকে গন্ধবৎ বিষয় করিতে পারে না, যে আত্মচৈতন্যজ্যোতিঃ দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক প্রাণ কিংবা ঘ্রাণেন্দ্রিয় স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হয়, সেই চৈতন্যজ্যোতিঃকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। লোকে প্রাণাপানাদি পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক, নামরূপ উপাধি বিশিষ্ট, সাবয়ব অনাত্মবস্তুরূপে যাহাকে উপাসনা করে, প্রাণ-পরিচ্ছিন্ন সেই অনাত্মবস্তু কথনই ব্রহ্ম নহেন ॥৯॥

"জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, মন ও প্রাণের প্রেরক কে ?" শিষ্যের এই প্রশ্নের উত্তরে গুরু বলিলেন—একমাত্র চৈতন্যজ্যোতিঃই উহাদের প্রেরক। এই চৈতন্য জ্যোতিঃ বিদিত ও অবিদিত হইতে পৃথক বলিয়া, ইহাই আত্মা। এই চৈতন্যস্বরূপ আত্মা কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন এবং প্রাণের বিষয় হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়গণ, মন ও প্রাণ পরিচ্ছিন্ন এবং জড় আর চৈতন্যস্বরূপ আত্মা স্বপ্রকাশ এবং ব্রহ্ম অর্থাৎ দেশকাল বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। যে চৈতন্যে চৈতন্যময় হইয়া দেহেন্দ্রিয় মনপ্রাণ স্ব স্ব বিষয় প্রকাশের সামর্থ্য লাভ করে, সেই চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে উহারা কি প্রকারে প্রকাশ করিবে, ব্যাপিবে বা বিষয় করিবে ? অগ্নি-প্রতপ্ত লৌহ-গোলক যেরূপ অগ্নিকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না সেইরূপ আত্মচৈতন্যে চৈতন্যময় দেহেন্দ্রিয় মনপ্রাণ চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না।

গুরুর উক্ত প্রকার উপদেশ শ্রবণ করিয়া শিষ্যের মনে সংশয় উপস্থিত হইল—আত্মা বা আমি কি প্রকারে ব্রহ্ম হইতে পারি ? আত্মা সংসারী, কর্ম ও উপাসনায় অধিকারী এবং কর্ম ও উপাসনা দ্বারা বৈকুণ্ঠ,ব্রহ্মলোকাদি

পাইতে অভিলাষী, সুতরাং সে কি প্রকারে ব্রহ্ম হইতে পারে? আত্মা বা আমি ব্রহ্ম ইহা সর্ব্বলোকপ্রত্যয় বিরুদ্ধ। আত্মা বা আমি হইতেছি কর্ত্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতা, অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিমান্, সুখী, দুঃখী, জন্মমরণশীল সুতরাং আমি কি প্রকারে ব্রহ্ম হইতে পারি? আত্মবিষয়ক এই সংশয় দূর করিতে হইলে 'আমি স্বরূপতঃ কে' তাহাই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। আমার যত কিছু জ্ঞান, আমার নিখিল জগৎ সে সমস্তই জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের অন্তর্গত। জাগ্রৎ অবস্থায় আমি নিজেকে স্থূলদেহ বলিয়া মনে করি এবং স্থূলদেহের ধর্মসমূহ বাল্য, যৌবন, বৃদ্ধত্ব, কৃশ, স্থূল, ব্যাধি, অন্ধ, কুব্জ, খঞ্জ ইত্যাদি স্থূলদেহের ধর্মসমূহই নিজেতে আরোপ করিয়া নিজেকে বালক, যুবা, বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ধনী নির্ধন, সুখী দুঃখী ইত্যাদি মনে করিয়া থাকি। স্বপ্নাবস্থায় স্থূলদেহ শয্যার উপর পড়িয়া থাকে, কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় স্থূল বিষয়ক স্ব স্ব ব্যাপার হইতে বিরত হয়, কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রৎ অবস্থার জগতের ন্যায় আর একটি জগৎ আমার সম্মুখে ভাসিতে থাকে, আমিও নিজেকে আর একটি দেহ বলিয়া মনে করি এবং জাগ্রৎ অবস্থার ন্যায় দেহের ধর্ম নিজেতে আরোপ করিয়া সেই সেই ধর্মযুক্ত বলিয়া নিজেকে মনে করি। স্বপ্নাবস্থায় আমি সূক্ষ্মদেহ হই এবং মনঃ কল্পিত স্বপ্নকালীন জগতের সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ ভোগ করিয়া সুখী দুঃখী হইয়া থাকি। স্বপ্নাবস্থায় বাসনা বা সংস্কার পূর্ণ জড় মন চৈতন্য জ্যোতিঃতে চৈতন্যময় হইয়া বাসনানুরূপ স্বপ্নকালীন জগৎ রচনা করিয়া থাকে। আবার যখন সুষুপ্তি অবস্থা আসে তখন জাগ্রৎকালীন এবং স্বপ্নকালীন জগৎ তিরোহিত হইয়া যায়। তখন কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় মন সব চুপ করে; সেই সুষুপ্ত অবস্থার স্মরণ আমার জাগ্রৎ অবস্থায় হইয়া থাকে। আমার স্মরণ হয় যে এতক্ষণ আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই। অনুভূত বিষয়ের জ্ঞানকে স্মৃতিজ্ঞান বলে, আর অনুভূত হওয়ার মানে

জ্ঞানে প্রকাশ পাওয়া। সুষুপ্ত অবস্থা যখন আমার স্মরণ হয়, তখন সুষুপ্ত অবস্থাও জ্ঞানে প্রকাশিত হইয়াছিল। সুষুপ্ত অবস্থাকালীন সুখ ও অজ্ঞানের স্মৃতি হওয়ায়, সুখ ও অজ্ঞান জ্ঞানে প্রকাশিত হইয়াছিল। সুষুপ্ত অবস্থায় ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ অজ্ঞানে লীন হইয়া যাওয়ায়, চৈতন্যময় অজ্ঞানের সুখাকারে পরিণামরূপ বৃত্তিদ্বারা আমি সুখানুভব করিয়াছি। সুষুপ্ত অবস্থার স্মৃতি যখন আমারই স্মৃতি তখন উহা আমারই জ্ঞানে প্রকাশিত হইয়াছিল। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ দেহ কখন থাকে, কখন থাকে না; কিন্তু আমি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকি। আমি অনুভব করিয়া থাকি—যে আমি জাগিয়া আছি সেই আমিই স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম এবং সেই আমিই সুষুপ্ত ছিলাম। আমার এই সাতত্যের নিত্যত্বের স্বপ্রকাশত্বের কখন বিপরিলোপ হয় নাই। আমার দুইরূপ; একটি হইতেছে জাগ্রৎ অবস্থা বা স্থূলদেহ বিশিষ্ট আমি, স্বপ্নাবস্থা বা সূক্ষ্মদেহবিশিষ্ট আমি, সুষুপ্তাবস্থা বা কারণ দেহ বিশিষ্ট আমি। আমার আর একটি রূপ হইতেছে নিত্য, অব্যভিচারী, অবিকারী আমি, জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের প্রকাশক নির্ব্বিশেষ চৈতন্য স্বরূপ আমি। এই যে অনন্ত আমি, নিত্য অবিকারী আমি, আদিহীন, সর্ব্ব অধিষ্ঠান, সদামুক্ত, সদাস্থায়ী, অনু হইতে অনু আমি, বড় হইতে অতীব মহান্, সর্ব্বভূত মাঝে আমি, অন্তরে বাহিরে আমি, সর্ব্বব্যাপী, আত্মা মহান্, দেশকাল বিশ্বসহ আমার সত্বায় স্থিত সদা মোর প্রকাশে ভাস্বান্। এই আমি দেশকাল বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া বৃহৎ বা ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মই হইতেছে আমার প্রকৃত স্বরূপ, ইহাই প্রকৃত আমি। আমার স্বরূপ বিষয়ক অজ্ঞান হইতেই যত অনর্থ উৎপন্ন হইয়া আমাকে অজ্ঞানের কার্য্য দেহত্রয়কে বিশিষ্ট করিয়া যেন পরিচ্ছিন্ন পদার্থের ন্যায় করিয়া ফেলিয়াছে। এই ভাবরূপ অজ্ঞান চৈতন্যস্বরূপ আমার সত্বায় আমার চৈতন্যে প্রকাশিত হইয়া সত্তাও প্রকাশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে এই

অজ্ঞান আমাকে আশ্রয় করিয়া আমাকেই বিষয় করিতেছে, ব্যাপিতেছে। আমার স্বরূপ বিষয়ক এই অজ্ঞান আমার স্বরূপ বিষয়ক সাক্ষাৎ অপরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারাই নষ্ট হইতে পারে। সেই জন্য উপাধি ভেদ বিশিষ্ট অনাত্মা ঈশ্বরাদি হইতে শিষ্যের মনকে নিবৃত্তি করিয়া স্বীয় স্বরূপ ব্রহ্মাত্মা চৈতন্যে আরূঢ় করিবার জন্য আত্মা হইতে ভিন্ন সোপাধিক ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতির অব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিলেন ॥

ইতি কেনোপনিষদে প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হইল ॥

"জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির প্রকাশক, দেহত্রয়রূপ উপাধিরহিত, তুমি নিত্য, অবিকারী, হেয়োপাদেয়-বিলক্ষণ, বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্ম"। গুরু কর্তৃক এইরূপে উপদিষ্ট শিষ্যের মনে পাছে স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ দেহ বিশিষ্ট 'আমি'তে ব্রহ্মবুদ্ধি হয় সেই জন্য শিষ্যের মন হইতে সংশয়, অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনাদি দোষ দূর করিবার জন্য গুরু এক্ষণে শিষ্যকে বলিতেছেন—

যদি মন্যসে সুবেদেতি, দভ্রমেবাপি নূনং
ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্।
যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথ নু মীমাংস্যমেব তে,
মন্যে বিদিতম্ ॥১॥

যদি মন্যসে (হে শিষ্য, যদি তুমি মনে কর) সুবেদ ইতি (আমি উত্তম-রূপে দেশকালবস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, স্বপ্রকাশ, নিত্য, অবিকারী, চৈতন্য মাত্র স্বরূপ, ব্রহ্মকে ইন্দ্রিয়বুদ্ধ্যাদি বিষয়রূপে, ঘট পটাদির ন্যায় জ্ঞেয়রূপে জানিয়াছি) অপি (তাহা হইলে) ত্বং (তুমি) ব্রহ্মণঃ রূপম্ (সর্ব্ববিধ

ভেদরহিত, অখণ্ডৈকরস, দেহাদি হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ, স্বপ্রকাশ, চৈতন্য মাত্রস্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপ) নূনং (নিশ্চয়ই) দভ্রং এব (অল্পই) বেত্থ (জানিয়াছ) অস্য (ব্রহ্মের) যৎ ত্বং (যে অধ্যাত্মরূপ অর্থাৎ দেহত্রয়রূপ উপাধি বিশিষ্ট তোমার এই পরিচ্ছিন্ন বেদিতৃ রূপ যাহা তুমি উত্তমরূপে জানিয়াছ বলিয়া মনে করিতেছ উহাই যে কেবল অল্প তাহা নহে, পরন্তু) যৎ অস্য দেবেষু (দেবতাদিগের মধ্যে অধিদৈবত উপাধি পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের যে রূপ তুমি জানিয়াছ তাহাও নিশ্চয় অল্পই জানিয়াছ; কারণ, ব্যষ্টিসমষ্টি রূপে কি অধ্যাত্ম, কি অধিভূত, কি অধিদৈব-উপাধি পরিচ্ছিন্ন যে রূপ তাহা ব্রহ্মের স্বরূপ নহে। সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, বিজ্ঞান-মানন্দং ব্রহ্ম, প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবং অদ্বৈতং ব্রহ্ম। সেই নিরস্ত-সর্ব্বোপাধিবিশেষ, নিত্য, ভূমা, সচ্চিৎ সুখাত্মক ব্রহ্ম সুবেদ্য নহে) অথ নু (অতএব) তে (তোমাকর্ত্তৃক) মীমাংস্যং এব (ব্রহ্মস্বরূপ নিশ্চয়ই বিচার-ণীয়)। মন্যে (গুরুকর্ত্তৃক উত্তমরূপে উপদিষ্ট হইয়া শিষ্য সমাহিত চিত্তে একান্তে উপবেশনপূর্ব্বক গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট বেদবাক্যের তাৎপর্য্য যুক্তি দ্বারা বিচারপূর্ব্বক নিশ্চিত করিবার পর সেই নিঃসন্দিগ্ধ ব্রহ্ম বস্তুকে মনন এবং নিদিধ্যাসন দ্বারা সাত্মরূপে সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়া গুরু সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন আমি মনে করি) বিদিতম্ (ব্রহ্মকে আমি জানিয়াছি) ॥১॥

হে শিষ্য, যদি মনে কর তুমি উত্তমরূপে দেশকাল বস্তুদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন নিত্য, অবিকারি, চৈতন্যমাত্রস্বরূপ ব্রহ্মকে ইন্দ্রিয়বুদ্ধ্যাদির বিষয়রূপে জানিয়াছ, তাহা হইলে তুমি সর্ব্ববিধ ভেদরহিত, অখণ্ডৈকরস, দেহাদি হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ, স্বপ্রকাশ, চৈতন্যমাত্রব্রহ্মের স্বরূপ নিশ্চয় অল্পই জানিয়াছ। ব্রহ্মের যে অধ্যাত্মরূপ অর্থাৎ তোমার এই দেহত্রয়রূপ উপাধি-পরিচ্ছিন্ন বেদিতৃরূপ যাহা উত্তমরূপে জানিয়াছ বলিয়া মনে করিতেছ উহাই যে কেবল অল্প তাহা নহে পরন্তু দেবতাদিগের মধ্যে

অধিদৈবত উপাধি-পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের যে রূপ তুমি জানিয়াছ তাহাও নিশ্চয় অল্পই জানিয়াছ ; কারণ ব্যষ্টি সমষ্টিরূপে অভিব্যক্ত কি অধ্যাত্ম, কি অধিভূত, কি অধিদৈব উপাধি-পরিচ্ছিন্ন যে রূপ তাহা ব্রহ্মের স্বরূপ নহে। ব্রহ্ম হইতেছেন সত্যং জ্ঞানং অনন্তম্, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম, প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবং অদ্বৈতং ব্রহ্ম। সেই নিরস্ত সর্কোপাধি বিশেষ, নিত্য, ভূমা, সচ্চিৎ সুখাত্মক ব্রহ্ম সুবেদ্য নহেন। অতএব তোমাকর্তৃক ব্রহ্মস্বরূপ নিশ্চয়ই বিচারণীয়। গুরুকর্তৃক এইরূপে উপদিষ্ট হইয়া শিষ্য সমাহিত চিত্তে একান্তে উপবেশনপূর্ব্বক গুরুকর্তৃক উপদিষ্ট বেদবাক্যের তাৎপর্য্য যুক্তি দ্বারা বিচারপূর্ব্বক নিশ্চিত করিবার পশ্চাৎ সেই নিঃসন্দিগ্ধ ব্রহ্ম বস্তুকে মনন এবং নিদিধ্যাসন দ্বারা স্বাত্মরূপে সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়া গুরুসমীপে আগমন পূর্ব্বক বলিলেন—আমি মনে করি ব্রহ্মকে আমি জানিয়াছি ॥১॥

শিষ্য এক্ষণে গুরু সমীপে স্বীয় ব্রহ্মানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন—

নাহং মন্যে সুবেদেতি নোন বেদেতি বেদচ।
যো নস্তদ্ বেদ তদ্ বেদ নোন বেদেতি বেদচ ॥২॥

অহং (আমি) সুবেদ (ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছি) ইতি (এইরূপ) ন মন্যে (মনে করি না) ন বেদ ইতি নো (আমি যে ব্রহ্মকে একেবারেই জানি না এরূপও নহে) বেদচ (আমি ব্রহ্মকে জানি, অর্থাৎ আমি ব্রহ্মকে জ্ঞেয়রূপে জানি না, কিন্তু আত্মরূপে উপলব্ধি করিয়া এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছি আচার্য্য ও শাস্ত্রৈকগম্য, দুর্ব্বিজ্ঞেয়, সর্ব্ববিধ ভেদশূন্য, সচ্চিৎ সুখাত্মক ব্রহ্ম আমিই। আমরা সাধারণতঃ বোদ্ধ প্রত্যয়কে অর্থাৎ চৈতন্য-সহিত বুদ্ধির বিষয়াকারে পরিণামরূপ বৃত্তি-জ্ঞানকে 'জ্ঞান' বলিয়া অভিহিত করি। ঘট পটাদি যতকিছু পদার্থ আছে তাহাদিগকে বুদ্ধির

বিষয় করিয়া জানি। তাহারা জ্ঞেয় এবং আমি জ্ঞাতা ; কিন্তু 'অহমস্মি' 'আমি আছি' এই যে 'আমি'র জ্ঞান, এই জ্ঞানে জ্ঞাতৃজ্ঞেয় ভাব নাই; এই জ্ঞান বুদ্ধি বৃত্তি বিশিষ্ট জ্ঞান নয়। সেই জন্য আপনাকে প্রথমে বলিয়াছিলাম যে আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিনা অর্থাৎ ঘটপটাদির ন্যায় ইন্দ্রিয়াদির দৃশ্যরূপে, জ্ঞেয়রূপে, বিষয়রূপে জানিনা ; কিন্তু মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা বৃত্তিশূন্যভাবে, জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়াদির ভেদশূন্য ব্রহ্মই যে আত্মতত্ত্ব তাহা উপলব্ধি করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি আমিই ব্রহ্ম ; সেইজন্য বলিয়াছি ব্রহ্মকে যে আমি একেবারেই জানি না তাহা নহে, কারণ আমি এক্ষনে ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাবে আত্মরূপে উপলব্ধি করিতেছি) নঃ (আপনার শিষ্য আমাদের মধ্যে) যঃ (আমা ব্যতীত যে কেহ) তৎ (মদুক্ত ঐ বচন অর্থাৎ 'উত্তমরূপে জানিনা এবং জানি' এই বাক্য) বেদ (তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন তিনি) তৎ (সেই ব্রহ্মকে অর্থাৎ 'শ্রোত্রের শ্রোত্র মনের মন' ইত্যাদিরূপে যে আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন সেই ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব) বেদ (জানিতে পারেন) নো ন বেদেতি বেদ চ (ব্রহ্মকে যে জানি না তাহা নহে এবং ব্রহ্মকে যে জানি তাহাও নহে। 'ব্রহ্ম বিদিত ও অবিদিত হইতে অর্থাৎ ব্যক্ত জগৎ এবং জগতের বীজ অব্যাকৃত হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ' এই যে উপদেশ আপনি করিয়াছিলেন তাহা সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া আপনার নিকট 'নোন বেদেতি বেদচ' এইবাক্যে প্রকাশ করিয়াছি মাত্র।) ॥২॥

আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছি এইরূপ মনে করি না। আমি যে ব্রহ্মকে একেবারেই জানিনা এরূপও নহে। আমি ব্রহ্মকে জানি। জ্ঞেয়রূপে আমি ব্রহ্মকে জানিনা বটে কিন্তু আত্মরূপে উপলব্ধি করিয়া এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছি যে,আচার্য্য ও শাস্ত্রৈকগম্য দুর্ব্বিজ্ঞেয়, সর্ব্ববিধ-ভেদরহিত ব্রহ্ম আমিই। আমরা সাধারণতঃ বৌদ্ধ প্রত্যয়কে অর্থাৎ চৈতন্য-সহিত বুদ্ধির বিষয়াকারে পরিণামরূপ বৃত্তিজ্ঞানকেই 'জ্ঞান' বলিয়া

অভিহিত করি যেমন ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান ইত্যাদি। এই জ্ঞান জ্ঞাতৃজ্ঞেয় ভেদ বিশিষ্ট হইয়া নামরূপ বিশিষ্ট হইয়া প্রতিভাত হয়। ঘটপটাদি যত কিছু পদার্থ আছে তাহাদিগকে আমরা বুদ্ধির বিষয়রূপে জানিয়া থাকি, তাহারা জ্ঞেয় এবং আমি জ্ঞাতা। কিন্তু 'অহং অস্মি' 'আমি আছি' এই যে 'আমি'র জ্ঞান,এই জ্ঞানে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় ভাব নাই, এই জ্ঞান বুদ্ধিবৃত্তি বিশিষ্ট জ্ঞান নয়, নামরূপ বিশিষ্ট জ্ঞান নয়। সেই জন্য আমি আপনাকে প্রথমে বলিয়াছিলাম যে আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে অর্থাৎ ঘটপটাদির ন্যায় ইন্দ্রিয়াদির জ্ঞেয়রূপে, দৃশ্যরূপে জানি না। কিন্তু মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা বৃত্তিশূন্যভাবে জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদি ভেদ শূন্য ব্রহ্মই যে আত্মতত্ত্ব তাহা সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়া এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমিই ব্রহ্ম; সেইজন্য আপনাকে বলিয়াছি ব্রহ্মকে যে আমি একেবারেই জানিনা তাহা নহে কারণ আমি এক্ষণে ব্রহ্মকে আত্মরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতেছি। আপনার শিষ্য আমাদের মধ্যে আমি ব্যতীত যে কেহ মদুক্ত ঐ বচন অর্থাৎ 'উত্তমরূপে জানি না এবং জানি' এই বাক্য তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন তিনি সেই ব্রহ্মকে অর্থাৎ 'শ্রোত্রের শ্রোত্র মনের মন' ইত্যাদিরূপে যে আত্মতত্ত্ব আপনি উপদেশ করিয়াছেন সেই ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব জানিতে পারেন। ব্রহ্ম বিদিত ও অবিদিত হইতে পৃথক অর্থাৎ ব্যক্ত জগৎ এবং জগতের বীজ অব্যাকৃত হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ বলিয়া আপনি যে উপদেশ করিয়াছিলেন তাহা সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া আপনার নিকট 'নোন বেদেতি বেদচ' অর্থাৎ 'ব্রহ্মকে যে জানিনা তাহা নহে এবং তাঁহাকে যে জানি তাহাও নহে' এই বাক্যে প্রকাশ করিয়াছি মাত্র ॥২॥

গুরুশিষ্য সংবাদরূপ আখ্যায়িকা পরিত্যাগ করিয়া, উক্ত গুরুশিষ্য সম্বাদ দ্বারা নিশ্চিত অর্থ এক্ষণে শ্রুতি নিজেই উপদেশ করিতেছেন—

যস্যামতং তস্য মতং যস্য ন বেদসঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্ ॥৩॥

যস্য (যে ব্রহ্মবিদের) অমতং (ব্রহ্ম অবিজ্ঞাত) তস্য (তাঁহার) মতং (ব্রহ্ম বিজ্ঞাত। স্থূল সূক্ষ্ম যাবতীয় পদার্থ কর্তৃকর্মক্রিয়া, জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞান, প্রমাতৃ-প্রমেয়-প্রমাণ, দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-দর্শন ইত্যাদি ত্রিপুটি অবগাহী জ্ঞানের গোচরীভূত হইয়া থাকে। অর্থাৎ পদার্থসম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান হয় সেই জ্ঞান জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়, প্রমাতৃ-প্রমেয় ইত্যাদি ভেদবিশিষ্ট হইয়া হয়। আমি, রাম, শ্যাম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ঈশ্বরকে দেখিতেছি, আমার এই যে দর্শন, এই যে প্রত্যক্ষজ্ঞান, এই জ্ঞানে আমি হইতেছি জ্ঞাতা, প্রমাতা, দ্রষ্টা ; আর আমা হইতে ভিন্ন ঈশ্বরাদি হইতেছেন দৃশ্য, প্রমেয়, জ্ঞেয়। ব্রহ্ম যদি দৃশ্য হন, প্রমেয় হন, জ্ঞেয় হন, তাহা হইলে তিনি জ্ঞান-ভাস্য হেতু পরিচ্ছিন্ন, বিকারী, অনিত্য, অচেতন হইয়া পড়েন। সেই জন্য ব্রহ্মবিদ্গণ ব্রহ্মকে জ্ঞেয়রূপে, দৃশ্যরূপে, প্রমেয়রূপে জানেন না, তাঁহারা জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়াদি ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ শূন্য এক অখণ্ড চৈতন্য মাত্র স্বরূপ ব্রহ্মকে আত্মরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন বলিয়া, তাঁহাদের সেই অপরোক্ষানুভূতি ত্রিপুটি ভেদবিশিষ্ট হয় না। শ্রুতি সেইজন্য বলিতেছেন যে, যাঁহার এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় হইয়াছে যে, ব্রহ্ম দৃশ্যরূপে, জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ জ্ঞেয়রূপে, প্রমাণের বিষয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমেয়রূপে কখনই জ্ঞাত হন না, সেই অভেদদর্শীর নিকট ব্রহ্ম সম্যক্ জ্ঞাত হন অর্থাৎ সেই সম্যক্দর্শী ব্রহ্মবিদ 'ত্রিবিধপরিচ্ছেদ শূন্য, এক অখণ্ড চিন্মাত্রস্বরূপ ব্রহ্মই আমি' এই প্রকারে ব্রহ্মকে আত্মরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন) যস্য (যে অবিবেকী পুরুষের) মতং ('এইরূপ নিশ্চয় যে, ব্রহ্ম দৃশ্যরূপে, জ্ঞেয়রূপে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমেয়রূপে জ্ঞাত হন) সঃ ন বেদ (সেই অবিবেকী পুরুষ প্রমাতৃ-প্রমেয়াদি ত্রিবিধভেদরহিত ব্রহ্মকে সম্যক জানিতে পারেন না) বিজানতাং (বিবিধ

প্রমাতৃ-প্রমাণ-প্রমেয়াদি ভেদজ্ঞান বিশিষ্ট অবিবেকী ব্যক্তিদিগের নিকট) অবিজ্ঞাতং (ব্রহ্ম অবিদিত থাকিয়া যান) অবিজানতাঃ (প্রমাতৃ-প্রমাণ-প্রমেয়াদি ভেদজ্ঞান রহিত, অভেদদর্শী ব্রহ্মবিদ্‌গণের নিকটেই) বিজ্ঞাতং (ব্রহ্ম সম্যক্‌রূপে বিদিত হইয়া থাকেন অর্থাৎ সেই সম্যক্‌দর্শী ব্রহ্মবিদ্‌গণ ব্রহ্মকে আত্মরূপে উপলব্ধি করেন) ॥৩॥

যে ব্রহ্মবিদের নিকট ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমেয়রূপে অবিজ্ঞাত, তাঁহার নিকটেই ব্রহ্ম বিশেষরূপে বিদিত হন। স্থূল সূক্ষ্ম যাবতীয় পদার্থ কর্ত্তৃ-কর্ম-ক্রিয়া, জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞান, প্রমাতৃ-প্রমেয়,-প্রমাণ, দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-দর্শন ইত্যাদি ত্রিপুটি-অবগাহী-জ্ঞানের গোচরীভূত হইয়া থাকে। কোন পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞান, জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়, প্রমাতৃ-প্রমেয় ইত্যাদি ভেদবিশিষ্ট হইয়া হয়। 'আমি রাম, শ্যাম, ঈশ্বরকে দেখিতেছি', আমার এই যে দর্শন, এই যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান এই জ্ঞানে আমি হইতেছি জ্ঞাতা, প্রমাতা, দ্রষ্টা এবং আমা হইতে ভিন্ন ঈশ্বরাদি হইতেছেন দৃশ্য, প্রমেয়, জ্ঞেয়। ব্রহ্ম যদি দৃশ্য হন, প্রমেহ হন, তাহা হইলে তিনি জ্ঞান-ভাস্যহেতু পরিচ্ছিন্ন, বিকারী, অনিত্য ও জড় হইয়া পড়েন; সেই জন্য ব্রহ্মবিদ্‌গণ ব্রহ্মকে দৃশ্যরূপে, প্রমেয়রূপে, জ্ঞেয়রূপে জানেন না; তাঁহারা জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়াদি-ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ শূন্য, এক, অখণ্ড, চৈতন্যমাত্র স্বরূপ ব্রহ্মকে আত্মরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন বলিয়া তাঁহাদের সেই অপরোক্ষানুভূতি ত্রিপুটিভেদ বিশিষ্ট হয় না। শ্রুতি সেই জন্য বলিতেছেন যে, যাঁহার এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় হইয়াছে যে, ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ জ্ঞেয়রূপে, প্রমাণের বিষয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমেয়রূপে কখনই জ্ঞাত হন না, সেই অভেদদর্শীর নিকট ব্রহ্ম সম্যক্‌জ্ঞাত অর্থাৎ সেই সম্যক্‌দর্শী ব্রহ্মবিৎ' ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ শূন্য এক অখণ্ড চিন্মাত্র-স্বরূপ ব্রহ্মই আমি' এই প্রকার আত্মরূপে ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন। কিন্তু যে অবিবেকী পুরুষের এইরূপ নিশ্চয় যে, ব্রহ্ম দৃশ্যরূপে, জ্ঞেয়রূপে,

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমেয়রূপে জ্ঞাত হন, সেই অবিবেকী পুরুষ প্রমাতৃ প্রমেয়াদি ত্রিবিধ ভেদরহিত ব্রহ্মকে সম্যক্ জানিতে পারেন না; যেহেতু বিবিধ প্রমাতৃ-প্রমাণ-প্রমেয়াদিভেদ জ্ঞান বিশিষ্ট অবিবেকী ব্যক্তিদিগের নিকট অবিদিত থাকিয়া যান; কিন্তু প্রমাতৃ-প্রমেয় প্রমাণাদি ভেদজ্ঞানরহিত ব্রহ্মবিদগণের নিকটেই ব্রহ্ম সম্যক্ বিদিত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ সেই সম্যক্‌দর্শী ব্রহ্মবিদ্‌গণ ব্রহ্মকে আত্মরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন ॥৩॥

ব্রহ্মকে মনবুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে, বেদ্যরূপে যখন জানা যায় না, তখন সেই অবেদ্য ব্রহ্মকে যে প্রকারে উপলব্ধি করিতে পারা যায় তাহাই এক্ষণে উপদিষ্ট হইতেছে—

প্রতিবোধ, বিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতেবীর্য্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতমং ॥৪॥

পূর্ব্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে ব্রহ্ম 'বিজ্ঞাতং অবিজানতাং' অর্থাৎ যাঁহারা কিছুই জানেন না তাঁহারাই ব্রহ্মকে জানেন। ইহা যদি সত্য হইত তাহা হইলে মনুষ্য সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাদিতে যখন কিছুই জানিতে পারে না, তখন সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাদিতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া যাইত। পাছে কেহ এইরূপ মনে করেন সেই জন্য শ্রুতি বলিতেছেন—

প্রতিবোধবিদিতম্ (প্রত্যেক বুদ্ধিবৃত্তিজ্ঞানে ব্রহ্ম বিদিত হন। বিষয়াকারে বুদ্ধিরপরিণামসমূহ জড় হইলেও অগ্নিতপ্ত লৌহ পিণ্ডের ন্যায় চৈতন্যব্যাপ্ত হেতু জ্ঞানরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে; এই হেতু বৃত্তিজ্ঞান অর্থাৎ বৌদ্ধ প্রত্যয়গুলিকেও আমরা 'বোধ' শব্দে অভিহিত করি। চৈতন্য এক ও অখণ্ড; এই চৈতন্যই সমস্ত বৌদ্ধ প্রত্যয়ের প্রকাশক। সুতরাং 'প্রতিবোধবিদিতং' মানে প্রত্যেক বৃত্তিজ্ঞানে বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষীরূপে অবগত ব্রহ্ম) মতং (প্রত্যগাত্মরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধ হন)

অমৃতত্বং (এই ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান হইতে অমরত্ব অর্থাৎ মোক্ষ) বিন্দতে (প্রাপ্ত হয়) আত্মনা (স্বীয় ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান দ্বারাই) বিন্দতে বীর্য্যং (স্বরূপ বিষয়ক অজ্ঞানকে বিনাশ করিবার সামর্থ লাভ করে) বিদ্যয়া (ব্রহ্ম বিদ্যাদ্বারা) অমৃতং (নিত্য মোক্ষ পদ বা স্বরূপ স্থিতি) বিন্দতে (লাভ করে) ॥৪॥

প্রত্যেক বুদ্ধিবৃত্তিজ্ঞানে ব্রহ্ম বিদিত হন। বিষয়াকারে বুদ্ধির পরিণাম সমূহ জড় হইলেও অগ্নি-তপ্ত লৌহ পিণ্ডের ন্যায় চৈতন্যব্যাপ্ত হেতু জ্ঞান-রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে ; এইজন্য বৃত্তি জ্ঞান অর্থাৎ বৌদ্ধ-প্রত্যয়-গুলিকেও আমরা 'বোধ' শব্দে অভিহিত করি। চৈতন্য এক ও অখণ্ড; এই চৈতন্যই সমস্ত বৌদ্ধ প্রত্যয়ের প্রকাশক। সুতরাং 'প্রতিবোধ বিদিতং' মানে প্রত্যেক বৃত্তিজ্ঞানে বিবেক বৈরাগ্যবান্ জিজ্ঞাসু মুমুক্ষু সাধক কর্তৃক প্রত্যেক বুদ্ধি বৃত্তির সাক্ষীরূপে অবগত ব্রহ্ম প্রত্যগাত্মরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধ হন। সাধক এই ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান হইতে অমরত্ব লাভ করেন। স্বীয় ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান দ্বারাই স্বরূপবিষয়ক অজ্ঞান বিনাশ করিবার সামর্থ্য প্রাপ্ত হন এবং ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা স্বরূপ স্থিতিরূপ অমৃতত্ব লাভ করেন ॥৪॥

"প্রতিবোধবিদিতম্" মানে হইতেছে বোধে বোধে বিদিত। বুদ্ধি অবিরত ঘট, পট, নীল, লোহিতাদি বিষয়াকারে পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে। আমাদের শরীরের অভ্যন্তরে অহঙ্কার, মন, চিত্ত, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি রূপেও বুদ্ধি পরিণামপ্রাপ্ত হইতেছে। বুদ্ধি স্বভাবতঃ জড়, কারণ উহা সত্বরজস্ত-মোময়ী দেশকাল কার্য্যকারণরূপা জড়া প্রকৃতির বা মায়ার বা অজ্ঞানের কার্য্য। প্রকৃতি জড়া বলিয়া উহা স্বয়ং ক্রিয়াশীলা হইতে পারে না। সর্ব্ববিধ ভেদরহিত এক অখণ্ড নিত্য অপরিণামী চৈতন্য পরিব্যাপ্ত হইয়াই প্রকৃতি চৈতন্যময়ী হয়, যেমন লৌহ অগ্নির দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া অগ্নিময় হইয়া থাকে। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি চৈতন্য পরিব্যাপ্ত হইয়া ব্যষ্টি-সমষ্টিভাবে পরিণামপ্রাপ্ত হয়। প্রকৃতির এই ব্যষ্টি-সমষ্টি পরিণাম-

সমূহ আবার চৈতন্যপরিব্যাপ্ত হইয়াই পরিণামপ্রাপ্ত হইতে থাকে। প্রকৃতির তমোগুণ আবরণ-স্বভাব বলিয়া তমোগুণের পরিণাম পঞ্চ মহাভূত এবং তাহাদের কার্য্য তমঃ প্রধান স্থূল দেহাদিতে চৈতন্যের অভিব্যক্তি সুস্পষ্ট হয় না। প্রকৃতির সত্ত্বগুণ স্বচ্ছ বলিয়া সত্ত্বগুণের কার্য্য সত্ত্বপ্রধান মহত্তত্ত্ব, বুদ্ধি, মন, চিত্ত, অহঙ্কার ও জ্ঞানেন্দ্রিয়াদিতে চৈতন্যের অভিব্যক্তি সুস্পষ্ট প্রতীত হইয়া থাকে। তরঙ্গায়িত জলে যেমন একই সূর্য্য খণ্ড খণ্ড রূপে বহু বলিয়া বোধ হয় সেইরূপ চৈতন্য পরিব্যাপ্ত প্রকৃতির ব্যষ্টি-সমষ্টিপরিণামসমূহরূপ জীব জগতে বিভিন্ন দেহাদিভেদে একই চৈতন্য ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তরঙ্গায়িত জলে একই সূর্য্যের প্রতিফলন বা আভাসসমূহ দ্বারা যেমন সূর্য্য উপলক্ষিত হয়, সেইরূপ আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত দেবতির্য্যক্ মনুষ্যাদি শরীরে চৈতন্যের অস্পষ্ট, স্পষ্ট, সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি বা আভাস সমূহদ্বারা একই নিত্য, অপরিণামী চৈতন্য উপলক্ষিত হইয়া থাকেন। সুতরাং অহঙ্কারের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি অভিমান বুদ্ধির নিশ্চয়াত্মক অধ্যবসায় মনের যাবতীয় সঙ্কল্প বিকল্প, চিত্তের ভোগ্যবিষয়ক বাসনাত্মক সংস্কারসমূহ, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দর্শনাদি ক্রিয়া, কর্মেন্দ্রিয়ের গমনাগমনাদিক্রিয়া পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক প্রাণের শরীরাভ্যন্তরে যাবতীয় ক্রিয়া চৈতন্য পরিব্যাপ্ত হইয়াই ঘটিয়া থাকে। মনবুদ্ধিচিত্ত অহঙ্কাররূপ অন্তঃকরণ সত্ত্ব প্রধান বলিয়া স্বচ্ছ; সেইজন্য অন্তঃকরণে চৈতন্যের অভিব্যক্তি সুস্পষ্ট। প্রতি অন্তঃকরণে চৈতন্যের সুস্পষ্ট বিভিন্ন প্রতিফলন বা আভাসসমূহদ্বারা একই প্রত্যক্ চৈতন্য উপলক্ষিত হন। বুদ্ধির প্রত্যেক পরিণামরূপ বৃত্তিজ্ঞান একই বিম্বস্থানীয় প্রত্যক্ চৈতন্য বা সাক্ষিচৈতন্যকে উপলক্ষিত করে, নিখিল বুদ্ধিবৃত্তিরূপ বোধসমূহে অব্যভিচরিত প্রত্যগাত্মরূপে যে ব্রহ্মানুভূতি উহাই সম্যক্ দর্শন। ঘটপটাদি বিষয়বিজ্ঞান সম্যক দর্শন নহে। ব্রহ্ম আত্মা বলিয়া ব্রহ্ম আত্মার বিষয় হইতে পারে না। শাস্ত্র এবং গুরুর উপদেশ হইতে ব্রহ্মসম্বন্ধীয় পরোক্ষ-

জ্ঞান, ব্রহ্মসম্বন্ধীয় অপরোক্ষ ভ্রম বিদুরিত করিতে পারে না। কিন্তু শাস্ত্র এবং গুরুর উপদেশ অনুসারে মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা সাধক যখন সর্ব্ববৌদ্ধপ্রত্যয় সাক্ষী সচ্চিৎ সুখাত্মক বস্তুকে আত্মরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন তখনই তাঁহার সম্যক্ দর্শন হয় এবং এই সম্যক্ দর্শনই অমৃতত্ব লাভের হেতু হইয়া থাকে।

আত্মবিষয়ক অজ্ঞান হইতেই পুনঃ পুনঃ নানাবিধ যোনীতে জন্মগ্রহণ করিয়া অশেষবিধ কষ্টভোগ করিতে হয়। সেইজন্য মোক্ষের দ্বার স্বরূপ মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া এই শরীরে এই জন্মেই অতিশয় প্রযত্নপূর্ব্বক আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া জীবন সফল করা কর্ত্তব্য। শ্রুতি সেই জন্য বলিতেছেন—

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি।
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ॥
ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ।
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥৫॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকসমূহে আত্মজ্ঞান লাভের যে উপায় বিহিত হইয়াছে সেই উপায় অবলম্বন করিয়া আত্মজ্ঞান লাভের যোগ্যতা অর্জ্জন পূর্ব্বক—

ইহ (এই জন্মে, এই মনুষ্য শরীরে) চেৎ অবেদীৎ (যদি কেহ ব্রহ্মাত্মৈক্য-জ্ঞান লাভ করিতে পারেন অর্থাৎ স্বীয় ব্রহ্মরূপ জানিতে পারেন) অথ (তাহা হইলে) সত্যং অস্তি (পরমার্থতত্ত্বলাভ হেতু তাঁহার মনুষ্য জন্ম সফল হয়) ইহ (এই মনুষ্যদেহে, এই জন্মেই) চেৎ (যদি কেহ)

ন অবেদীৎ (স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাবে জানিতে না পারেন) মহতী বিনষ্টিঃ (তাহা হইলে দীর্ঘকাল ধরিয়া জন্মমরণাদিপ্রবাহরূপ দুঃখপরম্পরা ভোগ করিতে হয়) ধীরাঃ (যেহেতু এই জন্মে, এই দেহেই আত্মজ্ঞান লাভ করিলে অমৃতত্ব প্রাপ্তি হয় এবং আত্মজ্ঞান লাভ না করিলে দীর্ঘকালস্থায়িনী জন্মমরণাদি ক্লেশ প্রাপ্তি রূপ বিনাশ প্রাপ্তি হয়, সেই জন্য ধীর মনুষ্যগণ অর্থাৎ বাহ্য বিষয়াভিলাষ হইতে সম্পূর্ণ বিনিবৃত্ত, বিবেক বৈরাগ্যবান্, শমদমাদি গুণসম্পন্ন মনুষ্যগণ) ভূতেষু ভূতেষু (চরাচর সর্ব্বভূতে অবস্থিত) বিচিত্য (এক, অদ্বিতীয়, সর্ব্বসংসার ধর্মরহিত, আত্মতত্ত্ব রূপ প্রত্যগ্ ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া) অস্মাৎ লোকাৎ (এই লোক হইতে কিংবা এই অনাত্মদেহাদিতে) প্রেত্য (গমন করিয়া অর্থাৎ মরণান্তর কিংবা অহংতামমতা রূপ অভিমান শূন্য হইয়া স্বীয় সর্ব্বাত্মকত্ব অদ্বৈত স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া) অমৃতাঃ ভবন্তি (বিদেহ কৈবল্য প্রাপ্ত হন কিংবা এই জন্মে এই দেহেই নিত্য, অবিনাশী, চৈতন্যমাত্র স্বরূপ অমৃতত্ব স্বভাব ব্রহ্মই হন) ॥৫॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকসমূহে আত্মজ্ঞান লাভের যে উপায় বিহিত হইয়াছে সেই উপায় অবলম্বন করিয়া আত্মজ্ঞান লাভের যোগ্যতা অর্জ্জন পূর্ব্বক যদি কেহ এই জন্মে, এই মনুষ্যদেহে ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান লাভ করিতে পারেন অর্থাৎ স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপ জানিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে পরমার্থ তত্ত্ব লাভহেতু তাঁহার মনুষ্যজন্ম সফল হয়। কিন্তু যদি কেহ এই জন্মে, এই মনুষ্য শরীরে স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ভাবে জানিতে না পারেন, তাহা হইলে দীর্ঘকাল ধরিয়া জন্মমরণাদি প্রবাহরূপ দুঃখ পরম্পরা ভোগ করিতে হয়। যেহেতু এই জন্মে এই দেহেই আত্মজ্ঞান লাভ করিলে অমৃতত্ব প্রাপ্তি এবং আত্মজ্ঞানলাভ না করিলে দীর্ঘকালস্থায়িনী জন্মমরণাদি ক্লেশ প্রাপ্তি রূপ বিনাশ প্রাপ্তি হয়, সেইজন্য ধীর মনুষ্যগণ অর্থাৎ বাহ্য বিষয়াভিলাষ হইতে সম্পূর্ণ বিনিবৃত্ত মানবগণ বিবেক-

বৈরাগ্যবান্ ও শমদমাদিগুণ সম্পন্ন হইয়া চরাচর সর্ব্বভূতে অবস্থিত এক অদ্বিতীয়, সর্ব্বসংসারধর্ম রহিত আত্মতত্ত্ব রূপ প্রত্যগ্ ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া এই অনাত্ম দেহাদিতে অহংতামমতাভিমানরূপ অবিদ্যা হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত এবং সর্ব্বাত্মকত্ব অদ্বৈত স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া এই জন্মে এই দেহেই নিত্য, অবিনাশি, চৈতন্যমাত্রস্বরূপ, অমৃতত্ব স্বভাব ব্রহ্মই হন কিংবা এই লোক হইতে গমন করিয়া অর্থাৎ মরণানন্তর বিদেহ কৈবল্য প্রাপ্ত হন ॥৫॥

কেনোপনিষদে দ্বিতীয়খণ্ড সমাপ্ত হইল।

অথ তৃতীয় খণ্ডঃ

উপনিষদে প্রায়ই নিষ্কাম কর্ম এবং ঈশ্বরোপাসনা ও আত্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। আত্মা বা 'আমি'র দুইরূপ আমরা প্রত্যহই অনুভব করিয়া থাকি। আমার একরূপ হইতেছে জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি অবস্থাত্রয় বিশিষ্টরূপ, স্থূল সূক্ষ্ম কারণ দেহ বিশিষ্টরূপ, আর অপরটি হইতেছে উক্ত অবস্থাত্রয় ও দেহত্রয়ের প্রকাশক, উক্ত দেহত্রয় এবং অবস্থাত্রয়কে সত্তাস্ফূর্ত্তি প্রদানকারী, উক্ত দেহত্রয় হইতে বিলক্ষণ, নিত্য, নির্ব্বিশেষ সচ্চিৎ সুখাত্মকরূপ। প্রথম রূপটী আমরা প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ দ্বারা অনুভব করি। কিন্তু দ্বিতীয় রূপটী উক্ত নিত্য, নির্ব্বিশেষ, দেহাদি হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ; সচ্চিৎ সুখাত্মক রূপটী কোন প্রমাণ দ্বারা প্রমেয়রূপে, কোন ইন্দ্রিয়দ্বারা দৃশ্যরূপে, বুদ্ধিদ্বারা জ্ঞেয়রূপে অনুভব করিতে পারি না। উক্ত রূপটী বেদান্ত ও গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'তৎত্বমসি' ইত্যাদি মহাবাক্য দ্বারা উপলক্ষিত, দেশ কাল বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, অখণ্ডৈকরস, চৈতন্য মাত্র স্বরূপ বস্তুকে

অভেদে মনন ও নিদিধ্যাসন পূর্ব্বক আত্মরূপে উপলব্ধি করি।' আমি নিজেই নিজের দৃশ্য, প্রমেহ, বা জ্ঞেয় হইতে পারি না বলিয়া আমার দ্বিতীয় রূপটী সর্ব্ববিধ প্রমাণের অগোচর। যাঁহারা উত্তম অধিকারী তাঁহারা গুরু ও শাস্ত্র কর্তৃক উপদিষ্ট পূর্ব্বোক্ত বেদান্ত বাক্যের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা স্বীয় চৈতন্যমাত্র দৃক্‌স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া এই জন্মে এই দেহেই সদ্য মুক্তি লাভ করেন। যাঁহারা মধ্যম অধিকারী তাঁহাদের জন্য ক্রম মুক্তি, এবং তৎপ্রাপ্তির উপায় স্বরূপ বিবেক, বৈরাগ্য, শম-দমাদি সাধন চতুষ্টয়, শাস্ত্রবিহিত কর্মের নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান এবং অভেদে ঈশ্বরোপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্ব দুই খণ্ডে চিন্মাত্রস্বরূপ নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব এবং তৎপ্রাপ্তির সাধন ভূত "প্রতিবোধ বিদিতং" ইত্যাদি উপদেশ করিয়া তৃতীয় ও চতুর্থখণ্ডে মধ্যম অধিকারীর জন্য তপস্যা, সত্য, শমদমাদি সাধন এবং ঈশ্বরোপাসনা উপদিষ্ট হইতেছে। এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের দুর্ব্বিজ্ঞেয়তা এবং সেই জ্ঞান লাভের জন্য অহঙ্কার অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক দৃঢ় প্রযত্ন এবং শমদমাদি সাধন সম্পন্ন হইয়া প্রথমে তত্ত্বজ্ঞান লাভের-যোগ্যতা অর্জ্জন করা যে একান্ত আবশ্যক তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। অহংজ্ঞানমমতাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা প্রথমে চিত্ত শুদ্ধ করিতেই হইবে, তবে সেই শুদ্ধচিত্তে বিমল ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞানের অভিব্যক্তি হইবে। সেইজন্য ঋষি বলিতেছেন—

ব্রহ্ম হ দেবভ্যো বিজিগ্যে, তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত। ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়াং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি ॥১॥

ব্রহ্ম (সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিদ, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর হ পুরাকালে) দেবেভ্যঃ (দেবতা-

দিগের কল্যাণের জন্য) বিজিগ্যে (অসুরদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন অর্থাৎ দেবাসুর সংগ্রামে ঈশ্বরের ইচ্ছায় অসুরগণ পরাজিত এবং দেবগণ জয়লাভ করিয়াছিলেন) তস্য ব্রহ্মণঃ হ (সেই ঈশ্বরের) বিজয়ে (জয়লাভে) দেবা অমহীয়ন্ত (এই বিজয় যে সর্ব্বশক্তিমান্ প্রাণিগণের কর্ম্মফল দাতা ঈশ্বরেরই জয়লাভ তাহা বুঝিতে না পারিয়া দেবগণ গর্ব্বিত হইয়াছিলেন) তে ঐক্ষন্ত (তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন) অস্মাকং এব (আমাদেরই) অয়ং বিজয়ঃ (এই বিজয় অর্থাৎ আমরাই অসুরদিগকে পরাজিত করিয়াছি) অস্মাকং এব অয়ং মহিমা ইতি (আমাদেরই এই বিজয়লব্ধ গৌরব এইরূপ মিথ্যাভিমান করিয়াছিলেন) ॥১॥

পুরাকালে দেবাসুর সংগ্রামে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিদ, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর দেবগণের কল্যাণের জন্য জগতের শত্রু, ঈশ্বরের নিয়মলঙ্ঘনকারী অসুরদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন অর্থাৎ অসুরদিগের পরাজয়কামী ঈশ্বরের অনুশাসন পালনকারী দেবগণ ঈশ্বরের ইচ্ছায় দেবাসুর সংগ্রামে অসুরদিগকে পরাভূত করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের বিজয়ে দেবগণ যজ্ঞাদিতে পূজিত হইয়া মহিমাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রাণিগণের কর্ম্মফলদাতা, নিখিল কল্যাণাস্পদ সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরই যে তাঁহাদের জয়লাভের কারণ তাহা না জানিয়া পরিচ্ছিন্ন দেহাদিতে আত্মাভিমানী দেবগণ জয়লাভে গর্ব্বিত হইয়া ভাবিয়াছিলেন যে তাঁহাদের স্বীয় সামর্থ্যবশতঃই তাঁহারা অসুরদিগকে পরাজিত করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের স্বীয় শক্তি নিমিত্তই তাঁহারা পূজিত হইয়া মহিমাপ্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১॥

তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যো হ প্রাদুর্বভুব।
তন্ন ব্যজানত কিমিদং যক্ষমিতি ॥২॥

তৎ (ব্রহ্ম) হ (নিশ্চয়ই) এষাং (পরিচ্ছিন্ন দেহাভিমানী দেবগণের মিথ্যাহঙ্কার রূপ অভিপ্রায়) বিজজ্ঞৌ (জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং দেবগণের এই মিথ্যাভিমান দূর করিয়া তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য) তেভ্যঃ (দেবগণের দৃষ্টিগোচরে) হ প্রাদুর্বভূব (স্বীয় মায়াশক্তি প্রভাবে দিব্য বিস্ময়কর রূপ ধারণপূর্ব্বক প্রাদুর্ভূত হইলেন) তৎইদং (সেই প্রত্যক্ষ গোচর) যক্ষং দিব্য পূজনীয় রূপটি) কিম্ (কি বস্তু) ইতি (তাহা) ন ব্যজানত (দেবগণ জানিতে পারিলেন না) ॥২॥

সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বর পরিচ্ছিন্নদেহাভিমানী দেবগণের মিথ্যাহঙ্কাররূপ অভিপ্রায় নিশ্চয়ই জানিতে পারিয়াছিলেন এবং দেবগণের ঐ মিথ্যাভিমান দূর করিয়া তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য দেবগণের দৃষ্টিগোচরে স্বীয় মায়াশক্তিপ্রভাবে দিব্য বিস্ময়কররূপ ধারণ পূর্ব্বক প্রাদুর্ভূত হইলেন। সেই প্রত্যক্ষগোচর দিব্যপূজনীয় রূপটী কি বস্তু তাহা দেবগণ জানিতে পারিলেন না ॥২॥

তেঽগ্নিমব্রুবন্ জাতবেদ এতদ্বিজানীহি—
কিমেতদ্ যক্ষমিতি। তথেতি ॥৩॥

তে (ব্রহ্মের দিব্যরূপ জানিতে না পারিয়া দেবগণ) অগ্নিং (অগ্নিকে) অব্রুবন্ (বলিয়াছিলেন) জাতবেদ (হে সর্ব্বজ্ঞকল্প, তুমি) এতৎ যক্ষং কিম্ ইতি (আমাদের প্রত্যক্ষগোচর এই দিব্য পূজনীয় বস্তুটী কি) এতৎ (ইহা) বিজানীহি (বিশেষরূপে অবগত হও) তথেতি (অগ্নি বলিলেন আচ্ছা, তাহাই হইবে) ॥৩॥

ব্রহ্মের দিব্যরূপ জানিতে না পারিয়া দেবগণ অগ্নিকে বলিলেন—হে

সর্ব্বজ্ঞকল্প, আমাদের প্রত্যক্ষগোচর এই দিব্য পূজনীয় বস্তুটি কি তাহা তুমি বিশেষরূপে অবগত হও। অগ্নি বলিলেন তথাস্তু ॥৩॥

তদভ্যদ্রবৎ, তমভ্যবদৎ কোঽসীতি।
অগ্নির্বা অহমস্মি ইত্যব্রবীজ্জাতবেদা বা অহমস্মীতি ॥৪॥

তৎ (সেই যক্ষ সমীপে) অভ্যদ্রবৎ (দ্রুত গমন করিয়াছিলেন) তম্ (সেই অগ্নিকে) অভ্যবদৎ (যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন) কঃ অসি ইতি (তুমি কে ?) অগ্নিঃ বা অহম্ অস্মি (অগ্নি বলিলেন আমি বিশ্ব বিখ্যাত অগ্নি) জাতবেদা বা অহম্ অস্মি (আমি সর্ব্বজ্ঞকল্প জাতবেদা) ইতি (এই কথা) অব্রবীৎ (অগ্নি বলিয়াছিলেন) ॥৪॥

অগ্নি তথাস্তু বলিয়া সেই যক্ষ সমীপে গমন করিলেন। যক্ষ সেই অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে ?" অগ্নি প্রত্যুত্তরে যক্ষকে বলিয়াছিলেন "আমি বিশ্ববিখ্যাত অগ্নি, আমি সর্ব্বজ্ঞকল্প জাতবেদা" ॥৪॥

তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি।
অপীদং সর্ব্বং দহেয়ম্, যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥৫॥

তস্মিন্ (সেই প্রসিদ্ধ গুণযুক্ত) ত্বয়ি (তোমাতে) কিং বীর্য্যং ইতি (কি সামর্থ্য আছে ? এই কথা যক্ষ অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন) যৎ ইদং পৃথিব্যাং (যাহা কিছু এই চতুর্দ্দশ ভুবনে আছে) ইদং সর্ব্বং (চরাচর তৎ সমস্তই) অপি দহেয়ম্ (আমি নিশ্চয়ই ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতে পারি) ইতি (এই কথা অগ্নি যক্ষকে বলিলেন) ॥৫॥

যক্ষ অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিলেন সেই প্রসিদ্ধ গুণযুক্ত তোমাতে কি সামর্থ্য আছে ? অগ্নি এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন এই চতুর্দ্দশ ভুবনে চরাচরাত্মক যাহা কিছু আছে তৎ সমস্তই আমি নিশ্চয়ই ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতে পারি ॥৫॥

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি। তদুপপ্রেয়ায়।
সর্ব্বজবেন তন্ন শশাক দগ্ধুম্। স তত এব নিববৃতে,
নৈতদশকং বিজ্ঞাতুম্, যদেতদ্‌যক্ষমিতি ॥৬॥

তস্মৈ (উক্ত প্রকার আত্মশ্লাঘা পরায়ণ অভিমানী অগ্নির গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া তাহাকে অনুগ্রহ করিবার জন্য পরমেশ্বর তাহার সম্মুখে) তৃণং (একটি শুষ্ক তৃণ) নিদধৌ (স্থাপন করিলেন) এতৎ দহ ইতি (এবং বলিলেন, 'এই তৃণটীকে দগ্ধ কর') তৎ (অগ্নি সেই তৃণ) উপ প্রেয়ায় (সমীপে গমন করিলেন) তৎ (কিন্তু সেই তৃণটীকে) সর্ব্বজবেন (সমস্ত বলদ্বারা) দগ্ধুং (দগ্ধ করিতে) ন শশাক (সমর্থ হইলেন না) সঃ (সেই জাতবেদা অগ্নি তৃণটীকে দগ্ধ করিতে না পারিয়া লজ্জিত হইয়া নীরবে) ততঃ এব (সেই যক্ষের নিকট হইতে) নিববৃতে (দেবগণের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিলেন) যদেতৎ যক্ষং ইতি (এই যক্ষ যে কি বস্তু তাহা) এতৎ বিজ্ঞাতুং (জানিতে) ন অশকম্ (সমর্থ হইলাম না) ॥৬॥

উক্ত প্রকারে আত্মশ্লাঘা পরায়ণ অভিমানী অগ্নির গর্ব্বচূর্ণ করিয়া তাহাকে অনুগ্রহ করিবার জন্য পরমেশ্বর তাহার সম্মুখে একটী শুষ্ক তৃণ স্থাপন করিয়া বলিলেন ইহাকে দগ্ধ কর। অগ্নি সেই তৃণ সমীপে গমন করিয়া স্বীয় সমস্ত বল দ্বারাও তাহাকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না। জাতবেদা অগ্নি তৃণটীকে দগ্ধ করিতে না পারিয়া লজ্জিত হইয়া নীরবে সেই যক্ষের নিকট হইতে দেবগণের সমীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিলেন এই যক্ষ যে কি বস্তু তাহা আমি জানিতে সমর্থ হইলাম না ॥৬॥

অথ বায়ুমব্রুবন্ বায়বেতদ্ বিজানীহি—কিমেতদ্ যক্ষমিতি।
তথেতি ॥৭॥

অথ (অনন্তর) বায়ুম্ (বায়ুকে) অব্রুবন্ (দেবগণ বলিলেন) বায়ো (হে বায়ু) এতৎ যক্ষং কিং (এই যক্ষ কি বস্তু) ইতি এতৎ বিজানীহি (তাহা অবগত হও)। তথেতি (তথাস্তু) ॥৭॥

অগ্নির বাক্য শ্রবণান্তর দেবগণ সর্ব্বজগতের জীবনীশক্তি রূপ বায়ুকে বলিলেন—হে বায়ো এই যক্ষ যে কি বস্তু তাহা তুমি অবগত হও। বায়ু বলিলেন—তথাস্তু ॥৭॥

তদভ্যদ্রবৎ তমভ্যবদৎ কোঽসীতি। বায়ুর্বা অহমস্মীত্যব্রবী-ন্মাতরিশ্বা বা অহমস্মীতি ॥৮॥

তৎ (সেই যক্ষকে) অভ্যদ্রবৎ (লক্ষ্য করিয়া বায়ু যক্ষের সমীপে দ্রুত গমন করিলেন) তম্ অভ্যবদৎ (যক্ষ বায়ুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন) কঃ অসি ইতি (তুমি কে ?) অহম্ (আমি) বা (সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ) বায়ুঃ (বায়ু) অস্মি (হই) মাতরিশ্বা বা অহম্ অস্মি (আকাশে বিচরণশীল আমি বিশ্ববিখ্যাত মাতরিশ্বা) ইতি (এই কথা বায়ু যক্ষকে) অব্রবীৎ (বলিলেন) ॥৮॥

বায়ু যক্ষকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সমীপে দ্রুতবেগে গমন করিলেন। যক্ষ বায়ুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—তুমি কে ? বায়ু যক্ষকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন—আমি সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ বায়ু, আকাশে বিচরণশীল আমি বিশ্ব-বিখ্যাত মাতরিশ্বা ॥৮॥

তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি। অপীদং সর্ব্বমাদদীয় যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥৯॥

তস্মিন্ ত্বয়ি কিং বীর্য্যং ইতি (ঐ প্রকার গুণবিশিষ্ট তোমাতে কি প্রকার সামর্থ্য আছে ?) পৃথিব্যাং (চতুর্দ্দশ ভুবনে) যদিদং (যাহা

কিছু এই স্থাবর জঙ্গম আছে) সর্ব্বং অপি ইদং (সেই সমস্তই) আদদীয় (আমি গ্রহণ করিতে পারি) ইতি (এই কথা বায়ু যক্ষকে বলিলেন) ॥৯॥

যক্ষ বায়ুকে বলিলেন ঐরূপ গুণবিশিষ্ট তোমাতে কি প্রকার সামর্থ্য আছে ? বায়ু যক্ষকে বলিলেন—চতুর্দ্দশ ভুবনে যাহা কিছু স্থাবর জঙ্গম আছে সেই সমস্তই আমি গ্রহণ করিতে পারি ॥৯॥

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি। তদুপপ্রেয়ায়।
সর্ব্বজবেন তন্ন শশাক
আদাতুম্। স তত এব নির্ব্বতে। নৈতদশকম্ বিজ্ঞাতুং
যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥১০॥

তস্মৈ (যক্ষ বায়ুর অগ্রে) তৃণং (একটি শুষ্ক তৃণ) নিদধৌ (স্থাপন করিয়া বলিলেন) এতৎ (ইহাকে) আদৎস্ব (গ্রহণ কর) তৎ উপপ্রেয়ায় (বায়ু সেই তৃণসমীপে গমন করিলেন) সর্ব্বজবেন (স্বীয় সমস্ত শক্তি দ্বারা) তং (সেই তৃণকে) আদাতুং (গ্রহণ করিতে) ন শশাক (সমর্থ হইলেন না) সঃ ততঃ এব নিবৃত্তে (বায়ু লজ্জিত হইয়া নীরবে যক্ষের নিকট হইতে দেবগণের সমীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন) এতৎ যক্ষঃ যৎ এতৎ বিজ্ঞাতুং ন অশকম্ (এই যক্ষ যে কি বস্তু তাহা আমি জানিতে সমর্থ হইলাম না) ॥১০॥

যক্ষ বায়ুর অগ্রে একটি শুষ্ক তৃণ স্থাপন করিয়া বলিলেন—ইহাকে গ্রহণ কর। বায়ু সেই তৃণ সমীপে গমন করিয়া স্বীয় সমস্ত শক্তি দ্বারা সেই তৃণকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। বায়ু লজ্জিত হইয়া নীরবে যক্ষের নিকট হইতে দেবগণের সমীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিলেন—এই যক্ষ যে কি বস্তু তাহা আমি জানিতে সমর্থ হইলাম না ॥১০॥

অথেন্দ্রমব্রুবন্, মঘবন্নেতদ্ বিজানীহি কিমেতদ্ যক্ষ-
মিতি। তথেতি তদভ্যদ্রবৎ। তস্মাৎ তিরোদধে ॥১১॥

অথ (বিগতগর্ব্ব বায়ুর বচন শ্রবণানন্তর) ইন্দ্রং (স্বর্গের অধিপতি বজ্রধারী ইন্দ্রকে কিংবা আদিত্যকে) অব্রুবন্ (দেবগণ বলিলেন) মঘবন্ (হে পূজ্য ইন্দ্র) এতৎ যক্ষং কিং (এই যক্ষ কে) এতৎ ইতি বিজানীহি (তাহা অবগত হও) তথেতি (তথাস্তু)তৎ (সেই যক্ষকে) অভ্যদ্রবৎ (লক্ষ্য করিয়া দ্রুত গমন করিয়াছিলেন) তস্মাৎ (ইন্দ্রের নিকট হইতে) তিরোদধে (যক্ষ অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। ইন্দ্রের 'আমি ইন্দ্র' এইরূপ ইন্দ্রত্বের অভিমান নিরাকরণ করিবার জন্য ইন্দ্রের সহিত সম্ভাষণ মাত্রও না করিয়া অন্তর্হিত হইলেন) ॥১১॥

বিগত গর্ব্ব বায়ুর বচন শ্রবণানন্তর দেবগণ বজ্রধারী, স্বর্গের অধিপতি ইন্দ্রকে বলিলেন—হে পূজ্য ইন্দ্র, এই যক্ষ কে তাহা অবগত হও। ইন্দ্র 'তথাস্তু' বলিয়া সেই যক্ষকে লক্ষ্য করিয়া তৎসমীপে দ্রুত গমন করিয়াছিলেন। ইন্দ্রের "আমি ইন্দ্র" এইরূপ ইন্দ্রত্বের অভিমান নিরাকরণ করিবার জন্য সমীপাগত ইন্দ্রের সহিত সম্ভাষণ মাত্রও না করিয়া ইন্দ্রের নিকট হইতে যক্ষ অন্তর্হিত হইলেন ॥১১॥

স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং
হৈমবতীম্।
তাং হোবাচ কিমেতদ্ যক্ষমিতি ॥১২॥

সঃ (সেই ইন্দ্র বিগতাভিমান হইয়া) তস্মিন্ এব আকাশে (যে স্থানে যক্ষ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এবং যে স্থান হইতে তিরোহিত হইয়াছিলেন সেই আকাশ প্রদেশে অবস্থান করিয়া যক্ষের স্বরূপ ধ্যান করিতে লাগিলেন। বিজিজ্ঞাসু ইন্দ্রের যক্ষের প্রতি ঐকান্তিকী পরমাভক্তি

অবগত হইয়া উমারূপিনী ব্রহ্মবিদ্যা ইন্দ্রের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন) বহুশোভমানাং (বহুবিধ সৌন্দর্য্যেভূষিতা) স্ত্রিয়ং (স্ত্রীরূপে প্রাদুর্ভূতা) হৈমবতীং (হিমালয়ের তনয়া কিংবা সুবর্ণালঙ্কারে ভূষিতা) উমাং (দুর্গারূপে আবির্ভূতা ব্রহ্মবিদ্যা রূপিনী উমার সমীপে) আজগাম (ইন্দ্র আগমন করিলেন) তাং (এবং তাঁহাকে) হ উবাচ (জিজ্ঞাসা করিলেন) এতদ্ যক্ষম্ কিমিতি (এই যক্ষ কে?) ॥১২॥

ইন্দ্র বিগতাভিমান হইয়া যে স্থানে যক্ষ প্রাদুর্ভূত এবং তিরোহিত হইয়াছিলেন সেই আকাশ প্রদেশে অবস্থান করিয়া যক্ষের স্বরূপ ধ্যান করিতে লাগিলেন। বিজিজ্ঞাসু ইন্দ্রের যক্ষের প্রতি ঐকান্তিকী পরমা-ভক্তি অবগত হইয়া উমারূপিনী ব্রহ্মবিদ্যা ইন্দ্রের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন। ইন্দ্র বহুবিধ সৌন্দর্য্যে ভূষিতা স্ত্রীরূপে প্রাদুর্ভূতা হিমালয় তনয়া কিংবা সুবর্ণালঙ্কারে মণ্ডিতা দুর্গারূপে আবির্ভূতা ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী উমার সমীপে আগমন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এই যক্ষ কে? ॥১২॥

ইতি কেনোপনিষদে তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত হইল ॥

অথ চতুর্থ খণ্ডঃ

সাব্রহ্মেতি হোবাচ ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি। ততো হৈব বিদাং চকার ব্রহ্মেতি ॥১॥

সা (ইন্দ্র কর্তৃক জিজ্ঞাসিতা ব্রহ্মবিদ্যারূপিনী উমা) উবাচ (বলিলেন) ব্রহ্ম হ ইতি (তোমাদের সমীপে যিনি প্রাদুর্ভূত ও অন্তর্হিত হইয়াছেন তিনি ব্রহ্ম, বৃহৎ অর্থাৎ দেশকাল বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন নিত্য চিন্মাত্র রূপ) ব্রহ্মণঃবৈ বিজয়ে (এইব্রহ্ম নিমিত্ত অসুরদিগের উপর বিজয়লাভে) তৎ মহীয়ধ্বং ইতি (তোমরা এইরূপ মহিমা প্রাপ্ত হইয়াছ) ততঃ হ এব

(সেই উমা বাক্য হইতেই) বিদ্যাং চকার (ইন্দ্র জানিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু স্বীয় বুদ্ধিবলে জানিতে সমর্থ হন নাই যে) ব্রহ্ম ইতি (ঐ যক্ষই ব্রহ্ম) ॥১॥

ইন্দ্রকর্তৃক জিজ্ঞাসিতা ব্রহ্মবিদ্যা রূপিণী উমা বলিলেন 'তোমাদের সমীপে যিনি প্রাদুর্ভূত ও তিরোহিত হইয়াছেন তিনি ব্রহ্ম বৃহৎ অর্থাৎ দেশকাল বস্তু পরিচ্ছেদরহিত, নিত্য, চিন্মাত্র স্বরূপ। এই ব্রহ্ম নিমিত্তই অসুরদিগের উপর তোমাদের বিজয়লাভ হইয়াছে; সুতরাং 'আমরা অসুরদিগকে পরাজিত করিয়াছি, সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষহেতু আমরা পূজিত হইতেছি' এইরূপ মিথ্যাভিমান পরিত্যাগ কর। সেই উমাবাক্য হইতেই ইন্দ্র জানিতে পারিয়াছিলেন যে ঐ যক্ষই ব্রহ্ম; কিন্তু স্বীয় বুদ্ধিবলে উহা জানিতে সমর্থ হন নাই ॥১॥

তস্মাদ্ বা এতে দেবা অতিতরামিবান্যান্ দেবান
যদগ্নির্বায়ুরিন্দ্রঃ
তে হি এনৎ নেদিষ্ঠং পস্পর্শুঃ তে হি এনৎ
প্রথমোবিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥২॥

যৎ (যেহেতু) তে এতে দেবাঃ (সেই এই দেবগণ) অগ্নিঃ বায়ুঃ ইন্দ্রঃ (অগ্নি, বায়ু এবং ইন্দ্র) হি এনৎ (এই ব্রহ্মকে) নেদিষ্ঠং (অতিশয় সমীপস্থ প্রিয়তমরূপে) পস্পর্শুঃ (স্পর্শ করিয়াছিলেন অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) এনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি (এবং প্রথমে ইঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন) তস্মাৎ (সেই হেতু) তে (তাঁহারা) অন্যান্ দেবান্ (অপর দেবগণকে) অতিতরাং ইব (অতিক্রম করিয়া জ্ঞান, শক্তি, ঐশ্বর্য্যাদিতে অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন) ॥২॥

যে হেতু সেই এই দেবগণ অগ্নি, বায়ু এবং ইন্দ্র এই ব্রহ্মকে অতিশয়

সমীপস্থ প্রিয়তমরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং প্রথমে ইহাঁকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন, সেই হেতু তাঁহারা অপর দেবগণকে অতিক্রম করিয়া জ্ঞান, শক্তি ও ঐশ্বর্য্যাদিতে অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন।২॥

তস্মাদ্ বা ইন্দ্রোঽতিতরামিবান্যান্ দেবান্। স হি এনন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শ, স হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥৩॥

হি (যেহেতু) সঃ (ইন্দ্র) এনৎ (ব্রহ্মকে) নেদিষ্ঠং (অত্যন্ত সমীপস্থ প্রিয়তমরূপে) পস্পর্শ (স্পর্শ করিয়াছিলেন) সঃ হি (এবং যে হেতু তিনি) এনৎ (যক্ষকে) প্রথমঃ (অগ্নি এবং বায়ুর পূর্ব্বে উমা বাক্য হইতে প্রথমেই) ব্রহ্ম ইতি (ব্রহ্ম বলিয়া) বিদাঞ্চকার (জানিতে পারিয়াছিলেন) তস্মাৎ (সেই হেতু) ইন্দ্রঃ অতিতরাং ইব অন্যান্ দেবান্ (ইন্দ্র অপর দেবগণকে অতিক্রম করিয়া শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছিলেন) ॥৩॥

যে হেতু ইন্দ্র ব্রহ্মকে অত্যন্ত সমীপস্থ প্রিয়তমরূপে স্পর্শ করিয়াছিলেন অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং যে হেতু তিনি যক্ষকে অগ্নি এবং বায়ুর পূর্ব্বে উমা বাক্য হইতে প্রথমেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, সেই হেতু ইন্দ্র অপর দেবগণকে অতিক্রম করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন ॥৩॥

তস্যৈষ আদেশো যদেতদ্ বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদ্ আ ইতীন্ ন্যমীমিষদ্ আ ইত্যধিদৈবতম্ ॥৪ ॥

তস্য (ইন্দ্র যাঁহাকে নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন সেই ব্রহ্ম সম্বন্ধে) এষঃ (এই) আদেশঃ (উপদেশ) যৎ এতৎ (যা এই) বিদ্যুতঃ (বিদ্যুতের) ব্যদ্যুতৎ (প্রকাশ স্ফুরণ) আ (সদৃশ)

ইতি ইৎ (এবং) ন্যমীমিষৎ (চক্ষু নিমেষ করিয়াছিল অর্থাৎ চক্ষুর নিমেষ) আ (সদৃশ) ইতি অধিদৈবতম্ (এই হইতেছে দেববিষয়ক দর্শন কিংবা বিদ্যুতের সহিত ব্রহ্মের প্রকাশের এবং চক্ষুর নিমিষের সহিত ব্রহ্মের তিরোভাবের উপমা প্রদর্শন হইতেছে দেবতা বিষয়ক ব্রহ্মের উপমান দর্শন) ॥৪॥

ইন্দ্র যাঁহাকে ভক্তিপূত হৃদয়ে নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন সেই ব্রহ্মসম্বন্ধে এই উপমা দ্বারা উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে। ব্রহ্মের প্রকাশ বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায়। বিদ্যুৎ যেরূপ মেঘরাশি বিদীর্ণ করিয়া দিঙ্‌মণ্ডল অত্যুজ্জ্বল আলোক প্রকাশিত করে সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যা বিবেক বৈরাগ্যবান্, শমদমাদিগুণ সম্পন্ন, আত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু সাধকের অজ্ঞানরাশি বিদূরিত করিয়া দিলে, চিন্মাত্র জ্যোতিঃ ব্রহ্মাত্মস্বরূপের অপ্রতি-বদ্ধভাবে অভিব্যক্ত হয়। ব্রহ্মাত্মজ্ঞান সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাবে একবার অনুভূত হইলে আর কখনও উহা অজ্ঞানের দ্বারা পুনরায় আবৃত হয় না, উহা স্বপ্রকাশ বলিয়া সকৃৎ-বিভাত। পরিচ্ছিন্ন দেহাদিতে আত্মাভিমান থাকিলে ব্রহ্মানুভূতি সহসা হইলেও উহা পুনরায় চক্ষুর নিমেষের ন্যায় তিরোহিত হইয়া যায়। অগ্নি ও বায়ুর পরিচ্ছিন্ন দেহাদিতে আত্মাভিমান ছিল বলিয়া ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ হইয়াও তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিলেন। ইন্দ্রের অহঙ্কার অভিমান ছিল বলিয়া ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ হইয়াও তিরোহিত হইয়াছিলেন। পরে ইন্দ্র অহঙ্কার অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মতত্ত্বের ধ্যান করিতে থাকিলে তাঁহার নির্ম্মল চিত্তাকাশে ব্রহ্মবিদ্যার উদয় হওয়ায় ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাবে তাঁহার উপলব্ধ হইয়াছিল। ইহাই হইতেছে দেবসম্বন্ধীয় অর্থাৎ স্বপ্রকাশ চৈতন্যমাত্রস্বরূপ ব্রহ্মসম্বন্ধীয় উপদেশ। দেহাত্মাভিমানী ব্যক্তি পাণ্ডিত্য, বিচার, তর্ক, পুনঃ পুনঃ বেদাধ্যয়ন, বেদের অধ্যাপনা, মেধা, স্বীয় ইন্দ্রিয়, মনোবুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন না। নিষ্কাম কর্ম এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত অভেদে

ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে স্বীয় ব্রহ্মাত্মস্বরূপ আপনা আপনিই প্রকাশ পাইতে থাকে ॥৪॥

অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র বা সূর্য্য হইতেছেন বৈদিক সাধনার স্তরবিশেষ। বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে এই অগ্নিবায়ুসূর্য্যরূপ আত্মতত্ত্বোপলব্ধির সাধন উপদিষ্ট হইয়াছে। চণ্ডীতেও অগ্নি বা মহাকালী, বায়ু বা মহালক্ষ্মী এবং সূর্য্য বা মহাসরস্বতীরূপে এই বৈদিক সাধনাই উপদিষ্ট হইয়াছে। সাধনার প্রথম স্তর হইতেছে অগ্নি বা বৈশ্বানর বা বিরাট্ বা বিষ্ণুর অপরোক্ষানুভূতি, সাধনার দ্বিতীয় স্তরে বায়ু বা সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভের সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাবে উপলব্ধি। সাধনার তৃতীয়স্তরে সূর্য্য বা নিরাবরণ মায়োপাধিক, পূর্ণাহংতা সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর পদলাভ। তৎপরে অহংতা-বিলয়ে স্বরূপস্থিতি।

অথ অধ্যাত্মম্। যদেতদ্ গচ্ছতীব চ মনঃ অনেন চৈতদুপস্মরত্যভীক্ষ্ণং সঙ্কল্পঃ ॥৫॥

অথ (অধিদৈব উপদেশের অনন্তর) অধ্যাত্মম্ (প্রতি প্রাণিদেহে ব্রহ্ম যে প্রত্যগাত্মরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন, সেই ব্রহ্মকে প্রত্যগাত্মরূপে উপলব্ধি করিবার উপদেশই হইতেছে অধ্যাত্ম উপদেশ) যৎ (যে হেতু) এতৎ (এই আত্মা বা 'আমি' এই জ্ঞানের লক্ষ্যরূপে উপদিষ্ট, দেহেন্দ্রিয় মনঃপ্রাণের প্রকাশক, বাক্য মনের অগোচর, সর্ব্বদা অপরোক্ষ, চৈতন্যমাত্রস্বরূপ, প্রত্যক্ আত্মা ব্রহ্মকে) মনঃ (সমাহিত মন) গচ্ছতি ইব (যেন বিষয় করিতেছে, প্রাপ্ত হইতেছে, অর্থাৎ মন জড় বলিয়া মনের বিষয়াকারে পরিণামরূপ বৃত্তি সমূহও জড়। জড়ের পরিণাম সম্ভব হয় তখনই যখন উহা চৈতন্যাধিষ্ঠিত হয়। সেইজন্য চৈতন্যাভাসবিশিষ্ট মন ও মনোবৃত্তি সমূহে আভাস দ্বারা উপলক্ষিত বিম্ব চৈতন্য বা প্রত্যগাত্মা ব্রহ্মকে মন যেন বিষয় করে অর্থাৎ জানে; কিন্তু জানি জানি করিয়াও

মন ব্রহ্মকে ঘট পটাদির ন্যায় জ্ঞেয়রূপে জানিতে পারে না ; সেই জন্য 'ইব' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।) অনেন (এই সমাহিত মন দ্বারা) এতৎ (চৈতন্য স্বরূপ আত্মারূপে অবস্থিত ব্রহ্মকে) অভীক্ষ্ণং (নিরন্তর, পুনঃ পুনঃ) উপস্মরতি ('অহং ব্রহ্মাস্মি', 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপে অতি নিকটতমভাবে সাধক মনন করিয়া থাকে) সংকল্পঃ (আমি ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিব এইরূপ দৃঢ়সংকল্পের সহিত নিরন্তর 'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ মনন করিতে হইবে) ॥৪॥

অধিদৈব উপদেশের অনন্তর ব্রহ্ম যে প্রতি প্রাণিদেহে প্রত্যগাত্মারূপে বিরাজমান রহিয়াছেন সেই ব্রহ্মকে আত্মরূপে উপলব্ধি করিবার উপদেশই হইতেছে অধ্যাত্ম উপদেশ। যেহেতু সেই পরোক্ষ ব্রহ্ম সর্ব্বদা অহং প্রত্যয়ের লক্ষ্যরূপে দেহমধ্যে বিদ্যমান, সেইজন্য মন এই আত্মা বা 'আমি'র লক্ষ্য, অন্তঃকরণাদির প্রকাশক, বাক্য মনের অগোচর, সর্ব্বদা অপরোক্ষ, চৈতন্যমাত্র স্বরূপ প্রত্যগাত্মা ব্রহ্মকে যেন বিষয় করিতেছে, প্রাপ্ত হইতেছে। মন জড় বলিয়া মনের বিষয়াকারে পরিণামরূপ বৃত্তিসমূহও জড়। জড়ের পরিণাম সম্ভব হয় তখনই যখন উহা চৈতন্যাধিষ্ঠিত হয়। সেইজন্য চৈতন্যাভাসবিশিষ্ট মন ও মনোবৃত্তি সমূহে আভাস দ্বারা উপলক্ষিত বিশ্বচৈতন্য বা প্রত্যগাত্মা ব্রহ্মকে মন যেন বিষয় করে অর্থাৎ জানে ; কিন্তু জানি জানি করিয়াও, ছুই ছুই করিয়াও মন ব্রহ্মকে ঘটপটাদির ন্যায় জ্ঞেয়রূপে জানিতে পারে না কিংবা স্পর্শও করিতে পারে না। সাধক সমাহিত মন দ্বারা আত্মারূপে অবস্থিত চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মকে নিরন্তর 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপে অতি নিকটতমভাবে মনন করেন। আমি ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিব এইরূপ দৃঢ় সংকল্পের সহিত 'অহং ব্রহ্মাস্মি' আমি ক্ষুদ্র নহি, দেশকাল বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন আমি নহি, আমি দেহত্রয় কিংবা উহাদের ধর্মবান নহি, 'আমি ব্রহ্ম', আমি দেহত্রয়ের প্রকাশক চৈতন্যমাত্র স্বরূপ এইরূপ নিরন্তর মনন ও নিদিধ্যাসন

দ্বারাই ব্রহ্মকে আত্মরূপে উপলব্ধি করা যায়। ইহাই হইতেছে ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয় অধ্যাত্ম উপদেশ ॥৫॥

তদ্ধ তদ্বনং নাম, তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্।

স য এতদেবং বেদ,

অভিহৈনং সর্ব্বাণি ভূতাণি সংবাঞ্ছন্তি ॥৬॥

তৎ (সেই স্বপ্রকাশ, ইন্দ্রিয় মনোবুদ্ধ্যাদির স্ব স্ব ব্যাপারের নিমিত্তী-ভূত, চিন্মাত্রস্বরূপ ব্রহ্ম) হ (নিশ্চয়ই) তদ্‌বনং নাম (তদ্‌বন নামা। "বন-সংভক্তৌ"। 'বন্' ধাতু মানে কায়মনোবাক্যে ভক্তি করা, সেবা করা, প্রার্থনা করা, ইচ্ছা করা, ভালবাসা ; সুতরাং তদ্বনং মানে তস্য বনং তদ্বনং, তস্য প্রাণিজাতস্য বনং বননীয়ং, সম্ভজনীয়ং, অত্যন্তপ্রিয়তমত্বেন অভিলষিতঃ অর্থাৎ প্রাণিসমূহের কায়মনোবাক্যের দ্বারা ভজনীয়, প্রিয়তমরূপে ইপ্সিত, পুত্র হইতে, বৃত্ত হইতে, স্বীয় দেহ হইতে ব্রহ্ম প্রিয়তম ; সেই হেতু ব্রহ্মের নাম তদ্বনং অর্থাৎ সাধকের পরম প্রেমাস্পদ) তদ্বনং ইতি উপাসিতব্যং (পরম প্রেমাস্পদরূপে ব্রহ্মকে অভেদে উপাসনা করিতে হইবে। উপাসনার সময় ক্রমাগত চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মবিষয়িণী চিত্তবৃত্তিপ্রবাহ চলিতে থাকিবে, ব্রহ্মাতিরিক্ত বিজাতীয় প্রত্যয়শূন্য হইয়া, অন্তরে বাহিরে, অধঃ ঊর্দ্ধে, সতত সর্ব্বত্র এক, অদ্বিতীয়, আকাশবৎ পরিপূর্ণ স্বভাব, স্বপ্রকাশ চৈতন্যই শুধু প্রকাশমান রহিয়াছেন এইরূপে নিরন্তর মনন করিতে করিতে মন্তা ও মনন বিস্মৃত হইয়া কেবল চৈতন্যস্বরূপে তুষ্ণীংভাবে অবস্থান করিবে) সঃ যঃ (উক্ত লক্ষণ সম্পন্ন যে কোন উপাসক) এতৎ (পরম প্রেমাস্পদ ব্রহ্মকে) এবং (স্বীয় আত্মরূপে) বেদ (সাক্ষাৎ অপরোক্ষ-ভাবে উপলব্ধি করেন) সর্ব্বানি ভূতাণি (আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীই) এনং (এই ব্রহ্মবেত্তাকে) অভিসংবাঞ্ছন্তি (প্রার্থনা করেন। কারণ তিনি নিখিল জগতের আত্মভূত হইয়াছেন) ॥৬॥

ইন্দ্রিয় মনোবুদ্ধ্যাদির স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্তির নিমিত্তীভূত, সেই স্বপ্রকাশ চিন্মাত্রস্বরূপ ব্রহ্ম নিশ্চয়ই তদ্বনে নামা। 'বনসংভক্তৌ' বন্ধাতু মানে কায়মনোবাক্যে ভক্তিকরা, সেবাকরা, প্রার্থনা করা, ভালবাসা। তদ্বনং—তস্য বনং, তদ্বনং। তস্য প্রাণিজাতস্য, বনং বননীয়ং সম্ভজনীয়ং, অত্যন্ত প্রিয়তমত্বেন অভিলষিতং। প্রাণিগণের কায়মনোবাক্যের দ্বারা ভজনীয়, প্রিয়তমরূপে ইপ্সিত, পুত্র হইতে, বিত্ত হইতে, স্বীয় দেহ হইতে ব্রহ্ম প্রিয়তম; সেই হেতু ব্রহ্মের নাম হইতেছে তদ্বনং অর্থাৎ সাধকের পরম প্রেমাস্পদরূপে ব্রহ্মকে অভেদে উপাসনা করিতে হইবে। উপাসনার সময় চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম-বিষয়িণী চিত্তবৃত্তি প্রবাহ নিরন্তর চলিতে থাকিবে। ব্রহ্মাতিরিক্ত বিজাতীয়প্রত্যয়শূন্য হইয়া অন্তরে বাহিরে, অধঃ উর্দ্ধে, সর্ব্বত্র এক, অদ্বিতীয়, আকাশবৎ পরিপূর্ণ স্বভাব, স্বপ্রকাশ, চৈতন্যমাত্রস্বরূপ কেবল ব্রহ্মই প্রকাশমান রহিয়াছেন এইরূপে নিরন্তর মনন করিতে করিতে অবশেষে মন্তা ও মনন বিস্মৃত হইয়া কেবল চৈতন্যস্বরূপে তুষ্ণীংভাবে অবস্থান করিবে। উক্ত লক্ষণসম্পন্ন যে কোন উপাসক পরম প্রেমাস্পদ ব্রহ্মকে স্বীয় আত্মরূপে সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ভাবে উপলব্ধি করেন। আব্রহ্মস্তম্ভপর্যন্ত সমস্ত প্রাণীই তাহাদের আত্মস্বরূপ এই ব্রহ্মবিদ্‌কে প্রার্থনা করেন ॥৬॥

উপনিষদং ভো ব্রূহীতি, উক্তা ত উপনিষৎ।
ব্রাহ্মীংবাব ত উপনিষদমব্রূমেতি ॥৭॥

ভো (হে গুরো) উপনিষদং (ব্রহ্মবিদ্যা) ব্রূহি (উপদেশ করুন) ইতি (এই রূপে শিষ্যকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া গুরু বলিলেন) উক্তা ('শ্রোত্রের শ্রোত্র, এইরূপে, উপদিষ্টা) উপনিষদং (ব্রহ্মবিদ্যা) তে (তোমাকে) ব্রাহ্মীং (পরব্রহ্ম বিষয়িণী) উপনিষদং (ব্রহ্মবিদ্যা) তে (তোমাকে) অব্রূম বাব ইতি (নিশ্চয়ই উপদেশ করিয়াছি) ॥৭॥

আচার্য্যের নিকট হইতে ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিয়া শিষ্য পুনরায় গুরুকে বলিলেন—হে গুরো, ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করুন। শিষ্য কর্ত্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়া গুরু বলিলেন—তোমাকে ত 'শ্রোত্রের শ্রোত্র' ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মবিদ্যা উপদিষ্ট হইয়াছে। পরব্রহ্মবিষয়িণী ব্রহ্মবিদ্যা আমরা নিশ্চয়ই তোমাকে উপদেশ করিয়াছি ॥৭॥

তস্যৈ তপো দমঃ কর্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ
সর্ব্বাঙ্গানি সত্যমায়তনম্ ॥৮॥

তস্যৈ (সেই ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্তির উপায় হইতেছে) তপঃ (দেহেন্দ্রিয়মনঃ-সংযম) দমঃ (বিষয়ভোগে উপরতি) কর্ম (বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্মের নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান) প্রতিষ্ঠা (ব্রহ্মবিদ্যার চরণস্বরূপ) বেদাঃ (চারিবেদ) সর্ব্বাঙ্গানি (ব্রহ্মবিদ্যার শিরঃ আদি অঙ্গসমূহ) সত্যং (শরীর বাক্য ও মনোগত কুটিলতার অভাব, সত্য আচরণ) আয়তনম্ (আশ্রয় অর্থাৎ নিবাসস্থান) ॥৮॥

শিষ্যকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান সত্ত্বেও, শিষ্যের মুখ হইতে পুনরায় ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া গুরু বুঝিতে পারিলেন যে শিষ্যের চিত্ত এখনও নির্ম্মল হয় নাই। বিশুদ্ধ চিত্তেই ব্রহ্মবিদ্যা উদয় হইয়া থাকে। সেই জন্য গুরু এক্ষণে শিষ্যচিত্তের মলিনতা দূর করিবার জন্য চিত্ত শুদ্ধির উপায় সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেছেন। ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্তির উপায় হইতেছে গুরু ও আচার্য্যের সেবা, সৎসঙ্গ, ব্রহ্মচর্য্যাদি কায়িক তপস্যা, মধুর হিতকারী সত্যবচনাদি বাচিক তপস্যা, সর্ব্বদা সগুণ কিংবা নির্গুণ পরমেশ্বরের ধ্যান দ্বারা আত্মসংযমাদি মানসিক তপস্যা; বিষয় ভোগে অনাসক্তি, বেদবিহিত কর্মের নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান। শ্রুতি পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ," 'যস্য দেবে পরাভক্তি

যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ"। ঐকান্তিক ভক্তিপূত হৃদয়ে ঈশ্বরের, গুরু এবং আচার্য্যের উপাসনা যিনি করেন, সেই মহাত্মার চিত্তে আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট ব্রহ্মবিদ্যার প্রকাশ হয়। একাগ্রচিত্তে নিষ্কামভাবে ঈশ্বরের ধ্যান ও গুরুসেবাদ্বারা পাপসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তখন নির্ম্মল চিত্তে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। গুরুর উপদেশ শ্রবণ করিলেই তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় না, যদি না শিষ্য গুরুর উপদেশ অনুশীলন করিয়া বাক্য মন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়াদির নিগ্রহ করিয়া শুদ্ধ চিত্ত না হন। নিরন্তর দীর্ঘকাল শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত গুরুসেবা ও ঈশ্বরের ধ্যানে তন্ময় না হইলে, চিত্তে কিছুতেই ব্রহ্মবিদ্যার অভিব্যক্তি হয় না। বেদ বেদান্তদর্শনশাস্ত্রাদির অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা বাক্যার্থের জ্ঞান হয় মাত্র, কিন্তু পরমার্থবস্তুর উপলব্ধি হয় না। সেই জন্য গুরু এক্ষণে শিষ্যকে উপদেশ দিতেছেন যে, তপস্যা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, বিষয়োপরতি, নিষ্কামভাবে শাস্ত্রবিহিত পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানই হইতেছে ব্রহ্মবিদ্যার চরণ বা প্রতিষ্ঠা, চারিবেদ হইতেছে ব্রহ্মবিদ্যার শির আদি অঙ্গসমূহ এবং সত্যানুশীলন হইতেছে ব্রহ্মবিদ্যার নিবাসস্থান ॥৮॥

যো বা এতামেবং বেদ, অপহত্য পাপ্মানম্ অনন্তে স্বর্গেলোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি ॥৯॥

যঃ বৈ (যে মুমুক্ষু সাধক নিশ্চয়রূপে) এতাং (কেনোপনিষদে উপদিষ্ট এই ব্রহ্মবিদ্যাকে) এবং (এইরূপে অর্থাৎ প্রথমে বিবেক বৈরাগ্য শমদমাদির অনুশীলন, নিষ্কামভাবে গুরুসেবা, ঈশ্বরোপাসনা, শাস্ত্রবিহিত পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানাদির সহিত) বেদ (জানেন) পাপ্মানং (সেই ব্যক্তি অবিদ্যা-কাম-কর্ম্ম-বাসনারূপ সংসার বীজ) অপহত্য (সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়া, সম্যক্‌রূপে ধৌত করিয়া বিদূরিত করিয়া) অনন্তে (দেশকাল-বস্তুপরিচ্ছেদশূণ্য অসীম) জ্যেয়ে (সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ) স্বর্গে

লোকে (নিরতিশয় সুখস্বরূপ পরব্রহ্মে) প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠালাভ করেন অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন, সংসারে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জন্মমৃত্যুর অধীন হন না) ॥৯॥

যে মুমুক্ষু সাধক নিশ্চয়রূপে কেনোপনিষদে উপদিষ্ট ব্রহ্মবিদ্যাকে এইরূপে জানেন অর্থাৎ প্রথমে বিবেকবৈরাগ্য শমদমাদির অনুশীলন, নিষ্কামভাবে গুরুসেবা, ঈশ্বরোপাসনা এবং শাস্ত্রবিহিত পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানাদির দ্বারা স্বয়ং বিবেকবৈরাগ্যশমদমাদি গুণ সম্পন্ন হন, তৎপরে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক উপদেশ গুরুর নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া মনন করিলে তাঁহার বিশুদ্ধচিত্তে ব্রহ্মবিদ্যা অপ্রতিবদ্ধভাবে অভিব্যক্ত হয়। তখন সেই ব্রহ্মবিদ্ অবিদ্যা-কাম-কর্ম-বাসনারূপ সংসারবীজ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়া সম্যক্‌রূপে ধৌত করিয়া, বিদূরিত করিয়া দেশকালবস্তুপরিচ্ছেদশূন্য অসীম, সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ, নিরতিশয়সুখস্বরূপ পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন, পুনরায় সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জন্মমৃত্যুর অধীন হন না। দ্বিরুক্তি ব্রহ্মবিদ্যার ফল সম্বন্ধে সংশয়-রাহিত্য অথবা গ্রন্থপরিসমাপ্তির পরিচায়ক ॥৯॥ চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত হইল।

সমাপ্তেয়ং কেনোপনিষৎ। কেনোপনিষৎ সমাপ্ত হইল।

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্‌প্রাণশ্চক্ষুঃশ্রোত্রং অথোবলং ইন্দ্রিয়ানি চ সর্ব্বাণি, সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদং, মাহহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ অনিরাকরণং অস্তু, অনিরাকরণং মে অস্তু, তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

কঠোপনিষৎ

ভূমিকা

ওঁ সহ নাববতু সহনৌ ভুনক্তু সহবীর্য্যং করবাবহৈ।

তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

স (পরমেশ্বর), হ (নিশ্চয়ই), নৌ (আমাদের দুইজনকে অর্থাৎ আচার্য্য এবং শিষ্যগণকে), অবতু (ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশ দ্বারা পালন করুন), স হ (পরমেশ্বর নিশ্চয়ই) নৌ (আমাদের দুইজনকে) ভুনক্তু (ব্রহ্ম বিদ্যার ফল স্বরূপ পরমানন্দ প্রকাশ দ্বারা পরিতৃপ্ত করুন), সহ বীর্য্যং করবাবহৈ (আমরা দুইজনে একসঙ্গেই যেন আত্মবলে বলীয়ান হই), তেজস্বি নৌ অধীতং অস্তু (আমাদের অধীত বিদ্যা যেন নিষ্প্রভ না হয়), মা বিদ্বিষাবহৈ (আমরা পরস্পর যেন বিদ্বেষ ভাবাপন্ন না হই) ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ (ব্রহ্মবিদ্যালাভের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক প্রতিবন্ধসমূহ উপশান্ত হউক।)

আমি শ্রদ্ধা ও দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমার ও আমার আচার্য্যের চিত্তে ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশের দ্বারা আমাদের দুইজনকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন। ব্রহ্মবিদ্যার ফল যে পরমানন্দ সেই পরমানন্দে সেই অমৃতে আমাদের দুইজনকে পরিতৃপ্ত করুন। আমরা দুইজন যেন আত্মজ্ঞানরূপবীর্য্যে বীর্য্যবান হই। আমাদের অধ্যয়নজনিত বিদ্যা ও জ্ঞান যেন নিষ্প্রভ না হয়। আমরা পরস্পর যেন পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন না হই। আত্মজ্ঞান লাভের যাবতীয় আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক প্রতিবন্ধসমূহ উপশান্ত হউক।

উপনিষদ মানে ব্রহ্মবিদ্যা। ব্রহ্মবিদ্যা হইতেছে সেই বিদ্যা যে বিদ্যা মনুষ্যকে ব্রহ্মপ্রাপ্ত করাইয়া দেয়। "বৃহত্ত্বাৎ, বৃংহনত্বাৎ আত্মা ব্রহ্মেতি গীয়তে।" আত্মা বা "আমি"র প্রকৃত স্বরূপ হইতেছে ব্রহ্ম বা বৃহৎ, ভূমা। যাহা দেশ, কাল এবং বস্তুদ্বারা পরিচ্ছিন্ন নয়, যাহাতে স্বগত, সজাতীয়, বিজাতীয় ভেদ নাই, সেই সৎস্বরূপ, চৈতন্য স্বরূপ, অনন্ত অখণ্ডৈকরস বস্তুই ব্রহ্ম। আত্মার প্রকৃত স্বরূপ ব্রহ্ম, উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞান। উপনিষদ বা ব্রহ্মবিদ্যা সংসার বন্ধন শিথিল করিয়া দেয়, স্বরূপ সম্বন্ধীয় অজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিয়া মনুষ্যকে তাহার ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত করাইয়া দেয়। এই ব্রহ্মবিদ্যা বা উপনিষৎ গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রমে উপদিষ্ট হইয়া আসিত বলিয়া ইহাকে রহস্যবিদ্যা নামে অভিহিত করা হইত। শিষ্যহৃদয়ে গুরু যে উপায় অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা উদ্বোধিত করিতেন সেই উপায় হইতেছে যজ্ঞ। ঋষিরা যজ্ঞকে স্বর্গ বা নিরতিশয় আনন্দপ্রাপ্তির সোপান বলিয়া অভিহিত করিতেন। "দীক্ষণীয়" যজ্ঞ দ্বারা শিষ্যের অন্তঃশরীরে গুরু চৈতন্য-জ্যোতিঃ বা অগ্নির উদ্বোধন করিয়া দিতেন। তৎপরে 'প্রায়ণীয়' যজ্ঞদ্বারা শিষ্যকে প্রাণায়াম, হোম বা আত্মনিবেদন, ধ্যান শিক্ষা দিতেন। গুরু কর্তৃক শিক্ষিত হইয়া শিষ্য স্বীয় অন্তঃশরীরে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতত্ত্বসমূহ, প্রাকৃতিক সত্যসমূহ, প্রত্যক্ষ করিতে করিতে, অনুভব করিতে করিতে সাধন পথে অগ্রসর হইতেন। শিষ্যহৃদয়ে উদ্বোধিত এই অগ্নি বা চৈতন্য-জ্যোতিঃ তাঁহার স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয়ের মলিনতা দূর করিয়া পরমাত্মা পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত করাইয়া দিত। এই জন্য বেদের মন্ত্রভাগ, আরণ্যক উপনিষদে কোথায়ও তর্কের স্থান নাই, কোথায়ও সংশয় নাই। ব্রাহ্মণ ভাগে যে যুক্তিতর্ক আছে তাহাও বেদ-প্রতিপাদ্য সত্য সম্বন্ধে নয়, উহা শুধু উপায় সম্বন্ধে। গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রমে উপদিষ্ট বৈদিক সাধনা সম্বন্ধে এবং সেই সাধনালব্ধ সত্য সম্বন্ধে ঋষিদিগের কোনই সংশয় ছিল

না। সমস্ত উপনিষদেই ব্রহ্মবিদ্যা উপদিষ্ট হইয়াছে। কঠোপনিষদে এই ব্রহ্মবিদ্যা প্রথমেই একটি আখ্যায়িকা অবলম্বনে উপদিষ্ট হইয়াছে। অতিসূক্ষ্ম আত্মতত্ত্ব আখ্যায়িকা অবলম্বনে উপদিষ্ট হইলে সাধারণের পক্ষে উহা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হয়। কিন্তু এই আখ্যায়িকার একটা সাধনার দিক আছে, একটা রহস্যের দিক আছে। কঠোপনিষদের এই রহস্যের দিকটা আমরা যথামতি প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

ঋষি প্রথমেই বলিতেছেন "উশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ।" "উশন্" মানে কামনা করিতে করিতে, "হ বৈ" এই দুইটি অব্যয় শব্দ পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছে এবং সর্ব্বদা যাহা নিঃসংশয়রূপে ঘটিয়া থাকে তাহাই স্মরণ করাইয়া দেয়। "বাজশ্রবসঃ" বাজং অন্নং, 'বাজ' মানে অন্ন, অন্ন মানে সমুদয় ভোগ্য পদার্থ, 'অদ্যতে যৎতৎ অন্নং', যাহা কিছু ভোগকরা যায় তাহাই অন্ন। ধন দৌলত, যশঃ মান, প্রতিষ্ঠা পাণ্ডিত্য, স্ত্রী পুত্র, আত্মীয় স্বজন, দাসদাসী, ধান্য, গম যবাদি শস্য, এবং গৃহপালিত পশু সমূহ সবই অন্ন। 'শ্রবঃ' অর্থ যশঃ। সুতরাং বাজশ্রবসঃ মানে অন্নদানাদি নিমিত্ত যশঃ হইয়াছে যাহার তিনি হইতেছেন বাজশ্রবাঃ, বাজশ্রবার পুত্র হইতেছেন 'বাজশ্রবসঃ।' বাসনা-তাড়িত মানুষ কামনা করিতে করিতে জীবন পথে অগ্রসর হইয়া যখন পুত্রবিত্তাদি ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠে এবং ঐশ্বর্য্য ও দাননিমিত্ত যশঃস্বী হয়, তখন সে মনে মনে ভাবিতে থাকে "আমার পিতা ঐশ্বর্য্য ও দানজনিত যশে সমাজে যশঃস্বী হইয়াছেন, আমিও যশঃস্বী হইয়াছি। কিন্তু এই ঐশ্বর্য্য ও যশ ত আমাকে নিত্য, আনন্দ, শাশ্বতী শান্তি প্রদান করিতে পারিতেছে না, একটি কামনা পূর্ণ হইতে না হইতে শত শত কামনা চিত্তে উদিত হইয়া আমাকে মথিত করিয়া ফেলিতেছে, অস্থির করিয়া তুলিতেছে। সুতরাং এই ভোগময় জীবনে আমি ত কোন নিত্য সুখ দেখিতে পাইতেছি না। স্ত্রী পুত্র, ধন দৌলৎ যাহাকে সত্য বলিয়া,

আপন বলিয়া তাহাদের সেবায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছি, এখন দেখিতেছি তাহারা সত্য নয়, আমার নয়, কারণ তাহারা অবিরত পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে চলিয়াছে, আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছে, আর এই যে আমার শরীর যাহাকে আমি সকলের চাইতে প্রিয় বলিয়া মনে করিতাম, সেই শরীরও ত আমাকে ক্ষণে ক্ষণে ত্যাগ করিয়া যাইতেছে। এই যে জগৎরূপ একটা পরিবর্ত্তন প্রবাহ আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছে, এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে কোন নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় বস্তু আছে কি না এবং আমিই বা যথার্থতঃ কে তাহাই আমাকে জানিতে হইবে। "এইরূপে বিবেকজনিত বৈরাগ্যবান মনুষ্যের সংসারপ্রবণচিত্ত ভোগময় জীবনে অতৃপ্ত হইয়া বিবেক বৈরাগ্যপ্রবণ হয়। তখন সেই বিবেক বৈরাগ্যবান মনুষ্য আত্মকাম হইয়া, স্বীয় স্বরূপ সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিবার জন্য 'সর্ব্ববেদসংদদৌ' সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া ভগবন্মুখী হয়। বৈরাগ্যপ্রবণ চিত্ত ভগবন্মুখী হইলে মনুষ্য 'নচিকেত' হয়। কিৎ ধাতু মানে কামনা করা, চিকেত মানে কামময়, ন চিকেতঃ নচিকেতঃ যিনি কামময় নন, তিনি 'নচিকেত।' মানুষের চিত্তনদী দুই দিকে প্রবাহিত হয়। চিত্ত কখনও সংসার প্রবণ হইয়া ঐশ্বর্য্য ভোগের দিকে ধাবিত হয়। কখন আবার বৈরাগ্যপ্রবণ হইয়া আত্মাভিমুখে সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। সংসারপ্রবণ, ঐহিক ও ও পারলৌকিক ভোগাসক্ত চিত্ত হইতেই বৈরাগ্যপ্রবণ ভগবন্মুখী চিত্তের উদ্ভব হয় বলিয়া কামময় মন আত্মকাম মন বা নচিকেতার জনক বা পিতা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ' নিজেই পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়। ভোগাসক্ত, বাসনাতাড়িত মন আত্মকাম হইলে, নচিকেতা হইলে মানুষ দুঃখপূর্ণ সংসাররূপ পুন্নামক নরক হইতে উদ্ধার হইবার একটা পথ, একটা আলোক দেখিতে পায়। মানুষ আত্মকাম বা ভগবন্মুখী হইলে, কুমার হইতে হইতে জীবনযাত্রায় অগ্রসর হইতে থাকে।

কুং কুৎসিতভাবং মারয়তি, নাশয়তি যঃ স কুমারঃ, যিনি রাজস তামস ভাব সমূহ নষ্ট করেন, তিনি কুমার। মানুষ ভগবন্মুখী হইলে তাহার চিত্ত রাজস্তামসভাব পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধসত্ত্ব হইতে থাকে। সেই সময় তাহার চিত্তে এইরূপ ভাবের উদয় হয় যে আমি এতকাল ধরিয়া কামনা-বশে যে সমুদয় কার্য্য করিয়া আসিতেছি তাহা বৃথাই হইয়াছে, ঋত্বিকগণকে জরাজীর্ণ গাভীসমূহ দান করিলে সেই দানকারী যেমন নিরানন্দময় লোকে গমন করে সেইরূপ এতদিন ধরিয়া আমি কামনাপূর্ব্বক যে সব কার্য্য করিয়া আসিয়াছি সেই সব কর্ম আমাকে কথনই নিত্য আনন্দ প্রদান করিতে সমর্থ হইবে না। মনে মনে বারংবার এইরূপ আলোচনা করিবার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে আমাকে এখন মরিতে হইবে। অমৃতত্ব লাভ করিতে হইলে, স্বীয় স্বরূপ সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার করিতে হইলে জীবিত অবস্থাতেই আমাকে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইতে হইবে, ভোগময় জীবন সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া নূতন ভাগবত জীবনে জন্মলাভ করিতে হইবে। মানুষ যখন এইরূপে দৃঢ় সংকল্প হইয়া সাধন পথে অগ্রসর হয় তখন তাহার পূর্ব্বের ভোগময় জীবনের সংস্কারসমূহ তাহাকে পুনরায় ভোগের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে। তখন সে ভাবে আমি সমাজে বহুলোকের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছি, শীর্ষস্থান না হইলেও মধ্যম স্থান ত অধিকার করিয়া আছি, আমি সমাজে কথনও হীন নগন্য ব্যক্তি নহি সুতরাং আমি যে এই সাংসারিক সুখ যশ মান পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইতেছি, ইহাতে আমার কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? যদি পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার করিতে না পারি, আত্মতত্ত্ব জানিতে না পারি, তাহা হইলে আমি ইতোনষ্টঃ ততোভ্রষ্টঃ হইব, বর্ত্তমান সাংসারিক সুখ হারাইব অথচ আত্মদর্শন হইবে না। কিন্তু বিবেক বৈরাগ্যবান মনুষ্যের মনে এইরূপ সংশয় উদিত হইলেও উহা সাময়িক, ঐরূপ সংশয় কথনই স্থায়ী হয় না, ভগবান নিজেই সাধকহৃদয়ে নির্ম্মল

বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া সাধককে আত্মতত্ত্ব লাভে দৃঢ় সংকল্প করিয়া তোলেন। সাধক তখন নিজের ভোগাসক্ত মনকে সম্বোধন করিয়া বলিতে থাকে—মন তুমি পশ্চাতে ফিরিয়া দেখ কত শত শত মুনি ঋষি, কত রাজা, কত দরিদ্র ব্যক্তি এই পথ অবলম্বন করিয়া জীবনে কৃতকৃত্য হইয়াছিল, বর্ত্তমানেও কতলোক সাংসারিক সুখে বিমুখ হইয়া এই পথে অগ্রসর হইয়া জীবন সফল করিয়া তুলিতেছেন। সুতরাং একা আমিই এই পথের পথিক নহি, আমি যদি ভোগাসক্ত হইয়া পুনরায় সংসার করিতে থাকি তাহা হইলে কীট পতঙ্গের মত শস্যের মত জীবিত থাকিয়া পরে জরাজীর্ণ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইব এবং স্বীয় কর্মফল ভোগের জন্য পুনরায় শরীর গ্রহণ করিব মাত্র। সাধক যখন মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া স্বীয় স্বরূপ সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প হইয়া উঠেন, তখন তাঁহার চিত্তে এক বিরাট ভাবের উন্মেষ হইতে থাকে, তিনি তখন বৈশ্বানর হন। মাণ্ডুক্যোপনিষদে আত্মোপলব্ধির সাধনস্তর উপদিষ্ট হইয়াছে। তথায় বৈশ্বানর বা বিরাটপদ লাভই সাধনার প্রথমস্তর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে"স্থূলভুক্ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ"। আনন্দগিরি এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন "ব্রহ্মনি প্রকৃতে তস্য পরোক্ষত্বে শঙ্কিতে তন্নিরাসার্থং 'ব্রহ্ম অয়ং আত্মা' ইতি প্রত্যগাত্মা নম্ প্রকৃত্য সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ ইতি যৎ উক্তং তৎ অযুক্তং প্রক্রম বিরোধাৎ। অধ্যাত্মাধিদৈবয়োঃ ভেদাভাবাৎ ন প্রক্রমবিরোধঃ অস্তি। আধ্যাত্মিকস্য আধিদৈবিকেন সহিতস্য প্রপঞ্চস্য সর্ব্বস্য এব স্থূলস্য পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত তৎকার্য্যাত্মনো হিরণ্যগর্ভাত্মনা দ্বিতীয় পাদত্বম্। তস্যৈব কার্য্য-রূপতাং ত্যক্ত্বা কারণরূপতাং আপন্নস্য অব্যাকৃতাত্মনা তৃতীয় পাদত্বম্। তস্যৈব তু কার্য্যকারণরূপতাং বিহায় সর্ব্বকল্পনাধিষ্ঠানতয়া স্থিতস্য সত্য-জ্ঞানানন্তানন্দাত্মনা চতুর্থ পাদত্বম্।" আত্মোপলব্ধির চারিটি স্তর আছে। প্রথমস্তর বিরাট। এই বিরাট বা বৈশ্বানর হইতেছেন পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত

এবং তাহাদের কার্য্যাত্মক আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক সমস্ত স্থূল প্রপঞ্চে যিনি অহং বুদ্ধি করেন। প্রত্যেক মানুষ যেমন তাহার স্থূল শরীরে 'অহং' বুদ্ধি করে এবং স্থূল দেহের সহিত একীভূত হইয়া আমিই স্থূলদেহ বলিয়া নিজেকে অনুভব করে, সেইরূপ যখন সে বিবেক-বৈরাগ্যবান্ হইয়া শ্রদ্ধাভক্তির সহিত আত্মস্বরূপ জানিবার জন্য ঐকান্তিক আগ্রহান্বিত হইয়া উঠে তখন তাহার আত্মস্বরূপের প্রথম অনুভূতি বৈশ্বনার বা বিরাট পদ লাভ। সমষ্টি স্থূল প্রপঞ্চই তাহার দেহ এইরূপ জ্ঞান হয়, তাহার স্থূল ব্যষ্টিদেহের অভিমান, পরিচ্ছিন্নভাব দূর হইয়া যায়; তখন সে অনুভব করে যে তরঙ্গে জলের ন্যায়, সুবর্ণহারে সুবর্ণের ন্যায় সে সমস্ত স্থূলজগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছে. সমস্ত স্থূলজগৎ তাহারই অঙ্গীভূত, তাহাকে ছাড়িয়া স্থূল জগতের কোন পৃথক্ বাস্তব সত্তা নাই। সেই সাধক তখন বৈশ্বানর বা বিরাট বা বিষ্ণু হইয়া যান। সাধন জগতে সাক্ষাৎকার বা বিরাট পদ লাভ বা 'জানা' মানে 'হওয়া'। দ্বিতীয় স্তরে এই বিরাট পুরুষ সাধকেরই অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত এবং তাহাদের কার্য্যাত্মক সমষ্টি সূক্ষ্ম প্রপঞ্চই আমার দেহ, আমি স্থূল সূক্ষ্ম সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছি, স্থূল সূক্ষ্ম সমুদয় জগৎ আমারই অঙ্গীভূত, মদতিরিক্ত এই জগতের কোন বাস্তব সত্তা নাই, আমিই হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা এইরূপ অপরোক্ষানুভূতি হইয়া থাকে। তৃতীয় স্তরে স্থূল সূক্ষ্ম জগৎপ্রপঞ্চে পরিচ্ছিন্ন অহং বুদ্ধি থাকে না। চিত্ত তখন অখণ্ডা, চৈতন্যময়ী, আনন্দময়ী অব্যাকৃত শক্তিরূপ ধারণ করে। সাধকের 'অহং' তখন আনন্দে চৈতন্যে অভিমান করে, আমি সচ্চিদানন্দ এইরূপ সাক্ষাৎ অপরোক্ষানুভূতি হইতে থাকে। তখন সেই সাধকের অখণ্ড ও একরস চৈতন্যময়, অপরিচ্ছিন্ন 'অহং' বা চিত্ত কেবল সত্য জ্ঞান অনন্ত আনন্দরূপ ব্রহ্ম বা ভূমা বা নির্ব্বিশেষ তত্ত্বকে বিষয় করিতে করিতে পরমানন্দে গলিত হইয়া যায়, কেবল নির্ব্বিশেষ আত্মতত্ত্বই আপন

মহিমায় আপনি প্রকাশ পাইতে থাকে। কঠোপনিষদে ঋষি বিবেক-বৈরাগ্যবান আত্মকাম সাধকের সাধনার প্রথমস্তর প্রদর্শন করিতে যাইয়া বলিতেছেন—

বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথি র্ব্রাহ্মণো গৃহান্।
তস্যৈতাং শান্তিং কুর্ব্বন্তি হর বৈবস্বতোদকম্ ॥৬॥

এই বিবেক বৈরাগ্যবান্, আত্মকাম, সত্ত্বগুণ প্রধান সাধক বৈশ্বানর, অতিথি এবং ব্রাহ্মণ হইয়া গৃহসমূহে প্রবেশ করিতেছে। এই পথে যাহারা গমন করেন তাঁহারা এই হরবৈবস্বতোদক শান্তি করিয়া থাকেন।

বৈশ্বানরঃ—বিবেক বৈরাগ্যবান, আত্মকাম সাধকের সাধনার প্রথম অবস্থায় ব্যষ্টি পরিচ্ছিন্ন স্থূলদেহের অভিমান বিদূরিত হইয়া চিত্তে আকাশবৎ সর্ব্বস্থূল জগৎব্যাপী এক চৈতন্যময় বিরাট ভাবের উন্মেষ হইতে থাকে। তখন সেই সাধককে বৈশ্বানর বা বিরাট নামে অভিহিত করা হয়।

অতিথিঃ—যিনি অবিরাম সম্মুখের দিকে গমন করিতে থাকেন তাঁহাকে অতিথি বলা হয়। সাধকের চিত্তে বিরাট ভাবের উদয় হইলে তিনি সেই ভাবে স্থিতিলাভের জন্য মনন করিতে করিতে সাধনার উন্নত-তর স্তর সমূহের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন, সাধনার কোনও স্তর বিশেষের অনুভূত অলৌকিক জ্ঞান শক্তি কিংবা আনন্দে বদ্ধ হইয়া থাকেন না। সেইজন্য তাঁহাকে অতিথি বলা হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ:—ব্রহ্ম মানে বৃহৎ। দেশ, কাল বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিত; সৎস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ বস্তুই ব্রহ্ম। ইহাই ‘অস্মৎ’ শব্দের ‘অহং বা আমির’ লক্ষ্যার্থ। উহাই প্রকৃত আমি। ভোগাসক্তিরহিত, শ্রদ্ধাবান আত্মকাম সাধকই

স্বীয় ব্রতস্বরূপের সাক্ষাৎ অপরোক্ষ অনুভূতি করিয়া ব্রাহ্মণ হইতে সমর্থ হন। উপনয়নের পূর্ব্বে যেমন ব্রাহ্মণজাতির পুত্রকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করা হয় সেইরূপ বিরাট পদে স্থিত শ্রদ্ধাশীল দৃঢ়সংকল্প আত্মকাম সাধককেও ব্রহ্মবিৎ হইবার পূর্ব্বেও ব্রাহ্মণ বলা হয়, কারণ তাহার ব্রাহ্মণত্ব সুনিশ্চিত।

গৃগান্—সাধনার বিভিন্ন স্তর সমূহকে 'গৃহান্' এই বহুবচনান্ত পদ দ্বারা সূচিত করা হইয়াছে। প্রধানতঃ জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির অনুরূপ বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ এবং ঈশ্বর এই পদত্রয়কেই ধাম বা গৃহ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। উক্ত অবস্থাত্রয়ই আত্মা বা 'অহং' এত উত্তরোত্তর স্বরূপানুভূতির বিশেষ বিশেষ কেন্দ্র বলিয়া উহাকে আত্মার গৃহ সমূহ বলা হইয়াছে।

তস্য—সেই বিবেকবৈরাগ্যবান, শ্রদ্ধাশীল, স্বীয় প্রকৃত স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভে অদম্য উৎসাহশীল, দৃঢ়সংকল্প আত্মকাম সাধকের।

এতাং—এই, বক্ষ্যমাণ প্রকার।

শান্তিং—আত্মাভিমুখী চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিবৃত্তি বা উপশম।

কুর্ব্বন্তি—যাঁহারা এই শ্রেয়োমার্গের পথিক তাঁহারা করিয়া থাকেন।

হরবৈবস্বতোদকম্=এটি সমস্তপদ। হররূপ বৈবস্বতোদক।

হর—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক তাপত্রয় যিনি হরণ করেন তিনিই হর।

বৈবস্বত—বিবস্বান্ বা সূর্য্যসম্বন্ধীয়। সূর্য্য—অর্য্যতে সুরিভিঃ যঃ স সূর্য্যঃ তত্ত্বদর্শীগণ যাঁহাকে প্রার্থনা করেন। সুতে চরাচরং জগৎ, সত্তাস্ফূর্ত্তি প্রদানেন। যাঁহার চেতনাচেতনাত্মক বিশ্ব সত্যবৎ প্রতীত হয়, যাঁহার প্রকাশে বা চৈতন্যে সমস্ত জগৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে তিনিই সূর্য্য অর্থাৎ পরমেশ্বর। বিবস্বান মানে পরমেশ্বর; বৈবস্বত মানে পারমেশ্বর, ঐশ, ভাগবত, ব্রাহ্ম।

উদকম্—জল, আনন্দ।

বৈবস্বতোদকম্—ব্রহ্মানন্দ। ব্রহ্মানন্দ বা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ অপরোক্ষানুভূতি জনিত পরমানন্দ। পরমানন্দই ত্রিতাপ হরণ করিতে সমর্থ। ত্রিতাপহরণকারী ভগবৎ সাক্ষাৎকার রূপ পরমানন্দই শান্তি।

ঈশ্বরার্পিত চিত্ত, শ্রদ্ধাশীল, দৃঢ়সংকল্প সাধক স্বীয় বিরাটভাব প্রাপ্ত হইতে হইতে, ব্রাহ্মণ হইতে হইতে ক্রমাগত সাধনার উচ্চ, উচ্চতর এবং উচ্চতম স্তরে আরোহণ করিতেছে। তাহার এই আত্মস্বরূপাভিমুখী চিত্তবৃত্তি, ভগবন্মুখী গতি শান্ত বা নিবৃত্ত হয় তখনই যখন তাহার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি রূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়। সাধনাবস্থায় নিরতিশয় আনন্দের অনুভূতি না হইলে, সাধনার স্তরবিশেষের সাময়িক আনন্দে জ্ঞানের, শক্তির আপেক্ষিক উৎকর্ষে সাধক বদ্ধ হইয়া থাকিলে তাহার অনর্থ হয়। সেইজন্য শ্রুতি বলিতেছেন—

আশা প্রতীক্ষে সংগতং সূনৃতাং চেষ্টাপূর্ত্তে পুত্র পশুংশ্চ সর্ব্বান্। এতদ্ বৃংক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসো যস্যানশ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে ॥

আশা—যে অভিলষিত বস্তু এখনও অপ্রত্যক্ষ রহিয়াছে সেই বস্তু প্রাপ্তির ইচ্ছাকে আশা বলে। প্রতীক্ষা—সাময়িক অনুভূত আনন্দের পুনঃ প্রাপ্তির ইচ্ছাকে প্রতীক্ষা বলে। সঙ্গতং—ধ্যানজনিত ফল। সূনৃতাং—মধুর বাণী। উন্নততর সাধনস্তর লাভের উপদেশ এবং সেই উপদেশজনিত ফল।

বৃংক্তে—নষ্ট করিয়া দেয়। অল্পমেধসঃ—অবিবেকী পুরুষের।

অনশ্নন্—ব্রহ্মানন্দ লাভ না করিয়া। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মবিৎ হইতে উৎসুক মুমুক্ষু। গৃহে সাধনার এক বিশেষ স্তরে। বসতি—আবদ্ধ থাকে।

ব্রহ্মবিৎ হইতে ইচ্ছুক, মুমুক্ষু সাধক যদি তাঁহার সাধনার কোন এক বিশেষ স্তরের আপেক্ষিক আনন্দ, জ্ঞান ও শক্তিতে আবদ্ধ থাকেন তাহা হইলে সেই অবিবেকী সাধকের সেই স্তর বিশেষের আনন্দ, জ্ঞান ও শক্তি ক্রমশ নষ্ট হইয়া যায় এবং ব্রহ্মানন্দও লাভ হয় না। কিন্তু যে সাধক কেবল আত্মকাম, যিনি সাধনার কোন স্তরবিশেষে শক্তির উৎকর্ষ, জ্ঞানের উৎকর্ষ এবং রসাস্বাদে আসক্ত না হইয়া আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিতে সতত উন্মুখ, সেই সাধকের নিম্ন প্রকৃতি পর্য্যন্ত তাহার বশীভূত হইয়া আত্মাভিমুখী হয়। শ্রুতি সেইজন্ত উপদেশ করিতেছেন—

তিস্রোরাত্রীর্যদবাৎসীর্গৃহেমে
অনশ্নন্ ব্রহ্মন্ অতিথি র্নমস্যঃ।
নমস্তে হস্তু ব্রহ্মন্ স্বস্তি মে হস্তু
তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃনীষ্ব ॥৮॥

'রাত্রীঃ' এই পদটী অজ্ঞানের দ্যোতক। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাম্ জাগর্ত্তি সংযমী, যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥" অজ্ঞানরূপ নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ আত্মাভিমুখী সংযমী ব্রহ্মবিদ্ যে ব্রহ্মানন্দে অহরহঃ জাগ্রত থাকেন সেই ব্রহ্মানন্দস্থিত প্রজ্ঞ ব্যতীত সমুদয় প্রাণিগণের পক্ষে নিশাস্বরূপ এবং যে সব অজ্ঞ পুরুষ 'আমি ও আমার' এই অভিমানে অভিভূত হইয়া অবিদ্যাতে জাগিয়া থাকেন সেই অবিদ্যা আত্মরতি, আত্মক্রীড়, তত্ত্বদর্শী মুনির পক্ষে নিশা। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি প্রাণীগণের এই তিন অবস্থা অজ্ঞান বা অবিদ্যার কার্য্য। অজ্ঞান বা অবিদ্যার এই তিন অবস্থা স্বীয় স্বরূপ পরমানন্দকে ঢাকিয়া রাখে বলিয়া উহা রাত্রি বা নিশাস্বরূপ। অবিবেকী মূঢ়গণ এই অজ্ঞানরূপ নিশায় জাগিয়া থাকেন অর্থাৎ জাগ্রৎ,

স্বপ্ন, সুষুপ্তির ভোগ্য বিষয় কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব বুদ্ধিতে ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু বিবেক-বৈরাগ্যবান আত্মকাম সাধক কেবল মাত্র পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া বহির্বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদা স্বীয় স্বরূপ পরমেশ্বরের মনন করিতে থাকেন। তখন তিনি সাধনার উন্নততর স্তরসমূহের সত্য অনুভব করিতে থাকেন এবং তাঁহার পূর্ব্বের ভোগাসক্ত নিম্ন প্রকৃতি সেই সত্য স্বীকার করিয়া লয়, তাঁহার মন আর সংকল্প বিকল্প উঠাইয়া চিত্তকে বিচলিত করিয়া পরমেশ্বর হইতে তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া পুনরায় সংসারাসক্ত করিয়া তোলে না। তাঁহার মন আর সম্পূর্ণরূপে 'শান্ত সংকল্প' ও 'সুমনা' অর্থাৎ একাগ্র হয়, সমস্ত দীনতা, সমস্ত দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিয়া সাধক তখন আত্মবলে বলীয়ান হইয়া উঠিতে থাকেন। তৎপরে সাধকের স্বরূপাভিমুখী শোধ্যমান চিত্তে অন্তঃজ্যোতিঃ বা অগ্নি বা ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী, অখণ্ডা, একরসা চৈতন্যময়ী আনন্দময়ী পরাশক্তির উন্মেষ হয়। সাধক 'অহোরাত্র একবৎসর শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত এই অগ্নি বা চৈতন্যজ্যোতিঃকে আত্মরূপে মনন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর পদ প্রাপ্ত হন।

আমাদের জগৎ এবং তদ্বিষয়ক যত কিছু জ্ঞান সমস্তই জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের অন্তর্গত। এই তিন অবস্থা আত্মার স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে সেইজন্য এই তিন অবস্থা "ত্রিস্রো রাত্রীঃ", তিনটী তমোময়ী রাত্রিরূপা। বৈরাগ্যবান আত্মকাম সাধক যখন এই অবস্থাত্রয়ের ভোগ্য পদার্থ সমূহে বিমুখ হইয়া অহোরাত্র আত্মচিন্তনে নিরত থাকেন তখন তাঁহার শরীরদ্বয় ব্রাহ্মী হইতে থাকে অর্থাৎ আনন্দ-স্বরূপ ঈশ্বরে সাক্ষাৎকার করিবার যোগ্যতা লাভ করে। তাঁহার সংকল্প বিকল্পাত্মক মন 'শান্ত সংকল্প' ও 'সুমনা' হয়, সমস্ত দীনতা পরিত্যাগ করিয়া 'বীতমন্যু' হয় এবং অনিদ্র অস্বপ্ন হইয়া জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অবস্থাত্রয়ে কেবল সচ্চিৎসুখাত্মক আত্মস্বরূপাভিমুখী হইয়া অবস্থান

করিতে থাকে। সাধকের নিম্ন প্রকৃতি তখন স্বাভাবিক ভোগাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল আত্মাভিমুখী হইয়া অবস্থান করিতে থাকে, তখন সাধক এই প্রথম বর লাভ করিয়া তাঁহার সবটা দিয়া আত্মচিন্তন করিতে থাকেন। সাধকের বিবেক বৈরাগ্যপ্রবল চিত্তনদী যখন কেবল চৈতন্যস্বরূপা আত্মাভিমুখে প্রবাহিত হইতে থাকে তখন সেই চিত্তে 'স্বর্গ্য অগ্নি' অর্থাৎ নিরতিশয় আনন্দ স্বরূপ স্বর্গ প্রাপ্তির সাধন অগ্নি বা চৈতন্য জ্যোতিঃ অর্থাৎ কেবল নির্বিশেষতত্ত্ব পরমানন্দকে বিষয়কারিণী অখণ্ডা একরসা চৈতন্যময়ী পরাশক্তি বা ব্রহ্মবিদ্যার অভিব্যক্তি হয়। পূর্ব্বে যজ্ঞশালায় ৭২০ খানি ইষ্টক দ্বারা বেদী নির্ম্মাণ করিয়া সেই বেদীতে কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিতে হইত। এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য হইতেছে অন্তঃশরীরে চৈতন্যজ্যোতিঃ বা অগ্নি বা ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী পরাশক্তির উদ্বোধন। "যা ইষ্টকা, যাবতীর্বা যথা বা" কি প্রকার ইট, কতগুলি ইট এবং কি প্রকারে সেই ইট দ্বারা বেদী গঠন করিতে হইবে। ৩৬০ দিন এবং ৩৬০ রাত্রি হইতেছে অন্তঃশরীরে চৈতন্য জ্যোতিঃ বা অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার জন্য ৭২০ খানি ইট। ধ্যানই হইতেছে এই ইটের লক্ষণ বা স্বরূপ এবং ওঙ্কারাদি মন্ত্রজপই হইতেছে অন্তঃশরীরে চৈতন্যজ্যোতিঃ বা অগ্নি প্রজ্জলিত করিবার উপায়। বিবেক-বৈরাগ্যবান আত্মকাম সাধক একাগ্রচিত্তে অহোরাত্র 'ওম্' এই ধ্বনিকে অবলম্বন করিয়া ওঙ্কারে প্রতিপাদ্য সচ্চিৎ সুখাত্মক পরমাত্মা পরমেশ্বরের অন্ততঃ এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত ধ্যান করিতে থাকিলে তাঁহার অন্তঃশরীরে অগ্নি বা চৈতন্যজ্যোতিঃ বা ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী পরাশক্তির অভিব্যক্তি হয়। এই অগ্নি একবার প্রজ্বলিত হইলে কখনও নির্ব্বাপিত হয় না। এই অগ্নি বা পরাশক্তি বা ব্রহ্মবিদ্যা সাধককে ক্রমে ক্রমে তাঁহার জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অনুরূপ বিরাট, হিরণ্যগর্ভ এবং ঈশ্বর পদে উন্নীত করিয়া দেয়। ঈশ্বরে অজ্ঞানের আবরণ নাই

কারণ ঈশ্বর হইতেছেন সর্ব্বদা পরাশক্তি যুক্ত এবং এই পরাশক্তি সর্ব্বদা নির্বিশেষ পরমানন্দকেই বিষয় করিতেছে। পরাশক্তি অখণ্ডা, একরসা সচ্চিদানন্দময়ী বলিয়া সাধক অখণ্ড অভেদজ্ঞান এবং পরমানন্দ অনুভব করিয়া শোক মোহ ক্ষুধা পিপাসা জরা মৃত্যু প্রভৃতি মনের ধর্ম, প্রাণের ধর্ম, স্থূলশরীরের ধর্ম হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হন। তাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধ সত্ত্ব হইয়া চৈতন্যময় চিত্ত বা 'অহং' দ্বারা পরমানন্দ আস্বাদ করিয়া কৃতকৃত্য হন। ব্রহ্মবিদ্যারূপিনী পরাশক্তি বা অগ্নি এইরূপে সাধককে বিরাট, হিরণ্যগর্ভ পদ অতিক্রম করিয়া ঈশ্বর ধামে লইয়া যান। হিরণ্যগর্ভ পদ লাভ করিলে দেশ-কাল-কার্য্য কারণরূপ মৃত্যু বা অবিদ্যা বা অজ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হওয়া যায় না, ঐ অবস্থায় অনিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ হয় মাত্র। বিবেক বৈরাগ্যবান আত্মকাম সাধক অনিমালঘিমাদি ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হন না তিনি বিরাট, হিরণ্যগর্ভ পদ তুচ্ছ করিয়া নিরতিশয় আনন্দ স্বরূপ ঈশ্বর পদলাভ করিয়া পরমানন্দ আস্বাদ করিতে থাকেন। অগ্নি বা উমা বা ব্রহ্মবিদ্যারূপিনী পরাশক্তি তখন 'সোম' রূপ ধারণ পূর্ব্বক সাধককে পূর্ণকাম করিয়া উপাসনা বা যজ্ঞের শেষ ফল সমস্ত জগতের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় পরমানন্দ স্বরূপ ঈশ্বরের অভয়পদ প্রাপ্ত করাইয়া দেন। যজ্ঞ বা উপাসনা 'সোমযাগে' শেষ হইয়া যায়। 'সোম' মানে উময়া সহ বর্ত্তমান অর্থাৎ কেবল অখণ্ডৈকরসা, সচ্চিদানন্দময়ী পরাশক্তির সহিত প্রকাশমান শিব, শিবশক্তির মিলন। স্বর্গ বা নিরতিশয় আনন্দ প্রাপ্তির উপায়ভূত অগ্নি বা ব্রহ্মবিদ্যারূপিনী পরাশক্তির প্রকাশই হইতেছে আত্মকাম সাধকের দ্বিতীয় বর লাভ।

ঈশ্বরপদ লাভ করিলে সাধকের চিত্তে 'জগৎ' জগৎরূপে আর প্রতিভাত হয় না। 'আনন্দরূপং অমৃতং যৎ বিভাতি', সাধকের চিত্তে যাহা কিছু প্রতিভাত হয় তাহা শুধু আনন্দ ও অমৃতরূপ। সাধকের অবস্থা তখন "অন্তঃপূর্ণঃ বহিঃপূর্ণঃ পূর্ণকুম্ভ ইবার্ণবে"র মত হয়। একটী জল

পূর্ণ সমুদ্রমধ্যস্থিত কলসীর যেমন অন্তর বাহির জলপূর্ণ থাকে এবং কলসীর পার্শ্বগুলি দিয়া কেবল শীতলতাই অনুভূত হয়, সেইরূপ সাধক ঈশ্বর পদ লাভ করিলে চৈতন্যময় 'অহং' দ্বারা কেবল সালোচ্য, সাযুজ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি প্রভৃতি আনন্দের বিভিন্ন বিকাশ সমূহ উপলব্ধি করিতে থাকেন। পরাশক্তি যখন ঈশ্বরের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিত হন তখন তাঁহাকে শিবও বলা যাইতে পারে, শক্তিও বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই অভেদ অবস্থাতেও আনন্দ বিলাসের সম্ভাবনা থাকা হেতু ঐরূপ অদ্বৈত-ভাব স্পন্দন-যুক্ত। ঐ অবস্থায় সেই জন্য 'অহং' চিন্ময় হইলেও দ্বৈতভাব, ভেদভাব সম্পূর্ণরূপে বিলয় প্রাপ্ত হয় না। সেই জন্য সাধকের মনে প্রশ্ন জাগে এই 'অহং' যদি বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে কিছু থাকে কিনা। সেই জন্য ঋষি বলিতেছেন—

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্ বিদ্যামনু শিষ্টস্ত্বয়াহম্
বরাণামেষঃ বরস্তৃতীয়ঃ ।।

'প্রেতে', প্রকৃষ্টরূপে,সম্পূর্ণরূপে যখন 'অহং' চলিয়া যায়, 'মনুষ্যে' আমি মনুষ্য, আমি ঋষি, মুনি, দেবতা, ভগবানের দাস, সখা, ইত্যাদি খণ্ডভাব পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধি যখন সম্পূর্ণরূপে বিলয়প্রাপ্ত হয়, তখন কেহ বলে 'অস্তি' 'অহংভাব' চলিয়া গেলেও কিছু একটা সদ্বস্তু থাকে, সেই সদ্বস্তু চৈতন্য-স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ এবং সমস্ত নিষেধের অবধি আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন 'অহং' ভাব বিলয়প্রাপ্ত হইলে কিছুই থাকে না, দীপনির্ব্বাণের মত সব শূন্য হইয়া যায়। ইহার প্রকৃত তত্ত্ব কি তাহাই আমি জানিতে ইচ্ছা করি। আমার প্রকৃত স্বরূপ কি, আত্মা বা 'আমি'র প্রকৃত তত্ত্ব কি তাহাই আমার জিজ্ঞাস্য ; ইহাই আমার তৃতীয় বর। কিন্তু কেহ কেহ এই মন্ত্রের

ব্যাখ্যা অন্যরূপ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন "প্রাণিগণ মৃত হইলে কেহ বলেন স্থূল দেহ হইতে অতিরিক্ত আত্মা (বা আমি) পরলোকে অন্যদেহ ধারণ করে, কেহ বলেন মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমস্তই শেষ হইয়া যায়। মৃত্যুর পর আত্মা থাকে কিনা তাহাই আপনাকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া আমি জানিতে ইচ্ছা করি। ইহাই আমার তৃতীয় বর।

'মৃত্যুর পর জীবাত্মা তাহার জ্ঞান ও কর্মের সংস্কার অনুসারে পরলোকে অন্য দেহ ধারণ করে। এই বিশ্বাসের উপর হিন্দুশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত। 'স্বর্গকামঃ অগ্নি হোত্রণ যজেত' স্বর্গকাম ব্যক্তি অগ্নিহোত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বিধিবাক্য হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে বৈদিক যুগের আর্য্যগণ পরলোক বিশ্বাসী ছিলেন। সুতরাং নচিকেতা নিশ্চয়ই জানিতেন যে মৃত্যুর পর জীবাত্মা পরলোকে গমন করিয়া অন্য দেহ ধারণপূর্ব্বক কর্মফল ভোগ করে। নচিকেতা নিজেই বলিয়াছেন 'শস্যমিব মর্ত্তঃ পচ্যতে শস্যমিবাজায়তে পুনঃ'। মরণশীল মনুষ্য শস্যের ন্যায় জীর্ণ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। 'অনন্দা নাম তে লোকাঃ তান্ স গচ্ছতি তা দদৎ' যে যজমান যজ্ঞে জরাজীর্ণ গাভী সমূহ দক্ষিণাস্বরূপে ঋত্বিকগণকে দান করেন তিনি মৃত্যুর পর নিরানন্দময় লোকে গমন করেন। নচিকেতা স্বয়ং সশরীর মর্ত্ত্য লোক পরিত্যাগ করিয়া যমলোকে আসিয়াছেন, সুতরাং মৃত্যুর পর যে অন্য লোক আছে তাহা তিনি নিশ্চয়ই জানেন। অতএব মৃত্যুর পর জীবাত্মা থাকে কিংবা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত শেষ হইয়া যায় এরূপ সংশয় তাহার চিত্তে কখনও উদিত হইতে পারে না। এই জন্য এই শ্লোকের আমরা যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি তাহাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। প্রকৃত আত্মতত্ত্ব 'অহং' এর যথার্থ স্বরূপ কি তাহাই তৃতীয় বরে যমরাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আত্মতত্ত্ব, আত্মজ্ঞানই দুর্বিজ্ঞেয়। যমও নচিকেতাকে বলিতেছেন—

"দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা
নহি সুবিজ্ঞেয় মনুরেষ ধর্ম্মঃ।

হে নচিকেত, আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে শমদমাদি গুণ সম্পন্ন দেবগণেরও সংশয় আছে, তাঁহারাও এই আত্মতত্ত্ব সহজে জানিতে পারেন না। সুতরাং তুমি মনুষ্য, তোমার পক্ষে এই আত্মতত্ত্বজ্ঞান অতীব দুর্বিজ্ঞেয়। কারণ এই আত্মতত্ত্ব অতিশয় সূক্ষ্ম, ইহা জগতের অধিষ্ঠান। সমস্ত জীব-জগৎ ইহাতেই বিধৃত হইয়া রহিয়াছে বলিয়া ইহা ধর্ম্মপদবাচ্য।

বিষয় বাসনা হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত, ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য্যকেও যিনি তুচ্ছ বোধে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সালোক্য, সাযুজ্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি প্রভৃতি পরমানন্দের বিভিন্ন বিকাশসমূহের অনুভূতিকে যিনি উপেক্ষা করিয়াছেন সেই প্রকৃত বিবেক বৈরাগ্যবান্ কেবল আত্মকাম নচিকেতাই আত্মজ্ঞানের যোগ্য অধিকারী। যে উপায়ে আত্মকাম সাধক আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ অপরোক্ষ করিতে সমর্থ হন সেই উপায় সম্বন্ধে ঋষি উপদেশ প্রদান করিতে গিয়া উপদেষ্টা অর্থাৎ গুরুর সেই বিষয়ে যোগ্যতা প্রদর্শন করিতেছেন—

জানাম্যহং শেবধিরিত্য নিত্যম্
ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ।
ততো ময়া নাচিকেতশ্চিতোঽগ্নিঃ
অনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্॥

শেবধিঃ মানে যাহাতে সুখ আছে, যেমন স্ত্রী-পুত্র বিত্ত প্রভৃতি যত ভোগ্য পদার্থ আছে, সেই সমস্তই শেবধি। ঐহিক এবং পারলৌকিক সমুদয় ভোগ্যপদার্থই অনিত্য ইহা আমি জানি। সুতরাং সেই অধ্রুব সতত পরিবর্ত্তনশীল, অনিত্য ভোগ্য পদার্থসমূহের দ্বারা ধ্রুব, নিত্য, অখণ্ড,

একরস আত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সেইজন্য আমি নাচিকেত অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিলাম; অনিত্য দ্রব্যসমূহের সাহায্যে আমি নিত্য আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছি। যিনি যে বিষয়ে যাহাকে উপদেশ প্রদান করেন তাঁহাকে সেই বিষয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন। আত্মতত্ত্বের উপদেষ্টা যম বলিতেছেন যে তিনি নাচিকেত অগ্নির সাহায্যে নিত্যপদ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার এই নিত্যপদ লাভ কখনই আপেক্ষিক সাম্য পদ লাভ হইতে পারে না। এই নিত্যপদ মোক্ষ (Freedom, free from all relativities) বা আত্মতত্ত্ব। আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎ অপরোক্ষানুভূতি না হইলে যম কখনই নচিকেতাকে আত্মতত্ত্বের উপদেশ প্রদান করিতে সমর্থ হইতেন না। এই মন্ত্রে যমের দুইটী উক্তি পরস্পর বিরোধী বলিয়া প্রতীত হয়। সেই উক্তি দুইটী হইতেছে 'অধ্রুবৈঃ তৎ এবং ন হি প্রাপ্যতে', 'অনিত্যৈঃ দ্রব্যৈঃ নিত্যং প্রাপ্তবান্ অস্মি' যম একবার বলিতেছেন অনিত্য উপায়সমূহ দ্বারা মোক্ষরূপ নিত্যবস্তু লাভ করা যায় না; আবার বলিতেছেন অনিত্য দ্রব্যসমূহ দ্বারা নিত্যবস্তু লাভ করিয়াছি। পরস্পর বিরোধী এই উক্তি দুইটীর সামঞ্জস্য করিবার জন্য যমের নিত্যবস্তু প্রাপ্তিকে আপেক্ষিক নিত্য অর্থাৎ দীর্ঘকাল স্থায়ী যাম্যপদরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিন্তু এই নিত্যবস্তু প্রাপ্তি যদি আপেক্ষিক নিত্য হয় তবে যম কখনই নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত আত্মার বা আত্মতত্ত্বের উপদেশ করিতে পারিতেন না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বেদের 'নাচিকেত অগ্নি', হইতেছে অন্তঃশরীরে শুভ্র চৈতন্যজ্যোতিঃ। এই জ্যোতিঃকে অদিতি, উমা, ব্রহ্মবিদ্যা ও পরাশক্তি প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। কতকগুলি উপায় দ্বারা এই নাচিকেত অগ্নিকে অন্তঃশরীরে উদ্বোধিত করিতে পারা যায়। বেদের ব্রাহ্মণভাগে নাচিকেত অগ্নির উদ্বোধন প্রণালী উপদিষ্ট হইয়াছে। বিবেক, বৈরাগ্য, চিত্তসংযম, আত্মবিষয়িণী ঐকান্তিক

চিত্তবৃত্তি, শ্রদ্ধাভক্তি এবং ধ্যানযোগ প্রভৃতি উপায় দ্বারা এই নাচিকেত অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিতে পারা যায়। এই অগ্নি শক্তি-আনন্দ-চৈতন্য-রূপিণী। ইহা জড়শক্তি নহে। এই অগ্নি চৈতন্যজ্যোতিঃ এবং নিবিড় আনন্দময় চৈতন্যময় ধ্বনিরূপে অন্তঃশরীরে অভিব্যক্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে সাধককে বিরাট, হিরণ্যগর্ভ এবং ঈশ্বরপদ প্রাপ্ত করাইয়া দেয়। দেশ-কাল-কার্য্য-কারণ রূপা জড়শক্তির আবরণ ও বিক্ষেপ সম্পূর্ণরূপে বিলয় প্রাপ্ত হয় বলিয়া ঈশ্বর পদ পরম আনন্দ স্বরূপ। এই পদ নিত্য, এই নিত্য ঈশ্বর পদে স্থিতিলাভ করিলে আত্মতত্ত্ব প্রতিবন্ধ-রহিত রূপে উপলব্ধ হইয়া থাকে। যম অনিত্য উপায় সমূহ দ্বারা নাচিকেত অগ্নিকে অন্তঃশরীরে উদ্বোধিত করিয়া নিত্য ঈশ্বর পদে স্থিতিলাভ হেতু আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইয়াছেন। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই অহংগ্রহ উপাসনা ও অনিত্য। —সুতরাং যম যথার্থই বলিয়াছেন যে নিষ্কাম কর্ম্ম ও উপাসনাদি রূপ অনিত্য দ্রব্যসমূহ দ্বারা নিত্য ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। আত্মক্রীড়, আত্মরতি, আত্মানন্দ যম সেইজন্য আত্মতত্ত্বের উপদেশ প্রদান করিবার যোগ্য ব্যক্তি। বিবেক-বৈরাগ্যবান আত্মকাম নচিকেতাকে আত্মজ্ঞানের যোগ্য অধিকারী দর্শন করিয়া যম বলিতেছেন—

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে ॥

'সাম্পরায়ঃ' এই পদটী সম্+পর+আয়ঃ এই পদগুলি দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'সম্' মানে সম্যক্, 'পর' মানে শ্রেষ্ঠ, গত্যর্থক 'ই' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'আয়ঃ' মানে গতি। সাম্পরায়ঃ মানে সম্যকরূপে পরাগতি। 'পুরুষান পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ'। পুরুষ অর্থাৎ সমস্ত জগতের অধিষ্ঠান, সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে বিরাজিত সচ্চিদানন্দ

প্রত্যক্ আত্মাই পুরুষ এবং তিনিই সমস্ত গতির সীমাঃ বিশ্রান্তিভূমি। সেইজন্য "সাম্পরায়" মানে সচ্চিদানন্দ প্রত্যগাত্মা। যাহারা ধন গর্ব্বে গর্ব্বিত প্রমাদী সেই অবিবেকী ব্যক্তিগণের চিত্তে এই আত্মতত্ত্ব প্রতিভাত হয় না; 'লোক্যতে' ইতি 'লোকঃ' যেখানে কর্মফল ভোগ করা যায়। যাঁহারা মনে করেন কর্মের ফলস্বরূপ দৃষ্ট ইহলোক এবং শ্রুত স্বর্গাদিই আছে কিন্তু 'যেখানে সমস্ত কামনার পরিতৃপ্তি হয় সমস্ত গতি নিবৃত্ত হইয়া যায়, যাহাকে লাভ করিলে তাহা হইতে আর কোন কাম্যপদার্থ থাকে না। সেই সচ্চিদানন্দ আত্মা বলিয়া কোন বস্তু নাই' ইহাই যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা পুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া সংসারচক্রে আবর্ত্তিত হইতে থাকেন। ধর্মাধর্ম কার্য্যকারণ, দেশকাল হইতে বিলক্ষণ, সর্ব্ববিধ ভেদরহিত, সর্ব্ববিধ দ্বৈত ভাব হইতে বিমুক্ত, সর্ব্ববিধ আপেক্ষিকত্ব হইতে বিমুক্ত আত্মতত্ত্বের উপদেশ যম নচিকেতাকে পুনঃ পুনঃ প্রদান করিয়া অবশেষে বলিলেন—

হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্।
যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম॥
যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম যথা শ্রুতম্॥

হে নচিকেত, আমি আনন্দের সহিত পুনরায় তোমাকে অতি গোপনীয়, নিত্য ব্রহ্ম বা বৃহৎ, ভূমা, দেশকাল বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্ববিধ ভেদরহিত আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেছি। 'মরণং প্রাপ্য' দেহে 'অহং' অভিমান বিলয় প্রাপ্ত হইলে 'আত্মা' কিরূপ হন তাহা শ্রবণ কর। সকাম কর্ম এবং নিষ্কাম উপাসনা ও উপনিষৎ বা

ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা তোমাকে বলিতেছি। প্রাণিগণের মধ্যে কেহ কেহ সকাম কর্ম্মানুসারে জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ যোনি প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় শরীর গ্রহণ করে. আবার কেহ কেহ নিষ্কামভাবে ঈশ্বরোপাসনা জনিত শুদ্ধ চিত্ত হইয়া ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা স্থির নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার, নির্বিশেষ নিত্য পরমানন্দ স্বরূপ স্থাণু বা আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করেন। গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে আত্মতত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন— অচ্ছেদ্যোঃ যমদাহ্যোঃ যমক্লেদ্যোঃশোষ্য এবচ

নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থানুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥

আত্মা উৎপত্তি বিনাশ হীন, অনাদি, নিত্য, সর্বগত, স্থাণু অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়, অচল, সনাতন বলিয়া আত্মা নিত্য,নিত্য বলিয়া তিনি স্থাণু স্থির, ধ্রুব, এবং সেই হেতু অচল। আত্মা নির্বিকার, কোন প্রমাণদ্বারা বাধিত হয় না কোন ক্রিয়ার আশ্রয় নহেন, বিষয়ও নহেন, আত্মা নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব, এক অদ্বিতীয়, অখণ্ডৈকরস সচ্চিৎ আনন্দঘন। জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তির প্রকাশক সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত আকাশবৎ ব্যাপি, সর্ববিধভেদ রহিত, নিষেধের অবধি দেশকাল বস্তুদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন ; অমৃতস্বরূপ আত্মতত্ত্বে স্থিতিলাভ করিয়া নচিকেতা অজর, অমর, অভয়, অশোকপদলাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন, বিবেক বৈরাগ্যবান আত্মকাম মুমুক্ষু মাত্রই বিরজ বিমৃত্যু হইয়া স্বীয় ব্রহ্ম স্বরূপ প্রাপ্ত হন।

ওঁ সহনা ববতু সহ নৌ ভুনক্তু, সহবীর্য্যং করবাবহৈ
তেজস্বিনাবধীত মস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—স্বামী বিশুদ্ধানন্দ গিরি।

কঠ নামা ঋষি কর্ত্তৃক অনুভূত সত্যই কঠোপনিষৎ নামে প্রসিদ্ধ। কঠ মুনি স্বীয় শিষ্যদিগকে এই উপনিষৎ বা ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করেন। এইরূপে গুরুশিষ্য পরম্পরা ক্রমে এই ব্রহ্ম বিদ্যা উপদিষ্ট হইয়া আসিয়াছে। কঠোপনিষদে যে আখ্যায়িকা অবলম্বনে ব্রহ্মবিদ্যা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার অনুরূপ ঘটনা ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ১৩৫ সূক্ত এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ৩।১১।৮ মন্ত্রে দ্রষ্টব্য। উপনিষৎ মানে ব্রহ্মবিদ্যা। গ্রন্থে ব্রহ্মবিদ্যা কথিত হইয়াছে বলিয়া, গ্রন্থকেও গৌণভাবে উপনিষৎ বলা হয়। সাধনচতুষ্টয় সম্পন্নব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী। ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞান হইতেছে গ্রন্থের বিষয় এবং প্রয়োজন হইতেছে মুক্তি। গ্রন্থের সহিত বিষয়ের প্রতিপাদ্য প্রতিপাদক সম্বন্ধ।

কঠোপনিষৎ দুই অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ে তিনটী করিয়া পরিচ্ছেদ বা বল্লী আছে। দুইটী অধ্যায়ই অমূল্য রত্নে পরিপূর্ণ। সাধ্য বা আত্মতত্ত্ব, সাধন বা আত্মৈকত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধ করিবার উপায়, এবং আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের ফল অতিসুন্দরভাবে অধ্যায়দ্বয়ে কথিত হইয়াছে।

ভগবান্ ভাষ্যকারের চরণ কমলে সপ্রশ্রয় প্রণাম পূর্ব্বক উপনিষৎ খানির বঙ্গানুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সুধীগণ আনন্দলাভ করিলে পরিশ্রম সফল হইবে। যাঁহারা গ্রন্থের সম্পাদন বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

—স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ গিরি।

কঠোপনিষৎ

উশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ সর্ব্ববেদসং দদৌ। তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্র আস। তং হ কুমারং সন্তং দক্ষিণাসু নীয়মানাসু শ্রদ্ধাবিবেষ ॥১॥

অন্বয়—উশন্ (কামনা করিতে করিতে) হ (পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছে তাহার দ্যোতক অব্যয় শব্দ), বৈ (নিশ্চয়ই) সর্ব্ববেদসং (সর্ব্বস্ব) দদৌ (দান করিয়াছিলেন)। তস্য (তাঁহার) হ (পূর্ব্ববৃত্তদ্যোতক নিশ্চয়ার্থক অব্যয় শব্দ) নচিকেতা নাম (নচিকেতা নামে) পুত্র (পুন্নামক নরক হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ পুত্র) আস (ছিলেন)। তং (সেই) কুমারং (কুমারকে) সন্তং (হইতে হইতে) দক্ষিণাসু (পুরোহিতদিগকে দক্ষিণা প্রদান করিবার সময়) নীয়মানাসু (গাভীগণ যথন নীত হইতেছিল), শ্রদ্ধা (যজ্ঞবৈগুণ্য হেতু অনিষ্ট প্রাপ্তিবোধক বেদবাক্যে সর্ব্বতোভাবে দৃঢ় বিশ্বাস, পিতার অনিষ্ট নিবৃত্তির জন্য), আবিবেশ (সংশয় রহিতভাবে হৃদয়ে উৎপন্ন হইল) ॥১॥

অন্নদানাদিজনিত যশঃস্বী ঐশ্বর্যশালী বাজশ্রবার পুত্র বাজশ্রবসঃ উদ্দালক ঋষি বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে তিনি সর্ব্বস্ব প্রদান করেন। তাঁহার নচিকেতা নামে পুত্র ছিল। ঋত্বিক্‌দিগকে দক্ষিণা প্রদান করিবার সময় যথন গাভীগণ নীত হইতেছিল, সেই সময় কুমার নচিকেতার হৃদয়ে যজ্ঞের অঙ্গহানিহেতু অনিষ্টপ্রাপ্তিবোধক বৈদিক বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস সঞ্জাত হইল। পিতার অনিষ্ট নিবৃত্তির জন্য ॥১॥

সঃ অমন্যত

অন্বয়—সঃ (তিনি,) অমন্যত (বিচার করিতে লাগিলেন)

সেই নচিকেতা মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন।

রহস্য বোধিনী—মানুষ যখন বিবিধ কামনা করিতে করিতে ভোগময় জীবন যাপন করিয়া তৃপ্ত হইতে পারেনা, ঐশ্বর্য্য এবং দান জনিত যশেও যখন বীতস্পৃহ হইয়া উঠে, তখন তাহার বৈরাগ্যপূত চিত্তে আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসার উদয় হয়। সে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরাভিমুখী হয়। তখন সে নচিকেত হয়। "কিৎ" ধাতু নিষ্পন্ন "চিকেত" শব্দের অর্থ হইতেছে 'কামময়'। ন+চিকেত, নচিকেত। যে ব্যক্তি কামময় নন তিনি নচিকেত। আত্মকামী ব্যক্তিই আপ্তকাম হইয়া থাকেন এইং যিনি আপ্তকাম তিনি অকাম হন। "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ।" নিজেই পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়। দুঃখবহুল নরক সদৃশ কামনা তাড়িত ভোগময় জীবনে বিমুখ হইয়া নূতন ভাগবত জীবন যাপন করিতে ব্যাকুল হইয়া উঠে। মানুষ এইরূপে তাহার ভোগময় জীবন পরিত্যাগ করিয়া নিজেই পুত্ররূপে, নচিকেতা রূপে আত্মকামরূপে উৎপন্ন হয়। নচিকেত হইলে ভগবন্মুখী হইলে মানুষ কুমার হইতে হইতে অগ্রসর হয়। "কুং কুৎসিতং ভাবং মারয়তি, নাশয়তি ইতি কুমারঃ" যিনি রাজসতামসভাব নষ্ট করেন তিনি কুমার। ভগবন্মুখী চিত্ত গুণ কর্ম হইতে জাত চিত্তের মলিনতা পরিত্যাগ করিয়া নির্মল হইতে থাকে। তখন সেই নির্মল চিত্তে আত্মবিচার প্রকাশ পায়। মানুষ তখন শাস্ত্রবাক্যে গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা সম্পন্ন হইয়া মনে মনে তাহার অতীত জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া ভাবিতে থাকে—॥১॥

পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ
অনন্দা নাম তে লোকাস্তান্ স গচ্ছতি তাদদৎ ॥২॥

পীতোদকাঃ (অধুনা জল পান করিতে অসমর্থ) জগ্ধতৃণাঃ (ঘাস ভক্ষণ করিতে সামর্থ্যহীন) দুগ্ধ দোহাঃ (দুগ্ধ প্রদানে অসমর্থ) নিরিন্দ্রিয়াঃ (বৎস প্রদানে শক্তিহীন), যঃ (যে ব্যক্তি) তাঃ (উক্ত জরাজীর্ণ গাভী সমূহকে ঋত্বিকগণকে দক্ষিণা স্বরূপ প্রদান করে) ; দদৎ (দানকারী) সঃ (সেই ব্যক্তি) তান্ (সেই লোকসমূহে) গচ্ছতি (গমন করে) তে লোকাঃ (যে লোকসমূহ) অনন্দানাম (নিরানন্দময়) ॥২॥

যে ব্যক্তি দক্ষিণাস্বরূপে ঋত্বিকগণকে জল পানে অসমর্থ, তৃণভক্ষণে শক্তিহীন, দুগ্ধপ্রদানে সামর্থ্যবিহীন, বৎস প্রদানে অসমর্থ গাভীগণ প্রদান করেন তিনি সেই সমস্ত লোকে গমন করেন যাহাদের নাম অনন্দা অর্থাৎ আনন্দহীন। রহস্যবোধিনী—জলপানে অসমর্থ, তৃণভক্ষণে অপারগ, দুগ্ধ ও বৎস প্রদানে সামর্থহীন জরাজীর্ণ গাভীগণকে দক্ষিণা স্বরূপ প্রদান করিলে সেই দান যেমন নিস্ফল হয় সেইরূপ এতদিন পর্য্যন্ত যজ্ঞের তাৎপর্য্য, দানের নিয়ম, কর্মের গূঢ়রহস্য হৃদয়ঙ্গম না করিয়া কেবল অনুষ্ঠানটী রক্ষা করিবার জন্য, কামনার বশবর্ত্তী হইয়া যে সব কার্য্য করিয়া আসিয়াছি মৎকৃত সেই কার্যসমূহ নিস্ফলই হইয়াছে ॥২॥

স হোবচ পিতরং তত কস্মৈ মাং দাস্যসী
দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং তং হোবাচঃ। মৃত্যবেত্বা
দদামীতি ॥৩॥

সঃ (নচিকেতা) হ (পূর্ব্ববৃত্তস্মারক অব্যয়শব্দ) পিতরং (বিষয় বাসনাভিভূতচিত্ত পিতা উদ্দালককে) উবাচ (বলিলেন) তত (হে তাত, হে পিতঃ) কস্মৈ (কোন্ ঋত্বিক্‌কে) মাংদাস্যসি (আমাকে দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করিবেন) দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং তং হ উবাচ (এইরূপে দুইবার তিনবার তাঁহাকে বলিলেন)—পুত্রের অভিপ্রায় না জানিয়া পুত্রের এবম্বিধ আচরণে

ক্রুদ্ধ হইয়া পিতা উদ্দালক বলিলেন—মৃত্যবে (যমকে) ত্বা (তোমাকে) দদামি ইতি (প্রদান করিলাম) ॥৩॥

ঋষি উদ্দালক বিশ্বজিৎযজ্ঞে ঋত্বিক্‌গণকে জরাজীর্ণ গাভীসমূহ দক্ষিণা-স্বরূপে প্রদান করায় যজ্ঞের অঙ্গহানি জনিত পিতার অনিষ্ট হইবে ভাবিয়া নচিকেতা আত্মদান পূর্ব্বক পিতার সেই অনিষ্ট ফল নিবারণ করা পুত্রের কর্ত্তব্য ইহা মনে করিয়া পিতাকে বলিলেন "হে পিতঃ, আপনি আমাকে কোন্ ঋত্বিক্‌কে প্রদান করিবেন ?" এইরূপে দুইবার তিনবার পিতাকে জিজ্ঞাসা করায়, পিতা উদ্দালক পুত্রের অভিপ্রায় না জানিয়া কুপিত হইয়া বলিলেন "তোমাকে যমকে প্রদান করিলাম" ॥৩॥

রহস্যবোধিনী—মানুষ যখন ঐশ্বর্য্য, যশঃ, পাণ্ডিত্য এবং ভোগসুখে তৃপ্ত হইতে না পারিয়া উহাতে বীতস্পৃহ হয়, তখন তাহার মনে অনুশোচনা হইতে থাকে, সে ভাবে এতদিন পর্য্যন্ত কামনার বশে যে সমুদয় কার্য্য করিয়া আসিয়াছি তাহা বৃথাই হইয়াছে। কামনাপ্রসূত কোন কর্মই নিত্য আনন্দ ও শাশ্বতী শান্তি প্রদান করিতে পারে না। বারম্বার এইরূপ বিচার করিতে করিতে নিত্য এবং অনিত্য বস্তুর বিবেক তাহার চিত্তে উদিত হয়। বিবেকের উদয়ে সংসার ভোগবাসনা অভিভূত হইয়া পড়ে এবং চিত্ত বৈরাগ্য প্রবণ হয়। সেই বৈরাগ্যপূত চিত্ত তখন নিত্যবস্তু সাক্ষাৎকারের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। মানুষ তখন নিজেকে প্রশ্ন করিতে থাকে। তাহার বৈরাগ্যপূত, ভগবন্মুখী চিত্ত (পুত্র নচিকেতা) পূর্ব্বের বিষয় ভোগাসক্ত রাজস তামস মনকে (পিতা উদ্দালককে) প্রশ্ন করে "এখন আমাকে কি করিতে হইবে ? কোন্ উপায়ে আমি শাশ্বতী শান্তি, নিত্য পরমানন্দ লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইতে পারি ?" বৈরাগ্যপূত চিত্ত ভগবন্মুখী হইলে ; ভগবান নিজেই সাধক হৃদয়ে বিমল জ্ঞানদীপ প্রজ্বলিত করিয়া দেন এবং সাধক চিত্তে তত্ত্বসম্বন্ধীয় প্রশ্ন উঠাইয়া নিজেই সেই প্রশ্নের সমাধান করিয়া দেন। বৈরাগ্যপ্রবণ, আত্মকাম সাধক

দৃঢ়সংকল্প হইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে তাহাকে জীবিত অবস্থায় মরিতে হইবে। নূতন করিয়া ভাগবত জীবনে জন্মলাভ করিতে হইবে, দ্বিজ হইতে হইবে। সাধকের এই সংকল্পকে অধিকতর দৃঢ় করিবার জন্য ভগবান সাধক চিত্তে তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভোগময় জীবনের রাজস তামস সংস্কার সমূহ জাগাইয়া তোলেন। এই সময় সাধককে অপ্রমত্ত হইয়া অবস্থান করিতে হয়; কারণ এই অবস্থা বড়ই সঙ্কটময়। সাধক স্বীয় স্বরূপ সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিতেছে না অথচ সংসারের সুখভোগে বীতস্পৃহ হইয়া পড়িয়াছে। একদিকে অজ্ঞাত, অননুভূত সচ্চিদানন্দ আত্মতত্ত্বের আকর্ষণ, অন্যদিকে অতীত জীবনের জ্ঞাত, অনুভূত বিষয়ভোগের সংস্কারসমূহের আকর্ষণ। এই অবস্থায় শক্তির পরীক্ষা, সংকল্পের দৃঢ়তা সাধিত হয়। মন সত্য সত্য একমাত্র ভগবানকে চায় কিনা তাহার অতীত জীবনের সংস্কারসমূহ কিরূপভাবে উত্থিত হইয়া তাহাকে ভোগের দিকে আকর্ষণ করে তাহা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে।

নচিকেতা পিতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া নির্জনে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—

বহূনামেমি প্রথমো বহূনামেমি মধ্যমঃ।
কিং স্বিৎ যমস্য কর্ত্তব্যং যন্ময়াদ্য করিষ্যতি ॥৪॥

বহূনাম্ (বহু শিষ্য বা পুত্রদিগের মধ্যে) প্রথমঃ (মুখ্য, শ্রেষ্ঠ) এমি (হই) বহূনাম্ (বহু শিষ্য বা পুত্রদিগের মধ্যে) মধ্যমঃ (মধ্যম) এমি (হই) যমস্য (যমের) কিংস্বিৎ (এমন কি) কর্ত্তব্যং (করনীয় কার্য্য) অস্তি (আছে) যৎ (যাহা) অদ্য (আজ) ময়া (আমাদ্বারা) করিষ্যতি (সম্পন্ন করিবেন) ॥৪॥

গুরুর আদেশের অপেক্ষা না করিয়া পূর্ব্ব হইতেই গুরুর অভিপ্রায়

অবগত হইয়া গুরুসেবা করাই প্রথম বা শ্রেষ্ঠ শিষ্যের লক্ষণ। গুরুর আদেশ পাইবা মাত্র সেই কার্য্য সম্পন্ন করাই মধ্যম শিষ্যের লক্ষণ এবং গুরুর আদেশ পাইয়া তাহার আংশিক সম্পন্ন করা কিংবা কিছুই না করা অধম শিষ্যের লক্ষণ। নচিকেতা পিতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—পিতার বহু শিষ্য বা পুত্রগণের মধ্যে আমি প্রথম স্থান অধিকার করি, প্রথম না হইলেও আমি তাঁহার বহু শিষ্য বা পুত্রগণের মধ্যে মধ্যম ত নিশ্চয়ই হইব, আমি কখনই তাঁহার নিকৃষ্ট পুত্র বা শিষ্য নহি। তবে পিতা কেন আমার প্রতি কুপিত হইয়া "তোমাকে যমকে প্রদান করিলাম" বলিলেন? যমের এমন কি কর্ত্তব্য আছে যাহা তিনি আজ আমার দ্বারা করাইতে ইচ্ছা করেন ॥৪॥

রহস্য বোধিনী—সাধক শ্রেয়ঃপথে অগ্রসর হইতে থাকিলে, নানাবিধ সংশয় আসিয়া তাহার চিত্তে উদিত হয়। ভোগময়জীবন পরিত্যাগহেতু বহুপ্রকার শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ আসিয়া যখন উপস্থিত হয় তখন সে তাহার অতীত জীবনের সুখের কথা স্মরণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে থাকে—আমি যে পারিবারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করিয়া এই কঠোর তপোময় জীবন যাপন করিতেছি ইহাতে আমার কি ফল হইবে? আমি সমাজে বহুলোকের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিতাম, সকলেই আমাকে মান্য করিত ও প্রশংসা করিত। ঠিক সময়ে আমি অভিলষিত বস্তু ভোগ করিতে পারিতাম। সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার না করিলেও, মধ্যম ত ছিলামই। আমি কখনই সমাজে হীন দরিদ্র হইয়া বাস করি নাই। কিন্তু এই যে আমি নিজের হাতে নিজের মরণকে বরণ করিয়া লইলাম ইহাতে আমার কি লাভ হইবে? এতদিন ধরিয়া জপ করিলাম, ধ্যান করিলাম, কত কৃচ্ছ্রসাধন করিলাম, কৈ ভগবানের সাক্ষাৎকার ত পাইলাম না, চিত্ত ত শান্ত হইল না। সুতরাং এই অজানা, অনিশ্চিত পথে অগ্রসর হওয়া অপেক্ষা প্রত্যক্ষসিদ্ধ পারিবারিক সুখ ভোগ

করাই ভাল। যদি ভগবান্ বলিয়া কোন নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ কেহ না থাকেন, যদি চৈতন্যস্বরূপ, অখণ্ডৈকরস এক, অদ্বিতীয় আত্মতত্ত্ব মানুষের শুধু কল্পনা মাত্র হয়, তাহা হইলে ত আমার 'ইতোনষ্ট স্ততোভ্রষ্টঃ' হইল, আমার দুই কুলই নষ্ট হইল। এইরূপে অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা চিত্তে উদিত হইয়া সাধককে প্রবলবেগে সংসারের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে।

অনুপশ্য যথা পূর্ব্বে, প্রতিপশ্য তথা শরে।
শস্যমিব মর্ত্ত্যঃপচ্যতে শস্যমিবাজায়তে পুনঃ ॥৫॥

অম্বয়—হে পিতঃ যথা (যে প্রকারে) পূর্ব্বে (আপনার পিতৃ-পিতামহগণ আচরণ করিতেন) তথা অনুপশ্য (সেইরূপ আচরণ করুণ) তথা (এবং) অপরে (মহারাজা শিবি, দশরথ এবং অন্যান্য সাধুগণ কিরূপ সত্যনিষ্ঠ ছিলেন তাহাও একবার পর্য্যালোচনা করুন। মিথ্যাচারণ করিয়া কেহই কখন অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে নাই। সূর্য্য যেরূপ শস্য সমূহকে পরিপক্ক করিয়া বিনষ্ট করে সেইরূপ কাল মরণশীল প্রাণিগণকে বিনাশোন্মুখী করিয়া তোলে, প্রাণিগণ কালবশে জীর্ণ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং স্বীয় কর্মফল ভোগ করিবার জন্য পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং মৃত্যু ও জন্ম যখন অবশ্যম্ভাবি তখন আমার নিমিত্ত শোক না করিয়া আমাকে যমের নিকট প্রেরণ পূর্ব্বক আপনার বাক্যের সত্যতা রক্ষা করুন। শস্যমিব (শস্যের ন্যায়) মর্ত্ত্যঃ (মরণশীল প্রাণী) পচ্যতে (পরিপক্ক হয়, বিনাশোন্মুখী হয়) শস্যমিব (শস্যের ন্যায়) আ জয়তে (জন্মগ্রহণ করে) পুনঃ (পুনরায়) ॥৫॥

ক্রোধবলে গুণবান্ পুত্রকে বৃথাই আমি "তোমাকে যমকে দিলাম" এইরূপ কঠোর বচন বলিয়াছি এইরূপে অনুতাপকারী পিতাকে শোকাকুল

দেখিয়া নচিকেতা যাহাতে পিতার মিথ্যাচরণজনিত কোন অনিষ্ট না হয়, সেইজন্ত পিতার মঙ্গল কামনায় তাঁহাকে বলিলেন—হে পিতঃ, আপনার পিতৃ-পিতামহগণ যেরূপ সত্যনিষ্ঠ ছিলেন, এবং অন্যান্ত সাধুগণ, শিবি দশরথ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ যেরূপ সত্যপরায়ণ ছিলেন তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া আপনিও সত্যনিষ্ঠ হউন। শস্যসমূহ যেরূপ পরিপক্ক হইয়া বিনষ্ট হয় এবং বিনষ্ট হইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, মরণশীল প্রাণিগণও সেইরূপ জীর্ণ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। মিথ্যাচরণ দ্বারা কেহই অজর অমর হইতে পারে না। সুতরাং আপনি শোক পরিত্যাগ করুন এবং আমাকে যমের নিকট প্রেরণ করিয়া আপনার বাক্যের সত্যতা রক্ষা করুন। ॥৫॥

রহস্যবোধিনী—প্রকৃত বিবেক বৈরাগ্যবান্ সাধক তাহার অতীত জীবনের সংস্কার সমূহের দ্বারা সাময়িকভাবে অভিভূত হইলেও তাহার শ্রেয়োমার্গে অগ্রগতি একেবারে অবরুদ্ধ হইয়া যায় না। যে ব্যক্তি একবার কায়মনোবাক্যে ভগবানের শরণাগত হইয়াছে, যাহার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে ভগবান্ তাহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবেন সেই আত্ম-কাম, বিবেক বৈরাগ্যবান্ ভগবন্মুখী সাধকের সাময়িক পদস্খলন হইলেও ভগবান্ তাহাকে পরিত্যাগ করেন না। তিনি সাধক হৃদয়ে বিমল জ্ঞান জাগাইয়া সাধকের বিবেকবৈরাগ্য দৃঢ় করিয়া তোলেন এবং অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা অপসারিত করিয়া শ্রেয়োমার্গের প্রতিবন্ধক সমূহ দূরীভূত করিয়া দেয়। সাধকের হৃদয়ে তখন শ্রদ্ধার উদয় হয়, হৃদয়ে বল আসে। সে তখন মনে মনে বিচার করিয়া বলিতে থাকে—আমার কিসের ভয় সংশয়ই বা কিসের? কেবল মাত্র আমিই ত এই পথে অগ্রসর হইতেছি না। মন তুমি একবার পশ্চাতে ফিরিয়া দেখ দেখি কত লক্ষ লক্ষ মনুষ্য, কত ঋষি মুনি এই পথ অবলম্বন করিয়া কৃতকৃত্যতা লাভ করিয়াছেন। কত রাজা তাঁহাদের রাজ্য পরিত্যাগ

করিয়া কত বিলাসী বিলাস পরিত্যাগ করিয়া এখনও এই শ্রেয়োমার্গে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহাদের পরম আনন্দময় শান্তিময় জীবনের দিব্য অনুভূতির বার্ত্তা এখনও ঘোষিত হইতেছে। তাঁহারা যে উপায়ে, যে নিয়ম সমূহ পালন করিয়া নিত্য আনন্দ ও শাশ্বতী শান্তি লাভ করিয়া জীবন সফল করিয়াছেন, আমিও তাঁহাদের অবলম্বিত উপায় ও নিয়ম সমূহ যতক্ষণ না গ্রহণ করিতেছি ততক্ষণ 'ভগবান্ আছেন কিনা, তাঁহাদের অনুভূত সত্য, তাঁহাদের মনঃ কল্পনা হইতেও পারে' এইরূপ বলিবার অধিকার আমার নাই। আর যদি এই পথ পরিত্যাগ করিয়া সাংসারিক বিষয় ভোগে পুনরায় লিপ্ত হইয়া থাকি তাহা হইলে ধান্য যবাদি শস্য সমূহ যেরূপ উৎপন্ন হইয়া সূর্য্যতাপে পক্ক হয় এবং শেষে নষ্ট হইয়া যায় সেইরূপ আমিও কালবশে জরাজীর্ণ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইব এবং কর্মফল ভোগের নিমিত্ত পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। এতদিন ত সংসার দেখিলাম, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা আমার চিত্তকে মথিত করিয়া কেবল দুঃখই প্রদান করিয়াছে সংসারের ক্ষণভঙ্গুর বিষয় সুখে আমার হৃদয় ত ভরিয়া উঠে নাই। সুতরাং যতক্ষণ না আমি আত্মতত্ত্ব কি তাহা জানিতে পারিতেছি যতক্ষণ না স্বীয় স্বরূপ সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া জীবন সফল করিয়া তুলিতে পারিতেছি, ততক্ষণ ঋষি প্রদর্শিত এই শ্রেয়োমার্গ সহস্র ক্লেশ সত্ত্বেও কখনই পরিত্যাগ করিব না।

বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্ব্রাহ্মণো গৃহান্।
তস্যৈতাং শান্তিং কুর্বন্তি হর বৈবস্বতোদকম্ ॥৭॥

অতিথিঃ (অতিথি। পশ্চাদপদ না হইয়া সম্মুখে গমনশীল) ব্রাহ্মণঃ (ব্রাহ্মণ। ভবিষ্যতে ব্রহ্মকে, পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎকার করিবে এইজন্য বর্ত্তমানেই তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ব্রহ্ম বা

পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎকার করিবার যোগ্য অধিকারী সাধক) বৈশ্বানরঃ সন্ (অগ্নি হইয়া, বিরাট্ আকাশবৎ সমষ্টি স্থূল জগতে অনুস্যূত চৈতন্য জ্যোতিঃরূপ ধারণ করিয়া) গৃহান্ (গৃহসমূহে, সাধনার ভিন্ন ভিন্ন স্তর সমূহে) প্রবিশতি (প্রবেশ করিতেছে) তস্য (তাহার, সেই অতিথির) এতাং (পাদ্যাসনাদি) শান্তিং (তুষ্টবিধান) কুর্বন্তি (বিজ্ঞজন করিয়া থাকেন) বৈবস্বত (হে যমরাজ, সেই হেতু তুমিও) উদকম্ (নচিকেতাকে তাহার পাদপ্রক্ষালণের নিমিত্ত জল) হর (আনয়ন কর) [বিবস্বান্ অর্থ সূর্য্য, সর্ব্বপ্রকাশক চৈতন্যস্বরূপ সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর, তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন যে সাধক তিনি বৈবস্বত, কিংবা সূর্য্য সম্বন্ধীয়, সূর্য্য হইতে জাত। উদকম্—আনন্দ, বেদে বহুস্থলে জল আনন্দবাচী। হর মানে আহরণ কর। কিংবা ত্রিতাপহরণকারী। ঐশ্বরিক আনন্দ আহরণ কর কিংবা ত্রিতাপ হরণকারী ভগবদানন্দ ইহাই হইতেছে শান্তি। বিজ্ঞজন এই প্রকার শান্তি লাভ করেন] ॥৬॥

নচিকেতা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ মহর্ষি আরুনি তাঁহার পুত্র নচিকেতাকে যমের নিকটে প্রেরণ করিলেন। ব্রহ্মচর্য্য এবং পিতৃভক্তির প্রভাবে নচিকেতা সশরীরে যমালয়ে গমন করিলেন। তথায় গিয়া জানিতে পারিলেন যে যম কার্য্যবশতঃ অন্যত্র গমন করিয়াছেন। সুতরাং নচি-কেতা ভাবিলেন যে পিতা যখন তাঁহাকে যমকে প্রদান করিয়াছেন তখন যম আসিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন। এই প্রকার চিন্তা করিয়া যমের আগমন প্রতীক্ষায় যমালয়ে তিন রাত্রি উপবাসে যাপন করিয়াছিলেন। পরে যম আগমন করিলে যমের মন্ত্রিগণ তাঁহাকে বলিলেন—

অগ্নির ন্যায় তেজস্বী ব্রাহ্মণ অতিথি আমাদের গৃহে আগমন করিয়া-ছেন। বিজ্ঞজনগণ পাদ্য অর্ঘ্যাদির দ্বারা অতিথির শান্তিবিধান করিয়া থাকেন। অতএব হে বৈবস্বত আপনি অতিথির পাদপ্রক্ষালণের জন্য জল আনয়ন করুন। অগ্নি জল দ্বারা নির্ব্বাপিত না হইলে যেরূপ গৃহাদি

ভস্মীভূত করিয়া ফেলে সেইরূপ অতিথি আসন পাদ্যাদির দ্বারা সমাদৃত না হইলে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়। ॥৬॥

রহস্যবোধিণী—বৈদিক সাধনার উদ্দেশ্য হইতেছে স্থূলদেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের পরিচ্ছিন্নতা দূরীকরণ। আমরা প্রতিদিন ক্রমে ক্রমে তিন অবস্থায় থাকিয়া স্থূল সূক্ষ্ম কারণ দেহের সহিত আমাদিগকে একীভূত করিয়া ফেলি এবং দেহত্রয়ের ন্যায় পরিচ্ছিন্ন হইয়া উহাদের ধর্মসমূহ নিজেতে আরোপিত করিয়া সুখী, দুঃখী, শোকতাপগ্রস্থ মরণশীল মনুষ্য বলিয়া নিজেকে মনে করি। প্রত্যেক মানুষ যেমন তাহার স্থূল শরীরে 'অহং বুদ্ধি' করে এবং স্থূল দেহের সহিত একীভূত হইয়া আমিই স্থূল দেহ বলিয়া নিজেকে অনুভব করে, সেইরূপ যখন সে বিবেক বৈরাগ্যবান শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত আত্মস্বরূপ জানিবার জন্য ঐকান্তিক আগ্রহান্বিত হইয়া উঠে তখন তাহার আত্মস্বরূপের প্রথম অনুভূতি বৈশ্বানর বা বিরাট পদ লাভ। সমষ্টি স্থূল প্রপঞ্চই তাহার দেহ এইরূপ জ্ঞান হয়; তাহার স্থূল ব্যষ্টিদেহের অভিমান, পরিচ্ছিন্ন ভাব দূর হইয়া যায়; তখন সে অনুভব করে যে তরঙ্গে জলের ন্যায়, সুবর্ণহারে সুবর্ণের ন্যায় সে সমস্ত স্থূল জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছে; সমস্ত স্থূল জগৎ তাহারই অঙ্গীভূত, তাহাকে ছাড়িয়া স্থূল জগতের কোন পৃথক বাস্তব সত্তা নাই। সেই সাধক তখন বৈশ্বানর বা বিরাট বা বিষ্ণু হইয়া যান। সাধন-জগতে সাক্ষাৎকার বা বিরাট পদ লাভ বা 'জানা' মানে "হওয়া"। দ্বিতীয় স্তরে এই বিরাট পুরুষ সাধকেরই অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত এবং তাহাদের কার্য্যাত্মক সমষ্টি সূক্ষ্ম প্রপঞ্চই আমার দেহ, আমিই স্থূল সূক্ষ্ম সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছি, স্থূল সূক্ষ্ম সমুদয় জগৎ আমারই অঙ্গীভূত, তদতিরিক্ত এই জগতের কোন বাস্তব সত্তা নাই, আমিই হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা এইরূপ অপরোক্ষানুভূতি হইয়া থাকে। তৃতীয় স্তরে স্থূল সূক্ষ্ম জগৎ প্রপঞ্চে পরিচ্ছিন্ন অহং বুদ্ধি থাকে না, চিত্ত তখন অখণ্ডা, চৈতন্যময়ী, আনন্দময়ী অব্যাকৃত শক্তিরূপ ধারণ করে।

সাধকের 'অহং' তখন আনন্দে চৈতন্থে অভিমান করে, আমি সচ্চিদানন্দ এইরূপ সাক্ষাৎ অপরোক্ষানুভূতি হইতে থাকে। তখন সেই সাধকের অখণ্ড, একরস, চৈতন্তময়, অপরিচ্ছিন্ন 'অহং' বা চিত্ত কেবল সত্য জ্ঞান অনন্ত আনন্দরূপ ব্রহ্ম বা ভূমা বা নির্বিশেষ তত্ত্বকে বিষয় করিতে করিতে পরমানন্দে গলিত হইয়া যায়, কেবল নির্বিশেষ আত্মতত্ত্বই আপন মহিমায় আপনি প্রকাশ পাইতে থাকে। কঠোপনিষদে ঋষি বিবেক বৈরাগ্যবান আত্মকাম সাধকের সাধনার প্রথম স্তর প্রদর্শন করিতে যাইয়া বলিতেছেন—

বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথিব্রাহ্মণো গৃহান্।
তস্যৈতাং শান্তিং কুর্বন্তি হর বৈবস্বতোদকম্ ॥৬॥

এই বিবেক বৈরাগ্যবান, আত্মকাম, সত্ত্বগুণপ্রধান সাধক বৈশ্বানর, অতিথি এবং ব্রাহ্মণ হইয়া গৃহ সমূহে প্রবেশ করিতেছে। এই পথে যাঁহারা গমন করেন তাঁহারা এই হরবৈবস্বতোদক শান্তি করিয়া থাকেন।

বৈশ্বানর—বিবেক বৈরাগ্যবান, আত্মকাম সাধকের সাধনার প্রথম অবস্থায় ব্যষ্টি, পরিচ্ছিন্ন স্থূল দেহের অভিমান বিদূরিত হইয়া চিত্তে আকাশ-বৎ সর্ব্বস্থূল জগৎব্যাপী এক চৈতন্তময় বিরাট ভাবের উন্মেষ হইতে থাকে। তখন সেই সাধককে বৈশ্বানর বা বিরাট নামে অভিহিত করা হয়।

অতিথি—যিনি অবিরাম সম্মুখের দিকে গমন করিতে থাকেন তাঁহাকে অতিথি বলা হয়। সাধকের চিত্তে বিরাট ভাবের উদয় হইলে তিনি সেই ভাবে স্থিতি লাভের জন্য মনন করিতে করিতে সাধনার উন্নততর স্তর সমূহের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন, সাধনার কোন স্তর বিশেষের অনুভূত অলৌকিক জ্ঞান, শক্তি কিংবা আনন্দে বদ্ধ হইয়া থাকেন না। সেইজন্য তাঁহাকে অতিথি বলা হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ—'ব্রহ্ম' মানে বৃহৎ। দেশ, কাল, বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, স্বগত সজাতীয় বিজাতীয় ভেদরহিত, সৎস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ বস্তুই ব্রহ্ম। ইহাই 'অস্মৎ শব্দের' 'অহং বা আমির' লক্ষ্যার্থ। উহাই প্রকৃত আমি। ভোগাসক্তি রহিত, শ্রদ্ধাবান, আত্মকাম সাধকই স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপের সাক্ষাৎ অপরোক্ষ অনুভূতি করিয়া ব্রাহ্মণ হইতে সমর্থ হন। উপনয়নের পূর্ব্বে যেমন ব্রাহ্মণ জাতির পুত্রকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করা হয় সেইরূপ বিরাট পদে স্থিত, শ্রদ্ধাশীল, দৃঢ়সংকল্প আত্মকাম সাধককেও ব্রহ্মবিদ্ হইবার পূর্ব্বেও ব্রাহ্মণ বলা হয়, কারণ তাহার ব্রাহ্মণত্ব সুনিশ্চিত।

গৃহান্—সাধনার বিভিন্ন স্তর সমূহকে 'গৃহান্' এই বহুবচনান্ত পদ দ্বারা সূচিত করা হইয়াছে। প্রধাণতঃ জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির অনুরূপ বিরাট, হিরণ্যগর্ভ, এবং ঈশ্বর এই পদত্রয়কেই ধাম বা গৃহ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। উক্ত অবস্থাত্রয়ই আত্মা বা অহং এর উত্তরোত্তর স্বরূপানুভূতির বিশেষ বিশেষ কেন্দ্র বলিয়া উহাকে আত্মার গৃহ সমূহ বলা হইয়াছে।

তস্য—সেই বিবেক বৈরাগ্যবান্ শ্রদ্ধাশীল স্বীয় প্রকৃত স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভে অদম্য উৎসাহশীল, দৃঢ়সংকল্প আত্মকাম সাধকের।

এতাং—এই ; বক্ষ্যমান প্রকার।

শান্তিং—আত্মাভিমুখী চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিবৃত্তি বা উপশম।

কুর্বন্তি—যাঁহারা এই শ্রেয় মার্গের পথিক তাঁহারা করিয়া থাকেন।

হরবৈবস্বতোর্দকম্—এটি সমস্ত পদ। হররূপ বৈবস্বতোদক।

হর—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক তাপত্রয় যিনি হরণ করেন তিনিই হর।

বৈবস্বত—বিবস্বান বা সূর্য্য সম্বন্ধীয়, সূর্য্য—অর্য্যতে সুরিভিঃ যঃ স সূর্য্যঃ তত্ত্বদর্শিগণ যাঁহাকে প্রার্থনা করেন। সূতে চরাচরং জগৎ, সত্তা-স্ফূর্ত্তি প্রদানেন। যাঁহার সত্তায় চেতনাচেতনাত্মক বিশ্ব সত্যবৎ প্রতীত

হয়, যাঁহার প্রকাশে বা চৈতন্যে সমস্ত জগৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে তিনিই সূর্য্য অর্থাৎ পরমেশ্বর। বিবস্বান্ মানে পরমেশ্বর; বৈবস্বত মানে পারমেশ্বর, ঐশ, ভাগবৎ, ব্রাহ্ম।

উদকম্—জল, আনন্দ।

বৈবস্বতোদকম্—ব্রহ্মানন্দ, ব্রহ্মানন্দ বা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ অপরোক্ষানুভূতি জনিত পরমানন্দ। পরমানন্দই ত্রিতাপ হরণ করিতে সমর্থ। ত্রিতাপ হরণকারী ভগবৎ সাক্ষাৎকাররূপ পরমানন্দই শান্তি।

ঈশ্বরার্পিত-চিত্ত, শ্রদ্ধাশীল, দৃঢ়সংকল্প সাধক স্বীয় বিরাট ভাব প্রাপ্ত হইতে হইতে, ব্রাহ্মণ হইতে হইতে ক্রমাগত সাধনার উচ্চ উচ্চতর এবং উচ্চতম স্তরে আরোহন করিতেছে। তাহার এই আত্মস্বরূপাভিমুখী চিত্তবৃত্তি, ভগবন্মুখী গতি শান্ত বা নিবৃত্ত হয় তখনই যখন তাহার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়। সাধনাবস্থায় নিরতিশয় আনন্দের অনুভূতি না হইলে, সাধনার স্তর বিশেষের সাময়িক আনন্দে জ্ঞানের, শক্তির আপেক্ষিক উৎকর্ষে সাধক বদ্ধ হইয়া থাকিলে তাহার অনর্থ হয় সেই জন্য শ্রুতি বলিতেছেন—

আশাপ্রতীক্ষে সঙ্গতং সূনৃতাম্
চেষ্টাপূর্ত্তে পুত্রপশূংশ্চ সর্ব্বান্
এতদ্ বৃংক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসো
যস্যানশ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে ॥৭॥

যস্য (যাহার) গৃহে (গৃহে) ব্রাহ্মণঃ অনশ্নন্ বসতি (ব্রাহ্মণ ভোজন না করিয়া বাস করেন) তস্য অল্পমেধসঃ পুরুষস্য (সেই অল্প প্রজ্ঞ, মূঢ় ব্যক্তির), আশা (অজ্ঞাত ইষ্ট বস্তুর প্রাপ্তির ইচ্ছা), প্রতীক্ষা (নিশ্চিত

সুখের ইচ্ছা), সঙ্গতং (সৎসঙ্গ বা ইষ্টবস্তুধ্যানজনিত ফল), সুনৃতাং (প্রিয়বাণী), ইষ্টাপূর্ত্তে (অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ এবং বাপীকূপ খননাদি লোক হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানজনিত ফল), পুত্রপশুন্ (পুত্র ও পশুগণ) এতৎ সর্ব্বং (এই সমস্ত) বৃঙক্তে (নষ্ট করিয়া দেয়) ॥৭॥

যাহার গৃহে ব্রাহ্মণ ভোজন না করিয়া বাস করেন সেই অল্পপ্রজ্ঞ মূঢ় ব্যক্তির অজ্ঞাত ইষ্টবস্তু প্রাপ্তির ইচ্ছা, নিশ্চিত সুখের ইচ্ছা,সৎসঙ্গজনিত ফল, প্রিয়বাণী জনিত ফল যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ জনিত ফল, এবং পুত্র ও পশুসমূহ নষ্ট হইয়া যায় ॥৭॥

আশা—যে অভিলষিত বস্তু এখনও অপ্রত্যক্ষ রহিয়াছে, সেই বস্তু প্রাপ্তির ইচ্ছাকে আশা বলে।

সঙ্গতং—ধ্যান জনিত ফল।

সুনৃতাং—মধুর বাণী। উন্নততর সাধনস্তর লাভের উপদেশ এবং সেই উপদেশ জনিত ফল।

বৃংক্তে—নষ্ট করিয়া দেয়।

অল্পমেধসঃ—অবিবেকী পুরুষের।

অনশ্নন্—ব্রহ্মানন্দ লাভ না করিয়া।

ব্রাহ্মণঃ—ব্রহ্মবিদ্ হইতে উৎসুক মুমুক্ষু।

গৃহে—সাধনার কোন এক বিশেষ স্তরে।

বসতি—আবদ্ধ থাকে।

ব্রহ্মবিদ্ হইতে ইচ্ছুক মুমুক্ষু সাধক যদি তাঁহার সাধনার কোন এক বিশেষ স্তরের আপেক্ষিক আনন্দ, জ্ঞান ও শক্তিতে আবদ্ধ থাকেন তাহা হইলে সেই অবিবেকী সাধকের সেই স্তর বিশেষের আনন্দ, জ্ঞান ও শক্তি ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যায় এবং ব্রহ্মানন্দও লাভ হয় না। কিন্তু যে সাধক কেবল আত্মকাম, তিনি সাধনার কোন স্তর বিশেষে শক্তির উৎকর্ষ, জ্ঞানের উৎকর্ষ এবং রসাস্বাদে আসক্ত না হইয়া আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার

করিতে সতত উন্মুখ, সেই সাধকের নিম্ন প্রকৃতি পর্য্যন্ত তাহার বশীভূত হইয়া আত্মাভিমুখী হয়। শ্রুতি এইজন্য উপদেশ করিতেছেন—

তিস্রোরাত্রীর্যদবাৎসীর্গৃহে মে
অনশ্নন্ ব্রহ্মণ্ অতিথির্নমস্যঃ।
নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মণ্ স্বস্তি মেঽস্তু
তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্ব ॥৮॥

হে ব্রাহ্মণ! যৎ (যেহেতু) নমস্যঃ (পূজার যোগ্য) অতিথি (অভ্যাগত) অনশ্নন্ (উপবাস করিয়া) মে গৃহে (আমার গৃহে) তিস্রোরাত্রীঃ (তিন রাত্রি) অবাৎসীঃ (বাস করিয়াছ) তস্মাৎ (সেই হেতু) প্রতি ত্রীন্ (প্রত্যেক রাত্রির জন্য) ত্রীন্ বরান্ (তিনটী অভিলষিত পদার্থ) বৃণীষ্ব (প্রার্থনা কর) হে ব্রহ্মন্! তে নমঃ অস্তু (তোমাকে নমস্কার) মে স্বস্তি অস্তু (আমার মঙ্গল হউক) ॥৮॥

হে ব্রহ্মন্ যেহেতু আপনি পূজার যোগ্য অতিথি উপবাস করিয়া আমার গৃহে তিন রাত্রি বাস করিয়াছেন সেই হেতু প্রত্যেক রাত্রির জন্য তিনটী বর (অভিলষিত পদার্থ) আমার নিকট প্রার্থনা করুন। আপনাকে নমস্কার, আমারও মঙ্গল হউক ॥৮॥

অমাত্যগণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া যমরাজ নচিকেতার সমীপে গমন পূর্ব্বক নচিকেতাকে পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিয়াছিলেন।

রহস্যবোধিনী:—রাত্রীঃ এই পদটী অজ্ঞানের দ্যোতক। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—'যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাম্ জাগর্ত্তি সংযমী। যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সানিশা পশ্যতো মুনেঃ॥' অজ্ঞানরূপ নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ আত্মভিমুখী সংযমী ব্রহ্মবিদ্ যে ব্রহ্মানন্দে অহরহঃ জাগ্রত থাকেন সেই ব্রহ্মানন্দ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যতীত সমুদয় প্রাণিগণের পক্ষে

নিশা স্বরূপ এবং যে অজ্ঞ পুরুষ "আমি ও আমার" এই অভিমানে অভিভূত হইয়া অবিদ্যাতে জাগিয়া থাকেন সেই অবিদ্যা, আত্মরতি, আত্মক্রীড়া তত্ত্বদর্শী মুনির পক্ষে নিশা। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি প্রাণিগণের এই তিন অবস্থা অজ্ঞান বা অবিদ্যার কার্য্য। অজ্ঞান বা অবিদ্যার এই তিন অবস্থা স্বীয় স্বরূপ পরমানন্দকে ঢাকিয়া রাখে বলিয়া উহা রাত্রি বা নিশা স্বরূপ। অবিবেকী মূঢ়গণ এই অজ্ঞানরূপ নিশায় জাগিয়া থাকেন অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তির ভোগ্য বিষয় কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব বুদ্ধিতে ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু বিবেক বৈরাগ্যবান আত্মকাম সাধক কেবলমাত্র পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া বহির্বাসনা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা স্বীয় স্বরূপ পরমেশ্বরের মনন করিতে থাকেন। তখন তিনি সাধনার উন্নততর স্তর সমূহের সত্য অনুভব করিতে থাকেন এবং তাঁহার পূর্ব্বের ভোগাসক্ত নিম্ন প্রকৃতি সেই সত্য স্বীকার করিয়া লয়, তাঁহার মন আর সংকল্প বিকল্প উঠাইয়া চিত্তকে বিচলিত করিয়া পরমেশ্বর হইতে তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া পুনরায় সংসারাসক্ত করিয়া তোলেন। তাঁহার মন সম্পূর্ণরূপে শান্ত সংকল্প ও সুমনা অর্থাৎ একাগ্র হয়। সমস্ত দীনতা, সমস্ত দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিয়া সাধক তখন আত্মবলে বলীয়ান হইয়া উঠিতে থাকেন। তৎপরে সাধকের স্বরূপাভিমুখী শোধ্যমান চিত্তে অন্তঃজ্যোতি বা অগ্নি বা ব্রহ্মবিদ্যারূপিনী অখণ্ডা, একরসা চৈতন্যময়ী আনন্দময়ী পরা-শক্তির উন্মেষ হয়। সাধক অহোরাত্র একবৎসর শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত এই অগ্নি বা চৈতন্য-জ্যোতিঃকে আত্মরূপে মনন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে বিরাট হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর পদ প্রাপ্ত হন।

যমরাজ নচিকেতাকে তিনটি বর প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায়, নচিকেতা বলিলেন—

শান্তসংকল্পঃ সুমনা যথা স্যাৎ
বীতমন্যু্য গৌতমো মাভি মৃত্যো।

ত্বৎপ্রসৃষ্টং মাভিবদেৎ প্রতীতঃ
এতৎ ত্রয়াণাং প্রথমং বরং বৃণে ॥৯॥

মৃত্যো (হে যমরাজ), গৌতমঃ (আমার পিতা গৌতম, 'গৌ' মানে বেদও হয়, গৌতম মানে বেদোজ্জলাবুদ্ধি সম্পন্ন), শান্তসংকল্পঃ (শান্ত হইয়াছে সংকল্প যাহার, অর্থাৎ আমার পুত্র যমের নিকট গিয়া কিরূপ আছে এই প্রকার দুশ্চিন্তা যাঁহার প্রশমিত হইয়াছে। বহির্বিষয়ক সংকল্প বিকল্পহীন) সুমনাঃ (প্রসন্ন চিত্ত, আত্মজ্ঞানোন্মুখ স্থির চিত্ত) বীতমন্যুঃ (ক্রোধহীন, দৈন্যরহিত) যথাস্যাৎ (যে প্রকারে হন) প্রতীতঃ (চিনিতে পারিয়া) ত্বৎ প্রসৃষ্টং মা (তোমা কর্তৃক প্রেরিত আমাকে) অভিবদেৎ (আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন) ত্রয়াণাং (তিনটী বরের মধ্যে) এতৎ (পিতৃ প্রসাদন রূপ এই) প্রথমং বরং (প্রথম বর) বৃণে (প্রার্থনা করি) ॥০॥

হে যমরাজ! আমার পিতা গৌতম যেন আমার সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা রহিত হন, তিনি যেন আমার প্রতি প্রসন্নচিত্ত এবং ক্রোধরহিত হন। আপনার কর্তৃক গৃহে প্রেরিত হইলে তিনি যেন আমাকে চিনিতে পারিয়া আমার সহিত কথা বার্তা বলেন। তিনটী বরের মধ্যে এই প্রথম বর আমি প্রার্থনা করিতেছি ॥৯॥

মানুষের চিত্ত নদী দুই দিকে প্রবাহিত হয়। চিত্ত কখন সংসার প্রবণ হইয়া ঐশ্বর্য্য ও ভোগের দিকে ধাবিত হয়, কখন আবার বৈরাগ্য প্রবণ হইয়া আত্মাভিমুখে সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। সংসার প্রবণ, ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগাসক্ত চিত্ত হইতেই বৈরাগ্যপ্রবণ ভগবন্মুখী চিত্তের উদ্ভব হয় বলিয়া কামনাময়-মন আত্মকাম-মন বা নচিকেতার জনক বা পিতা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। বিবেক বৈরাগ্য প্রবণ আত্মকাম সাধকের সাধনার স্তরসমূহের বিশেষ অনুভূতি

সমূহ যদি তাঁহার সংসার প্রবণ ভোগাসক্ত নিম্ন প্রকৃতি স্বীকার করিয়া না লয় তাহা হইলে তাঁহাকে পরমেশ্বর হইতে তাঁহার ভোগাসক্ত মন আকর্ষণ করিয়া পুনরায় সংসারাসক্ত করিয়া তুলিতে পারে। সেই জন্ম প্রথম বরে এই নিম্ন প্রকৃতি যাহাতে আত্মাভিমুখী মনের অনুভূত সত্যসমূহ গ্রহণ করিয়া আত্মাভিমুখী হয় তাহাই প্রার্থনা করা হইয়াছে। সংকল্প বিকল্পাত্মক মন যেন উপশান্ত হয়, সুমনা অর্থাৎ ভগবন্মুখী হয় 'গৌতম' অর্থাৎ আত্মজ্ঞানে উদ্ভাসিত হয় 'বীতমন্যু' অর্থাৎ সমস্ত দীনতা সমস্ত দুর্ব্বলতা হইতে বিমুক্ত হয় অর্থাৎ সাধকের সমগ্র প্রকৃতি সাধনার প্রথম স্তরে কেবল আত্মকাম হইয়া অবস্থান করে।

নচিকেতা কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া যমরাজ বলিলেন—

যথা পুরস্তাদ্ভবিতা প্রতীত
ঔদ্দালকিরারুণির্মৎ প্রসৃষ্টঃ।
সুখংরাত্রীঃ শয়িতা বীতমন্যু-
স্ত্বাং দদৃশিবান্ মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তম্ ॥১০॥

উদ্দালকিঃ আরুণিঃ (তোমার পিতা উদ্দালক পুত্র আরুণি) পুরস্তাৎ (আমার নিকট আসিবার পূর্ব্বে) যথা প্রতীত (তোমার প্রতি যেরূপ স্নেহ সম্পন্ন ছিলেন অর্থাৎ তোমাকে যেরূপ চিনিতে পারিতেন) মৎ প্রসৃষ্টঃ (আমার প্রেরণা বশতঃ মৎ কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া) মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তম্ (মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত) ত্বাং দদৃশিবান্ (তোমাকে দেখিয়া) বীতমন্যুঃ (ক্রোধ রহিত) ভবিতা (হইবেন) রাত্রীঃ সুখং শায়িতা (পরবর্ত্তি রাত্রি সমূহ সুখে নিদ্রা যাইবেন) ॥১০॥

তোমার পিতা উদ্দালক পুত্র আরুনি আমার নিকট আসিবার পূর্ব্বে তোমার প্রতি যেরূপ স্নেহশীল ছিলেন এবং চিনিতে পারিতেন আমা

কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত তোমাকে দর্শন করিয়া ক্রোধশূন্য হইবেন এবং তোমাকে চিনিতে পারিবেন। এবং পরবর্ত্তি রাত্রিসমূহে তিনি সুখে নিদ্রা যাইবেন ॥১০॥

বিবেক বৈরাগ্যবান্, সত্যসংকল্প, আত্মকাম সাধক একাগ্রচিত্তে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত আত্মস্বরূপ পরমেশ্বরের ধ্যান করিতে থাকিলে, তাঁহার নিম্নপ্রকৃতি ক্রমে ক্রমে বশীভূত হয়। তখন তাঁহার রাজসতামস প্রকৃতি তাঁহাকে পরমেশ্বর হইতে আকর্ষণ করিয়া পুনরায় সংসারে লিপ্ত করিতে পারে না। সাধক তখন তাঁহার সমগ্রটা দিয়া পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ কার লাভ রূপ মনুষ্য জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এই সময় চিত্তে বিরাট ভাবের উন্মেষ হয়। ঈশ্বরের পরাশক্তি প্রকাশোন্মুখী হয়, ধ্যানরূপ ঘর্ষণ দ্বারা অন্তঃ শরীরে চৈতন্যজ্যোতিঃরূপ অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। সাধক তখন সাধনার দ্বিতীয় স্তরে উপনীত হন। ঋষি সাধনার এই দ্বিতীয় স্তর সম্বন্ধে উপদেশ দিতে যাইয়া বলিতেছেন—

স্বর্গে লোকে ন ভয়ংকিঞ্চনাস্তি
ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্বা অশনায়া—পিপাসে
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥১১॥

স্বর্গে লোকে (স্বর্গ লোকে অথবা নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরে) কিঞ্চন ভয়ং (কোন রূপ ভয়) নাস্তি (বিদ্যমান নাই) ন তত্র ত্বং (তথায় তুমি নাই, অর্থাৎ স্বর্গলোকে মৃত্যুর প্রভাব নাই) ন জরয়া বিভেতি (স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইলে মনুষ্য জরা অর্থাৎ বার্দ্ধক্য অবস্থা হইতে ভীত হয় না কারণ স্বর্গলোক জরা মৃত্যুহীন) উভে অশনায়া পিপাসে তীর্ত্বা (ক্ষুধাতৃষ্ণা উভয়কেই অতিক্রম করিয়া) শোকাতীগঃ (শোক-

রহিত হইয়া) স্বর্গলোকে মোদতে (রাজস তামস ভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হইয়া শুদ্ধসত্ত্ব সাধক পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সালোক্য সাযুজ্য সামিপ্য সারূপ্য সার্ষ্টি প্রভৃতি আনন্দের বিভিন্ন বিকাশ অনুভব করিতে থাকেন) ॥১১॥

যম-রাজ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করিতে যাইয়া নচিকেত বলিলেন—স্বর্গলোকে অর্থাৎ নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরে কোনরূপ ভয় বিদ্যমান নাই, তথায় তুমি নাই অর্থাৎ তথায় মৃত্যুর প্রভাব নাই। স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইলে মনুষ্য জরা অর্থাৎ বার্দ্ধক্য অবস্থা হইতে ভীত হয় না কারণ স্বর্গলোক জরা-মৃত্যুহীন, তথায় শোক রহিত হইয়া রাজস তামস ভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হইয়া শুদ্ধসত্ত্ব সাধক পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সালোক্য, সাযুজ্য, সামীপ্য, স্বারূপ্য, সার্ষ্টি প্রভৃতি আনন্দের বিভিন্ন বিকাশ অনুভব করিতে থাকেন ॥১১॥

এক্ষণে এইরূপ গুণবিশিষ্ট স্বর্গপ্রাপ্তির সাধনভূত অগ্নিবিদ্যা যমের নিকট প্রার্থনা করিয়া নচিকেতা বলিলেন—

স ত্বম্ অগ্নিং স্বর্গ্যং অধ্যেষি মৃত্যো
প্রব্রূহি তং শ্রদ্দধানায় মহ্যম্।
স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তে
এতদ্ দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ ॥১২॥

মৃত্যো (হে যম) স ত্বং (স্বর্গের প্রাপ্তি সাধনভূত অগ্নি বিদ্যায় পারদর্শী আপনি) স্বর্গ্যং অগ্নিং (স্বর্গপ্রাপ্তির সাধনভূত অগ্নিবিদ্যা) অধ্যেষি (অবগত আছেন) তং শ্রদ্দধানায় মহ্যম্ (সেই অগ্নিবিদ্যা শ্রদ্ধাশীল আমাকে) প্রব্রূহি (প্রকৃষ্টরূপে উপদেশ প্রদান করুন) স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তে (এই অগ্নিবিদ্যা দ্বারা মনুষ্যগণ স্বর্গলোকে অমরত্ব লাভ

করেন) এতদ্ (এই অগ্নিবিদ্যা) দ্বিতীয়েন বরেণ বৃণে (দ্বিতীয় বরের দ্বারা প্রার্থনা করি) ॥১২॥

হে যম ! স্বর্গের প্রাপ্তি সাধনভূত অগ্নি বিদ্যায় পারদর্শী আপনি স্বর্গ প্রাপ্তির সাধনভূত অগ্নিবিদ্যা অবগত আছেন। সেই অগ্নিবিদ্যা সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল আমাকে প্রকৃষ্টরূপে উপদেশ প্রদান করুণ। এই অগ্নিবিদ্যা দ্বারা মনুষ্যগণ স্বর্গলোকে অমরত্ব লাভ করেন। এই অগ্নি-বিদ্যা দ্বিতীয় বরের দ্বারা প্রার্থনা করি।

বিবেক বৈরাগ্যবান সাধকের চিত্তনদী যখন কেবল চৈতন্যস্বরূপ আত্মাভিমুখে প্রবাহিত হইতে থাকে তখন সেই চিত্তে স্বর্গ-অগ্নি অর্থাৎ নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ স্বর্গপ্রাপ্তির সাধনভূত অগ্নি বা জ্যোতি প্রকাশ পাইয়া থাকে। অন্তঃশরীরে এই চৈতন্য জ্যোতি বা অগ্নি কেবল নির্বিশেষ পরমানন্দকে বিষয় করিয়া থাকে। এই অগ্নিকে অখণ্ডা একরসা চৈতন্যময়ী পরাশক্তি বা ব্রহ্মবিদ্যা নামে অভিহিত করা হয় ॥১২॥

নচিকেতা কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া যম বলিলেন —

প্র তে ব্রবীমি তদু মে নিবোধ
স্বর্গ্যমগ্নিং নচিকেতঃ প্রজানন্।
অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাং
বিদ্ধি ত্বমেতং নিহিতং গুহায়াম্ ॥১৩॥

নচিকেতঃ (হে নচিকেত) স্বর্গং অগ্নি প্রজানন্ (স্বর্গের সাধনভূত অগ্নিকে আমি বিশেষরূপে জানিয়া) তে প্রব্রবীমি (তোমাকে বিশেষরূপে বলিতেছি) তৎ উ (সেই অগ্নি বিদ্যা) মে নিবোধ (আমার নিকট হইতে একাগ্র চিত্ত হইয়া শ্রবণ কর) ত্বম্ (তুমি) এতং (নিরতিশয় আনন্দ প্রাপ্তির উপায়ভূত চৈতন্য জ্যোতি বা অগ্নিকে) অনন্তলোকাপ্তিং

(স্বর্গলোক প্রাপ্তির সাধন স্বরূপ) অথো প্রতিষ্ঠাং (এবং সর্ব্বলোকের আশ্রয় অগ্নিকে) গুহায়াম্ (নির্মল বুদ্ধিতে) নিহিতং (সতত বিরাজমান) বিদ্ধি (জানিবে) ॥১৩॥

হে নচিকেত ! স্বর্গের সাধনভূত অগ্নিকে আমি বিশেষরূপে জানিয়া তোমাকে বিশেষরূপে বলিতেছি। সেই অগ্নিবিদ্যা আমার নিকট হইতে একাগ্র চিত্তে শ্রবণ কর। তুমি নিরতিশয় আনন্দপ্রাপ্তির উপায়ভূত চৈতন্য জ্যোতি, স্বর্গলোক প্রাপ্তির সাধন স্বরূপ এবং স্বর্গলোকের আশ্রয় এই অগ্নিকে নির্মল বুদ্ধিতে সতত বিরাজমান জানিবে ॥১৩

ঋষি বলিতেছেন—

লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ
যা ইষ্টকা যাবতীর্ব্বা যথা বা ।
স চাপি তৎ প্রত্যবদদ্ যথোক্ত—
মথাস্য মৃত্যুঃ পুনরেবাহ তুষ্টঃ ॥৪১॥

তস্মৈ (নচিকেতাকে) তং (সেই) লোকাদিম্ (লোকসমূহের কারণভূত) অগ্নিম্ (চৈতন্যজ্যোতিবিজ্ঞান, অগ্নিবিদ্যা বিজ্ঞান) উবাচ (যম উপদেশ করিলেন)। যাঃ (যে লক্ষণবিশিষ্ট) যাবতীঃ (যতগুলি) ইষ্টকাঃ (ইটসমূহ) যথা বা (যে প্রকারে সাজাইয়া বেদীপ্রস্তুত করিতে হইবে) স চ অপি (সেই নচিকেতাও) যথোক্তং (মৃত্যু কর্ত্তৃক কথিত অগ্নি বিজ্ঞান) প্রত্যবদৎ (যথাযথভাবে অন্তঃশরীরে অনুভব করিয়া যমকে যথাবৎ বলিলেন) অথ (অনন্তর) অস্য (নচিকেতার যোগ্যতা দর্শনে) তুষ্টঃ (প্রসন্ন হইয়া) মৃত্যুঃ (যম) পুনরেব আহ (পুনরায় বলিলেন) ॥১৪॥

যম নচিকেতাকে লোকসমূহের কারণভূত সেই অগ্নিবিজ্ঞান উপদেশ

করিলেন। যে লক্ষণ সম্পন্ন, যতগুলি ইষ্টক দ্বারা যে প্রকারে সাজাইয়া বেদী নির্ম্মাণপূর্ব্বক অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে হইবে তাহাও উপদেশ করিলেন। নচিকেতাও যম কর্ত্তৃক উপদিষ্ট অগ্নিবিজ্ঞান স্বীয় অন্তঃশরীরে অনুভব করিয়া যথাযথভাবে যমকে বলিলেন। যম নচিকেতার যোগ্যতা দর্শনে প্রীত হইয়া পুনরায় বলিলেন ॥১৪॥

পূর্ব্বে যজ্ঞশালায় ৭২০ খানি ইষ্টক দ্বারা বেদী নির্ম্মাণ করিয়া সেই বেদীতে কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিতে হইত। এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য হইতেছে অন্তঃশরীরে চৈতন্যজ্যোতিঃ বা অগ্নি বা ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী পরাশক্তির উদ্বোধন। "যা ইষ্টকা যাবতীর্ব্বা যথা বা" কি প্রকার ইট, কতগুলি ইট এবং কি প্রকারে সেই ইট দ্বারা বেদী গঠন করিতে হইবে? ৩৬০ দিন ও ৩৬০ রাত্রি হইতেছে অন্তঃ-শরীরে চৈতন্যজ্যোতিঃ বা অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার জন্য ৭২০ খানি ইট। ধ্যানই হইতেছে এই ইটের লক্ষণ বা স্বরূপ এবং ওঙ্কারাদি মন্ত্রজপই হইতেছে অন্তঃশরীরে চৈতন্যজোতিঃরূপ অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার উপায়। বিবেক বৈরাগ্যবান আত্মকাম সাধক একাগ্র চিত্তে অহোরাত্র 'ওম্' এই ধ্বনিকে অবলম্বন করিয়া ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য সৎচিৎ সুখাত্মক পরমাত্মা পরমেশ্বরের অন্ততঃ এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত ধ্যান করিতে থাকিলে তাঁহার অন্তঃশরীরে অগ্নি বা চৈতন্যজ্যোতিঃ বা ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী পরাশক্তির অভিব্যক্তি হয়। এই অগ্নি একবার প্রজ্বলিত হইলে কখনও নির্ব্বাপিত হয় না। এই অগ্নি বা পরাশক্তি বা ব্রহ্মবিদ্যা সাধককে ক্রমে ক্রমে তাহার জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অনুরূপ বিরাট হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর পদে উন্নীত করিয়া দেয়। ঈশ্বরে অজ্ঞানের আবরণ নাই, কারণ ঈশ্বর হইতেছেন সর্ব্বদা পরাশক্তিযুক্ত এবং এই পরাশক্তি সর্ব্বদা নির্বিশেষ পরমানন্দকেই বিষয় করিতেছে। পরাশক্তি অখণ্ডা একরসা সচ্চিদানন্দময়ী বলিয়া সাধক অখণ্ড অভেদ জ্ঞান এবং পরমানন্দ অনুভব করিয়া শোক

মোহ ক্ষুধা পিপাসা জরা মৃত্যু প্রভৃতি মনের ধর্ম, প্রাণের ধর্ম স্থূলশরীরের ধর্ম হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হন। তাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধ সত্ত্ব হইয়া চৈতন্যময় চিত্ত বা 'অহং' দ্বারা পরমানন্দ আস্বাদ করিয়া কৃতকৃত্য হন। ব্রহ্মবিদ্যা-রূপিণী পরাশক্তি বা অগ্নি এইরূপে সাধককে বিরাট হিরণ্যগর্ভ পদ লাভ করিলে দেশ-কাল-কার্য্যকারণরূপ মৃত্যু বা অবিদ্যা বা অজ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হওয়া যায় না। ঐ অবস্থায় অনিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ হয় মাত্র। বিবেক বৈরাগ্যবান আত্মকাম সাধক অনিমালঘিমাদি ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হন না; তিনি বিরাট, হিরণ্যগর্ভপদ তুচ্ছ করিয়া নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ ঈশ্বর পদ লাভ করিয়া পরমানন্দ আস্বাদ করিয়া থাকেন। অগ্নি বা উমা বা ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী পরাশক্তি তখন "সোম"রূপ ধারণ পূর্ব্বক সাধককে পূর্ণকাম করিয়া উপাসনা বা যজ্ঞের শেষ ফল সমস্ত জগতের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় পরমানন্দস্বরূপ ঈশ্বরের অভয় পদ প্রাপ্ত করাইয়া দেন। যজ্ঞ বা উপাসনা "সোমযাগে" শেষ হইয়া যায়। "সোম" মানে "উদয়া সহ বর্ত্তমানঃ" অর্থাৎ কেবল অখণ্ডৈকরসা, সচ্চিদানন্দ-ময়ী পরাশক্তির সহিত প্রকাশমান শিব; শিব শক্তির মিলন। স্বর্গ বা আনন্দপ্রাপ্তির উপায়ভূত অগ্নি বা ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী পরাশক্তির প্রকাশই হইতেছে আত্মকাম সাধকের দ্বিতীয় বর লাভ।

তমব্রবীৎ প্রীয়মাণো মহাত্মা
বরং তবেহাদ্য দদামি ভূয়ঃ।
তবৈব নাম্না ভবিতায়মগ্নিঃ
শৃঙ্কাঞ্চেমামনেকরূপাং গৃহাণ ॥১৫॥

প্রীয়মাণঃ (নচিকেতার অলৌকিক প্রজ্ঞা দর্শনে প্রসন্নচিত্ত হইয়া) মহাত্মা (উদার চিত্ত মৃত্যু) তং (নচিকেতাকে) অব্রবীৎ (বলিলেন)

তব (তোমাকে) ইহ (আমার প্রীতির নিমিত্ত, কিংবা এই অগ্নি সম্বন্ধে) বরং (তিনটী বরের অতিরিক্ত আর একটী বর) ভূয়ঃ (পুনরায়) অদ্য (এক্ষণে) দদামি (প্রদান করিতেছি) তব এব নাম্না (তোমার নামের দ্বারা অভিহিত) অয়ং অগ্নিঃ (আমাকর্ত্তৃক উপদিষ্ট এই অগ্নি) ভবিতা (হইবে) ইমাং (এই) সৃঙ্কাম্ অনেকরূপাং (শব্দবতী এবং নীল পীত শ্বেত লোহিত বর্ণ বিশিষ্টা এই অগ্নিরূপ মালা) গৃহাণ (গ্রহণ কর) ॥১৫॥

নচিকেতার অলৌকিক প্রজ্ঞা দর্শনে প্রশন্ন চিত্ত হইয়া উদার মৃত্যু নচিকেতাকে বলিলেন, তোমাকে আমার প্রীতির নিমিত্ত তিনটী বরের অতিরিক্ত আর একটী বর পুনরায় এক্ষণে প্রদান করিতেছি। আমা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এই অগ্নি তোমার নামের দ্বারা অভিহিত হইবে। এই শব্দবতী এবং নীল পীত শ্বেত লোহিত বর্ণ বিশিষ্ট এই অগ্নিরূপ মালা গ্রহণ কর ॥১৫॥

বৈদিক অগ্নি জড় অগ্নি নয়, মুণ্ডক উপনিষদে ঋষি বলিতেছেন "অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়োহি শুভ্রো যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণ দোষাঃ।" সংযতচিত্ত বিশুদ্ধসত্ত্ব যতিগণ অন্তঃশরীরে শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় এই অগ্নি বা পরমেশ্বরকে দর্শন করেন। অগ্নি বেদের বহুস্থলে পরমেশ্বর বাচী। তন্ত্রশাস্ত্রে যাহাকে 'কোটিসূর্য্যসমপ্রভং চন্দ্রকোটিসুশীতলং' বলিয়া অভিহিত করা হয়, স্মৃতিশাস্ত্র এবং পুরাণে যিনি পরাশক্তি, পরাপ্রকৃতি, উমা, সীতা, রাধা প্রভৃতি নামে উপদিষ্ট হইয়া থাকেন; চণ্ডীতে যিনি মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী নামে পরিচিত, বেদে যিনি অদিতি, প্রাণ, বায়ু, বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা, পুষা, যম, ইন্দ্র, আদিত্য, প্রভৃতি নামে উপাসিত হইয়াছেন, সেই অখণ্ডা একরসা, নিত্যা, চৈতন্যরূপিণী, পরমানন্দরূপিণী পরাশক্তিই বেদে অগ্নি নামে অভিহিত। প্রাতঃসবণ, মাধ্যন্দিন সবন এবং সায়ংসবনে "অগ্নির্জ্যোতিঃ, জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহা, সূর্য্যঃ

জ্যোতিঃ, জ্যোতিঃসূর্য্যঃ স্বাহা, ইন্দ্রোজ্যোতিঃ জ্যোতিরিন্দ্রঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে ঋষি যে চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বরের নিকট হোম বা আত্ম নিবেদন করিতেন সেই চৈতন্যজ্যোতিঃ পরাশক্তি বা ব্রহ্মবিদ্যাই অগ্নি। যম এই অগ্নিকে "নাচিকেত অগ্নি' বলিয়াছেন। নচিকেত মানে অকামময়, নিষ্কাম আত্মকাম। সর্ব্ববিধ ঐহিক এবং পারলৌকিক কামনা হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত, বিবেক বৈরাগ্যবান আত্মকাম সাধকের বিশুদ্ধচিত্তে এই অগ্নির সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি হয়। এই অগ্নি কেবল পরমানন্দকে বিষয় করে বলিয়া ইহা সাধককে পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করাইয়া দেয়। এই অগ্নিকে শব্দবতী বলিয়াছেন। শুদ্ধচিত্তে চৈতন্য জ্যোতিঃরূপ অগ্নির অভিব্যক্তি হইলে ক্রমে ক্রমে আনন্দের অনুভূতি হইতে থাকে এবং ম্ এর ন্যায় ধ্বনি উত্থিত হয়। এই ধ্বনিকে অনাহত ধ্বনি বা কৃষ্ণের বংশীরব নামে অভিহিত করা হয়। এই ধ্বনিতে চিত্ত লীন হইয়া গেলে পরমানন্দের সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয়। অগ্নিই এই আনন্দময় ধ্বনি সাধক-চিত্তে জাগাইয়া দেন। এই জন্য অগ্নিকে শব্দবতী বলা হয়। অগ্নিকে 'মালা' বলা হইয়াছে। এই চৈতন্যজ্যোতি অন্তঃশরীরে অভিব্যক্ত হইলে সূক্ষ্ম শরীরস্থিত ৭টী পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়। এই সাতটী পদ্ম পরাশক্তির বিশেষ বিশেষ শক্তি কেন্দ্র, এই পদ্মগুলি প্রস্ফুটিত হইলে স্থূল সূক্ষ্ম চরাচর বিশ্বের শক্তি আয়ত্বে আসে। সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্ববিত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব, বিশ্বানন্দ সাধকে অভিব্যক্ত হয়। সূক্ষ্ম শরীরের উক্ত পদ্মগুলির অনুরূপ নাড়ীচক্র স্থূল শরীরে বিদ্যমান আছে। উক্ত পদ্মগুলি অগ্নি বা চৈতন্য-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া মালার ন্যায় দেখায়। ঐ পদ্মগুলির বর্ণ বিভিন্ন বলিয়া ঐ মালাও অনেকরূপা হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ অগ্নি বা চৈতন্যজ্যোতিঃ প্রধানতঃ রক্তবর্ণ, শ্বেতবর্ণ ও নীলবর্ণে প্রতিভাত হইয়া পরে শ্যামবর্ণে স্থিত হয়। রক্তবর্ণ অনুরাগের, শ্বেতবর্ণ পবিত্রতার এবং নীল, শ্যাম, সবুজ কৃষ্ণবর্ণ আনন্দের দ্যোতক। পীতবর্ণ জ্ঞানের

দ্যোতক। ধ্যান কালে উক্ত বর্ণ সমূহ সাধক স্পষ্ট দেখিতে পান। উক্ত বর্ণ সমূহ দর্শনে বুঝিতে হইবে যে সাধকের চিত্ত ঈশ্বরে অনুরক্ত, পবিত্র, জ্ঞানোৎকর্ষযুক্ত ও আনন্দময় হইতে চলিয়াছে।

এক্ষণে উক্ত চৈতন্যজ্যোতিঃ বা অগ্নির ধ্যানফল বলিতেছেন—

ত্রিণাচিকেত স্ত্রিভিরেত্য সন্ধিম্
ত্রিকর্মকৃৎ তরতি জন্মমৃত্যু।
ব্রহ্মজজ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা
নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥১৭॥

ত্রিভিঃ (তিনের দ্বারা কিংবা তিনের সহিত, ঋক্, যজু, ও সাম এই তিন মন্ত্রের দ্বারা, কিংবা বেদত্রয়ের সহিত, অথবা বেদ, স্মৃতি ও শিষ্টজনের সহিত, কিংবা মাতাপিতা ও আচার্য্যের সহিত, কিংবা প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আগম সহিত), সন্ধিঃ (শিষ্য শিক্ষক সম্বন্ধ, মিলন), এতৎ (প্রাপ্ত হইয়া), ত্রিণাচিকেতঃ (তিনবার যিনি নাচিকেত অগ্নি চয়ন অর্থাৎ প্রজ্বলিত করিয়া উপাসনা করিয়াছেন, কিংবা, যাঁহার অগ্নির লক্ষণ বিষয়ক পরোক্ষজ্ঞান, সেই অগ্নির অভেদে উপাসনা, এবং সেই অগ্নিকে আত্মরূপে সাক্ষাৎউপলব্ধি আছে তিনি ত্রিণাচিকেত), ত্রিকর্মকৃৎ (তিন প্রকার কর্মের অনুষ্ঠানকারী, কিংবা তিনবার কর্মকর্ত্তা, অথবা যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ণ এবং দানকারী), জন্মমৃত্যু (জন্ম মরণকে), তরতি (অতিক্রম করেন), ব্রহ্মজজ্ঞং (ব্রহ্মণঃ জায়তে যঃ স ব্রহ্মজঃ হিরণ্যগর্ভ হইতে জাত যে বিরাট্ পুরুষ এবং যিনি জ্ঞঃ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ, হিরণ্যগর্ভ হইতে জাত সর্ব্বজ্ঞ বিরাট্ পুরুষকে ; কিংবা ব্রহ্ম মানে বেদ, সেই বেদ জাত হইয়াছে যাঁহা হইতে অর্থাৎ বেদে যিনি অভিব্যক্ত, যিনি বেদ-প্রতিপাদ্য কিংবা বেদ হইতে উৎপন্ন বা বিহিত হইয়াছে যে কর্ম উপাসনা এবং জ্ঞান ;

সমস্তবেদ প্রতিপাদ্য সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিদ্ ঈশ্বরকে, বেদ হইতে উৎপন্ন সমুদয় কর্ম, উপাসনা এবং জ্ঞান যিনি অবগত আছেন তিনি ব্রহ্মজজ্ঞ, তাঁহাকে ; অথবা ব্রহ্ম মানে ঈশ্বর, ঈশ্বর হইতে জাত যে হিরণ্যগর্ভ সেই হিরণ্যগর্ভের জ্ঞঃ অর্থাৎ প্রকাশক যে ঈশ্বর সেই ঈশ্বরকে) ঈড্যম্ (উপাসনার বা স্তুতির যোগ্য) দেবং (স্বপ্রকাশ) বিদিত্বা (শাস্ত্র এবং আচার্য্যের নিকট হইতে পরোক্ষভাবে জানিয়া) নিচায্য (আত্মস্বরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া) ইমাম্ (অপরোক্ষভাবে স্বীয় অনুভবগম্যা) শান্তিং (পরমানন্দ) অত্যন্তং (নিরতিশয়রূপে, সম্পূর্ণরূপে), এতি (প্রাপ্ত হন) ॥১৬॥

যে ব্যক্তি ঋক্ যজুঃ সাম মন্ত্রের দ্বারা মাতা পিতা ও আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়ং এই তিন সময় নাচিকেত অগ্নি বা অন্তঃশরীরে চৈতন্যজ্যোতিঃর অভেদে উপাসনা করেন, এবং এই অভেদে উপাসনা দ্বারা অগ্ন্যাত্মকস্বরূপ বা চৈতন্যময় হইয়া প্রাতঃসবণ মাধ্যন্দিন সবণ এবং সায়ংসবণ এই তিনবার উপাসনা করেন সেই ত্রিকর্মকৃৎ জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন এবং বেদ প্রতিপাদ্য সর্ব্বজ্ঞ, সকলের উপাস্য স্বপ্রকাশ পরমেশ্বরকে পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ ভাবে আত্মরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া নিরতিশয় পরমানন্দ প্রাপ্ত হন ॥১৬॥

এক্ষণে অগ্নি বিদ্যার ফলের উপসংহার করিয়া বলিতেছেন—

ত্রিণাচিকেত স্ত্রয়মেতদ্বিদিত্বা
য এবং বিদ্বাংশ্চিনুতে নাচিকেতম্ ।
স মৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥১৭॥

যঃ (যে মুমুক্ষু) ত্রিণাচিকেতঃ (তিনবার নাচিকেত অগ্নিকে অভেদে উপাসনা করেন) এতৎ (এই) ত্রয়ং (তিনটি অর্থাৎ অগ্নির লক্ষণ যে চৈতন্যজ্যোতিঃ, আত্মরূপে অহোরাত্র একবৎসর পর্য্যন্ত অগ্নির ধ্যান এই তিন রহস্য। বিদিত্বা (জানিয়া) এবং (এইরূপে অর্থাৎ আত্মস্বরূপে) নাচিকেতম্ (নাচিকেত অগ্নিকে) চিনুতে (ধ্যান করেন), স পুরতঃ (তিনি দেহত্যাগের পূর্ব্বেই) মৃত্যুপাশান্ (অধর্ম, অজ্ঞান ভোগাসক্তি প্রভৃতি মৃত্যুর সমুদয় বন্ধন) প্রণোদ্য (ছিন্ন করিয়া, সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিয়া) শোকাতিগঃ (শোককে অতিক্রম করিয়া, শোকরহিত হইয়া) স্বর্গলোকে (নিরতিশয় আনন্দধামে), মোদতে (পরমানন্দ অনুভব করেন) ॥১৭॥

তিনবার নাচিকেত অগ্নির অভেদে উপাসনাকারী যে মুমুক্ষু অগ্নি বিষয়ক এই তিনটী রহস্য জানিয়া (অর্থাৎ 'যা ইষ্টকা, যাবতীর্বা যথা বা' ইষ্টকের লক্ষণ, যৎসংখ্যক ইষ্টক এবং ইষ্টক সাজাইবার প্রণালী, অন্তঃ-শরীরে চৈতন্যজ্যোতিঃই হইতেছে ইষ্টকের লক্ষণ, একবৎসর পর্য্যন্ত ৭২০ অহোরাত্র হইতেছে ইষ্টকের সংখ্যা এবং আত্মস্বরূপে চৈতন্য-জ্যোতির ধ্যান হইতেছে ইষ্টক সাজাইবার প্রণালী) আত্মস্বরূপে অন্তঃ-শরীরে চৈতন্যজ্যোতিঃরূপ নাচিকেত অগ্নিকে অহোরাত্র ধ্যান করেন, তিনি দেহত্যাগের পূর্ব্বেই অধর্ম, অজ্ঞান, ভোগাসক্তি প্রভৃতি মৃত্যুর বন্ধনসমূহ সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করিয়া শোকরহিত হইয়া নিরতিশয় আনন্দ-ধামে পরমানন্দ অনুভব করেন ॥১৭॥

এক্ষণে দ্বিতীয় বর প্রকরণ উপসংহার করিয়া যম নচিকেতাকে বলিলেন—

এষ তেঽগ্নির্নচিকেতঃ স্বর্গ্যো
যম বৃণীথা দ্বিতীয়েন বরেণ।

এতমগ্নিং তবৈব প্রবক্ষ্যন্তি জনাসঃ
তৃতীয়ং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব ॥১৮॥

নচিকেতঃ (হে নচিকেত) যম্ (যে অগ্নিবিদ্যা) দ্বিতীয়েন বরেণ (দ্বিতীয় বরে), অবৃণীথাঃ (তুমি প্রার্থনা করিয়াছিলে) এষ স্বর্গ্য অগ্নিঃ তে (এই সেই নিরতিশয় আনন্দপ্রাপ্তির সাধন ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী অগ্নিবিদ্যা তোমাকে প্রদান করিলাম) এতং অগ্নিং (এই অগ্নিকে) জনাসঃ (মনুষ্যগণ) তবৈব (তোমারই নামে অভিহিত করিয়া অর্থাৎ নাচিকেত অগ্নি), প্রবক্ষ্যন্তি (বলিবে), নচিকেতঃ (হে নচিকেত) তৃতীয় বরং (তৃতীয় বর), বৃণীষ্ব (প্রার্থনা কর) ॥১৮॥

হে নচিকেত, যে অগ্নিবিদ্যা দ্বিতীয় বরে তুমি প্রার্থনা করিয়াছিলে, এই সেই নিরতিশয় আনন্দপ্রাপ্তির সাধন ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী অগ্নিবিদ্যা তোমাকে প্রদান করিলাম। এই অগ্নিকে মনুষ্যগণ নাচিকেত অগ্নি নামে অভিহিত করিবে। এক্ষণে তৃতীয় বর প্রার্থনা কর ॥১৮॥

যমরাজ নচিকেতাকে তৃতীয় বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, নচিকেতা বলিলেন—

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহম্
বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ ॥১৯॥

মনুষ্যে (প্রাণিমাত্রে কিংবা "আমি" এই অভিমান), প্রেতে (মৃত্যু হইলে) কিংবা (সম্পূর্ণরূপে অবগত হইলে) যা ইয়ম্ (যে এই) বিচিকিৎসা (সংশয় আছে), একে (কেহ কেহ) অস্তি (পরলোকগামী

এই প্রাণী বিদ্যমান থাকে, কিংবা 'অহং' বা 'আমি' সম্পূর্ণরূপে অপগত হইলেও নিত্যবস্তু আত্মা বিদ্যমান থাকেন), একে (কেহ কেহ বলেন), অয়ম্ ন অস্তি ইতি (এই পরলোকগামী প্রাণী থাকে না, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়া যায় ; কিংবা 'অহং' অপগত হইলে কিছুই থাকে না), ত্বয়া (আপনাকর্ত্তৃক) অনুশিষ্টঃ (উপদিষ্ট হইয়া) অহম্ এতৎ বিদ্যাম্ (আমি এই পরলোকতত্ত্ব কিংবা আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ আমার বা 'অহং' এর স্বরূপ কি তাহাই জানিব), বরাণাম্ (বর সমূহের মধ্যে) এষঃ (এই) তৃতীয়ঃ বরঃ (তৃতীয় বর) ॥১৯॥

মনুষ্য বা প্রাণিমাত্র মৃত হইলে, যে এই সংশয় আছে যে কেহ কেহ বলেন পরলোকগামী এই প্রাণী বিদ্যমান থাকে আবার কেহ কেহ বলেন পরলোকগামী এই প্রাণী থাকে না, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়া যায়। আপনা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া আমি এই পরলোক তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি, ইহাই আমার তৃতীয় বর। কিংবা এই যে সংশয় আছে যে যতক্ষণ 'অহং' আছে ততক্ষন জীবন আছে, কিন্তু যখন 'আমি মনুষ্য,' 'আমি দেবতা,' 'আমি ইন্দ্র,' 'আমি ব্রহ্মা' 'আমি বিষ্ণু,' 'আমি রুদ্র' ইত্যাদিরূপ যে 'অহং' ভাব, সেই 'অহং' ভাব যখন সম্পূর্ণরূপে অপগত হইয়া যায়, তখন কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে 'অহং' চলিয়া গেলে নিত্য একটা সৎ বস্তু থাকিয়া যায়, আবার কেহ কেহ বলেন 'অহং' চলিয়া গেলে কিছুই থাকে না, অর্থাৎ 'অহং'এর পূর্ণত্ব বা পূর্ণ অহন্তা যে ঈশ্বরভাব সেই ঈশ্বরই হইতেছেন শেষ সত্য (Ultimate Reality) আবার কেহ কেহ বলেন পূর্ণ অহন্তা যে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিদ্ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর সেই ঈশ্বর ভাবও অনিত্য, এই পূর্ণ 'অহং' চলিয়া গেলে কিছুই থাকে না। আমি আপনা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া এই অহংতত্ত্ব বা আত্মার যথার্থ স্বরূপ জানিতে ইচ্ছা করি। ইহাই আমার তৃতীয় বর ॥১৯॥

ঈশ্বর পদ লাভ করিলে সাধকের চিত্তে জগৎ জগৎরূপে আর প্রতি-

ভাত হয় না। "আনন্দরূপং অমৃতং যৎ বিভাতি" সাধকের চিত্তে যাহা কিছু প্রতিভাত হয় তাহা শুধু আনন্দ ও অমৃতরূপ। সাধকের অবস্থা তখন "অন্তঃপূর্ণ বহিঃপূর্ণ পূর্ণকুম্ভ ইবার্ণবে"র মত হয়। একটী জলপূর্ণ সমুদ্রমধ্যস্থিত কলসীর যেমন অন্তর বাহির জলপূর্ণ থাকে এবং কলসীর পার্শ্বগুলি দিয়া কেবল শীতলতাই অনুভূত হয়, সেইরূপ সাধক ঈশ্বর পদ লাভ করিলে চৈতন্যময় 'অহং' দ্বারা কেবল সালোক্য, সাযুজ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি প্রভৃতি আনন্দের বিভিন্ন বিকাশ সমূহ উপলব্ধি করিতে থাকেন। পরাশক্তি যখন ঈশ্বরের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিত হন তখন তাঁহাকে শিবও বলা যাইতে পারে, শক্তিও বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই অভেদ অবস্থাতেও আনন্দ বিলাসের সম্ভাবনা থাকা হেতু ঐরূপ অদ্বৈত ভাব স্পন্দনযুক্ত। ঐ অবস্থায় সেইজন্য 'অহং' চিন্ময় হইলেও দ্বৈতভাব, ভেদভাব সম্পূর্ণ বিলয় প্রাপ্ত হয় না। সেই জন্য সাধকের মনে প্রশ্ন জাগে "এই অহং যদি বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে কিছু থাকে কি না।" সেই জন্য ঋষি বলিতেছেন—

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্ বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহম্
বরাণামেষঃ বরস্তৃতীয়ঃ ॥

প্রেতে—প্রকৃষ্টরূপে সম্পূর্ণরূপে যখন "অহং" চলিয়া যায়।

মনুষ্যে—আমি মনুষ্য, আমি ঋষি, মুনি, দেবতা, ভগবানের দাস সখা ইত্যাদি খণ্ডভাব পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধি যখন সম্পূর্ণরূপে বিলয়প্রাপ্ত তখন কেহ বলে

অস্তি—'অহং' ভাব চলিয়া গেলেও কিছু একটা সৎ বস্তু থাকে সেই সদ্বস্তু চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ এবং সমস্ত নিষেধের অবধি।

এই প্রাণী বিদ্যমান থাকে, কিংবা 'অহং' বা 'আমি' সম্পূর্ণরূপে অপগত হইলেও নিত্যবস্তু আত্মা বিদ্যমান থাকেন), একে (কেহ কেহ বলেন), অয়ম্ ন অস্তি ইতি (এই পরলোকগামী প্রাণী থাকে না, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়া যায় ; কিংবা 'অহং' অপগত হইলে কিছুই থাকে না), ত্বয়া (আপনাকর্ত্তৃক) অনুশিষ্টঃ (উপদিষ্ট হইয়া) অহম্ এতৎ বিদ্যাম্ (আমি এই পরলোকতত্ত্ব কিংবা আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ আমার বা 'অহং' এর স্বরূপ কি তাহাই জানিব), বরাণাম্ (বর সমূহের মধ্যে) এষঃ (এই) তৃতীয়ঃ বরঃ (তৃতীয় বর) ॥১৯॥

মনুষ্য বা প্রাণিমাত্র মৃত হইলে, যে এই সংশয় আছে যে কেহ কেহ বলেন পরলোকগামী এই প্রাণী বিদ্যমান থাকে আবার কেহ কেহ বলেন পরলোকগামী এই প্রাণী থাকে না, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়া যায়। আপনা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া আমি এই পরলোক তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি, ইহাই আমার তৃতীয় বর। কিংবা এই যে সংশয় আছে যে যতক্ষণ 'অহং' আছে ততক্ষন জীবন আছে, কিন্তু যখন 'আমি মনুষ্য,' 'আমি দেবতা,' 'আমি ইন্দ্র,' 'আমি ব্রহ্মা' 'আমি বিষ্ণু,' 'আমি রুদ্র' ইত্যাদিরূপ যে 'অহং' ভাব, সেই 'অহং' ভাব যখন সম্পূর্ণরূপে অপগত হইয়া যায়, তখন কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে 'অহং' চলিয়া গেলে নিত্য একটা সৎ বস্তু থাকিয়া যায়, আবার কেহ কেহ বলেন 'অহং' চলিয়া গেলে কিছুই থাকে না, অর্থাৎ 'অহং'এর পূর্ণত্ব বা পূর্ণ অহন্তা যে ঈশ্বরভাব সেই ঈশ্বরই হইতেছেন শেষ সত্য (Ultimate Reality) আবার কেহ কেহ বলেন পূর্ণ অহন্তা যে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিদ্ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর সেই ঈশ্বর ভাবও অনিত্য, এই পূর্ণ 'অহং' চলিয়া গেলে কিছুই থাকে না। আমি আপনা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া এই অহংতত্ত্ব বা আত্মার যথার্থ স্বরূপ জানিতে ইচ্ছা করি। ইহাই আমার তৃতীয় বর ॥১৯॥

ঈশ্বর পদ লাভ করিলে সাধকের চিত্তে জগৎ জগৎরূপে আর প্রতি-

ভাত হয় না। "আনন্দরূপং অমৃতং যৎ বিভাতি" সাধকের চিত্তে যাহা কিছু প্রতিভাত হয় তাহা শুধু আনন্দ ও অমৃতরূপ। সাধকের অবস্থা তখন "অন্তঃপূর্ণ বহিঃপূর্ণ পূর্ণকুম্ভ ইবার্ণবে"র মত হয়। একটী জলপূর্ণ সমুদ্রমধ্যস্থিত কলসীর যেমন অন্তর বাহির জলপূর্ণ থাকে এবং কলসীর পার্শ্বগুলি দিয়া কেবল শীতলতাই অনুভূত হয়, সেইরূপ সাধক ঈশ্বর পদ লাভ করিলে চৈতন্যময় 'অহং' দ্বারা কেবল সালোক্য, সাযুজ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি প্রভৃতি আনন্দের বিভিন্ন বিকাশ সমূহ উপলব্ধি করিতে থাকেন। পরাশক্তি যখন ঈশ্বরের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিত হন তখন তাঁহাকে শিবও বলা যাইতে পারে, শক্তিও বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই অভেদ অবস্থাতেও আনন্দ বিলাসের সম্ভাবনা থাকা হেতু ঐরূপ অদ্বৈত ভাব স্পন্দনযুক্ত। ঐ অবস্থায় সেইজন্য 'অহং' চিন্ময় হইলেও দ্বৈতভাব, ভেদভাব সম্পূর্ণ বিলয় প্রাপ্ত হয় না। সেই জন্য সাধকের মনে প্রশ্ন জাগে "এই অহং যদি বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে কিছু থাকে কি না।" সেই জন্য ঋষি বলিতেছেন—

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্ বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহম্
বরাণামেষঃ বরস্তৃতীয়ঃ ॥

প্রেতে—প্রকৃষ্টরূপে সম্পূর্ণরূপে যখন "অহং" চলিয়া যায়।

মনুষ্যে—আমি মনুষ্য, আমি ঋষি, মুনি, দেবতা, ভগবানের দাস সখা ইত্যাদি খণ্ডভাব পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধি যখন সম্পূর্ণরূপে বিলয়প্রাপ্ত তখন কেহ বলে

অস্তি—'অহং' ভাব চলিয়া গেলেও কিছু একটা সৎ বস্তু থাকে সেই সদ্বস্তু চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ এবং সমস্ত নিষেধের অবধি।

আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন 'অহং' ভাব বিলয় প্রাপ্ত হইলে কিছুই থাকে না, দীপ নির্ব্বানের ন্যায় সব শূন্য হইয়া যায়। ইহার প্রকৃত তত্ত্ব কি তাহাই আমি জানিতে ইচ্ছা করি। আমার প্রকৃত স্বরূপ কি, আত্মা বা 'আমি'র প্রকৃত তত্ত্ব কি তাহাই আমার জিজ্ঞাস্য; ইহাই আমার তৃতীয় বর। কিন্তু কেহ কেহ এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা অন্যরূপ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—"প্রাণিগণ মৃত হইলে কেহ বলেন স্থূল দেহ হইতে অতিরিক্ত আত্মা (আমি) পরলোকে অন্য দেহ ধারণ করে, কেহ বলেন মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমস্তই শেষ হইয়া যায়। মৃত্যুর পর আত্মা থাকে কিনা তাহাই আপনা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া আমি জানিতে ইচ্ছা করি। ইহাই আমার তৃতীয় বর।

'মৃত্যুর পর জীবাত্মা তাহার জ্ঞান ও কর্ম্মের সংস্কার অনুসারে পরলোকে অন্য দেহ ধারণ করে।' এই বিশ্বাসের উপর হিন্দুশাস্ত্র প্রতিষ্টিত। 'স্বর্গকামঃ অগ্নিহোত্রেণ যজেত' 'স্বর্গকাম ব্যক্তি অগ্নিহোত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বিধিবাক্য হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে বৈদিক যুগের আর্য্যগণ পরলোক বিশ্বাসী ছিলেন। সুতরাং নচিকেতা নিশ্চয়ই জানিতেন যে মৃত্যুর পর জীবাত্মা পরলোক গমন করিয়া অন্য দেহ ধারণপূর্ব্বক কর্ম্মফল ভোগ করে। নচিকেতা নিজেই বলিয়াছেন 'শস্যমিব মর্ত্ত্যঃ পচ্যতে শস্যমিবাজায়তে পুনঃ'। মরনশীল মনুষ্য শস্যের ন্যায় জীর্ণ হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয় এবং পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে। "আনন্দা নাম তে লোকাঃ তান্ স গচ্ছতি তা দদৎ" যে যজমান যজ্ঞে জরাজীর্ণ গাভীসমূহ দক্ষিণারূপে ঋত্বিকগণকে দান করেন তিনি মৃত্যুর পর নিরানন্দময় লোকে গমন করেন। নচিকেতা স্বয়ং সশরীরে মর্ত্তলোক পরিত্যাগ করিয়া যমলোকে আসিয়াছেন সুতরাং মৃত্যুর পর যে পরলোক আছে তাহা তিনি নিশ্চয়ই জানেন। অতএব মৃত্যুর পর জীবাত্মা থাকে কিংবা মৃত্যুর সাথেই সমস্ত শেষ হইয়া যায়

এরূপ সংশয় তাঁহার চিত্তে কখন উদিত হইতে পারে না। এই জন্য এই শ্লোকের আমরা যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি তাহাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। প্রকৃত আত্মতত্ত্ব 'অহং' এর যথার্থ স্বরূপ কি তাহাই তিনি তৃতীয় বরে যম রাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আত্মতত্ত্ব, আত্মজ্ঞানই দুর্বিজ্ঞেয়।

যম নচিকেতার আত্মজ্ঞানের যোগ্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন—

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা
নহি সুবিজ্ঞেয় অনুরেষ ধর্মঃ।
অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব
মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজৈনম্ ॥২০॥

নচিকেতঃ (হে নচিকেত !) দেবৈঃ অপি (শমদমাদি গুণসম্পন্ন দেব গণও) অত্র (এই আত্মতত্ত্ব বিষয়ে) পুরা (পূর্বে) বিচিকিৎসিতং (সংশয়যুক্ত ছিলেন) হি (যে হেতু) এষঃ ধর্ম্মঃ (নিখিল জগতের ধারক এই আত্মতত্ত্ব) অনুঃ (সূক্ষ্ম, দুর্বিজ্ঞেয়) অতঃ (এই হেতু) অন্যং বরং (আত্মজ্ঞানাতিরিক্ত অন্য বর) বৃণীষ্ব (প্রার্থনা কর) মা মা উপরোৎসীঃ (আত্মজ্ঞানরূপ বর দানে আমাকে উপরোধ করিও না) এনং (আত্ম-জ্ঞানরূপ এই বর) মা (আমার প্রতি) অতি সৃজ (পরিত্যাগ কর)॥২০॥

হে নচিকেত ! শমদমাদি গুণসম্পন্ন দেবগণও এই আত্মতত্ত্ব বিষয়ে পূর্বে সংশয়যুক্ত ছিলেন। যেহেতু নিখিল জগতের ধারক এই আত্মতত্ত্ব সূক্ষ্ম দুর্বিজ্ঞেয় সেই হেতু আত্মজ্ঞানাতিরিক্ত অন্য বর প্রার্থনা কর। আত্মজ্ঞানরূপ বর দানে আমাকে উপরোধ করিও না। আত্মজ্ঞানরূপ এই বর আমার অনুরোধে পরিত্যাগ কর ॥২০॥

দেশ কাল কার্য্য কারণের অতীত জন্ম মৃত্যু রহিত সাধক, ঈশ্বরের

সহিত সালোক্য, সাযুজ্য, স্বারূপ্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি প্রাপ্ত হইয়াও, অতৃপ্ত হইয়াও প্রকৃত আত্মতত্ত্ব জানিতে আগ্রহান্বিত হইলে পরমানন্দের বিভিন্ন রসাস্বাদ সাধকের অন্তরায় হইয়া পড়ে। সাধক ভাবিতে থাকে এই রসাস্বাদই পরম সত্য ; উহা হইতে উৎকৃষ্টতর আর কিছুই নাই ; আর যদিই বা কিছু থাকে তাহা কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই জানা যায় না। কিন্তু বিবেক বৈরাগ্যবান্ আত্মকাম সাধকের এই ভাবও সাময়িক ; তিনি ভাগবৎ জীবনের আনন্দকেও তুচ্ছ করিয়া প্রকৃত আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে দৃঢ় সংকল্প হন।

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল,
ত্বঞ্চ মৃত্যো যন্ন সুজ্ঞেয়মাত্থ।
বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যো-
নান্যো বরস্তুল্য এতস্য কশ্চিৎ ॥২১॥

অত্র (এই আত্মতত্ত্ব বিষয়ে) দেবৈঃ অপি (দেবগণেরও) বিচিকিৎসিতং (সংশয় আছে) কিল (আপনার নিকট হইতে ইহা আমি শ্রবণ করিলাম) মৃত্যো (হে যম) ত্বংচ (আপনিও) যৎ (যে আত্মতত্ত্ব) ন সুবিজ্ঞেয়ং (অনায়াসে অবগত হওয়া যায় না) আত্থ (বলিয়াছেন) অস্য বক্তাঃ (এই আত্মতত্ত্বের উপদেষ্টা) ত্বাদৃগ্ (আপনার ন্যায়) অন্যঃ ন লভ্যঃ (অপর কাহাকেও পাইব না) এতস্য তুল্য (এই আত্মতত্ত্ব সদৃশ) অন্যঃ কশ্চিৎ বরঃ ন অস্তি (অন্য কোন প্রার্থনীয় বস্তু নাই কারণ আত্মতত্ত্বের অতিরিক্ত সকলই অনিত্য। সেই হেতু আমি ঐ আত্মতত্ত্বরূপ বরই আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি) ॥২১॥

এই আত্মতত্ত্ব বিষয়ে দেবগণেরও সংশয় আছে আপনার নিকট হইতে ইহা আমি শ্রবণ করিলাম। হে যম! আপনি যে আত্মতত্ত্ব

অনায়াসে অবগত হওয়া যায় না বলিতেছেন সেই আত্মতত্ত্বের উপদেষ্টা আপনার ন্যায় অপর কাহাকেও পাইব না। এই আত্মতত্ত্ব সদৃশ অন্য কোন প্রার্থনীয় বস্তু নাই, কারণ আত্মতত্ত্বের অতিরিক্ত সকল অনিত্য; সেই হেতু আমিও ঐ আত্মতত্ত্বরূপ বরই আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি ॥২১॥

নচিকেতা যমকে এইরূপ বলিলে যম নচিকেতার বৈরাগ্য পরীক্ষার জন্য নানাবিধ বর দ্বারা তাঁহাকে প্রলোভিত করিয়া বলিতে লাগিলেন—

শতায়ুষঃ পুত্র পৌত্রান্ বৃণীষ্ব
বহূন্ পশূন্ হস্তি-হিরণ্যমশ্বান্।
ভূমের্ম্মহদায়তনং বৃণীষ্ব
স্বয়ঞ্চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি ॥২২॥

শতায়ুষঃ পুত্র পৌত্রান্ (শতবর্ষজীবি পুত্র পৌত্রগণকে) বৃণীষ্ব (প্রার্থনা কর) বহূন পশূন্ (গো প্রভৃতি বহু পশুগণকে) হস্তি হিরণ্যম্ (হস্তি এবং সুবর্ণ) অশ্বান্ (অশ্বগণকে) ভূমেঃ মহদায়তনং (পৃথিবীর বিস্তৃত সাম্রাজ্য) বৃণীষ্ব (প্রার্থনা কর) স্বয়ঞ্চ (এবং নিজে) যাবৎ শরদঃ (যত বর্ষ) ইচ্ছসি (জীবিত থাকিতে ইচ্ছা কর তত বর্ষ পর্য্যন্ত) জীব (জীবিত থাক) ॥২২॥

শতবর্ষজীবি পুত্র পৌত্রগণ, বহু গো প্রভৃতি পশু, হস্তী, সুবর্ণ, অশ্বসমূহ এবং পৃথিবীর বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রার্থনা কর। নিজেও যত বর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে ইচ্ছা কর তত বর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাক ॥২২॥

এতত্তুল্যং যদি মনস্যে বরং
বৃণীষ্ব বিত্তং চিরজীবিকাঞ্চ।

মহা ভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি
কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি ॥২৩॥

হে নচিকেতঃ (হে নচিকেত) যদি এতত্তুল্যং (যদি এই আত্মতত্ত্ব সদৃশ অপর কোন) বরং মন্যসে (বর প্রার্থনীয় মনে কর) বৃণীষ্ব (তাহা হইলেও তাহা প্রার্থনা কর) বিত্তং (ধন) চিরজীবিকাঞ্চ (দীর্ঘ জীবন ও জীবন ধারণের উপযুক্ত বিত্তও প্রার্থনা কর) মহাভূমৌ (বিস্তৃত সাম্রাজ্য) ত্বম্ এধি (তুমি সম্রাট হও) ত্বা (তোমাকে) কামানাং (লৌকিক ও স্বর্গীয় কাম্য পদার্থসমূহের) কামভাজং (ভোগভাগী) করোমি (আমি করিতেছি) ॥ ২৩ ॥

হে নচিকেত ! যদি এই আত্মতত্ত্ব সদৃশ অপর কোন বর প্রার্থনীয় মনে কর, তাহা হইলে তাহা প্রার্থনা কর। ধন, দীর্ঘজীবন ও জীবন ধারণের উপযুক্ত বিত্তও প্রার্থনা কর। বিস্তৃত সাম্রাজ্যে তুমি সম্রাট হও। তোমাকে লৌকিক ও স্বর্গীয় কাম্য পদার্থ সমূহের ভোগভাগী আমি করিতেছি ॥২৩॥

যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্ত্যলোকে
সর্ব্বান্ কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব।
ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্য্যা
ন হীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ।
আভির্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব
নচিকেতো মরণং মানু প্রাক্ষীঃ ॥২৪॥

মর্ত্তলোকে (পৃথিবীতে) যে যে কামা দুর্লভা (যে যে কাম্য পদার্থ

দুর্লভ) সর্ব্বান্ কামান্ (সেই সব ভোগ্য বস্তু) ছন্দতঃ (ইচ্ছানুসারে) প্রার্থয়স্ব (প্রার্থনা কর) ইমা সরথাঃ সতূর্য্যা রামাঃ (এই রথস্থ এবং নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র সমন্বিত অপ্সরাগণ যাহারা তোমার সম্মুখে অবস্থান করিতেছে) ঈদৃশাঃ (এইরূপ দিব্য স্ত্রীগণ) মনুষ্যৈঃ ন হি লম্ভনীয়াঃ (মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক নিশ্চয়ই প্রাপ্য নহে) নচিকেতঃ (হে নচিকেত) মৎপ্রত্তাভিঃ (আমা কর্ত্তৃক প্রদত্ত) আভিঃ (এই দিব্য স্ত্রীগণের দ্বারা) পরিচারয়স্ব (তোমার পরিচর্য্যা করাও) মরনং (মরণ বিষয়ক প্রশ্ন) মা অনুপ্রাক্ষীঃ (জিজ্ঞাসা করিও না) ॥২৪॥

পৃথিবীতে যে যে কাম্য পদার্থ দুর্লভ সেই সব ভোগ্য বস্তু ইচ্ছানুসারে প্রার্থনা কর। এই রথস্থ এবং নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র সমন্বিত অপ্সরাগণ যাহারা তোমার সম্মুখে অবস্থান করিতেছে এইরূপ দিব্য স্ত্রীগণ মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক নিশ্চয়ই প্রাপ্য নহে। হে নচিকেত! আমা কর্ত্তৃক প্রদত্ত এই দিব্য স্ত্রীগণের দ্বারা তোমার পরিচর্য্যা করাও। মরণবিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও না ॥২৪॥

যম কর্ত্তৃক প্রলোভিত হইয়াও নচিকেতা বিচলিত না হইয়া বলিলেন—

শ্বোভাবা মর্ত্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্ব্বং জীবিতমল্পমেব
তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে ॥২৫॥

অন্তক (হে মৃত্যো,) শ্বোভাবাঃ (শ্বঃ, আগামীকল্য, ভাবঃ, সত্তা যেষাং, যাহাদের, তাহারা শ্বোভাবাঃ অর্থাৎ ক্ষণভঙ্গুর, নশ্বর, তাৎপর্য্য এই যে নচিকেতা যমকে বলিলেন "আপনি যে পুত্রপৌত্র, বিশাল সাম্রাজ্য এবং অপ্‌সরা প্রভৃতি দিব্যাঙ্গনাগণ আমাকে প্রদান করিতে

উদ্যত হইয়াছেন উহারা অতিশয় নশ্বর, উহারা আগামী কল্য থাকিবে কিনা সন্দেহ), মর্ত্ত্যস্য (মরণশীল মনুষ্যের) সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং (সমস্ত ইন্দ্রিয়ের) যৎ এতৎ (যে এই) তেজঃ (তেজ, বল, ধর্ম, যশ প্রভৃতি), জরয়ন্তি (ক্ষয় করে, অপহরণ করে) সর্ব্বং অপি জীবিতং (সমস্ত জীবনই, সব আয়ুই) অল্পং এব (নিতান্ত অল্প ক্ষণস্থায়ী) বাহাঃ (অশ্ব, রথ প্রভৃতি বাহনগুলি) তব এব (আপনারই থাকুক) নৃত্যগীতে তব (এবং নৃত্যগীতও আপমারই থাকুক) ॥২৫॥

নচিকেতা যমকে বলিলেন, হে মৃত্যো, আপনি যে পুত্র, পৌত্র, বিশাল সাম্রাজ্য এবং অপ্সরা প্রভৃতি দিব্যাঙ্গণাগণ আমাকে প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন উহারা অতিশয় নশ্বর, উহারা আগামীকল্য থাকিবে কিনা সন্দেহ। আরও ঐ সমুদায় ভোগ্য পদার্থ মরণশীল মনুষ্যের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তেজ, বল, ধর্ম্ম, যশ প্রভৃতি ক্ষয় করে। সমস্ত জীবনই অল্প, ক্ষণস্থায়ী। অতএব অশ্ব রথাদি বাহনগুলি অপ্সরাদি নৃত্যগীত আপনারই থাকুক। ঐসব বিষয়ে আমার কোন প্রয়োজন নাই ॥২৫॥

ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো
লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেত্ত্বা।
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং
বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব ॥২৬॥

বিত্তেন (ধন দ্বারা) মনুষ্যঃ ন তর্পণীয়ঃ (মনুষ্য তৃপ্তি লাভের যোগ্য নহে) চেৎ (যেহেতু) ত্বা (আপনাকে) অদ্রাক্ষ্ম (দর্শন করিয়াছি) বিত্তম্ (ধন) লপ্স্যামহে (প্রাপ্ত হইব) যাবৎ (যতদিন পর্য্যন্ত) ত্বং (আপনি) ঈশিষ্যসি (যাম্যপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রাণিগণকে শাসন করিবেন ততদিন পর্য্যন্ত) জীবিষ্যামঃ (আমরা জীবিত থাকিব) বরস্তু

মে সঃ এব বরণীয়ঃ (অতএব সেই আত্মতত্ত্ব জ্ঞানই আমার প্রার্থনীয়) ॥২৬॥

ধনদ্বারা মনুষ্য তৃপ্তি লাভের যোগ্য নহে। যেহেতু আপনাকে দর্শন করিয়াছি সেইহেতু ধন প্রাপ্ত হইব। যতদিন পর্য্যন্ত আপনি যাম্যপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রাণিগণকে শাসন করিবেন ততদিন পর্য্যন্ত আমরা জীবিত থাকিব। অতএব সেই আত্মতত্ত্ব জ্ঞানই আমার প্রার্থনীয় ॥২৬॥

অজীর্য্যতামমৃতানামুপেত্য
জীর্য্যন্মর্ত্ত্যঃ ক্বধঃস্থঃ প্রজানন্।
অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতি প্রমোদা-
নতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত ॥২৭॥

জীর্য্যন্ (জরার বশীভূত) ক্বধঃস্থঃ (পৃথিবীস্থ) মর্ত্ত্যঃ (মরণশীল মনুষ্য) অজীর্য্যতাং (জরা রহিত) অমৃতানাম্ (মৃত্যু রহিত দেবতাগণের) উপেত্য (সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়া) প্রজানন্ (দেবতাদিগের নিকট হইতে উৎকৃষ্টতর ফলপ্রাপ্তি সম্ভব জানিয়া এবং) বর্ণরতি প্রমোদান্ (দিব্য স্ত্রীদিগের সৌন্দর্য্য এবং তাহাদের সহিত ক্রীড়া জনিত সুখবিশেষ অনিত্য ও দুঃখপ্রদ ইহা) অভিধ্যায়ন্ (সম্যকরূপে অবগত হইয়া) অতিদীর্ঘে জীবিতে (অতিশয় দীর্ঘ জীবনে) কঃ রমেত (কোন্ ব্যক্তি আসক্ত হইয়া থাকে)? ॥২৭॥

পৃথিবীস্থ জরা মরণশীল মনুষ্য জরা মরণ রহিত দেবতাগণের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্তি সম্ভব জানিয়া এবং দিব্য স্ত্রীদিগের সৌন্দর্য্য এবং তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া জনিত সুখ বিশেষ অনিত্য ও দুঃখপ্রদ ইহা সম্যকরূপে অবগত হইয়া অতিশয় দীর্ঘ জীবনে কোন্ ব্যক্তি আসক্ত হইয়া থাকে? ॥২৭॥

যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো
যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ।
যোঽয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো
নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে ॥২৮॥

মৃত্যো (হে মৃত্যো) যস্মিন্ (যে) মহতি সাম্পরায়ে (মহৎ প্রয়োজন বা অভিষ্ট প্রাপ্তির উপায়ভূত আত্মতত্ত্ব বিষয়ে) যৎ (যেহেতু মনুষ্যগণ) ইদং (আত্মা আছে, আত্মা নাই এই প্রকার) বিচিকিৎসন্তি (সন্দেহ করিয়া থাকেন) তৎ (সেই আত্মতত্ত্ব) নঃ (আমাদিগকে) ব্রূহি (উপদেশ করুন) যোঽয়ং বরঃ (আত্মতত্ত্ব স্বরূপ যে এই বর) গূঢ়ং (প্রচ্ছন্ন বা অবাঙ্ মনসোগোচর) অনুপ্রবিষ্টঃ (এবং সর্ব্বত্র অনুস্যূত রহিয়াছে) তস্মাৎ (সেই আত্মতত্ত্বরূপ বর ব্যতীত) অন্যং (অপর বর) নচিকেতা ন বৃণীতে (নচিকেতা প্রার্থনা করে না) ॥২৮॥

হে মৃত্যো ! যেহেতু যে মহৎ প্রয়োজন বা অভিষ্ট প্রাপ্তির উপায়ভূত আত্মতত্ত্ব বিষয়ে মনুষ্যগণ 'আত্মা আছে' 'আত্মা নাই' এই প্রকার সন্দেহ করিয়া থাকে সেই হেতু সেই আত্মতত্ত্ব আমাদিগকে উপদেশ করুন। আত্মতত্ত্বরূপ যে এই বর প্রচ্ছন্ন বা অবাঙ্ মনসোগোচর, এবং যাহা সর্ব্বত্র অনুস্যূত রহিয়াছে সেই আত্মতত্ত্বরূপ বর ব্যতীত অপর বর নচিকেতা প্রার্থনা করে না ॥২৮॥

দ্বিতীয়া বল্লী

প্রথম বল্লী সমাপ্ত হইল। কঠমুনি এই প্রথমবল্লীতে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়, অধিকারী, প্রয়োজন এবং সম্বন্ধরূপ অনুবন্ধচতুষ্টয়, প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথমেই অধিকারী নির্ণীত হইয়াছে। বিবেক, বৈরাগ্য, তিতিক্ষা, আত্মেন্দ্রিয়সংযম এবং মুমুক্ষুত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিই পরমেশ্বরের

সাক্ষাৎকারের যোগ্য ব্যক্তি। স্বর্গ বা নিরতিশয় পরমানন্দ প্রাপ্তিই হইতেছে প্রতিপাদ্য বিষয়। অগ্নিবিদ্যা বা অন্তঃশরীরে চৈতন্যজ্যোতিঃ বা কুণ্ডলিনী পরাশক্তির উদ্বোধনই হইতেছে পরমানন্দ প্রাপ্তির সাধন। অন্তঃশরীরে কোটিসূর্য্যসদৃশ ভাস্বর এবং চন্দ্রকোটি সুশীতল এই অগ্নি বা চৈতন্যজ্যোতিঃ উদ্বোধিত হইয়া সাধককে ক্রমে ক্রমে বিরাট, হিরণ্য-গর্ভ এবং ঈশ্বরপদে উন্নীত করিয়া দেয়। ঈশ্বরপদলাভ করিয়া সাধক দেশ কাল কার্য্যকারণ, জন্ম মৃত্যু, শোকমোহ সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। এই ঈশ্বর পদ হইতেছে 'অহং' এর পূর্ণত্ব বা পূর্ণাহন্তা। সাধক তখন নিজেকে সর্বভূতে এবং সর্বভূত নিজেতে অনুভব করিতে থাকেন। কিন্তু অনুভূতির এই অবস্থাও সবিশেষ অবস্থা। এই অবস্থায় ঈশ্বরের অনুগ্রহে নির্বিশেষ আত্মতত্ত্বের অনুভূতি হয় তখন সাধক স্বরূপে স্থিতিলাভ করেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আত্মজ্ঞান উদিত হয়। সা ক তখন আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় আত্মস্বরূপ অনুভব করিতে থাকেন। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এই আত্মজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে। অনাত্মবস্তু ও অনাত্মবস্তুর জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া আত্মতত্ত্ব প্রদর্শন করিতে যাইয়া যম বলিতেছেন—

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়-
স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি
হীয়তে অর্থাৎ য উ প্রেয়ো বৃণীতে ॥২৯॥

মোক্ষ এবং অভ্যুদয়ের সাধন বিদ্যা ও অবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া যম বলিতেছেন—

শ্রেয়ঃ (মোক্ষ প্রাপ্তির কারণ ব্রহ্মবিদ্যা), অন্যৎ এব (নিশ্চয়ই

অবিদ্যা হইতে পৃথক), প্রেয়ঃ (অভ্যুদয় প্রাপ্তির সাধন অবিদ্যা বা অপরা বিদ্যা) অন্যৎ উত (নিশ্চয়ই ব্রহ্মবিদ্যা হইতে পৃথক)। তে উভে (নিঃশ্রেয়সের সাধনভূতা ব্রহ্ম বিদ্যা এবং অভ্যুদয়ের সাধনভূতা অবিদ্যা উভয়েই) নানার্থে (পৃথক পৃথক ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে), পুরুষং (প্রাণিগণকে, মনুষ্যকে) সিনীতঃ (আবদ্ধ করে) তয়োঃ (নিঃশ্রেয়সের সাধন ব্রহ্মবিদ্যা এবং অভ্যুদয়ের সাধন অপরা বিদ্যা অর্থাৎ শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ের মধ্যে) শ্রেয়ঃ (ব্রহ্মবিদ্যা) আদদানস্য (গ্রহণকারী) সাধু ভবতি (উৎকৃষ্ট মোক্ষরূপ ফল প্রাপ্তি হয়) য উ (কিন্তু যে অবিবেকী) প্রেয়ঃ (ভোগ সাধন অপরা বিদ্যাকে) বৃণীতে (গ্রহণ করে সেই ব্যক্তি) অর্থাৎ (মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য যে আত্মতত্ত্বজ্ঞানরূপ মোক্ষ সেই মোক্ষ হইতে) হীয়তে (ভ্রষ্ট হইয়া থাকে) ॥২৯॥

ব্রহ্ম প্রাপ্তির কারণ ব্রহ্মবিদ্যা নিশ্চয়ই অবিদ্যা হইতে পৃথক এবং অভ্যুদয় প্রাপ্তির সাধন অবিদ্যা বা অপরা বিদ্যা নিশ্চয়ই ব্রহ্মবিদ্যা হইতে পৃথক। নিঃশ্রেয়সের সাধনভূতা ব্রহ্মবিদ্যা এবং অভ্যুদয়ের সাধনভূতা অবিদ্যা উভয়েই পৃথক পৃথক ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে মনুষ্যকে আবদ্ধ করে, নিঃশ্রেয়সের সাধন ব্রহ্মবিদ্যা এবং অভ্যুদয়ের সাধন অপরা বিদ্যা বা অবিদ্যা অর্থাৎ শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণকারীর উৎকৃষ্ট মোক্ষরূপ ফল প্রাপ্তি হয় কিন্তু যে অবিবেকী ভোগ সাধন অপরা বিদ্যাকে গ্রহণ করে সেই ব্যক্তি মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য যে আত্মজ্ঞানরূপ মোক্ষ সেই মোক্ষ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে ॥২৯॥

বিদ্যা যখন মনুষ্যকে স্বাতন্ত্র্য বা মোক্ষপ্রাপ্তিরূপ উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে এবং অবিদ্যা মনুষ্যকে কেবল ভোগ ঐশ্বর্য্যরূপ নিকৃষ্ট ফল প্রদান করিয়া জন্মমৃত্যুর অধীন করিয়া ফেলে, তখন মনুষ্য ইহা জানিয়াও কেন শ্রেয়ঃ মার্গ পরিত্যাগ করিয়া প্রায়ই প্রেমের পথে, ভোগের পথে ধাবিত হয় ? এই শঙ্কার নিরসন করিতে যাইয়া যম বলিলেন—

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে,
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে ॥৩০॥

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ (বিদ্যা ও অবিদ্যা) মনুষ্যম্ এতঃ (মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ মনুষ্যের সম্মুখে যেন মিলিত হইয়া উপস্থিত হয়) ধীরঃ (উত্তম অধিকারী বিবেকী পুরুষ) তৌ (সেই শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ উভয়কেই) সম্পরীত্য (সম্যকরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া অর্থাৎ বিদ্যা ও অবিদ্যার স্বরূপ এবং ফল সম্যকরূপে মনে মনে আলোচনা করিয়া) বিবিনক্তি (বিদ্যা ও অবিদ্যাকে পরস্পর হইতে পৃথক করেন অর্থাৎ বিদ্যা সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া মনুষ্যকে মোক্ষ প্রদান করে এবং অবিদ্যা মনুষ্যকে ভোগাসক্ত করিয়া আবদ্ধ করিয়া ফেলে এইরূপ স্থির নিশ্চয় করেন), ধীরঃ (বিবেকী পুরুষ) প্রেয়সঃ (ভোগৈশ্বর্য্যপ্রদ প্রেয় হইতে) শ্রেয়ঃ (মোক্ষপ্রদা ব্রহ্ম বিদ্যাকে) অভিবৃণীতে (সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন) মন্দঃ (অবিবেকী মূঢ় ব্যক্তি) যোগক্ষেমাৎ (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ করিবার ইচ্ছা হেতু) প্রেয়ঃ (ভোগৈশ্বর্য্যের সাধনভূত প্রেয়কে) বৃণীতে (গ্রহণ করেন) ॥৩০॥

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ উভয়ই যেন মিলিত হইয়া মনুষ্যের সম্মুখে উপস্থিত হয়। উত্তম অধিকারী বিবেকী পুরুষ সেই শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ উভয়কে সম্যকরূপে পর্য্যালোচনা অর্থাৎ বিদ্যা ও অবিদ্যার স্বরূপ এবং ফল মনে মনে আলোচনা করিয়া বিদ্যা এবং অবিদ্যাকে পরস্পর হইতে পৃথক করেন অর্থাৎ বিদ্যা সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া মনুষ্যকে মোক্ষপ্রদান করে এবং অবিদ্যা মনুষ্যকে ভোগাসক্ত করিয়া

সংসারে আবদ্ধ করিয়া ফেলে এইরূপ স্থির নিশ্চয় করেন। বিবেকী-পুরুষ ভোগৈশ্বর্য্যপ্রদ প্রেয়ঃ হইতে শ্রেষ্ঠ মোক্ষপ্রদা ব্রহ্মবিদ্যাকে কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করেন। অবিবেকী মূঢ়ব্যক্তিই অপ্রাপ্তবস্তুর প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ করিবার নিমিত্ত ভোগৈশ্বর্য্যের সাধন ভূত প্রেয়কে গ্রহণ করে ॥৩০॥

ঈশ্বর পদে উন্নীত হইলে সাধক ঈশ্বরের পরাপ্রকৃতি ও অপরা প্রকৃতির কার্য্য স্পষ্টরূপে দেখিতে পান। পরাপ্রকৃতি বা অগ্নি বা ব্রহ্মবিদ্যা বা অদিতি হইতেছে ঈশ্বরের স্বরূপশক্তি। এই শক্তি অখণ্ডা, একরসা, চৈতন্যস্বরূপিনী, নিত্যা। এই শক্তি বিশিষ্ট হইয়া ঈশ্বর সর্ব্বদা স্বরূপানন্দ বা নির্বিশেষতত্ত্ব অনুভব করেন এইজন্য তাঁহার স্বরূপে আবরণ থাকে না। কিন্তু শক্তি যাহাতে থাকে তাহাতে স্পন্দন তুলিয়া শক্তিমান্‌কে বিকৃত করিয়া ফেলিতে চাহে। পরাপ্রকৃতি ও ঈশ্বর একই বস্তু কারণ শক্তিকে শক্তিমান হইতে পৃথক করা যায় না। পরাশক্তি কেবল সচ্চিদানন্দময়ী বলিয়া এবং উহা কেবল নির্বিশেষ তত্ত্বকে বিষয় করে বলিয়া, ঐ পরাশক্তি ঈশ্বরে স্পন্দন তুলিলেও ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞানের কখনও বিপরিলোপ হয় না, তিনি সর্বদা পরমানন্দ রূপে বিরাজমান থাকেন। কিন্তু পরাশক্তি তাঁহাতে স্পন্দন উত্থিত করে। পরাশক্তি অখণ্ডা সচ্চিদানন্দময়ী বলিয়া প্রথম স্পন্দন অখণ্ডা সচ্চিদানন্দময় [illegible] ঈশ্বরের সত্ত্বরজস্তমোময়ী অপরা শক্তিকে স্পন্দিত করিয়া তোলে। এই অপরা শক্তি ঈশ্বরের সম্পূর্ণ অধীন এবং ইহা জড়া ও পরিণামিনী এবং ইহাতে দৃশ্য হইবার বহু হইবার যোগ্যতা আছে। এই অপরা শক্তি দেশকাল কার্য্য কারণ রূপ ধারণ করিয়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া ঈশ্বরের অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় স্পন্দনকে ঢাকিতে চেষ্টা করে। কিন্তু সচ্চিদানন্দময় স্পন্দনকে সম্পূর্ণরূপে ঢাকিতে পারে না, কারণ সৎ ও চিৎ বা চৈতন্যকে ঢাকা যায় না। সৎ ও চৈতন্যকে লইয়াই

অপরা প্রকৃতির সত্তা ও প্রকাশ সেইজন্য অপরা প্রকৃতি ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরচৈতন্যে চৈতন্যময়ী হইয়া বহুরূপে বহুনামে স্পন্দিত হইয়া খণ্ডভাব, দ্বৈতভাব, কার্য্য কারণ ভাব, উত্থিত করিয়া আনন্দকে ঢাকিতে থাকে। সাধক সাধনা বলে এই অপরা শক্তির রাজসতামস ভাব হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্ব হন এবং সেই বিশুদ্ধ সত্ত্ব 'অহং' দিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ শক্তির অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় স্পন্দন অনুভব করিতে থাকেন। এই অনুভূতি কেবল পরমানন্দময় হইলেও উহা স্পন্দন যুক্ত হওয়ায় 'অহং' এবং অনহং ভাব অল্প বিস্তর থাকিয়া যায়। সাধক পরা-শক্তির এই স্পন্দন হইতে বিমুক্ত হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইয়া অহং দ্বারা উপলক্ষিত যে নির্বিশেষ তত্ত্ব সেই নির্বিশেষ আত্মতত্ত্বে স্থিতিলাভ করে। পরবর্ত্তী বল্লী সমূহে এই আত্মতত্ত্বেরই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এই জীব ভাব ও জগৎভাব যে ঈশ্বরেরই বিবর্ত্ত এবং দেশকাল কার্য্য কারণরূপা সত্ত্বরজস্ত-মোময়ী অপরাশক্তির পরিণাম তাহা জানিয়া সাধক স্বীয় স্বরূপ পরমানন্দে অবস্থান করিয়া কৃতকৃত্য হন। নচিকেতা ঈশ্বরপদে উন্নীত হইয়াছেন। অগ্নি বা পরাশক্তি তাঁহাকে পরমানন্দ রূপ পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করাইলেও তিনি স্পন্দযুক্ত পরমানন্দ কেবল চৈতন্যময় 'অহং' দ্বারা অনুভব করিতে থাকিলেও তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া,'অহং' চলিয়া গেলে 'নিঃস্পন্দ পরমানন্দ' বলিয়া কিছু থাকে কিনা তাহাই জানিতে অভিলাষী হইয়াছেন এবং জানিতে পারিতেছেন যে অহং চলিয়া গেলে একমাত্র আত্মতত্ত্বই অবশিষ্ট থাকে। কি প্রকার বৈরাগ্য হইলে এই আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎ অপরোক্ষানু-ভূতি হয় তাহা এক্ষণে কথিত হইতেছে—

স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামা-
নভিধ্যায়ন্ নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ।

নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো
যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ ॥৩১॥

নচিকেতঃ (হে নচিকেত) সঃত্বং (আমাকর্ত্তৃক প্রলোভিত হইয়াও অবিচলিত চিত্তে কেবল আত্মতত্ত্ব জ্ঞানাভিলাষী তুমি) প্রিয়ান্‌চ (প্রীতিপ্রদ) প্রিয়রূপান্ (অপ্সরাদি কাম্য পদার্থ-সমূহ) অভিধ্যায়ন্ (অনিত্য, অসার দুঃখপ্রদ ইত্যাদি দোষযুক্ত মনে করিয়া) অত্যস্রাক্ষীঃ (পরিত্যাগ করিয়াছ) বিত্তময়ীম্ (সুবর্ণময়ী) এতাং (এই) সৃঙ্কাং (প্রেয়রূপ মালা, বা কুৎসিত সংসার গতি) ন অবাপ্তঃ (গ্রহণ কর নাই) যস্যাং (যে ভোগ ঐশ্বর্য্যপ্রদ প্রেয় বা সংসারে) বহবঃ মনুষ্যাঃ (বহু মনুষ্য) মজ্জন্তি (আসক্ত হইয়া ক্লেশ পায়) ॥৩১॥

যম বলিলেন, হে নচিকেত ! বিবেকীগণের মধ্যে তুমি প্রধান কেননা আমাকর্ত্তৃক প্রলোভিত হইয়াও অবিচলিত চিত্তে কেবল আত্মতত্ত্ব জ্ঞানাভিলাষী তুমি প্রীতিপ্রদ অপ্সরাদি কাম্য পদার্থ সমূহ অনিত্য অসার দুঃখপ্রদ ইত্যাদি দোষযুক্ত মনে করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছ, সুবর্ণময়ী এই প্রেয়রূপ মালা বা কুৎসিত সংসারগতি গ্রহণ কর নাই যে ভোগ ঐশ্বর্য্য-প্রদ প্রেয় বা সংসারে বহু মনুষ্য আসক্ত হইয়া ক্লেশ পায়। ॥৩১॥

দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী
অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা।
বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে
ন ত্বা কামা বহবোলোলুপন্ত ॥৩২॥

যা অবিদ্যা (অভ্যুদয় সাধন প্রেয়) যা চ বিদ্যা (এবং মোক্ষ সাধন তত্ত্বজ্ঞান) এতে (এই দুইটী) দূরম্ (অত্যন্ত) বিপরীতে (স্বরূপতঃ

বিলক্ষণ) বিষূচী (এবং ভিন্ন ফলপ্রদ) ইতি জ্ঞাতা (পণ্ডিতগণ এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন) নচিকেতসং ত্বা (নচিকেত তোমাকে) বিদ্যাভীপ্সিনং (তত্ত্বজ্ঞানাভিলাষী) মন্যে (আমি মনে করি কারণ) বহবঃ কামা (অপ্সরাদি বহুবিধ কাম্য পদার্থ তোমাকে) ন অলোলুপন্ত (লুব্ধ করিয়া শ্রেয়োমার্গ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই) ॥৩২॥

অভ্যুদয় সাধন প্রেয় এবং মোক্ষ সাধন তত্ত্বজ্ঞান এই দুইটী অত্যন্ত স্বরূপতঃ বিলক্ষণ এবং ভিন্ন ফলপ্রদ পণ্ডিতগণ এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন। নচিকেত তোমাকে তত্ত্বজ্ঞানাভিলাষী আমি মনে করি কারণ অপ্সরাদি বহুবিধ কাম্য পদার্থ তোমাকে লুব্ধ করিয়া শ্রেয়োমার্গ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই ॥৩২॥

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥৩৩॥

অবিদ্যায়াম্ অন্তরে বর্ত্তমানাঃ (অবিদ্যার মধ্যে বর্ত্তমান অর্থাৎ অজ্ঞান প্রসূত অহঙ্কার ও দেহাত্মাভিমান জনিত শত শত কামনা পাশে বদ্ধ) মূঢ়াঃ (অবিবেকী মনুষ্যগণ) স্বয়ং ধীরাঃ (আমরা বড়ই প্রজ্ঞাবান) পণ্ডিতং মন্যমানাঃ (এবং শাস্ত্রকুশল মনে করিয়া) দন্দ্রম্যমাণাঃ (নানাবিধ অনর্থজালে ক্লিষ্ট হইয়া) পরিয়ন্তি (পরিভ্রমণ করে) যথা (যেরূপ) অন্ধেন নীয়মানা (অন্ধ কর্ত্তৃক নীয়মান) অন্ধাঃ এব (অন্ধ ব্যক্তিগণ কুমার্গে পতিত হয় অর্থাৎ অন্ধ কর্ত্তৃক পরিচালিত অন্ধব্যক্তিগণ যেমন কুমার্গে গমন করিয়া ক্লেশ পায় সেইরূপ পুত্র কলত্রাদি শত শত ভোগ্য

বিষয়ের কামনার দ্বারা অভিভূত হইয়া অবিবেকী মনুষ্যগণ বহুবিধ অনর্থ প্রাপ্ত হয়)।।৩৩।।

অবিদ্যার মধ্যে বর্ত্তমান অর্থাৎ অজ্ঞান প্রসূত অহঙ্কার ও দেহাত্মাভিমান জনিত শত শত কামনা পাশে বদ্ধ অবিবেকী মনুষ্যগণ আমরা বড়ই প্রজ্ঞাবান এবং শাস্ত্রকুশল মনে করিয়া নানাবিধ অনর্থজালে ক্লিষ্ট হইয়া পরিভ্রমণ করে যেরূপ অন্ধ কর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধ ব্যক্তিগণ কুমার্গে পতিত হয় অর্থাৎ অন্ধ কর্ত্তৃক পরিচালিত অন্ধ ব্যক্তিগণ যেমন কুমার্গে গমন করিয়া ক্লেশ পায় সেইরূপ পুত্র কলত্রাদি শত শত ভোগ্য বিষয়ের কামনার দ্বারা অভিভূত হইয়া অবিবেকী মনুষ্যগণ বহুবিধ অনর্থ প্রাপ্ত হয় ।।৩৩।।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বেদের নাচিকেত অগ্নি হইতেছে অন্তঃশরীরে শুভ্র চৈতন্য জ্যোতিঃ। এই জ্যোতিঃকে অদিতি, উমা, ব্রহ্মবিদ্যা, পরাশক্তি প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। কতকগুলি উপায় দ্বারা এই নাচিকেত অগ্নিকে অন্তঃশরীরে উদ্বোধিত করিতে পারা যায়। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে নাচিকেত অগ্নির উদ্বোধন প্রণালী উপদিষ্ট হইয়াছে। বিবেক, বৈরাগ্য, চিত্তসংযম, আত্মবিষয়িনী ঐকান্তিক চিত্তবৃত্তি, শ্রদ্ধাভক্তি এবং ধ্যানযোগ প্রভৃতি উপায় দ্বারা এই নাচিকেত অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিতে পারা যায়। এই অগ্নি শক্তি আনন্দ চৈতন্যরূপিণী। ইহা জড়শক্তি নহে। এই অগ্নি চৈতন্য জ্যোতিঃ এবং নিবিড় আনন্দময় চৈতন্যময় ধ্বনিরূপে অন্তঃশরীরে অভিব্যক্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে সাধককে বিরাট, হিরণ্যগর্ভ এবং ঈশ্বর পদ প্রাপ্ত করাইয়া দেয়। দেশ-কাল-কার্য্য-কারণ রূপা জড়শক্তির আবরণ ও বিক্ষেপ সম্পূর্ণরূপে বিলয় প্রাপ্ত হয় বলিয়া ঈশ্বরপদ পরম আনন্দস্বরূপ। এই পদ নিত্য, এই নিত্য ঈশ্বর পদে স্থিতি লাভ করিলে আত্মতত্ত্ব প্রতিবন্ধ-রহিত রূপে উপলব্ধ হইয়া থাকে। যম অনিত্য উপায় সমূহ দ্বারা নাচিকেত অগ্নিকে অন্তঃশরীরে উদ্বোধিত করিয়া নিত্য ঈশ্বর পদে স্থিতিলাভ হেতু আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইয়াছেন।।

'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই অহং গ্রহ উপাসনাও অনিত্য। সুতরাং যম যথার্থই বলিয়াছেন যে নিষ্কাম কর্ম্ম ও উপাসনাদি রূপ অনিত্য দ্রব্য সমূহ দ্বারা নিত্য ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। আত্মক্রীড়, আত্মরতি, আত্মানন্দ যম সেই জন্য আত্মতত্ত্বের উপদেশ প্রদান করিবার যোগ্য ব্যক্তি। বিবেক বৈরাগ্যবান আত্মকাম নচিকেতাকে আত্মজ্ঞানের যোগ্য অধিকারী দর্শন করিয়া যম বলিতেছেন—

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে ॥৩৪॥

সাম্পরায়ঃ (সম্যক দেহপতনাৎ উর্দ্ধং ইয়তে গম্যতে ইতি সাম্পরায়ঃ পরলোকঃ তৎপ্রাপ্তি হেতুঃ শাস্ত্রীয় সাধন বিশেষঃ কর্ম্মপ্রণবোপাসনাদিঃ ; দেহপাতের পর শাস্ত্রীয় কর্ম ও উপাসনার ফলে যে পরলোক প্রাপ্তি হয় তাহাকে সাম্পরায় বলে অর্থাৎ পরলোক তত্ত্ব। "সাম্পরায়ঃ এই পদটী সম্+পর+আয়ঃ এই শব্দগুলি দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। সম্ মানে সম্যক্, পর মানে শ্রেষ্ঠ এবং 'আ' পূর্বক গত্যর্থক 'ই' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন "আয়ং" মানে গতি। সাম্পরায়ঃ মানে সম্যকরূপ পরাগতি। "পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ।" পুরুষ অর্থাৎ সমস্ত জগতের অধিষ্ঠান সর্বত্র পূর্ণরূপে বিরাজিত সচ্চিদানন্দ প্রত্যক্ আত্মাই পুরুষ এবং তিনিই সমস্ত গতির সীমা বা বিশ্রান্তিভূমি সেইজন্য "সাম্পরায়ঃ" মানে সচ্চিদানন্দ প্রত্যক্ আত্মা।) প্রমাদ্যন্তং (প্রমাদী অর্থাৎ পুত্রকলত্রাদিতে নিমগ্নচিত্ত) বিত্তমোহেন মূঢ়ম্ (ধনগর্বে গর্বিত অর্থাৎ, ধনলাভে অবিবেক দ্বারা আবৃত চিত্ত) বালং (বিবেকহীন মূঢ় ব্যক্তির নিকট) ন প্রতিভাতি

(প্রতিভাত হয় না অর্থাৎ পুত্রকলত্রাদিতে নিমগ্নচিত্ত, ধনগর্বে গর্বিত বিবেকহীন মূঢ়ব্যক্তি সচ্চিদানন্দ প্রত্যক্ আত্মাকে জানিতে পারে না) অয়ং লোকঃ (লোক্যতে ইতিলোকঃ যেখানে) কর্মফল ভোগ করা যায়। যিনি মনে করে কর্মের ফল স্বরূপ দৃষ্ট ইহলোক এবং শ্রুত স্বর্গাদিই আছে) নাস্তি পর ইতি মানী (কিন্তু যেখানে সমস্ত কামনার পরিতৃপ্তি হয়, সমস্ত গতি নিবৃত্ত হইয়া যায়, যাহাকে লাভ করিলে তাহা হইতে উৎকৃষ্টতর অপর কোন কাম্য বস্তু থাকে না, সেই সচ্চিদানন্দ আত্মা বলিয়া কোন বস্তু নাই। ইহাই যিনি মনে করেন।) পুনঃ পুনঃ (সেই মূঢ়ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ) মে বশং (আমার বশ্যতা) আপদ্যতে (সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হয়) ॥৩৪॥

পুত্র কলত্রাদিতে নিমগ্নচিত্ত, ধনগর্বে গর্বিত বিবেকহীন মূঢ়ব্যক্তির নিকট আত্মতত্ত্ব প্রতিভাত হয় না অর্থাৎ সেই মূঢ়ব্যক্তি সচ্চিদানন্দ প্রত্যক্ আত্মাকে জানিতে পারে না। যে মনে করে কর্মের ফলস্বরূপ দৃষ্ট ইহলোক এবং শ্রুত স্বর্গাদি লোকই আছে কিন্তু যেখানে সমস্ত কামনার পরিতৃপ্তি হয়, সমস্ত গতি নিবৃত্ত হইয়া যায়, যাহাকে লাভ করিলে তাহা হইতে উৎকৃষ্টতর অপর কোন কাম্য বস্তু থাকে না, সেই সচ্চিদানন্দ আত্মা বলিয়া কোন বস্তু নাই, সেই মূঢ় ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ সম্পূর্ণরূপে মৃত্যুর বশ্যতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ রূপ সংসার চক্রে আবর্তিত হইতে থাকে ॥৩৪॥

নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরকে প্রত্যগাত্মা রূপে উপলব্ধি করিয়া কৃতকৃত্য হইতে অভিলাষী ব্যক্তি জগতে বড়ই দুর্লভ। কারণ এই আত্মতত্ত্ব দুর্বিজ্ঞেয়। প্রাণিগণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল হেতু তাহাদের চিত্ত অনুক্ষণ বাহ্য ভোগ্য পদার্থে আসক্ত থাকে সেইজন্য এই আত্মতত্ত্ব তাহারা শ্রবণ করিতেও চাহে না। এই কথাই এক্ষণে উপদিষ্ট হইতেছে।

শ্রবণায়াপি বহুভি র্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥৩৫॥

যঃ (আত্মা) শ্রবণায় (শ্রবণ করিবার নিমিত্ত) অপি (ও) বহুভিঃ (বহু লোক দ্বারা) ন লভ্যঃ (প্রাপ্ত হন না, অর্থাৎ চিত্ত বিশুদ্ধ না হওয়া হেতু বহু লোক এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতেও অভিলাষী হয় না) শৃণ্বন্তঃ অপি (শাস্ত্র এবং আচার্য্যের নিকট হইতে আত্মতত্ত্ব বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিয়াও), বহবঃ (বহুলোক) যং (আত্মতত্ত্বকে) ন বিদ্যুঃ (জানিতে সমর্থ হয় না), অস্য (এই আত্মতত্ত্বের) বক্তা (উপদেষ্টা) আশ্চর্য্যঃ (অতি দুর্লভ) অস্য লব্ধা (এই আত্মতত্ত্বের জ্ঞাতা) কুশলঃ (বিশুদ্ধ চিত্ত অতি নিপুণ ব্যক্তিই হইয়া থাকেন কারণ) কুশলানুশিষ্টঃ (আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারী ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট) জ্ঞাতা (ব্যক্তিই আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন) ॥৩৫॥

চিত্ত বিশুদ্ধ না হওয়া হেতু বহুলোক এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতেও অভিলাষী হন না। শাস্ত্র এবং আচার্য্যের নিকট হইতে আত্মতত্ত্ববিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিয়াও বহুলোক আত্মতত্ত্ব জানিতে সমর্থ হন না। এই আত্মতত্ত্বের উপদেষ্টা অতি দুর্লভ; (বিশুদ্ধ চিত্ত অতি নিপুণ ব্যক্তিই আত্মতত্ত্বের জ্ঞাতা হইয়া থাকেন কারণ ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট ব্যক্তিই আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন ॥৩৫॥

আত্মতত্ত্বের বক্তা এবং জ্ঞাতা উভয়েই দুর্লভ ; কারণ—

ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ।
সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ ॥

অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্তি।
অণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণু প্রমাণাৎ ॥৩৬॥

আবরেণ (আত্ম সাক্ষাৎকার বিহীন কেবল তর্ককুশল অনাত্মজ্ঞ) নরেণ (মনুষ্য কর্ত্তৃক) প্রোক্তঃ (উপদিষ্ট হইলে) এষঃ (আত্মা) ন সুবিজ্ঞেয়ঃ (সম্যকরূপে জ্ঞাত হন না; কারণ) বহুধা (এই আত্মা বহু প্রকার তর্কদ্বারা বহুরূপে প্রতিপাদিত হইয়া থাকেন, কেহ বলেন আত্মা আছে, কেহ বলেন আত্মা নাই, কেহ বলেন আত্মা কর্ত্তা, কেহ বলেন আত্মা অকর্ত্তা; কেহ বলেন আত্মা ভোক্তা, কেহ বলেন আত্মা অভোক্তা, কেহ বলেন আত্মা চৈতন্যগুণ বিশিষ্ট কেহ বলেন আত্মা চৈতন্যস্বরূপ; কেহ বলেন আত্মা জড় ও চৈতন্য কেহ বলেন আত্মা কেবল চৈতন্যস্বরূপ, কেহ বলেন আত্মা অণু পরিমাণ, মধ্যম পরিমাণ, কেহ বলেন আত্মা বিভু, কেহ বলেন আত্মা অশুদ্ধ, সুখী দুখী অনিত্য, কেহ বলেন আত্মা নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব এইরূপে তর্ককুশল অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ কেবল তর্ক দ্বারা আত্মাকে বহুপ্রকারে প্রতিপাদন করেন) অনন্য প্রোক্তে (ন অন্যঃ, অনন্যঃ, অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহি, আমি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ মদতিরিক্ত কোন বস্তু নাই, এইরূপ ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞানবান্ আচার্য্য কর্ত্তৃক আত্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইলে) অত্র (আত্মা সম্বন্ধে) গতিঃ (যথার্থ জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার সংশয়াত্মক কিংবা বিপর্য্যয়াত্মক জ্ঞান) ন অস্তি (হয় না) কিংবা অনন্য প্রোক্তে (আচার্য্য যখন শিষ্যকে সম্যক-রূপে আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিয়া বলেন ন ত্বং ব্রহ্মণঃ অন্যঃ, তৎ ত্বম্ অসি" তুমি স্বরূপতঃ পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন নও, তুমি ব্রহ্মই তখন) অত্র (আত্মবিষয়ে) গতিঃ (অহং ব্রহ্মাস্মি, আমি ব্রহ্মই এইরূপ ব্রহ্মাত্মৈক্য-জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন প্রকার জ্ঞান হয় না; কারণ তখন একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন জ্ঞেয় বস্তু থাকে না; কিংবা ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মনিষ্ঠ

আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলে শিষ্যের হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ণ অভিব্যক্তি হওয়া হেতু অজ্ঞান নষ্ট হইয়া যাওয়ায় শিষ্য স্বরূপে স্থিতি লাভ করেন তাঁহার দেহপাতের পর আর গতি হয় না, অর্থাৎ জন্ম হয় না। কারণ শ্রুতি বলেন "ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি, অত্রৈব সমবলীয়ন্তে"। কিংবা 'অনন্য প্রোক্তে অগতিঃ নাস্তি' এইরূপ যদি বাক্য হয় তাহা হইলে 'প্রোক্তে'র পর 'অ'কার থাকায় অকারের লোপ হইয়া 'অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্রনাস্তি" এইরূপ বাক্য হইতে পারে; সে স্থলে ঐ বাক্যের অর্থ হইবে যে ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে শিষ্যের অগতি অর্থাৎ অনববোধ হয় না অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানই হইয়া থাকে। শ্রুতি বারবার বলিয়াছেন 'আচার্য্যবান্ পুরুষো-বেদ।' এই আত্মতত্ত্ব আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলে জ্ঞাত হওয়া যায় কারণ), অণীয়ান্ অণুপ্রমাণাৎ (এই আত্মা অণু হইতেও অতি সূক্ষ্ম) অতর্ক্যং (সেই জন্য ইহা কেবল তর্কের বিষয় নহেন) ॥৩৬॥

আত্মসাক্ষাৎকার বিহীন কেবল তর্ককুশল অনাত্মজ্ঞ মনুষ্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলে আত্মতত্ত্ব সম্যকরূপে অবগত হওয়া যায় না কারণ এই আত্মা বহুপ্রকার তর্কদ্বারা বিভিন্নরূপে প্রতিপাদিত হইয়া থাকেন। কেহ বলেন আত্মা আছেন, কেহ বলেন আত্মা নাই, কেহ বলেন আত্মা কর্ত্তা কেহ বলেন আত্মা অকর্ত্তা, কেহ বলেন আত্মা ভোক্তা কেহ বলেন আত্মা অভোক্তা, কেহ বলেন আত্মা চৈতন্যগুণ বিশিষ্ট, আত্মা জড় ও চেতন, আবার কেহ বলেন আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, কেহ বলেন আত্মা অণু বা মধ্যম পরিমাণ, কেহ বলেন আত্মা বিভু, কেহ বলেন আত্মা সুখী দুঃখী অশুদ্ধ ও অনিত্য, আবার কেহ বলেন আত্মা নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব, এইরূপে তর্ককুশল অনাত্মজ্ঞব্যক্তিগণ কেবল তর্কদ্বারা আত্মাকে বহুরূপে প্রতিপাদন করেন। ব্রহ্মবিদ্ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্য কর্ত্তৃক আত্মতত্ত্ব সম্যকরূপে উপদিষ্ট হইলে সংশয় বিপর্যয় রহিতভাবে আত্মোপলব্ধি হইয়া থাকে ॥৩৬॥

নৈষাতর্কেণ মতিরাপনেয়া
প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যাং ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্বতাসি
ত্বাদৃঙ্ নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা ॥৩৭॥

প্রেষ্ঠ (হে প্রিয়তম) ত্বং (তুমি) যাং (যে আত্মবিষয়িণী মতি) আপঃ (প্রাপ্ত হইয়াছে) এষা (সেই কেবল আত্মবিষয়িনী মতি) তর্কেন (স্বীয় বুদ্ধিপরিকল্পিত কেবল তর্ক দ্বারা) ন আপনেয়া (প্রাপ্ত হওয়া যায় না) অন্তেন (কুতার্কিক নাস্তিক হইতে ভিন্ন ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্য কর্তৃক) প্রোক্তা (উপদিষ্ট হইলে) সুজ্ঞানায় (আত্মসাক্ষাৎকাররূপা আত্মবিষয়িণী বুদ্ধি উদিত হইয়া আত্মসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে), নচিকেতঃ (হে নচিকেত তুমি) সত্যধৃতিঃ (সত্যসংকল্প, সত্যসন্ধ, যে ধৈর্য্যকে বিষয় সমূহ বাধা দিতে পারে না সেই অবিচাল্য ধৈর্য্যবান্)। নঃ (আমাদের) ত্বাদৃক্ (তোমার ন্যায়) প্রষ্টা (জিজ্ঞাসু শিষ্য) ভূয়াৎ (হউক) ॥৩৭॥

হে প্রিয়তম, তুমি যে আত্মবিষয়িণী মতি প্রাপ্ত হইয়াছ, সেই কেবল আত্মবিষয়িণী মতি স্বীয় বুদ্ধিপরিকল্পিত কেবল তর্কদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কুতার্কিক নাস্তিক হইতে ভিন্ন ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্য কর্তৃক উপদিষ্ট হইলে আত্মসাক্ষাৎকার রূপা স্বরূপ বিষয়িণী বুদ্ধি উদিত হয় এবং আত্মসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। হে নচিকেত, তুমি সত্যসন্ধ কোন প্রকার বিষয়ের প্রলোভন তোমার ধৈর্য্যকে বিচলিত করিতে পারে না। তোমার ন্যায় জিজ্ঞাসু শিষ্য আমাদের হউক ॥৩৭॥

কোন্ উপায় অবলম্বন করিয়া আমি নিত্য আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছি তাহা তোমাকে বলিতেছি, তুমি সমাহিত চিত্তে শ্রবণ কর।

জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যম্
ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ।
ততোময়া নাচিকেতশ্চিতাগ্নিঃ
অনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্ ॥৩৮॥

অহং (আমি) শেবধিঃ (শেবঃ, সুখং ধীয়তে যস্মিন্ যাহাতে আছে বলিয়া কল্পিত হয় অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক আপাত সুখপ্রদ ভোগ্য পদার্থ সমূহ) অনিত্যং (ক্ষণভঙ্গুর) ইতি (ইহা) জানামি (জানি) নহি অধ্রুবৈঃ (এই অনিত্য ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগ্য পদার্থ দ্বারা) তৎ ধ্রুবং (সেই নিত্য আত্মতত্ত্ব) নহি প্রাপ্যতে (কোন প্রকারেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না), ততঃ (সেইজন্য) ময়া (আমার দ্বারা, আমি) নাচিকেতঃ অগ্নিঃ (বিবেক বৈরাগ্যবান্ আত্মকাম মুমুক্ষুর বিবেকবৈরাগ্য পূত চিত্তে অখণ্ডা একরসা সচ্চিদানন্দরূপা চৈতন্যজ্যোতিঃ) চিতঃ (উদ্বোধিত করিয়াছিলাম), অনিত্যৈঃ দ্রব্যৈঃ (অনিত্য দ্রব্য দ্বারা অর্থাৎ নিষ্কামভাবে দান যজ্ঞাদি এবং অহোরাত্র অভেদে ঈশ্বরোপসনা দ্বারা) নিত্যং (নিত্য আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকাররূপ ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান) প্রাপ্তবান্ অস্মি (আমি প্রাপ্ত হইয়াছি) ॥৩৮॥

ঐহিক পারলৌকিক আপাত সুখপ্রদ নামরূপাত্মক ভোগ্য পদার্থসমূহ যে ক্ষণভঙ্গুর তাহা আমি জানি। এই সব অনিত্য, নামরূপাত্মক আপাত সুখপ্রদ ভোগ্য পদার্থসমূহ দ্বারা সেই নিত্য আত্মতত্ত্ব কোন প্রকারেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সেইজন্য আমি নিষ্কামভাবে দান যজ্ঞাদি এবং অহোরাত্র অভেদে ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা আমার অন্তঃশরীরে অখণ্ডা একরসা সচ্চিদানন্দরূপা চৈতন্যজ্যোতিঃ উদ্বোধিত করিয়া নিত্য আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকাররূপ ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি। যমরাজের নিত্য পদপ্রাপ্তির কথনই আপেক্ষিক নিত্যত্ব হইতে পারে না। যমরাজ

আত্মজ্ঞ বলিয়াই আত্মতত্ত্বের উপদেশ প্রদান করিতে সমর্থ ; যিনি যাহা জানেনণ্না, তিনি কখনই তাহা অপরকে উপদেশ করিতে সমর্থ হন না।। নাচিকেত অগ্নি যজ্ঞশালায় স্থিত জড় অগ্নি নয়, এই অগ্নি অন্তঃশরীরে নির্মল চৈতন্যজ্যোতিঃ যাহা মুমুক্ষুকে পরতত্ত্বের সহিত সাক্ষাৎকার করাইয়া দিতে সমর্থ। আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার করিবার অধিকারী হইতে হইলে কি প্রকার সদ্‌গুণ সম্পন্ন হইতে হয় তাহাই এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে ॥৩৮॥

কামস্য আপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাম্
ক্রতোরনন্ত্যমভয়স্য পারম্ ।
স্তোমমহদুরুগায়ং প্রতিষ্ঠাম্
দৃষ্ট্বা ধৃত্যা ধীরো নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষী ॥৩৯॥

নচিকেতঃ (হে নচিকেত) ধৃত্যা (তুমি অবিচলিত ধৈর্য্যের সহিত) ধীরঃ (প্রশান্ত চিত্ত হইয়া) কামস্য আপ্তিং (সমস্ত কামনার যেখানে পরিসমাপ্তি হয় সেই ঈশ্বর পদ) জগতঃ প্রতিষ্ঠাং (চরাচর জগতের আশ্রয়) ক্রতোঃ (যজ্ঞ বা উপাসনার) অনন্ত্যং (বাধরহিত ফল) অভয়স্য পারং (অভয়ের অবধিভূত অর্থাৎ নিরপেক্ষ অভয়পদ) স্তোমং (স্তুতির যোগ্য) মহৎ (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) উরুগায়ং (উচ্চৈঃস্বরে বেদ যাঁহার সম্বন্ধে গান করেন সেই ঈশ্বরপদ) দৃষ্ট্বা (আত্মরূপে সাক্ষাৎকার করিয়াও) অত্যস্রাক্ষী (পরিত্যাগ করিয়াছ) ॥৩৯॥

হে নচিকেত, তুমি অবিচলিত ধৈর্য্যের সহিত প্রশান্তচিত্ত হইয়া চরাচর জগতের আশ্রয়, যজ্ঞ ও উপাসনার বাধরহিত ফল স্বরূপ, স্তুতিরযোগ্য বেদ যাঁহার সম্বন্ধে উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়া থাকেন, সর্ববিধ কামনা, যেখানে পরিসমাপ্ত হইয়া যায় সেখানে ভয় সর্বতোভাবে বিদূরিত হয়

সেই সর্বশ্রেষ্ঠ অভয় ঈশ্বরপদ আত্মরূপে সাক্ষাৎকার করিয়াও উহা পরিত্যাগ করিয়াছ ॥২৯॥

জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অনুরূপ বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর অবস্থাতেও যিনি আসক্ত নহেন, 'অহং' এর পূর্ণত্ব লাভ করিয়াও যিনি তৃপ্ত নহেন, যিনি 'অহং' এর বিলয়ে প্রকৃত আত্মতত্ত্ব কি তাহাই জানিবার জন্য অভিলাষী, সেই বিবেক বৈরাগ্যবান্ আত্মকাম মুমুক্ষুর নিকটেই আত্মতত্ত্ব প্রতিভাত হয়। তিনিই জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তির বিরাট হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বরের অধিষ্ঠান সচ্চিদানন্দে স্থিতিলাভ করেন। বিবেক বৈরাগ্য এবং আত্মকামনা ব্যতীত আরও যে সব সাধন আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের জন্য নিতান্ত প্রয়োজন সেইসব সাধন সম্বন্ধে এক্ষণে উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে।

তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ॥৪০॥

তং (সেই) দুর্দ্দর্শং (অসংযতচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে দুর্বিজ্ঞেয়) গূঢ়ং (মায়া ও তৎকার্য্যনামরূপ দ্বারা আবৃত) অনুপ্রবিষ্টং (সর্বত্র অনুস্যূত), গুহাহিতং (নির্মলবুদ্ধিরূপ গুহাতে উপলব্ধ হন বলিয়া বুদ্ধিতে অবস্থিত) গহ্বরেষ্ঠং (রাগদ্বেষাদি নানাবিধ অনর্থসঙ্কুল প্রাণিদেহে স্থিত) পুরাণম্ (নিত্য, সনাতন) দেবং (স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ আত্মতত্ত্বকে) অধ্যাত্মযোগাধিগমেন (আত্মাতে চিত্তের সমাধানকে অধ্যাত্মযোগ বলে, বিজাতীয় প্রত্যয় রহিত কেবল আত্ম বিষয়ক নিবিড় মননরূপ নিদিধ্যাসন দ্বারা) ধীরঃ (প্রশান্তচিত্ত বিবেকী ব্যক্তি) মত্বা (আত্মরূপে সাক্ষাৎকার

করিয়া) হর্ষ শোকৌ (সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বসমূহ) জহাতি (পরিত্যাগ করেন অর্থাৎ হর্ষশোকময় সংসার হইতে বিমুক্ত হন) ॥৪০॥

অসংযত ব্যক্তির পক্ষে দুর্বিজ্ঞেয়, মায়া ও তৎকার্য্য নামরূপ দ্বারা আবৃত, সর্বত্র অনুস্যূত, নির্মল বুদ্ধিরূপ গুহাতে উপলব্ধ, রাগদ্বেষাদি নানাবিধ অনর্থসঙ্কুল প্রাণিদেহে স্থিত নিত্য, সনাতন সেই চৈতন্যস্বরূপ আত্মতত্ত্বকে প্রশান্তচিত্ত বিবেকী ব্যক্তি বিজাতীয় প্রত্যয় রহিত কেবল আত্মবিষয়ক নিবিড় মননরূপ নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মরূপে সাক্ষাৎকার করিয়া হর্ষশোকময় সংসার হইতে বিমুক্ত হন ॥৪০॥

জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া কি প্রকারে পরমানন্দ প্রাপ্ত হন এক্ষণে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

এতচ্ছ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্ত্যঃ
প্রবৃহ্য ধর্ম্যমণুমেতমাপ্য।
স মোদতে মোদনীয়ংহি লব্ধা
বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসং মন্যে ॥৪১॥

মর্ত্ত্যঃ (যে মনুষ্য) এতৎ (এই আত্মতত্ত্ব) শ্রুত্বা (আচার্য্যের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া) সম্পরিগৃহ্য (সম্যক্‌রূপে মনন করিয়া) প্রবৃহ্য (নিদিধ্যাসন করিয়া কিংবা এই আত্মতত্ত্ব কেবল সৎস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ এবং দেহাদি হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ এইরূপে আচার্য্যের নিকট হইতে নিঃসংশয়রূপে পরোক্ষভাবে জানিয়া অনন্তর 'সংপরিগৃহ্য' অর্থাৎ আত্মরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া) এতং (এই) অণুং (অতিসূক্ষ্ম) ধর্ম্যং (নিখিল জগতের আশ্রয় হইবার যোগ্য আত্মতত্ত্বকে) আপ্য (সাক্ষাৎকার করিয়া অবস্থান করেন) সঃ (সেই আত্মজ্ঞ পুরুষ) মোদনীয়ং (আনন্দপ্রদ পরমানন্দস্বরূপ আত্মাকে) লব্ধা (সাক্ষাৎকার করিয়া)

মোদতে (আনন্দলাভ করেন) মন্যে (আমি মনে করি) সদ্ম (পরমানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মসদন) নচিকেতসং (নচিকেতার সম্মুখে অর্থাৎ বিবেক বৈরাগ্যবান্ কেবল আত্মকাম পুরুষের সম্মুখে) বিবৃতং (সম্পূর্ণ উন্মুক্ত দ্বার রহিয়াছে) ॥৪১॥

যে মনুষ্য আচার্য্যের নিকট হইতে এই আত্মতত্ত্ববিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিয়া মনন এবং নিদিধ্যাসন পূর্ব্বক কিংবা এই আত্মতত্ত্ব কেবল সৎস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ এবং দেহাদি হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ এইরূপে আচার্য্যের নিকট হইতে নিঃসংশয়রূপে পরোক্ষভাবে জানিয়া অনন্তর আত্মরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিবার জন্য মনন এবং নিদিধ্যাসন দ্বারা নিখিল জগতের আশ্রয়, পুণ্যস্বরূপ এই অতিসূক্ষ্ম আত্মতত্ত্বকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন, সেই আত্মজ্ঞ পুরুষ আনন্দপ্রদ পরমানন্দস্বরূপ আত্মাকে লাভ করিয়া পরমানন্দে অবস্থান করেন। আমি মনে করি পরমানন্দরূপ ব্রহ্মসদন নচিকেতার অর্থাৎ বিবেক বৈরাগ্যবান্ কেবল আত্মকাম পুরুষের সম্মুখে সম্পূর্ণ উন্মুক্তদ্বার রহিয়াছে ॥৪১॥

নচিকেতা স্বীয় প্রশংসা শ্রবণে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না। কোনরূপ প্রশংসাই তাঁহাকে লক্ষ্য ভ্রষ্ট করিতে পারিল না। তিনি যমরাজকে বলিলেন—

অন্যত্র ধর্মাৎ অন্যত্রাধর্মাৎ
অন্যত্র অস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ
যৎ তৎ পশ্যসি তৎ বদ ॥৪২॥

যৎ (যে বস্তু) ধর্মাৎ (শাস্ত্রীয় ধর্মানুষ্ঠান, ধর্মানুষ্ঠানকারী এবং ধর্মানুষ্ঠান জনিত ফল হইতে) অন্যত্র (ভিন্ন) অধর্মাৎ (নিষিদ্ধাচরণরূপ, অধর্ম,

নিষিদ্ধাচরণকারী এবং নিষিদ্ধাচরণজনিত ফল হইতে) অন্যত্র (ভিন্ন), অস্মাৎ (বিদ্বানগণের অভিমত এই) কৃতকৃতাৎ (কার্য্যকারণ হইতে) অন্যত্র (পৃথক) ভূতাচ্চ (অতীত ও বর্ত্তমান কাল হইতে) ভব্যাচ্চ (এবং ভবিষ্যৎকাল হইতে বিলক্ষণ) যৎ (এইরূপ বস্তু যদি) পশ্যসি (তুমি অবগত হইয়া থাক) তৎ (তাহা হইলে) তৎ (সেই বস্তু বিষয়ক উপদেশ) বদ (আমাকে প্রদান কর) ॥৪২॥

শাস্ত্রীয় ধর্মানুষ্ঠান, ধর্মানুষ্ঠানকারী এবং ধর্মানুষ্ঠানজনিত ফল হইতে ভিন্ন, নিষিদ্ধাচরণ রূপ অধর্ম, নিষিদ্ধাচরণকারী এবং অধর্মাচরণ জনিত ফল হইতে ভিন্ন, বিদ্বৎগণের অভিমত কার্য্যকারণ হইতে পৃথক, অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকাল হইতে বিলক্ষণ এইরূপ ধর্মাধর্ম, কার্য্যকারণ প্রভৃতি সর্ববিধ দ্বৈতভাব বর্জ্জিত, দেশকাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন কোন বস্তু যদি আপনি জানেন তাহা হইলে সেই বস্তু আমাকে বলুন অর্থাৎ সেই বস্তু বিষয়ক উপদেশ আমাকে প্রদান করুন ॥৪২॥

সাধন ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তি অসম্ভব বলিয়া, তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তির সাধন স্বরূপ দুই প্রকার ওঁঙ্কারোপাসনা কথিত হইতেছে।

সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি
তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি ওম্ ইত্যেতৎ ॥৪৩॥

সর্ব্বে বেদাঃ (সকল বেদ) যৎ (যে) পদম্ (পাইবার যোগ্য পরব্রহ্ম) আমনন্তি (প্রতিপাদন করেন) চ (এবং) সর্ব্বাণি তপাংসি (তপস্যা সমূহ) যৎ বদন্তি (যাহাকে বলেন অর্থাৎ যে ব্রহ্মপদ পাইবার নিমিত্ত তপস্যা সমূহ বিহিত হইয়াছে) যদ্ ইচ্ছন্তঃ (যে পদ

প্রাপ্তির ইচ্ছায় মুমুক্ষুগণ) ব্রহ্মচর্য্যং (অষ্টবিধ মৈথুন পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুরুকুলে বাস করিয়া কেবল পরমাত্মা পরমেশ্বরের অভেদে উপাসনা করিয়া থাকেন) তৎ পদং (সেই ব্রহ্মাত্ম পদ) তে (তোমাকে) সংগ্রহেণ (সংক্ষেপে) ব্রবীমি (বলিতেছি) ওম্ ইতি এতৎ (ইহা ওম্। ওঙ্কার পরমাত্মা পরমেশ্বরের বাচক এবং প্রতীক। যে শব্দের উচ্চারণে যে বস্তু স্ফুরিত হয় সেই বস্তু সেই শব্দের বাচ্য এবং ঐ শব্দ উহার বাচক। যাঁহাদের চিত্ত সমাহিত ও বিশুদ্ধ তাঁহারা ওঙ্কার শব্দ উচ্চারণ করিলে সাক্ষি চৈতন্যের স্ফুরণ হয়। সমাহিত চিত্ত মুমুক্ষু ওঙ্কারকে অবলম্বন করিয়া অভেদে পরমেশ্বরের ধ্যান করিবে। উক্তরূপে ধ্যান করিতে অসমর্থ ব্যক্তি ওঙ্কারে ব্রহ্মদৃষ্টি করিবেন। ওম্ এই অক্ষরটী একটী ধ্বনি মাত্র। চিত্ত বিশুদ্ধ এবং ভগবানে সমাহিত হইলে এই ধ্বনি আপনা হইতে চিত্তে উদিত হয়। সাধকের চিত্ত এই ধ্বনিতে লীন হইয়া গেলে পরমানন্দের অনুভূতি হইতে থাকে) ॥৪৩॥

সকল বেদ যে পাইবার যোগ্য পর ব্রহ্ম প্রতিপাদন করেন এবং তপস্যা সমূহ যাহাকে বলেন অর্থাৎ যে ব্রহ্মপদ পাইবার নিমিত্ত তপস্যা সমূহ বিহিত হইয়াছে, যে পদ প্রাপ্তির ইচ্ছায় মুমুক্ষুগণ অষ্টবিধ (১) মৈথুন পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুরুকুলে বাস করিয়া কেবল পরমাত্মা পরমেশ্বরের অভেদে উপাসনা করিয়া থাকেন সেই ব্রহ্মপদ তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি। ইহা ওম্। ওঙ্কার পরমাত্মা পরমেশ্বরের বাচক এবং প্রতীক। যে শব্দের উচ্চারণে যে বস্তু স্ফুরিত হয় সেই বস্তু সেই শব্দের বাচ্য এবং

---

(১) দর্শনং স্পর্শনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্।
সংকল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়া নিবৃত্তি রেবচ ॥
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যমনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ ॥

ঐ শব্দ উহার বাচক। যাঁহাদের চিত্ত সমাহিত ও বিশুদ্ধ তাঁহারা ওঙ্কার শব্দ উচ্চারণ করিলে সাক্ষি চৈতন্যের স্ফুরণ হয়। সমাহিত চিত্ত মুমুক্ষু ওঙ্কারকে অবলম্বন করিয়া অভেদে পরমেশ্বরের ধ্যান করিবে। উক্তরূপে ধ্যান করিতে অসমর্থ ব্যক্তি ওঙ্কারে ব্রহ্মদৃষ্টি করিবেন। ওম্ এই অক্ষরটি একটী ধ্বনি মাত্র। চিত্ত বিশুদ্ধ এবং ভগবানে সমাহিত হইলে এই ধ্বনি আপনা হইতে চিত্তে উদিত হয়। সাধকের চিত্ত এই ধ্বনিতে লীন হইয়া গেলে পরমানন্দ পরমাত্মার অনুভূতি হইতে থাকে ॥৪৩॥

যমরাজ এইরূপে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তির সাধন প্রণব উপাসনার উপদেশ প্রদান করিয়া প্রণবের স্তুতি এবং প্রণব উপাসনার ফল বলিতেছেন—

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ ॥৪৪॥

এতৎ অক্ষরং (এই ওঙ্কার) হি (নিশ্চয়) ব্রহ্ম এব (সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বরই) এতৎ হি অক্ষরং (এই প্রণব নিশ্চয়) পরং এব (সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মই) এতৎ হি এব অক্ষরং (এই ওঙ্কারকেই অর্থাৎ ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম কিংবা অপর ব্রহ্মকে) জ্ঞাত্বা (অভেদে ধ্যান করিয়া) যো যৎ ইচ্ছতি (যে উপাসক যাহা ইচ্ছা করেন) তস্য তৎ (তাঁহার তাহাই প্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ ঈশ্বর পদ লাভ কিংবা আত্মস্বরূপে অবস্থান হইয়া থাকে) ॥৪৪॥

এই ওঙ্কার নিশ্চয় সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বরই, এই প্রণব নিশ্চয় সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মই। এই ওঙ্কারকেই অর্থাৎ ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম কিংবা অপর ব্রহ্মকে অভেদে ধ্যান করিয়া যে উপাসক যাহা ইচ্ছা করেন তাঁহার তাহাই প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ ঈশ্বরপদ লাভ কিংবা আত্মস্বরূপে অবস্থান হইয়া থাকে ॥৪৪॥

পরাপর ব্রহ্ম প্রাপ্তির সাধন হেতু—

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥৪৫॥

এতৎ (এই প্রণবরূপ) আলম্বনং (অবলম্বন সাধন) শ্রেষ্ঠং (ঈশ্বর এবং আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের গায়ত্রী প্রভৃতি সাধন সমূহের মধ্যে উৎকৃষ্টতম) এতৎ (প্রণবোপাসনারূপ) পরং আলম্বনং (সাধন পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের সাধনসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা (প্রণব প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম এবং অপর ব্রহ্মের তত্ত্ব অবগত হইয়া) ব্রহ্মলোকে মহীয়তে (ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া বিমুক্ত হন) ॥৪৫॥

এই প্রণবরূপ অবলম্বন বা সাধন ঈশ্বর এবং আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের গায়ত্রী প্রভৃতি সাধন সমূহের মধ্যে উৎকৃষ্টতম। প্রণবোপাসনারূপ সাধন পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের সাধনসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। প্রণব প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম এবং অপর ব্রহ্মের তত্ত্ব অবগত হইয়া ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া বিমুক্ত হন ॥৪৫॥

যমরাজ এক্ষণে পুনরায় নিরুপাধিক নির্বিশেষ আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ করিতেছেন—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ,
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥৪৬॥

বিপশ্চিৎ (নিত্য চৈতন্যস্বরূপ আত্মা) ন জায়তে (উৎপন্ন হন না) ম্রিয়তে বা (কিংবা মরেনও না) অয়ং (কারণ এই আত্মা) কুতশ্চিৎ (কোন কারণ হইতেই) ন বভূব (উৎপন্ন হন নাই) কশ্চিৎ ন বভূব (এই আত্মা হইতে কোন কিছু উৎপন্ন হয় নাই, অর্থাৎ এই আত্মা কার্য্যকারণ রহিত, নিত্য চৈতন্য স্বরূপ) অজঃ (উৎপত্তি বিনাশ রহিত)

নিত্যঃ (অপরিনামী) শাশ্বতঃ (অপক্ষয় বর্জিত) পুরাণঃ (বৃদ্ধিরহিত) শরীরে হন্যমানে (শরীররূপ উপাধি শস্ত্রাদি দ্বারা ছিন্ন হইলেও) অয়ং আত্মা ন হন্যতে (এই আত্মা নিত্য নিরবয়ব চৈতন্য স্বরূপ বলিয়া হত হন না)। ॥৪৬॥

নিত্য চৈতন্যস্বরূপ আত্মা উৎপন্ন হন না কিংবা মরেনও না কারণ এই আত্মা কোন কারণ হইতেই উৎপন্ন হন নাই, এই আত্মা হইতে কোন কিছু উৎপন্নও হয় নাই অর্থাৎ এই আত্মা কার্য্যকারণ রহিত, নিত্য চৈতন্যস্বরূপ। উৎপত্তি বিনাশরহিত, অপরিণামী, অপক্ষয় বর্জিত, বৃদ্ধিরহিত, এই নিরবয়ব চৈতন্য স্বরূপ এই আত্মা শরীররূপ উপাধি শস্ত্রাদিদ্বারা ছিন্ন হইলেও হত হন না ॥৪৬॥

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥৪৭॥

চেৎ (যদি) হন্তা (দেহকেই আত্মা বলিয়া মননকারী দেহাত্মবুদ্ধি মনুষ্য) হন্তুং (আমি এই ব্যক্তিকে হত্যা করিব, কিংবা কাহারও দ্বারা হত্যা করাইব) মন্যতে (মনে করে), হতঃ (হত্যাকারীকে দেখিয়া দেহাত্মবুদ্ধিমনুষ্য) চেৎ (যদি) হতং (আমি হত হইলাম এইরূপ) মন্যতে (মনে করে) উভৌ তৌ (তাহারা উভয়ই) ন বিজানীতঃ (আত্মতত্ত্ব জানে না) অয়ম (কারণ নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার, জন্মমৃত্যুরহিত নিরবয়ব চৈতন্য স্বরূপ এই আত্মা) ন হন্তি (কাহাকেও হত্যা করেন না এবং কাহার দ্বারা হত্যা করান না) ন হন্যতে (কিংবা কাহারও দ্বারা হত হন না। আত্মতত্ত্বের অজ্ঞান হেতুই ক্রিয়া কারক, ধর্ম অধর্ম, সুখ দুঃখ, জন্ম মৃত্যু ইত্যাদি প্রপঞ্চ প্রতীত হইতে থাকে।) ॥৪৭॥

যদি দেহকেই আত্মা বলিয়া মননকারী দেহাত্মবুদ্ধি মনুষ্য "আমি এই ব্যক্তিকে হত্যা করিব কিংবা কাহারও দ্বারা হত্যা করাইব" মনে করে

এবং হত্যাকারীকে দেখিয়া দেহাত্মবুদ্ধি মনুষ্য যদি "আমি হত হইলাম' এইরূপ মনে করে, তাহা হইলে তাহারা উভয়ই আত্মতত্ত্ব জানে না কারণ নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার, জন্মমৃত্যুরহিত নিরবয়ব চৈতন্যস্বরূপ এই আত্মা কাহাকেও হত্যা করেন না এবং কাহারও দ্বারা হত্যা করান কিবা কাহারও দ্বারা হত হন না। আত্মতত্ত্বের অজ্ঞান হেতুই ক্রিয়াকারক, ধর্ম অধর্ম, সুখ দুঃখ, জন্মমৃত্যু ইত্যাদি প্রপঞ্চ প্রতীত হইয়া থাকে ॥৪৭॥

আত্মতত্ত্ব কি প্রকারে উপলব্ধ হয় তাহাই এক্ষণে উপদিষ্ট হইতেছে।

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ॥৪৮॥

অণোঃ (মন প্রভৃতি অতি সূক্ষ্ম পদার্থ হইতে) অণীয়ান্ (সূক্ষ্মতর) মহতঃ (কাল, আকাশাদি মহৎ পদার্থ হইতে) মহীয়ান্ (মহত্তর) আত্মা (সমস্ত প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান, অবিনাশী আত্মা), অস্য জন্তোঃ (আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত প্রাণিসমূহের), গুহায়াং (হৃদয়রূপ গুহায়) নিহিতঃ (প্রত্যক্ আত্মারূপে নিশ্চয়ই অবস্থিত আছেন), অক্রতুঃ (ঐহিক পারলৌকিক ভোগ্যবিষয় হইতে সম্পূর্ণ উপরতচিত্ত, বীতরাগ মুমুক্ষু), ধাতুপ্রসাদাৎ (শরীরের ধারক মন আদি ইন্দ্রিয়গণ নির্মল হইলে) আত্মনঃ (আত্মার) তম্ ("এষো নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য ন কর্ম্মণা বর্দ্ধতে নো কনীয়ান্" "ব্রহ্মবিদের এই নিত্য মহিমা যে কর্ম দ্বারা উহার হ্রাস বৃদ্ধি হয় না" সেই শ্রুতি প্রসিদ্ধ হ্রাসবৃদ্ধিহীন আত্মার) মহিমানং (মহিমা অর্থাৎ নিত্য চৈতন্যস্বরূপতা) পশ্যতি (সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন) বীত-শোকঃ (এবং শোকমোহ বিনির্মুক্ত হন) ॥৪৮॥

মন প্রভৃতি অতি সূক্ষ্ম পদার্থ হইতে সূক্ষ্মতর এবং কাল আকাশাদি মহৎ পদার্থ হইতেও মহত্তর, সমস্ত প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান, অবিনাশী আত্মা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত প্রাণিসমূহের হৃদয়রূপ গুহায় প্রত্যক্ আত্মারূপে নিশ্চয়ই অবস্থিত আছেন। ঐহিক এবং পারলৌকিক ভোগ্যবিষয় হইতে সম্পূর্ণ উপরত চিত্ত বীতরাগ মুমুক্ষু শরীরের ধারক মন আদি ইন্দ্রিয়গণ নির্মল হইলে আত্মার নিত্য হ্রাস বৃদ্ধিহীন মহিমা অর্থাৎ নিত্য চৈতন্য-স্বরূপতা সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন এবং শোক মোহ বিনির্মুক্ত হন ॥৪৮॥

কল্পিত উপাধির ভেদ বশতঃ নানাবিধ ধর্মযুক্তরূপে ভাসমান এই আত্মাকে বিবেকবিহীন মূঢ় ব্যক্তি অবগত হইতে পারে না। এক্ষণে তাহাই বলিতেছেন—

আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।
কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি ॥৪৯॥

আসীনঃ (এই আত্মা জাগ্রৎ এবং স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয় ও মনের ব্যাপার সমূহের সাক্ষীরূপে নিশ্চল থাকিয়াও) দূরং ব্রজতি (দূরে গমন করেন অর্থাৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় মন দূরস্থিত বিষয় দেশে গমন করিলে মনেতে চিৎ প্রতিবিম্বরূপে স্থিত আত্মাও যেন দূরদেশে গমন করেন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু সর্বত্র পরিপূর্ণ চৈতন্যরূপে অবস্থান করেন বলিয়া আত্মা কখনও গতিমান হন না) শয়ানঃ (ইন্দ্রিয়গণ উপরত হইলে 'আমি মনুষ্য' আমি ইহা দেখিতেছি এইরূপ বিশেষ বিজ্ঞানের অভাব হেতু স্বরূপতঃ নিষ্ক্রিয় আত্মা সুপ্ত হইয়াও) সর্ব্বতঃ যাতি (সামান্য চেতনরূপে সর্বত্র বিদ্যমান থাকায় বোধ হয় যেন তিনি সর্বত্রগামী) মদামদং (বুদ্ধ্যাদির সহিত তাদাত্ম্য সম্বন্ধহেতু ধনাদি প্রযুক্ত গর্বিত বস্তুতঃ গর্বহীন) তং দেবং (সেই চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে) মদন্যঃ (আমার ন্যায় বিবেকবান ব্রহ্মবিদ্ ব্যতীত অন্য) কঃ (কে) জ্ঞাতুম্ অর্হতি (জানিতে সমর্থ হয়) ? ॥৪৯॥

এই আত্মা জাগ্রৎ এবং স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয় ও মনের ব্যাপার সমূহের সাক্ষীরূপে নিশ্চল থাকিয়াও দূরে গমন করেন অর্থাৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় মন দূরস্থিত বিষয় দেশে গমন করিলে মনেতে চিৎপ্রতিবিম্বরূপে স্থিত আত্মাও যেমন দূরদেশে গমন করেন বলিয়া বোধ হয় কিন্তু সর্বত্র পরিপূর্ণ চৈতন্যরূপে অবস্থান করেন বলিয়া আত্মা কখনও গতিমান হয় না। ইন্দ্রিয়গণ উপরত হইলে 'আমি' 'মনুষ্য', 'আমি ইহা দেখিতেছি' এইরূপ বিশেষ বিজ্ঞানের অভাব হেতু স্বরূপতঃ নিষ্ক্রিয় আত্মা সুপ্ত হইয়াও সামান্য চেতনরূপে সর্বত্র বিদ্যমান থাকায় বোধ হয় যেন তিনি সর্বত্র গামী। বুদ্ধ্যাদির সহিত তাদাত্ম সম্বন্ধ হেতু ধনাদি প্রযুক্ত গর্বিত বস্তুতঃ গর্বহীন সেই চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে আমার ন্যায় বিবেকবান্ ব্রহ্মবিদ্ ব্যতীত অন্য কে জানিতে সমর্থ হয় ? ॥৪৯॥

এক্ষণে আত্ম-বিজ্ঞানের ফল কথিত হইতেছে—

অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষ্ববস্থিতম্ ।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥৫০॥

অনবস্থেষু (অনিত্য) শরীরেষু (স্থূলসূক্ষ্ম কারণ দেহত্রয়ে অর্থাৎ সর্বদেহে), অবস্থিতং (সত্তাস্ফূর্তিপ্রদান পূর্ব্বক সাক্ষীরূপে বিরাজমান), অশরীরং (শরীররহিত, নিরবয়ব, অবিকারী আকাশবৎ নিত্য চৈতন্য-স্বরূপ), মহান্তং (দেশকাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন সর্ববিধভেদ রহিত মহান্), বিভুং (নিরপেক্ষ সর্বব্যাপী), আত্মানম্ (আত্মাকে), মত্বা ('আমিই নিত্য চৈতন্যস্বরূপ, সৎস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম' এই প্রকার আত্মরূপে উপলব্ধি করিয়া) ধীরঃ (বিবেকী পুরুষ), ন শোচতি (শোক করেন না, কারণ সেই আত্মবিদ্ বিবেকী পুরুষের শোকের কারণ কর্তৃত্ববুদ্ধি ভোক্তৃ বুদ্ধিরূপ বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়) ॥৫০॥

অনিত্য স্থূলসূক্ষ্মকারণ দেহত্রয়ে অর্থাৎ সর্বদেহে সত্তাস্ফূর্তিপ্রদান পূর্বক সাক্ষীরূপে বিরাজমান, শরীর রহিত নিরবয়ব, অবিকারী নিত্য চৈতন্যস্বরূপ, দেশকাল বস্তুদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, সর্ববিধ ভেদরহিত, আকাশ হইতেও মহান্, নিরপেক্ষ সর্বব্যাপী আত্মাকে 'আমিই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম' এই প্রকার আত্মরূপে উপলব্ধি করিয়া বিবেকী পুরুষ শোক করেন না; কারণ সেই আত্মবিদ্ বিবেকী পুরুষের শোকের কারণ কর্তৃত্ববুদ্ধি ও ভোক্তৃত্ববুদ্ধিরূপ বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায় ॥৫০॥

আত্মানুসন্ধান বিনা বেদাধ্যয়নাদি সাধনসমূহ ফলপ্রসূ হয় না; সেই জন্য আত্মজ্ঞ আচার্য্যের নিকট হইতে আত্মোপলব্ধির উপায়সমূহ অবগত হইবার জন্য মুমুক্ষুর প্রযত্ন করা একান্ত কর্তব্য। এই জন্য যম বলিতেছেন—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতেতনুংস্বাম্ ॥৫১॥

অয়ম্ আত্মা (এই আত্মা বা প্রত্যগ ভিন্ন ব্রহ্ম) প্রবচনেন (বেদধ্যয়ন দ্বারা) ন লভ্য (উপলব্ধ হয় না), ন মেধয়া (ধারণাশক্তিদ্বারা আত্মতত্ত্ব উপলব্ধ হন না) বহুনা শ্রুতেন (বহু শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় না) এষঃ (এই মুমুক্ষু) যম্ এব বৃণুতো (কেবল আত্মকাম হইয়া যে আত্মাকে বরণ করিয়া লন অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক সর্ববিধ বাহ্য বিষয়ক কামনা পরিত্যাগ পূর্বক কেবল আত্মকাম হইয়া অহোরাত্র চৈতন্যস্বরূপ আত্মার মনন ও নিদিধ্যাসন করেন) তেনলভ্যঃ (তিনিই আত্মতত্ত্ব জানিতে সমর্থ হন) তস্য (তাঁহার নিকট) এষ আত্মা (এই আত্মা) স্বাং তনুং (স্বীয় স্বরূপ) বিবৃণুতে (প্রকাশ করেন) ॥৫১॥

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা অন্যরূপও হয় যথা—

অয়ম আত্মা (এই চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে) প্রবচনেন (বেদাধ্যয়ন কিংবা বেদব্যাখ্যা দ্বারা) ন মেধয়া, ন বহুনা শ্রুতেন (স্বীয় মেধা অর্থাৎ ধারণাশক্তি দ্বারা কিংবা উপনিষৎ বিচারাতিরিক্ত অনেক শাস্ত্রশ্রবণ দ্বারা) ন লভ্যঃ (লাভ করা যায় না) এবং (পরমেশ্বর) যম্ (যে মুমুক্ষু সাধককে) বৃণুতে (অনুগ্রহ করেন) তেন লভ্যঃ (সেই সাধকই পরমেশ্বরকে লাভ করিতে পারে) তস্য এষ আত্মা স্বাং তনুং বিবৃণুতে (সেই মুমুক্ষু সাধকের নিকট পরমেশ্বর স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন) ॥৫১॥

এই আত্মা বা প্রত্যগভিন্ন ব্রহ্ম বেদাধ্যয়ন বা বেদ ব্যাখ্যা দ্বারা উপলব্ধ হন না, ধারণা শক্তিদ্বারা এই আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করা যায় না, বহুশাস্ত্র শ্রবণ দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় না, এই মুমুক্ষু কেবল আত্মকাম হইয়া যে আত্মাকে বরণ করিয়া লন অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকি সর্ববিধ বাহ্য বিষয়ক কামনা পরিত্যাগপূর্বক কেবল আত্মকাম হইয়া অহোরাত্র চৈতন্যস্বরূপ আত্মার মনন ও নিদিধ্যাসন করেন তিনিই আত্মতত্ত্ব জানিতে সমর্থ হন। তাঁহার নিকট এই আত্মা স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করেন ॥৫১॥

বিবেক বৈরাগ্য শমদমাদি সাধনসম্পন্ন পুরুষই আত্মজ্ঞানের যোগ্য অধিকারী ; সেইজন্য যম বলিতেছেন—

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥৫২॥

দুশ্চরিতাৎ (শাস্ত্র নিষিদ্ধ পাপাচরণ হইতে) অবিরতঃ (অনিবৃত্ত) ন (আত্মতত্ত্ব জানিতে সমর্থ হন না), অশান্তঃ (ইন্দ্রিয় লালসা হইতে অনুপরত) ন, অসমাহিতঃ (বিক্ষিপ্তচিত্ত) ন (আত্মতত্ত্ব জানিতে সমর্থ হন না) প্রজ্ঞানেন (কিন্তু যে ব্যক্তি পাপাচরণ হইতে নিবৃত্ত, ইন্দ্রিয়

লালসা রহিত, সমাহিত চিত্ত এবং অণিমাদি ঐশ্বর্য্যলাভে বিরক্ত তিনিই নিদিধ্যাসন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া) এবং (এই আত্মতত্ত্ব) আপ্নুয়াৎ (জানিতে সমর্থ হন) ॥৫২॥

শাস্ত্রনিষিদ্ধ পাপাচরণ হইতে অনিবৃত্ত, ইন্দ্রিয়লালসা হইতে অনুপরত, বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব জানিতে সমর্থ হন না কিন্তু যিনি পাপাচরণ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, যিনি ইন্দ্রিয়লালসারহিত, সমাহিত-চিত্ত, এবং অণিমাদি ঐশ্বর্য্যলাভে বীতস্পৃহ তিনিই নিদিধ্যাসন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া এই আত্মতত্ত্ব জানিতে সমর্থ হন ॥৫২॥

বিবেক বৈরাগ্য শমদমাদি সাধন ব্যতীত এই আত্মতত্ত্ব কোন প্রকারেই যে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন—

যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং কইত্থা বেদ যত্র সঃ ॥৫৩॥

ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে (সর্ব ধর্মের পরিরক্ষক ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় উভয় জাতিই অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতি দ্বারা উপলক্ষিত চরাচর জগৎ) যস্য (যাঁহার) ওদনঃ (অন্নস্বরূপ) ভবতঃ (হয়), মৃত্যুঃ (সর্ব সংহারক মৃত্যু) যস্য (যাঁহার) উপসেচনং (শাক সূপাদি ব্যঞ্জন স্থানীয় অর্থাৎ চরাচর জগৎ যাঁহার নিকট অতি তুচ্ছ এবং যিনি সর্বসংহারক মৃত্যুরও ভোক্তা অর্থাৎ মৃত্যুস্বরূপ) সঃ (সেই আত্মা) যত্র (যে শুদ্ধস্বরূপে বিরাজমান আছেন সেই নিত্য শুদ্ধবুদ্ধ মুক্তস্বভাব আত্মাকে) কঃ (উক্ত বিবেক বৈরাগ্যাদি সাধন সম্পন্ন মুমুক্ষু ব্যতীত অন্য কোন্ ব্যক্তি) ইত্থা বেদ (অপরোক্ষরূপে জানিতে সমর্থ হয়?) ॥৫৩॥

সর্ব্বধর্মের পরিরক্ষক ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় উভয় জাতিই অর্থাৎ ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় জাতিদ্বয় দ্বারা উপলক্ষিত চরাচর জগৎ যাঁহার অন্ন-

স্বরূপ এবং সর্বসংহারক মৃত্যু যাঁহার শাকসূপাদি ব্যঞ্জন স্থানীয় অর্থাৎ চরাচর জগৎ যাঁহার নিকট অতিতুচ্ছ এবং যিনি সর্বসংহারক মৃত্যুরও ভোক্তা অর্থাৎ যিনি সমুদয় দেশকালের নিয়ামক সেই আত্মা যে শুদ্ধ-সচ্চিদানন্দ স্বরূপে বিরাজমান আছেন সেই নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধমুক্ত স্বভাব আত্মাকে বিবেক বৈরাগ্যাদি সাধন সম্পন্ন মুমুক্ষু ব্যতীত অন্য কোন্ ব্যক্তি সাক্ষাৎ অপরোক্ষরূপে জানিতে সমর্থ হন ? ॥৫৩॥

তৃতীয়া বল্লী

আত্মার দুইরূপ। একটি দেহত্রয় বিশিষ্ট সোপাধিক রূপ, অপরটী নিরুপাধিক নির্বিশেষরূপ। একটী বিশ্ব বৈশ্বানর তৈজসহিরণ্যগর্ভ, প্রাজ্ঞ-ঈশ্বররূপ ; অপরটী 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং' সচ্চিদানন্দরূপ। দেশকাল-কার্য্যকারণ বিশিষ্ট চৈতন্যে সুখ দুঃখ, কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি দ্বন্দ্ব সমূহ প্রতিভাত হয়। হিরণ্যগর্ভ হইতেছেন প্রথম জীব। শ্রুতি বলেন, ব্রহ্মালোকে আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় আত্মতত্ত্ব বিস্পষ্ট অনুভূত হয়। ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ অবস্থায় আত্মতত্ত্ব বিবিক্তরূপে অনুভূত হইলেও সেই অনুভূতিতে একটি 'ছায়ার' জ্ঞানও অনুবিদ্ধ থাকে। এই ছায়া হইতেছে দেশকাল-কার্য্যকারণ রূপা, সত্ত্বরজস্তমোময়ী অপরা প্রকৃতি বা অবিদ্যা বা অজ্ঞান। হিরণ্যগর্ভ হইতেছেন এই অপরা প্রকৃতি বা অবিদ্যা বা অজ্ঞানের অধীন। যদিও এই সত্ত্বরজস্তমোময়ী অপরা প্রকৃতি ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরকেই বিষয় করিয়া থাকে, তাহা হইলেও ইহা ঈশ্বরের স্বরূপ পরমানন্দকে বিষয় করিতে পারে না, এই অপরা প্রকৃতি ঈশ্বরের কেবল ঐশ্বর্য্যকে বিষয় করিয়া থাকে। সেইজন্য এই অপরা প্রকৃতি ঈশ্বরের অধীন হইয়া ঈশ্বরের উপাধি হইয়া থাকে। সচ্চিদানন্দ-ময়ী অখণ্ডা একরসা পরাশক্তি হইতেছেন ঈশ্বরের স্বরূপ শক্তি। এই শক্তি

কেবল পরমানন্দকে বিষয় করিয়া থাকেন। এই পরাশক্তি বিশিষ্ট হইয়া ঈশ্বর সর্বদা স্বীয় স্বরূপ পরমানন্দে অবস্থান করেন, তাঁহাতে স্বরূপের আবরণ নাই। স্বীয় স্বরূপ হইতে বিন্দুমাত্র চ্যুত না হইয়া ঈশ্বর সত্ত্বরজস্তমোময়ী, দেশকাল-কার্য্যকারণ রূপা অপরা প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ অধীনে রাখিয়া সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে হিরণ্যগর্ভ, বিরাট্ বিশ্ব ও তৈজস রূপে বিবর্ত্তিত হন। ঈশ্বরের সমষ্টিরূপে অর্থাৎ বিরাট্ ও হিরণ্যগর্ভরূপে পরাশক্তির অভিব্যক্তি উৎকর্ষ লাভ করে বলিয়া সত্ত্বরজস্তমোময়ী, দেশকাল-রূপা অপরাশক্তি ক্রমশঃ বিলীন হইতে থাকে, কিন্তু তাঁহার ব্যষ্টিরূপে, দেব, যক্ষ, রক্ষ, মনুষ্য, পশুপক্ষী, কৃমি, কীট, উদ্ভিজ ও আকাশাদি ভূতসমূহে অপরাশক্তির প্রাধান্য হেতু পরাশক্তির উপর যেন সত্ত্বরজস্তমোগুণের একটা আবরণ আসিয়া পড়ে। স্বরূপ শক্তিতে আবরণ আসায় পরমানন্দ রূপ স্বরূপের অনুভূতি না হইয়া দেশকাল কার্য্যকারণ রূপা সত্ত্বরজস্তমোময়ী অপরা প্রকৃতির বিক্ষেপ জনিত নামরূপাত্মক জগতের অনুভূতি হইতে থাকে অর্থাৎ নির্মল চৈতন্যে জগৎ প্রকাশ পাইতে থাকে। ব্যষ্টি সমষ্টি বিশ্ব ঈশ্বরে কল্পিত হয়, কিন্তু পরমার্থতঃ এই বিশাল বিশ্ব ঈশ্বরেরই বিবর্ত্ত ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সেই জন্য বিশ্ব, তৈজস, বিরাট হিরণ্যগর্ভ পরমার্থতঃ ঈশ্বর স্বরূপ। কঠোপনিষদে পরাশক্তিকে 'বিদ্যা' এবং অপরাশক্তিকে 'অবিদ্যা' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই তৃতীয় বল্লীতে এক্ষণে বিদ্যার স্বরূপ ও ফল এবং অবিদ্যার স্বরূপ ও ফল সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করা হইতেছে।

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিনাচিকেতা ॥৫৪॥

ব্রহ্মবিদঃ (ব্রহ্মবিদ্‌গণ) চ (এবং) পঞ্চাগ্নয়ঃ (গার্হপত্য, আহবনীয়, দক্ষিণা, সভ্য এবং আবসথ্য এই পঞ্চপ্রকার অগ্নি বিদ্যার যাঁহারা অনুশীলন করিয়াছেন এবং) যে (যাঁহারা) ত্রিনাচিকেতাঃ (তিনবার নাচিকেত অগ্নির চয়ন অর্থাৎ অভেদে উপাসনা করিয়াছেন তাঁহারা) বদন্তি (বলেন যে) লোকে (শরীরে বা জগতে) পরমে পরার্ধে (বাহ্যাকাশ হইতে শ্রেষ্ঠ পরমাত্মার উপলব্ধি স্থান হৃদয়াকাশে স্থিত) গুহাং (বুদ্ধিরূপ গুহাতে প্রবিষ্ট) সুকৃতস্য (স্বকৃত) ঋতং (অবশ্যম্ভাবি-কর্মফল) পিবন্তৌ (ভোগ করিতে করিতে) ছায়াতপৌ (ছায়া ও আলোকের ন্যায় পরস্পর বিলক্ষণ স্বভাব জীব এবং ঈশ্বর বিদ্যমান আছেন) ॥৫৪॥

ব্রহ্মবিদ্‌গণ এবং গার্হপত্য, আহবনীয়, দক্ষিণা, সভ্য এবং আবসথ্য এই পঞ্চপ্রকার অগ্নিবিদ্যার অনুশীলনকারীগণ এবং যাঁহারা তিনবার নাচিকেত অগ্নির চয়ন অর্থাৎ অভেদে উপাসনা করিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে শরীরে বাহ্যাকাশ হইতে শ্রেষ্ঠ পরমাত্মার উপলব্ধি স্থান হৃদয়াকাশে স্থিত বুদ্ধিরূপ গুহাতে প্রবিষ্ট, স্বকৃত অবশ্যম্ভাবি কর্মফল ভোগ করিতে করিতে, ছায়া ও আলোকের ন্যায় পরস্পর বিলক্ষণ স্বভাব জীব এবং ঈশ্বর বিদ্যমান আছেন ॥৫৪॥

এই মন্ত্রে 'ঋতং পিবন্তৌ' এই বাক্যে পিবন্তৌ এই পদটীতে দ্বিবচন থাকায় উহা জীব ও পরমাত্মা উভয়েরই সহিত সম্বন্ধযুক্ত, কিন্তু জীবই কেবল কর্মফল ভোগ করিয়া থাকেন পরমাত্মা কথনই কর্মফল ভোগী হন না।" "দশভিঃ সহ পুত্রৈশ্চ ভারং বহতি গর্দ্দভী" এস্থলে যেমন পুত্রদিগের ভার বহনের সহিত সম্বন্ধ নাই, একমাত্র গর্দ্দভই ভার বহন করে, সেইরূপ জীবই কর্মফল ভোগ করেন পরমাত্মা করেন না। এখানে জীবের সহিত সম্বন্ধ থাকাতে জীবাত্মা পরমাত্মা উভয়কেই 'পিবন্তৌ' এই দ্বিবচন দ্বারা কর্মফল ভাগকারী বলা হইয়াছে। জলে যেরূপ সূর্য্যের প্রতিবিম্ব

পতিত হয় সেইরূপ অন্তঃকরণে শুদ্ধ চৈতন্যের বিবর্ত্ত বা আভাসই জীব ; উহাকেই এস্থলে ছায়া বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে এবং শুদ্ধ চেতনকে আলোক বলা হইয়াছে। অন্তঃকরণে চৈতন্যের বিবর্ত্তরূপ জীব পরমার্থতঃ চৈতন্যস্বরূপই। কল্পিত অন্তঃকরণের বিলয়ে শুদ্ধ চৈতন্যমাত্রই বিরাজ করেন।

যমরাজ পুনরপি বলিলেন—

যঃ সেতুরীজানানাক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরম্
অভয়ং তিতীর্ষতাং পারং নাচিকেতং শকেমহি ॥৫৫॥

ঈজানানাম্ (যজ্ঞকারীগণের অর্থাৎ উপাসকগণের) যঃ (যিনি) সেতুঃ (ভবসাগর পার হইবার উপায়স্বরূপ) তং নাচিকেতং (সেই নাচিকেত অগ্নিবিদ্যার ফলস্বরূপ ঈশ্বরতত্ত্ব) শকেমহি (আমরা জানিতে সমর্থ এবং) তিতীর্ষতাং (ভবসাগর উত্তির্ণ হইতে ইচ্ছুক ব্রহ্মবিদ্‌গণের) যৎ অভয়ং (যে অভয়) অক্ষরং (ক্ষয়রহিত) পরং ব্রহ্ম (দেশকালবস্তুদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন সর্ববিধ ভেদরহিত সচ্চিদানন্দরূপ আত্মতত্ত্বও আমরা জানিতে সমর্থ) ॥৫৫॥

যজ্ঞকারিগণের অর্থাৎ উপাসকগণের যিনি ভবসাগর পার হইবার উপায়-স্বরূপ সেই নাচিকেত অগ্নিবিদ্যার ফলস্বরূপ ঈশ্বরতত্ত্ব এবং ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছুক ব্রহ্মবিদ্‌গণের যে অভয় ক্ষয়রহিত দেশকাল বস্তুদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন সর্ববিধ ভেদরহিত সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মতত্ত্বও আমরা জানিতে সমর্থ ॥৫৫॥

এক্ষণে আত্মতত্ত্বের উপদেশ প্রদান করিতে গিয়া যমরাজ বলিতেছেন—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥৫৬॥

আত্মানম্ (নিজেকে, অস্মৎ প্রত্যয়ের লক্ষ্য এবং বাচ্য ঈশ্বর এবং কর্মফল ভোক্ত সংসারী জীবকে), রথিনং (রথস্বামী), বিদ্ধি (জানিবে, জান), শরীরং তু (এবং শরীরকে) রথং এব তু (রথ বলিয়াই জানিবে) বুদ্ধিং তু (এবং বুদ্ধিকে) সারথিং (সারথি, শরীররূপ রথের পরিচালক) বিদ্ধি (জান, জানিবে) মনঃ (মনকে) প্রগ্রহং (প্রগ্রহ, লাগাম) এব চ (বলিয়াই জানিবে) ॥৫৬॥

নিজেকে অর্থাৎ অস্মৎপ্রত্যয় লক্ষ্য ও বাচ্য ঈশ্বর এবং জীবকে শরীর-রূপ রথের অধিষ্ঠাতা বা স্বামী বলিয়া জানিবে এবং শরীরকে রথ বলিয়া, বুদ্ধিকে শরীররূপ রথের পরিচালক সারথি বলিয়া, এবং মনকে প্রগ্রহ বা লাগাম বলিয়া জানিবে ॥৫৬॥

ইন্দ্রিয়ানি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্ ।
আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥৫৭॥

মনীষিণঃ (বিবেকী মনীষিগণ) ইন্দ্রিয়ানি (ইন্দ্রিয়গণকে) হয়ান্ অশ্বসমূহ) বিষয়ান্ (শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ বিষযসমূহকে) তেষু (ইন্দ্রিয়-রূপ অশ্বসমূহের), গোচরান্ (বিচরন স্থান) আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং শরীর ইন্দ্রিয় এবং মনোযুক্ত আত্মাকে) ভোক্তা ইতি আহুঃ (ভোক্তা বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন) ॥৫৭॥

বিবেকী মনীষিগণ ইন্দ্রিয়গণকে অশ্বসমূহ, শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধরূপ বিষয়সমূহকে ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বসমূহের বিচরণ স্থান এবং শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত আত্মাকে ভোক্তা বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন ॥৫৭॥

মানুষের স্থূল দেহকে রথরূপে, সূক্ষ্মদেহকে রথের পরিচালকরূপে এবং আত্মা বা আমি অর্থাৎ 'অহং প্রত্যয়ের বাচ্যার্থ জীবকে' রথীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। জীব সর্বদা স্থূলদেহরূপ রথে আরূঢ় থাকিয়া

পাপ পুণ্য কর্ম করে এবং সেই সেই কর্মের ফল স্থূলরূপে স্থূলদেহে এবং সূক্ষ্মরূপে সূক্ষ্মদেহে ভোগ করিয়া থাকে। পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকারসমষ্টি হইতেছে সূক্ষ্ম দেহ। এই সূক্ষ্ম দেহের মধ্যে বুদ্ধি প্রধান বলিয়া বুদ্ধিকে সারথি বলা হইয়াছে। বুদ্ধি কোন পদার্থকে নিশ্চিত করিয়া দিলে মন সেই পদার্থকে গ্রহণ বা ত্যাগ করিবার জন্য ইন্দ্রিয়গণকে পরিচালিত করে। এই জন্য মনকে লাগাম এবং ইন্দ্রিয়গণকে অশ্বরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। সারথি যদি সুবিবেচক হয় তাহা হইলে লাগাম সংযত করিয়া অশ্বগণকে নিজের ইচ্ছামত পরিচালিত করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু সারথি দক্ষ না হইলে অশ্বগণ সারথিসহিত রথকে বিপথে লইয়া গিয়া অনর্থের সৃষ্টি করে। পরবর্ত্তী মন্ত্রে সংসার গতি এবং মোক্ষ প্রদর্শনের জন্য দুই প্রকার সারথি ও তাহাদের কার্য্যের বিভিন্ন ফল প্রদর্শিত হইতেছে।

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টা শ্বা ইব সারথেঃ ॥৫৮॥

তু (কিন্তু) যঃ (যে বুদ্ধিরূপ সারথি) অবিজ্ঞানবান্ (লাগামরূপ মনের নিগ্রহদ্বারা অশ্বরূপ ইন্দ্রিয়গণের বাহ্য পদার্থসমূহে প্রবৃত্তিনিবৃত্তিসম্বন্ধে বিবেকজ্ঞানহীন হইয়া) সদা (সর্ব্বদা) অযুক্তেন মনসা (অসমহিত চিত্তে) ভবতি (বর্ত্তমান থাকেন) তস্য (সেই বিবেকজ্ঞানহীন অসংযতমনা বুদ্ধিরূপ সারথির) দুষ্টা শ্বা ইব (কুমার্গগামী উচ্ছৃঙ্খল অশ্বগণের ন্যায়) ইন্দ্রিয়ানি (অশ্বরূপ ইন্দ্রিয়গণ) অবশ্যানি (উচ্ছৃঙ্খল হইয়া থাকে) ॥৫৮॥

কিন্তু যে বুদ্ধিরূপ সারথি লাগামরূপ মনের নিগ্রহ দ্বারা অশ্বরূপ ইন্দ্রিয়গণের বাহ্য পদার্থ সমূহে প্রবৃত্তিনিবৃত্তি বিষয়ে বিবেকজ্ঞানহীন হইয়া সর্ব্দা অসমাহিত চিত্তে বর্ত্তমান থাকে সেই বিবেকহীন অসংযতমনা

বুদ্ধিরূপ সারথির ইন্দ্রিয়গণ কুমার্গগামী উচ্ছৃঙ্খল অশ্বের ন্যায় তাহার বশীভূত থাকে না ॥৫৮॥

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবনি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়ানি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ ॥৫৯॥

যঃ (যে বুদ্ধিরূপ সারথি) তু (কিন্তু) সদা যুক্তেন মনসা (সর্বদা নিগৃহীত মনে) বিজ্ঞানবান্ ভবতি (বাহ্য বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইয়া বর্ত্তমান থাকেন তস্য (সেই বুদ্ধিরূপ সারথির) ইন্দ্রিয়ানি (ইন্দ্রিয়গণ) সারথেঃ (লৌকিক সারথির) সদশ্বাইব (শিক্ষিত অশ্বসমূহের ন্যায়) বশ্যানি (তাহার বশীভূত থাকে) ॥৫৯॥

কিন্তু যে বুদ্ধিরূপ সারথি সর্বদা নিগৃহীত মনে বাহ্য বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইয়া বর্ত্তমান থাকেন, সেই বুদ্ধিরূপ সারথির ইন্দ্রিয়গণ লৌকিক সারথির শিক্ষিত অশ্বসমূহের ন্যায় তাহার বশীভূত থাকে ॥৫৯॥

এক্ষণে পূর্বোক্ত দুই প্রকার সারথি যুক্ত রথীরূপ আত্মার দুইপ্রকার গতি প্রদর্শিত হইতেছে—

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
ন স তৎ পদমাপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি ॥৬০॥

যস্তু (যে আত্মারূপ রথী) অবিজ্ঞানবান্ (অবিবেকী) অমনস্কঃ (অসমাহিত চিত্ত) সদা অশুচিঃ (এবং ইন্দ্রিয়গণ অসংযত থাকা হেতু পাপ কর্মে লিপ্ত এবং সেই হেতু সর্বদা অপবিত্র হইয়া) ভবতি (অবস্থান করে) সঃ (সেই অসংযত চিত্ত অবিবেকী অপবিত্র রথীরূপ আত্মা) তৎপদং (সেই অক্ষয় ব্রহ্মপদ) ন আপ্নোতি (লাভ করিতে পারে না) সংসারং চ অধিগচ্ছতি (পরন্তু জন্মমৃত্যুরূপ সংসারগতি প্রাপ্ত হয়) ॥৬০॥

যে আত্মারূপ রথী অবিবেকী, অসমাহিত-চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়গণ অসংযত থাকা হেতু পাপ কর্মে লিপ্ত এবং সেইহেতু সর্বদা অপবিত্র হইয়া অবস্থান করে, সেই অসংযতচিত্ত অবিবেকী অপবিত্র রথীরূপ আত্মা সেই অক্ষর ব্রহ্মপদ লাভ করিকে পারে না পরন্তু জন্মমৃত্যুরূপ সংসারগতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৬০ ।

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদাশুচিঃ ।
সতু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাৎভূয়ো ন জায়তে ॥৬১॥

তু (কিন্তু), যঃ (শরীররূপ রথের রথীরূপ যে আত্মা) বিজ্ঞানবান্ (বিবেকবতীবুদ্ধিরূপ সারথিযুক্ত) সমনস্কঃ (নিগৃহীত মনঃ সম্পন্ন) সদা শুচিঃ (সর্বদা শুদ্ধচিত্ত) ভবতি (হন) স তু (সেই বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন, নিগৃহীতমনাঃ, শুদ্ধচিত্ত রথীরূপ আত্মা) তৎ পদং (সেই ব্রহ্মরূপ পদ) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন) যস্মাৎ (যাহা হইতে প্রচ্যুত হইয়া) ভূয়ঃ (পুনরায়) ন জায়তে (জন্মগ্রহণ করিতে হয় না) ॥৬১॥

কিন্তু শরীররূপ রথের রথীরূপ যে আত্মা বিবেকবতী বুদ্ধিরূপ সারথি-যুক্ত, নিগৃহীতমনঃ সম্পন্ন, সর্বদাশুদ্ধচিত্ত, সেই বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন, নিগৃহীতমনাঃ শুদ্ধচিত্ত রথীরূপ আত্মা সেই ব্রহ্মরূপ পদ প্রাপ্ত হন যাহা হইতে প্রচ্যুত হইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ॥৬১॥

শ্রুতি এক্ষণে দেশকালবস্তুদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, সর্ববিধভেদরহিত পরম ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির উপায় প্রদর্শন করিতেছেন—

বিজ্ঞান সারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্ নরঃ ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৫২॥

যঃ নরঃ (যে মনুষ্য) বিজ্ঞান সারথিঃ (বিবেকবতী বুদ্ধিরূপ সারথি-যুক্ত) মনঃ প্রগ্রহবান্ (এবং সম্পূর্ণ নিগৃহীতমনোরূপ প্রগ্রহ সম্পন্ন) সঃ

(সেই বিবেকবান্ নিগৃহীতমনা মুমুক্ষু) অধ্বনঃ পারং (দেবযান ও পিতৃযান এই মার্গদ্বয় দ্বারা অপ্রাপ্য সংসার সমুদ্রের পরপাররূপ) তদ্বিষ্ণোঃ (সেই নিরপেক্ষ সর্বব্যাপী পরমাত্মা বাসুদেবের) পরমং পদং (উৎকৃষ্ট স্থান) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন অর্থাৎ সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হন) ॥৬২॥

যে মনুষ্য বিবেকবতী বুদ্ধিরূপ সারথিযুক্ত, এবং সম্পূর্ণ নিগৃহীত মনোরূপ প্রগ্রহ সম্পন্ন অর্থাৎ সমাহিত চিত্ত ও পবিত্রমনা সেই বিবেকবান্ নিগৃহীত-মনা মুমুক্ষু দেবযান ও পিতৃযান এই মার্গদ্বয় দ্বারা অপ্রাপ্য সংসার সমুদ্রের পরপাররূপ সেই নিরপেক্ষ ব্যাপী পরমাত্মা বাসুদেবের উৎকৃষ্ট স্থান প্রাপ্ত হন অর্থাৎ সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হন ॥৬২॥

সংসার ধর্ম রহিত, অপরিচ্ছিন্ন নিত্য, অপরিণামি অখণ্ড, অভেদ 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং' রূপ পরমাত্মা যে নিরতিশয় মহান্ এবং প্রপঞ্চ নিষেধের অবধি বা সীমা তাহাই এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধি বুর্দ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥৬৩॥

অর্থাৎ (পঞ্চ তন্মাত্র পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের কারণ, এবং ইন্দ্রিয়গণ পঞ্চ স্থূলভূতের অধীন হইয়া প্রবৃত্ত হয় বলিয়া, শব্দস্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পঞ্চ-স্থূল এবং পঞ্চতন্মাত্র এই পঞ্চসূক্ষ্ম বিষয় সমূহ) ইন্দ্রিয়েভ্যঃ (ইন্দ্রিয়গণ হইতে) পরাঃ (শ্রেষ্ঠ), অর্থেভ্যশ্চ (বিষয় সমূহ হইতে) মনঃ (বিষয় সমূহের গ্রাহক সংকল্প বিকল্পাত্মক মন) পরং (শ্রেষ্ঠ) মনসস্তু (এবং মন হইতে) বুদ্ধিঃ (মনের প্রযোজক নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি) পরা (শ্রেষ্ঠ) বুদ্ধেঃ (আমাদিগের ব্যষ্টি বুদ্ধি হইতে) মহান্ আত্মা (সমষ্টি বুদ্ধিরূপ হিরণ্যগর্ভ-তত্ত্ব) পরঃ (শ্রেষ্ঠ) ॥৬৩॥

পঞ্চতন্মাত্র পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের কারণ এবং ইন্দ্রিয়গণ পঞ্চস্থূলভূতের অধীন হইয়া প্রবৃত্ত হয় বলিয়া শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ এই পঞ্চস্থূলভূত এবং পঞ্চ-

তন্মাত্র এই পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূতরূপ বিষয় সমূহ ইন্দ্রিয়গণ হইতে শ্রেষ্ঠ, আবার বিষয়সমূহ হইতে বিষয় সমূহের গ্রাহক সংকল্প বিকল্পাত্মক মন শ্রেষ্ঠ এবং মন হইতে মনের প্রযোজক নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, ব্যষ্টি বুদ্ধি হইতে সমষ্টি বুদ্ধিরূপ হিরণ্যগর্ভতত্ত্ব শ্রেষ্ঠ ॥৬৩॥

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎসাকাষ্ঠা সা পরাগতিঃ ॥৬৪॥

মহতঃ (সমষ্টি বুদ্ধিতত্ত্ব হিরণ্যগর্ভ হইতে) অব্যক্তং (সমস্ত জগতের বীজভূত, পরমাত্মা পরমেশ্বরের আশ্রিত মায়া, আকাশ ইত্যাদি নাম দ্বারা অভিহিত অব্যাকৃত) পরং (উৎকৃষ্ট অর্থাৎ সূক্ষ্মতর, মহত্তর এবং প্রত্যগাত্মভূত) অব্যক্তাৎ (অব্যক্ত বা আকাশ বা মায়া হইতে) পুরুষঃ (নিখিল নামরূপাত্মক জগতের প্রকাশক চৈতন্যস্বরূপ আত্মা) পরঃ (শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সূক্ষ্মতরঃ, সমস্ত কারণের কারণ, প্রত্যগাত্মভূত), পুরুষাৎ (সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে স্থিত চৈতন্যস্বরূপ আত্মা হইতে) কিঞ্চিৎ (অন্য কোন বস্তুই) পরং ন (উৎকৃষ্ট অর্থাৎ সূক্ষ্মতর, মহত্তর এবং প্রত্যগাত্মভূত নাই) সা (সেই কেবল চিন্মাত্রস্বরূপ আত্মা) কাষ্ঠা (সূক্ষ্মত্ব, মহত্ত্ব, প্রত্যগাত্মত্বের বিশ্রান্তিভূমি, সমস্ত প্রপঞ্চ নিষেধের অবধি) সা পরাগতিঃ (সেই চৈতন্যস্বরূপ আত্মা সর্বোত্তম গতি, অর্থাৎ বিষ্ণুর পরমপদ ; যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে দেবযান পিতৃযান প্রভৃতি মার্গে ভ্রমণকারী সংসারিগণের আর পুনরায় সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না ॥৬৪॥

সমষ্টি বুদ্ধিতত্ত্ব হিরণ্যগর্ভ হইতে নিখিল জগতের বীজভূত পরমাত্মা পরমেশ্বরের আশ্রিত মায়া, আকাশ ইত্যাদি মান দ্বারা অভিহিত অব্যাকৃত উৎকৃষ্ট অর্থাৎ সূক্ষ্মতর, মহত্তর এবং প্রত্যগাত্মভূত; এই অব্যক্ত বা আকাশ বা মায়া হইতে নিখিল নামরূপাত্মক জগতের প্রকাশক চৈতন্য-স্বরূপ আত্মা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সূক্ষ্মতর, মহত্তর, প্রত্যগাত্মভূত এবং সর্ব্বকারণের

কারণ; সর্বত্র পূর্ণরূপে স্থিত এই চৈতন্যস্বরূপ আত্মা হইতে অন্য কোন বস্তুই উৎকৃষ্ট অর্থাৎ সূক্ষ্মতর, মহত্তর এবং প্রত্যগাত্মভূত নাই কারণ সেই চিন্মাত্র স্বরূপ আত্মা সূক্ষ্মত্ব, মহত্ব এবং প্রত্যগাত্মত্বের বিশ্রান্তিভূমি, সমস্ত প্রপঞ্চ নিষেধের অবধি। সেই চৈতন্যস্বরূপ আত্মা সর্বোত্তমগতি অর্থাৎ বিষ্ণুর পরমপদ; যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে দেবযান পিতৃযান প্রভৃতি-মার্গে ভ্রমণকারী সংসারিগণের আর পুনরায় সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না ॥৬৪॥

এষঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োঽত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥৬৫॥

এষঃ (ইন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি হইতে উৎকৃষ্টতম এই) আত্মা (প্রত্যক্ চৈতন্য স্বরূপ আত্মা) সর্ব্বেষু ভূতেষু (আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সর্বপ্রাণিসমূহে অবস্থিত হইলেও) গূঢ়ঃ (অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ায়) ন প্রকাশতে ('আমি পরমানন্দস্বরূপ' এইরূপে ব্যবহারযোগ্য হন না) তু (নিশ্চয়ই) সূক্ষ্মদর্শিভিঃ (বিষয়, মন, ইন্দ্রিয় হইতে সূক্ষ্ম বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে অব্যক্ত মায়া সূক্ষ্মতর এবং এই অব্যক্ত হইতে সচ্চিৎসুখাত্মক আত্মতত্ত্ব সূক্ষ্মতম, সর্বব্যাপী ও সকলের স্বরূপ এইরূপে বিচার করিয়া সূক্ষ্মতম বস্তু ধারণা করিতে নিপুণ আত্মতত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ দ্বারা) অগ্র্যয়া (শ্রেষ্ঠ, তীক্ষ্ণ, গুরূপদিষ্ট "তত্ত্বমসি" 'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' ইত্যাদি মহাবাক্য জনিত অখণ্ডা) সূক্ষ্ময়া (সূক্ষ্মতত্ত্বগ্রহণ সমর্থা) বুদ্ধ্যা (নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা) দৃশ্যতে (এই আত্মা প্রত্যক্‌রূপে উপলব্ধ হন) ॥৬৫॥

ইন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি হইতে উৎকৃষ্টতম এই প্রত্যক্ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সর্বপ্রাণিসমূহে অবস্থিত হইলেও অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ায়, 'আমি পরমানন্দস্বরূপ' এইরূপে ব্যবহার যোগ্য হন না।

বিষয়, মন ও ইন্দ্রিয় হইতে বুদ্ধি সূক্ষ্মতর, বুদ্ধি হইতে অব্যক্ত মায়া আরও অধিকতর সূক্ষ্ম এবং এই অব্যক্ত হইতে সচ্চিৎ সুখাত্মক আত্মতত্ত্ব সূক্ষ্মতম, সর্বব্যাপী এবং মায়া ও তৎকার্য্য জগৎপ্রপঞ্চের স্বরূপ এইরূপে বিচার পূর্বক উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর এবং সূক্ষ্মতম বস্তু অবধারণ করিতে নিপুণ আত্মতত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক গুরূপদিষ্ট "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি মহাবাক্য জনিত অখণ্ডা সূক্ষ্মতত্ত্ব গ্রহণসমর্থা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা এই আত্মা প্রত্যক্‌রূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধ হন ॥৬৫॥

বুদ্ধি একাগ্র না হইলে এই সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্বের অভিব্যক্তি কখনই সম্ভব হয় না। এইজন্য কিপ্রকারে বুদ্ধিকে একাগ্র করিতে হইবে তাহাই এক্ষণে ঋষি উপদেশ করিতেছেন।

যচ্ছেদ্বাঙ্‌মনসি প্রাজ্ঞঃ তৎ যচ্ছেৎ জ্ঞান আত্মনি।
* জ্ঞানমাত্মনি মহতি তৎ যচ্ছেৎ শান্ত আত্মনি ॥৬৬॥

প্রাজ্ঞঃ (আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু মুমুক্ষুব্যক্তি) বাক্ (পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে) মনসি (সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিয়ামক সংকল্প বিকল্পাত্মক মনে) যচ্ছেৎ (নিরুদ্ধ করিবে অর্থাৎ মনোব্যাপার হইতে অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় ব্যাপারের অভাব সম্পাদন করিবে। মনে যখনই কোন সংকল্প উত্থিত হয় তখনই উহা সূক্ষ্মবাক্‌রূপে উত্থিত হইয়া থাকে, এই সূক্ষ্মবাক্‌কে উঠিতে না দিলে মন কার্য্যক্ষম হয় না। সংকল্পবিকল্পসমূহ সূক্ষ্ম বাক্‌রূপে উত্থিত হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে সংকল্পবিকল্পসমূহের অনুরূপ বিষয় সমূহের গ্রহণ বা পরিবর্জনে পরিচালিত করে, এক্ষণে সূক্ষ্ম বাক্‌কে যদি মনেতেই নিরুদ্ধ করা যায় তাহা হইলে সংকল্প বিকল্প ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ব্যাপৃত করিতে পারে না) তৎ (সেই সংকল্পবিকল্পাত্মক মনকে) জ্ঞান আত্মনি (নিশ্চয়াত্মিকা ব্যষ্টি বুদ্ধিতে) যচ্ছেৎ (নিরুদ্ধ করিবে।

* অন্যত্র এইরূপ পাঠ আছে—জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তৎ যচ্ছেৎ শান্ত আত্মনি।

বুদ্ধি যদি সংকল্প ও বিকল্পকে নিশ্চিত করিয়া না দেয়, তাহা হইলে সংকল্প বিকল্পাত্মক মন স্থির হইয়া যায়।) জ্ঞানম্ (ব্যষ্টিবুদ্ধিতত্ত্বকে) আত্মনি মহতি (সমুদয় ব্যষ্টিবুদ্ধির আত্মভূত সমষ্টিবুদ্ধিরূপ মহৎতত্ত্বে) নিযচ্ছেৎ (বিলুপ্ত করিয়া দিবে অর্থাৎ আকাশবৎ সবব্যষ্টিবুদ্ধিব্যাপী মহৎতত্ত্ব ব্যতীত কোন ব্যষ্টি বিজ্ঞান নাই এইরূপ চিন্তা করিবে) তৎ (সেই সমষ্টি বুদ্ধিতত্ত্বকে) শান্ত আত্মনি (অন্তঃকরণ ও সর্বেন্দ্রিয়ের প্রকাশক সাক্ষী চৈতন্য স্বরূপ নির্বিকার আত্মাতে) যচ্ছেৎ (নিরুদ্ধ করিবে। অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা ব্যতীত অন্য কোন পদার্থান্তর নাই এইরূপ মনন করিবে) ॥৬৬॥

আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু মুমুক্ষু ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গণকে সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের নিয়ামক সংকল্প বিকল্পাত্মক মনে নিরুদ্ধ করিবে অর্থাৎ মনোব্যাপার হইতে অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় ব্যাপারের অভাব সম্পাদন করিবে, মনে যখনই কোন সংকল্পবিকল্প উত্থিত হয় তখনই উহা সূক্ষ্ম বাক্‌রূপে উত্থিত হইয়া থাকে, এই সূক্ষ্ম বাক্‌কে উঠিতে না দিলে মন কার্য্যক্ষম হয় না। সংকল্পবিকল্প সমূহ সূক্ষ্ম বাক্‌রূপে উত্থিত হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে সংকল্পবিকল্পসমূহের অনুরূপ বিষয় সমূহের গ্রহণ বা পরিবর্জনে পরিচালিত করে। এক্ষণে সূক্ষ্ম বাক্‌কে যদি মনেতেই নিরুদ্ধ করা যায় তাহা হইলে সংকল্পবিকল্প ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় ব্যাপৃত করিতে পারে না। সেই সংকল্প বিকল্পাত্মক মনকে আবার নিশ্চয়াত্মিকব্যষ্টি বুদ্ধিতে নিরুদ্ধ করিবে। বুদ্ধি যদি সংকল্প ও বিকল্পকে নিশ্চিত করিয়া না দেয় তাহা হইলে সংকল্পবিকল্পাত্মক মন ক্রমে ক্রমে স্থির হইয়া যায়। আবার ব্যষ্টি বুদ্ধিতত্ত্বকে সমুদয় ব্যষ্টিবুদ্ধির আত্ম-ভূত সমষ্টিবুদ্ধিরূপ মহৎতত্ত্বে বিলুপ্ত করিয়া দিবে। আকাশবৎ সমুদয় ব্যষ্টি-বুদ্ধিব্যাপী মহৎতত্ত্ব ব্যতীত কোন ব্যষ্টিবিজ্ঞান নাই এইরূপ চিন্তা করিবে। পুনরায় সেই সমষ্টিবুদ্ধিতত্ত্বকে অন্তঃকরণ ও সর্বেন্দ্রিয়ের প্রকাশক সাক্ষী চৈতন্যস্বরূপ নির্বিকার আত্মাতে বিলুপ্ত করিয়া দিবে, অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ আত্মাব্যতীত অন্য কোন পদার্থান্তর নাই এইরূপ মনন করিবে ॥৬৬॥

এইরূপে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত যোগাভ্যাসের দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করিয়া আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার বিষয়ে প্রযত্ন করিবার জন্য মাতার ন্যায় হিতৈষিণী শ্রুতি উপদেশ করিতেছেন—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়াদুর্গংপথস্তৎকবয়ো বদন্তি ॥৬৭॥

[হে সংসার-সন্তপ্ত মানবগণ, তোমরা] উত্তিষ্ঠত (ওঠ, আত্মজ্ঞান-লাভে সর্বতোভাবে প্রযত্ন কর) জাগ্রত (জাগো, অজ্ঞানরূপ মোহনিদ্রা পরিত্যাগ কর) বরান্ প্রাপ্য (শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্যগণের সমীপে গমন পূর্ব্বক) নিবোধত (তাঁহাদের উপদেশ অনুসারে স্ব স্ব জীবন গঠন পূর্ব্বক নিশ্চিতরূপে আত্মতত্ত্ব অবগত হও। আচার্য্যের উপদেশ অনুসারে চরিত্র গঠন করিয়া সমাহিত চিত্ত না হইলে এই সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্ব কখনই অবগত হওয়া যায় না কারণ) কবয়ঃ (আত্মতত্ত্বদর্শী ব্রহ্মবিদ্‌গণ) বদন্তি (বলিয়া থাকেন) ক্ষুরস্য (নাপিতের ক্ষুরের) নিশিতা (শাণিত তীক্ষ্ণ) ধারা (অগ্রভাগ) দুরত্যয়া (যেরূপ চরণ দ্বারা অতিক্রম করা দুষ্কর সেইরূপ) তৎপথঃ (সেই আত্মজ্ঞানরূপ মার্গ) দুর্গং (অতিশয় দুর্গম) ॥৬৭॥

হে সংসার সন্তপ্ত মানবগণ, তোমরা ওঠ, আত্মজ্ঞানলাভে সর্বতোভাবে প্রযত্ন কর। জাগো, অজ্ঞানরূপ মোহনিদ্রা পরিত্যাগ কর। শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্যগণের সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাদের উপদেশ অনুসারে স্ব স্ব জীবন গঠন পূর্ব্বক নিশ্চিতরূপে আত্মতত্ত্ব অবগত হও। আচার্য্যের উপদেশ অনুসারে চরিত্রগঠন করিয়া সমাহিত চিত্ত না হইলে এই সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্ব কখনই অবগত হওয়া যায় না, কারণ আত্মতত্ত্বদর্শী ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন নাপিতের ক্ষুরের শাণিত তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ যেরূপ চরণদ্বারা

অতিক্রম করা দুষ্কর, সেইরূপ সেই আত্মজ্ঞান রূপ মার্গ অতিশয় দুর্গম ॥৬৭॥

আত্মা যে অতিশয় দুর্বিজ্ঞেয় তাহাই এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চযৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরংধ্রুবং নিচায্যতং মৃত্যুমুখাৎ
প্রমুচ্যতে ॥৬৮॥

তং (সেই) অশব্দং (শব্দগুণরহিত) অস্পর্শং (স্পর্শগুণবিরহিত) অরূপং (রূপহীন) অরসং (রসগুণশূন্য) অগন্ধবৎ চ (এবং গন্ধগুণ বর্জ্জিত অর্থাৎ শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ রহিত হওয়ায় সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অগোচর) অব্যয়ং (শব্দস্পর্শাদি বিরহিত বলিয়া অপক্ষয় রহিত) নিত্যং (অব্যয় হওয়া হেতু নাশ রহিত), অনাদি (কারণহীন) অনন্তং (কার্য্য-রহিত, কার্য্যকারণ ভাব বিরহিত) মহতঃ (বুদ্ধিরূপ মহৎতত্ত্ব হইতে) পরং (বিলক্ষণ) ধ্রুবং (নিষ্ক্রিয়) নিচায্য (আত্মতত্ত্বকে নিঃসংশয়রূপে উপলব্ধি করিয়া) মৃত্যুমুখাৎ (জন্মমৃত্যুরূপ সংসার হইতে) প্রমুচ্যতে (মুমুক্ষু মানব সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন) ॥৬৮॥

শব্দগুণরহিত, স্পর্শগুণ বিরহিত, রূপহীন, রসগুণশূন্য এবং গন্ধগুণ বর্জ্জিত অর্থাৎ শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ রহিত হওয়ায় সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অগোচর, শব্দস্পর্শাদি বিরহিত বলিয়া অব্যয় অপক্ষয় রহিত, অব্যয় হওয়া হেতু নাশ-রহিত নিত্য, অনাদি ও অনন্ত অর্থাৎ কারণ কার্য্য ভাব বিরহিত, মহৎতত্ত্ব হইতে বিলক্ষণ, নিষ্ক্রিয় সেই আত্মতত্ত্বকে নিঃসংশয়রূপে উপলব্ধি করিয়া মুমুক্ষু মানব জন্মমৃত্যুরূপ সংসার হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন ॥৬৮॥

এক্ষণে ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞানের প্রশংসা করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন—

নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তংসনাতনম্ ।
উক্ত্বা শ্রুত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥৬৯॥

নাচিকেতম্ (নচিকেতা দ্বারা লব্ধ, বিষয়বাসনাহীন মুমুক্ষু ব্যক্তি দ্বারা প্রাপ্ত) মৃত্যুপ্রোক্তং (মৃত্যু কর্তৃক উপদিষ্ট, শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুকর্তৃক উপদিষ্ট) সনাতনং (গুরুশিষ্যপরম্পরাক্রমে অনাদিকাল হইতে আগত, চিরকাল স্থায়ী) উপাখ্যানম্ (গুরুশিষ্য সংবাদরূপ বল্লীত্রয়াত্মক এই রহস্যবিদ্যা) উক্ত্বা (মুমুক্ষুদিগকে শ্রবণ করাইয়া) শ্রুত্বা চ (এবং আচার্য্যগণের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া) মেধাবী (বিবেকী পুরুষ) ব্রহ্মলোকে মহীয়তে (ব্রহ্মের ন্যায় পূজ্য হন, ঈশ্বরের ন্যায় পূজিত হন) ॥৬৯॥

নচিকেতা দ্বারা লব্ধ অর্থাৎ বিষয় বাসনাহীন মুমুক্ষু ব্যক্তি দ্বারা প্রাপ্ত মৃত্যু কর্তৃক উপদিষ্ট অর্থাৎ শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুকর্তৃক উপদিষ্ট গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রমে অনাদিকাল হইতে আগত, চিরকালস্থায়ী গুরুশিষ্যসংবাদরূপ বল্লীত্রয়াত্মক এই রহস্য বিদ্যা মুমুক্ষুদিগকে শ্রবণ করাইয়া এবং আচার্য্যগণের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া বিবেকী পুরুষ ব্রহ্মের ন্যায় পূজ্য হন, ঈশ্বরের ন্যায় পূজিত হন ॥৬৯॥

গুরুশিষ্য সংবাদরূপ এই ব্রহ্মবিদ্যার শ্রবণ কীর্ত্তণ দ্বারাও ঈশ্বরসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে।

এক্ষণে প্রথমাধ্যায়ের উপসংহার করিতেছেন—

য ইমং পরমংগুহ্যং শ্রাবয়েৎ ব্রহ্মসংসদি ।
প্রযতঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায় কল্পতে
তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ৭০ ॥

যঃ (যে কোন ব্যক্তি) প্রযতঃ (পবিত্র হইয়া) ইমং (এই) পরমং (শ্রেষ্ঠ) গুহ্যং (গোপনীয়, গুরুশিষ্য পরম্পরা প্রাপ্ত রহস্য বিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা)

ব্রহ্মসংসদি (ব্রাহ্মণ সভায়) শ্রাবয়েৎ (পাঠ করিয়া বুঝাইয়া দেন) শ্রাদ্ধ-কালে বা (কিংবা শ্রাদ্ধের সময় সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে উক্ত রহস্যবিদ্যা শ্রবণ করান এবং বুঝাইয়া দেন) তৎ (সেই কর্ম, অর্থাৎ এই পঠন এবং অর্থ বোধন) আনন্ত্যায় (অনন্তফল লাভে) কল্পতে (সমর্থ হয়) অধ্যায় সমাপ্তির জন্য দ্বিরুক্তি হইয়াছে ॥১৭॥

যে কোন ব্যক্তি পবিত্র হইয়া এই শ্রেষ্ঠ, গুরুশিষ্যপরম্পরা প্রাপ্ত রহস্য বিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা ব্রাহ্মণ সভায় পাঠ করিয়া বুঝাইয়া দেন কিংবা শ্রাদ্ধের সময় সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে উক্ত রহস্য বিদ্যা শ্রবণ কারণ ও বুঝাইয়া দেন, তাঁহার সেই পঠন এবং অর্থবোধনরূপ কর্ম কিংবা সেই শ্রাদ্ধ অনন্ত ফল লাভে সমর্থ হয়। অধ্যায় সমাপ্তি হেতু দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥১৭॥

কঠোপনিষদে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

প্রথমাধ্যায়ে সংক্ষেপে যে আত্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই এই অধ্যায়ে বিস্তারিতরূপে উপদিষ্ট হইতেছে।

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষৎ
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥১॥

স্বয়ম্ভূঃ (পরমেশ্বর কিংবা মনের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা ব্রহ্মা), খানি ('খ' মানে আকাশ,আকাশ বা 'খ' দ্বারা উপলক্ষিত ইন্দ্রিয়গণকে) পরাঞ্চি (বাহ্য বিষয় সমূহ প্রকাশে সমর্থ করিয়া,বহির্মুখী করিয়া) ব্যতৃণৎ (হিংসা করিয়া-ছিলেন, ইন্দ্রিয়গণের বাহ্যবিষয় প্রবণতা ইন্দ্রিয়গণের পক্ষে অহিতকর বলিয়া, তাহাদিগকে পরোক্ষপ্রিয় করিয়া সৃষ্টি হননের ন্যায় অহিতাচরনই) তস্মাৎ (সেই হেতু অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ বহিঃপ্রবণ বলিয়া) পরাঙ্ (সব মনুষ্য

বাহ্য বিষয়সমূহ) পশ্যতি (বহির্গমনশীল ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা গ্রহণ করে) ন অন্তরাত্মন্ (অন্তর্যামী প্রত্যক্ আত্মাকে জানিতে পারে না) [মনুষ্যগণ এইরূপে বাহ্য বিষয়াভিমুখী হইলেও] কশ্চিৎ ধীরঃ (কোন কোন বিশুদ্ধ চিত্ত বিবেক বৈরাগ্যবান্ মনুষ্য) আবৃতচক্ষুঃ (ইন্দ্রিয়গণকে বাহ্যবিষয় হইতে ব্যাবৃত্ত করিয়া সমাহিত চিত্তে) অমৃতং ইচ্ছন্ (কেবল পরমানন্দ অমৃত লাভে অভিলাষী হইয়া) প্রত্যগাত্মনম্ (সুবর্ণহারে সুবর্ণের ন্যায়, তরঙ্গ বুদ্‌বুদে জলের ন্যায়, রজ্জুসর্পে রজ্জুর ন্যায় প্রতি শরীরে ব্যাপ্ত সচ্চিৎ সুখাত্মক আত্মতত্ত্ব) ঐক্ষৎ (সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া থাকেন) ॥১॥

পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়গণকে বাহ্য বিষয়সমূহ প্রকাশে সমর্থ করিয়া অর্থাৎ বহির্মুখ করিয়া সৃষ্টি করায় তাহাদিগকে হিংসাই করিয়াছেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের বাহ্যবিষয়প্রবণতা, পরোক্ষপ্রিয়তা তাহাদিগের পক্ষে অহিতকর বলিয়া উহা হননের ন্যায়ই হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণ বহিঃপ্রবণ বলিয়া সব মনুষ্য এই বহির্গমনশীল ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা কেবল বাহ্য বিষয়সমূহই গ্রহণ করে, অন্তর্যামী প্রত্যগাত্মাকে জানিতে পারে না। মনুষ্যগণ এইরূপে বাহ্যবিষয়াভিমুখী হইলেও তাহাদের মধ্যে কোন কোন শুদ্ধচিত্ত বিবেক বৈরাগ্যবান্ মনুষ্য ইন্দ্রিয়গণকে বাহ্য বিষয় হইতে ব্যাবৃত্ত করিয়া সমাহিত চিত্তে কেবল পরমানন্দ অমৃতলাভে অভিলাষী হইয়া সুবর্ণহারে সুবর্ণের ন্যায়, তরঙ্গ বুদ্‌বুদে জলের ন্যায়, রজ্জুসর্পে রজ্জুর ন্যায় প্রতিশরীরে ব্যাপ্ত সচ্চিৎসুখাত্মক আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া থাকেন ॥১॥

পরাচঃ কামাননুয়ন্তিবালা—
স্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্ ।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥২॥

বালাঃ (যে অবিবেকী মূঢ়গণ) পরাচঃ (বাহ্য) কামান্ (ঐহিক পারলৌকিক ভোগ্যবিষয় সমূহ) অনুযন্তি (অনুগমন করে অর্থাৎ ভোগ করে) তে (সেই বাহ্যবিষয়াসক্ত মনুষ্যগণ) বিততস্য (দিবা রাত্রি, মাস বর্ষরূপে, আধিব্যাধি শোক মোহাদিরূপে প্রসারিত) মৃত্যোঃ (মৃত্যুর) পাশং (বন্ধনরূপ নিরন্তর জন্মমৃত্যু লক্ষণ অনর্থসমূহ) যন্তি (প্রাপ্ত হইয়া থাকে) অথ (সেই হেতু) ধীরাঃ (বিবেকীগণ) অমৃতত্বং (পরমানন্দ আত্মতত্বই) ধ্রুবং (নিত্য) বিদিত্বা (ইহা বিশেষরূপে জানিয়া) ইহ (এই সংসারে) অধ্রুবেষু (ব্রহ্মলোকাদি অনিত্য ফল সমূহের মধ্যে কোন অনিত্য ফলই) ন প্রার্থয়ন্তে (অভিলাষ করেন না, ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি ও আত্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক বলিয়া উহাও বিবেকীগণের নিকট তুচ্ছ) ॥২॥

যে অবিবেকী মূঢ়গণ বাহ্য ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগ্য বিষয় সমূহ ভোগ করে; সেই বাহ্য বিষয়াসক্ত মনুষ্যগণ দিবা রাত্রি মাস বর্ষরূপে আধি ব্যাধি শোকমোহাদিরূপে প্রসারিত মৃত্যুর বন্ধনরূপ নিরন্তর জন্মমৃত্যু-লক্ষণ অনর্থসমূহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই হেতু বিবেকীগণ "পরমানন্দ আত্মতত্বই নিত্য" ইহা বিশেষরূপে জানিয়া এই সংসারে ব্রহ্মলোকাদি অনিত্যফল সমূহের মধ্যে কোন অনিত্য ফলই অভিলাষ করেন না। ব্রহ্ম-লোক প্রাপ্তি ও আত্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক বলিয়া উহাও বিবেকীগণের নিকট তুচ্ছ। ॥২॥

যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্।
এতেনৈব বিজানাতি কিমত্রপরিশিষ্যতে। এতদ্বৈতৎ ॥৩॥

আত্মা সর্বদা অপরোক্ষ এই হেতু কার্য্যকারণ সংঘাত দেহ হইতে পৃথক করিয়া আত্মার চৈতন্যস্বরূপ প্রদর্শিত হইতেছে—

রূপং (নীলপীতাদি রূপ সমূহ) রসং (মধুরাদি রস) গন্ধং (সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ) শব্দান্ (বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক শব্দসমূহ) স্পর্শান্ (কোমল

কঠিন শীতোষ্ণাদি স্পর্শ) মৈথুনান্ (স্ত্রীসংসর্গজনিত সুখবিশেষ) যেন (যে অপরোক্ষ স্ব প্রকাশ আত্মচৈতন্ত দ্বারা) বিজানাতি (সবমনুষ্য বিশেষ-রূপে অনুভব করে) তৎ বৈ এতৎ (তুমি যে আত্মতত্ত্ব জানিতে চাহিয়া-ছিলে এই সাক্ষিচৈতন্তই সেই আত্মতত্ত্ব) এতেনৈব (এই আত্মচৈতন্ত দ্বারাই) বিজানাতি (মনুষ্যগণ রূপ রসাদি বিষয় সমূহ অনুভব করিয়া থাকে। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার, দশইন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, জড় ; সুতরাং উহারা বিষয় সমূহ প্রকাশ করিতে অসমর্থ। আত্মচৈতন্যে বুদ্ধ্যাদি অন্তঃ-করণ দশইন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, স্থূলদেহ চৈতন্তময় হইয়া বিষয় প্রকাশের সামর্থ লাভ করে, সেইজন্ত ঋষি বলিতেছেন, সাক্ষিভূত স্বপ্রকাশ আত্মচৈতন্ত দ্বারাই মনুষ্যগণ বিষয়সমূহ উপলব্ধি করিয়া থাকে), অত্র (এই জগতে) কিং (আত্মার অবিজ্ঞেয় এমন কোন্ পদার্থ) পরিশিষ্যতে (অবশিষ্ট রহিয়াছে অর্থাৎ আত্মার অবিজ্ঞেয় কোন পদার্থই নাই। বিষয়ের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সত্তা উভয়ই আত্মচৈতন্ত-প্রকাশিত) ॥৩॥

আত্মা সর্বদা অপরোক্ষ এইহেতু কার্য্যকারণ সংঘাত দেহ হইতে পৃথক করিয়া আত্মার চৈতন্তস্বরূপ প্রদর্শিত হইতেছে—নীলপীতাদি রূপসমূহ, মধুরাদিরস, সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ, বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক শব্দসমূহ, কোমল কঠিন শীতোষ্ণাদি স্পর্শ, স্ত্রীসংসর্গজনিত সুখবিশেষ, যে অপরোক্ষ স্বপ্রকাশ আত্মচৈতন্য দ্বারা সব মানুষ বিশেষরূপে অনুভব করে, তুমি যে আত্মতত্ত্ব জানিতে চাহিয়াছিলে এই সাক্ষিচৈতন্যই সেই আত্মতত্ত্ব। এই আত্ম-চৈতন্য দ্বারাই মনুষ্যগণ রূপরসাদি বিষয় সমূহ অনুভব করিয়া থাকে। মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার, দশইন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ জড়, সুতরাং উহা বিষয় সমূহ প্রকাশ করিতে অসমর্থ। আত্মচৈতন্যে বুদ্ধ্যাদি অন্তঃকরণ, দশইন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, স্থূলদেহ চৈতন্যময় হইয়া বিষয় প্রকাশের সামর্থ লাভ করে ; সেইজন্য ঋষি বলিতেছেন, সাক্ষিভূত স্বপ্রকাশ আত্মচৈতন্য দ্বারাই মনুষ্যগণ বিষয় সমূহ উপলব্ধি করিয়া থাকে। এই জগতে আত্মার অবিজ্ঞেয় এমন

কোন্ পদার্থ অবশিষ্ট রহিয়াছে? অর্থাৎ আত্মার অবিজ্ঞেয় কোন পদার্থ নাই। বিষয়ের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সত্তা উভয়ই আত্মচৈতন্য-প্রকাশিত ॥৩॥

স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥৪॥

স্বপ্নান্তং (স্বপ্নকালীন দৃশ্য সমূহ) জাগরিতান্তং (জাগ্রৎ কালীন দৃশ্য পদার্থ) উভৌ (উভয়ই) যেন (যে সাক্ষী চৈতন্য দ্বারা) অনুপশ্যতি (লোকে অনুভব করে) ধীরঃ (আত্মবিৎ বিবেকী পুরুষ) মহান্তং (মহান্) বিভুং (সমস্ত কল্পনার অধিষ্ঠানভূত, সর্বব্যাপী সেই) আত্মানম্ (আত্মাকে) মত্বা (আত্মরূপে মনন করিয়া অর্থাৎ আমিই পরমাত্মাস্বরূপ, এইরূপে আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া) ন শোচতি (আর শোক করেন না) ॥৪॥

স্বপ্নকালীন দৃশ্য সমূহ এবং জাগ্রৎ কালীন দৃশ্য উভয়ই যে সাক্ষিচৈতন্য দ্বারা লোকে অনুভব করে, আত্মবিদ্ বিবেকী পুরুষ মহান্, সমস্ত কল্পনার অধিষ্ঠানভূত সর্বব্যাপী সেই আত্মাকে আত্মরূপে মনন করিয়া অর্থাৎ আমিই পরমাত্মাস্বরূপ এইরূপে আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া আর শোক করেন না ॥৪॥

য ইমম্ মধ্বদং বেদ আত্মানম্ জীবমন্তিকাৎ।
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে এতদ্বৈতৎ। ॥৫॥

যঃ (যে বিবেকী বৈরাগ্যবান্ মুমুক্ষু পুরুষ) ইমম্ (সকলের দ্রষ্টা, স্বপ্রকাশ) মধ্বদং (কর্মফল ভোক্তা বা আনন্দভুক্, পরমানন্দস্বরূপ) জীবম্ (প্রাণাদিসমূহের ধারক, সমস্ত জগতের ধারয়িতা), ভূতভব্যস্য (অতীত ও ভবিষ্যৎকালের দ্বারা উপলক্ষিত সমস্ত প্রপঞ্চের) ঈশানং

(নিয়ন্তাকে) আত্মানং (প্রত্যক্‌চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে) অন্তিকাৎ (সমীপস্থ আত্মরূপে) বেদ (উপলব্ধি করেন) ততঃ (সেই আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের পর) ন বিজুগুপ্সতে (নিজেকে গোপন করিতে ইচ্ছা করেন না) ॥৫॥

যে বিবেক বৈরাগ্যবান্ মুমুক্ষু পুরুষ স্বপ্রকাশ, সকলের দ্রষ্টা পরমানন্দ-স্বরূপ, সমস্তজগতের ধারয়িতা, সমস্তজগতের নিয়ন্তা প্রত্যক্‌চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে হৃদয়ে উপলব্ধি করেন, তিনি তাঁহার সেই আত্মৈকত্ব অনুভূতির পর নিজেকে গোপন করিতে ইচ্ছা করেন না। অদ্বৈত আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির পর অতিরিক্ত কোন দ্বিতীয় বস্তু না থাকায় কাহার নিকট হইতে কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য আত্মগোপন করিবেন ? হে নচিকেত, তুমি যে আত্মতত্ত্ব জানিতে চাহিয়াছিলে ইহাই 'সেই আত্মতত্ত্ব' ॥৫॥

যঃ পূর্ব্বং তপসো জাতমদ্ভ্যঃ পূর্ব্বমজায়ত ।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্ব্যপশ্যত ॥
এতদ্বৈতৎ ॥৬॥

যঃ (যে মুমুক্ষু) তপসঃ (জ্ঞানময় ব্রহ্ম হইতে), পূর্ব্বং (প্রথম) জাতম্ (উৎপন্ন) যঃ (যিনি) অদ্ভ্যঃ (জলদ্বারা উপলক্ষিত পঞ্চভূতের) পূর্বং (পূর্বে) অজায়ত (উৎপন্ন হইয়াছেন) ভূতেভিঃ (কার্য্য কারণ লক্ষণ ভূতগণ সহ) গুহাং (হৃদয়রূপ গুহাতে) প্রবিশ্য (প্রবেশ করিয়া) তিষ্ঠন্তং (বর্ত্তমান হিরণ্যগর্ভকে) ব্যপশ্যত (দর্শন করেন) তিনি নচিকেতা জিজ্ঞাসিত আত্মতত্ত্বকেই দর্শন করেন ।৬॥

যে মুমুক্ষু জ্ঞানময় ব্রহ্ম হইতে প্রথম উৎপন্ন এবং পঞ্চভূতের পূর্বে উৎপন্ন হইয়াছেন, কার্য্য কারণ লক্ষণ ভূতগণ সহ যিনি বিদ্যমান থাকিয়া প্রাণিগণের হৃদয়াকাশরূপ গুহায় বর্ত্তমান হিরণ্যগর্ভকে দর্শন করেন, তিনি নচিকেতা জিজ্ঞাসিত আত্মতত্ত্বকেই দর্শন করেন ॥৬॥

উক্ত মন্ত্রের অন্য প্রকার ব্যাখ্যাও হইতে পারে উহা নিম্নে লিখিত হইল।

যঃ (যে প্রত্যক্ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা) তপসঃ (সৃষ্ট্যুন্মুখ জ্ঞান শক্তির) পূর্ব্বং (পূর্বে) মুণ্ডক উপনিষদে ঋষি বলিতেছেন "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নং অভিজায়তে", "যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" "পরাস্যশক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য হইতে জানা যায় যে সচ্চিৎ আনন্দঘন আত্মা জ্ঞান ইচ্ছা ক্রিয়া শক্তি বিশিষ্ট হইয়া ঈশ্বররূপে প্রতীত হন। এই জ্ঞান শক্তিই তপস্যা। সৃষ্টি বিষয়ক জ্ঞান, ঈক্ষণ, আলোচনা বা তপস্যার পূর্বে রচয়িতা ঈশ্বরের বিদ্যমানতার প্রয়োজন। যদিও শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ তাহা হইলেও জগতের কারণ সত্ত্বরজস্তমোময়ী, জ্ঞান ইচ্ছা ক্রিয়াত্মিকা, দেশকাল কার্য্যকারণ-রূপা যে শক্তি সেই অপরা শক্তি ঈশ্বরের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্নাও নয় কিংবা ভিন্নাও নয় অথবা ভিন্নাভিন্নাও নয়। এই শক্তি মায়া, অবিদ্যা, অপরা, অজ্ঞান প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সুতরাং এই 'তপস্' বা সৃষ্ট্যুন্মুখতা বা ঈক্ষণের পূর্বে ঈক্ষিতা ঈশ্বর অভিব্যক্ত হন। অতএব 'তপসঃ পূর্ব্বং জাতং" এই বাক্যের অর্থ হইতেছে ঈশ্বর। 'জাতম্', মানে অভিব্যক্ত। অদ্ভ্যঃ (পঞ্চ তন্মাত্র বা অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত যাহা হিরণ্যগর্ভের শরীর, এবং পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত যাহা বিরাট্ বিশ্বের শরীর অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ এবং বিরাট্ ও নানা জীবের) পূর্বম্ (পূর্বে) অজায়ত (বিদ্যমান আছেন) গুহাং (সর্বপ্রাণি হৃদয়ে সচ্চিদানন্দরূপে, অন্তর্যামী ও সূত্রাত্মারূপে বর্তমান) যঃ (যে প্রত্যগাত্মা) ভূতেভিঃ (কার্য্যকারণ লক্ষণ জীব-জগৎ-ঈশ্বররূপে) ব্যপশ্যত (প্রতীত হইতেছেন) এতৎ বৈ তৎ (ইহাই নচিকেতা জিজ্ঞাসিত সেই আত্মতত্ত্ব) ॥৬॥

যে প্রত্যক্ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা সৃষ্ট্যুন্মুখ জ্ঞানশক্তির পূর্বে ঈশ্বররূপে প্রতীত হন, অপঞ্চীকৃত এবং পঞ্চীকৃত মহাভূতের পূর্বে হিরণ্যগর্ভ, বিরাট্

এবং বিশ্বরূপে অভিব্যক্ত হন, যিনি সচ্চিদানন্দরূপে, অন্তর্যামী ও সূত্রাত্ম-রূপে সর্বপ্রাণিহৃদয়ে বর্ত্তমান, কার্য্য কারণ লক্ষণ জীব-জগৎ-ঈশ্বররূপে যিনি প্রতীত হইতেছেন তিনিই সেই আত্মতত্ত্ব। (শ্রুতিতে সময় লিঙ্গ ও কারকের বহুস্থলে ব্যত্যয় দৃষ্ট হয়)।

যা প্রাণেন সংভবতি অদিতির্দেবতাময়ী।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভির্ব্যজায়ত ॥৭॥

যা (যে) দেবতাময়ী (সর্বদেবতাত্মিকা) অদিতিঃ (অখণ্ডা একরসা, সচ্চিদানন্দরূপিনী ঈশ্বরের পরাশক্তি) প্রাণেন (ঈশ্বরের সহিত) সংভবতি (সম্যক্‌রূপে বিদ্যমান আছেন অর্থাৎ যে শক্তি কেবল পরমানন্দকে বিষয় করে, যাহাকে ঈশ্বরও বলা যায় শক্তিও বলা যায়) গুহাং (সর্বপ্রাণিগণের হৃদয়াকাশে) প্রবিশ্য (প্রবেশ করিয়া) তিষ্ঠন্তীং (বর্ত্তমান আছেন) যা (যিনি) ভূতেভিঃ (হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটরূপে ব্যজায়ত (বিবিধরূপে প্রতীত হন)। এতদ্বৈ তৎ (ইহাই সেই আত্মতত্ত্ব) ॥৭॥

যে সর্বদেবতাত্মিকা অখণ্ডা, একরসা সচ্চিদানন্দরূপিনী পারমেশ্বরী পরাশক্তি ঈশ্বরের সহিত সম্যক্‌রূপে বিদ্যমান আছেন অর্থাৎ সর্বদাই ঈশ্বরের সহিত একীভূত হইয়া আছেন এবং কেবল পরমানন্দকে বিষয় করেন, যাঁহাকে ঈশ্বরও বলা যায় শক্তিও বলা যায়, যিনি সর্বপ্রাণিগণের হৃদয়াকাশে প্রবেশ করিয়া বর্ত্তমান আছেন এবং যিনি বিবিধরূপে রূপায়িত, বিকল্পিত হইতেছেন তিনিই এই আত্মতত্ত্ব ॥৭॥

অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা—
গর্ভ ইব সুভৃতো গর্ভিনীভিঃ।

দিবে দিবে ঈড্যো জাগৃবদ্ভি—
র্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ ॥
এতদ্বৈতৎ ॥৮॥

গর্ভিনীভিঃ (গর্ভবতী স্ত্রীগণ কর্তৃক), সুভৃতঃ (সুপথ্য সেবন দ্বারা পরিরক্ষিত) গর্ভ ইব (গর্ভের ন্যায়) অরণ্যোঃ (অরণি দ্বয়ের মধ্যে মন্ত্র ও স্বহৃদয় মধ্যে) নিহিতঃ (নিশ্চিতরূপে স্থিত) জাতবেদাঃ (সর্বজ্ঞ ও সর্ববিদ্) অগ্নিঃ (অন্তঃশরীরে যে চৈতন্যজ্যোতিঃ বা পরাশক্তি) জাগৃবদ্ভিঃ (প্রমাদরহিত) হবিষ্মদ্ভিঃ (হবনকারী অর্থাৎ কর্তৃত্বাভিমান ও ভোক্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়া ভগবানে আত্মসমর্পণকারী) মনুষ্যেভিঃ (মনুষ্যগণ কর্তৃক) দিবে দিবে (প্রতিদিন) ঈড্যং (স্তুত হন) এতদ্বৈ তৎ (ইহাই সেই আত্মতত্ত্ব) ॥৮॥

গর্ভবতী স্ত্রীগণ কর্তৃক সুপথ্য সেবনের দ্বারা পরিপুষ্ট গর্ভের ন্যায়, অরনিদ্বয়রূপ স্বীয় শরীর ও মন্ত্র ওঙ্কারমধ্যে নিশ্চিতরূপে স্থিত সর্বজ্ঞ সর্বপ্রকাশক অন্তঃশরীরে যে চৈতন্যজ্যোতিঃ বা পরাশক্তি প্রমাদ রহিত হবনকারী অর্থাৎ ভগবানে আত্মসমর্পনকারী মনুষ্যগণ কর্তৃক প্রতিদিন স্তুত হইয়া থাকেন ইনিই সেই আত্মতত্ত্ব ॥৮॥

বৈদিক অগ্নি জড় অগ্নি নহে, অন্তঃশরীরে শুভ্র চৈতন্যজ্যোতিঃ বা পরাশক্তিই অগ্নি নামে অভিহিত। বাহিরে যজ্ঞশালায় স্থিত জড় অগ্নি ঐ চৈতন্যজ্যোতিঃরই প্রতীক। দুইখানি কাষ্ঠের সংঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে হইত; এই দুই কাষ্ঠ খণ্ডকে অরণি নামে অভিহিত করা হইত। উপরের কাষ্ঠ খণ্ডকে উত্তর অরণি এবং নিম্নের কাষ্ঠ খণ্ডকে অধঃ অরণি বলা হইত। এই অরণিদ্বয় এবং উহাদের ঘর্ষণ ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়া বিশেষেরই প্রতীক। ঋষি উপনিষদে বলিয়াছেন "স্বদেহং অরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিং ধ্যাননির্মথনাভ্যাসাৎ দেবং পশ্যেৎ নিগূঢ়-

বৎ," "আত্মানং অরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিং জ্ঞাননির্মথনাভ্যাসাৎ পাপং দহতি পুরুষঃ" এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে নিজের দেহ হইতেছে অধঃ অরণি এবং প্রণব বা ওঙ্কার হইতেছে উত্তর অরণি এবং ধ্যান হইতেছে ঘর্ষণ। ওঙ্কার প্রতিপাদ্য পরমেশ্বরের ধ্যান দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সেই শুদ্ধ চিত্তে অগ্নি বা চৈতন্যজ্যোতিঃর অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। এই চৈতন্যজ্যোতিঃ বা অগ্নিই আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করাইয়া দেয় বলিয়া ইহাকেই আত্মতত্ত্ব বলা হয়। এই অগ্নির অপর নাম অদিতি। বৈদিক দেবতা হইতেছেন ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের অপরিহিভাব।

যতশ্চোদেতি সূর্য্যো অস্তং যত্র চ গচ্ছতি
তং দেবাঃ সর্ব্বেহর্পিতা তদুনাত্যেতি কশ্চন ॥
এতদ্বৈতৎ ॥৯॥

সূর্য্যঃ (সূর্য্য, সূর্য্যোপলক্ষিত ও নিখিল প্রপঞ্চ) যতঃ (যাঁহা হইতে, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া) চ উদেতি (উদিত হন, উদ্ভূত হন) যত্র (যাঁহাতে) অস্তং চ (অস্তমিত হন, প্রলয় কালে লীন হইয়া যায়) তং (সেই সচ্চিদানন্দ সকলের অধিষ্ঠান আত্মতত্ত্বকে) সর্ব্বে দেবাঃ (সমস্ত দেবগণ, সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ, কিংবা দেবগণ দ্বারা উপলক্ষিত সমুদয় প্রাণী) অর্পিতাঃ (আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান আছে) কশ্চন (কেহই) তৎ (তাঁহাকে) উন অত্যেতি (নিশ্চয়ই অতিক্রম করিতে পারে না) এতদ্বৈ তৎ (ইহাই সেই আত্মতত্ত্ব) ॥৯॥

সূর্য্য যাঁহা হইতে উদিত হন এবং যাঁহাতে অস্তমিত হইয়া থাকেন অর্থাৎ সূর্য্যোপলক্ষিত নিখিল প্রপঞ্চ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া উদ্ভূত হয় এবং যাঁহাতে প্রলয়কালে লীন হইয়া যায়, সেই সচ্চিদানন্দকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত দেবগণ, সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ, সমুদয় প্রাণী বিদ্যমান আছে কেহই তাঁহাকে-

নিশ্চয়ই অতিক্রম করিতে পারে না। সকলের আশ্রয় এই সচ্চিৎসুখাত্মক বস্তুই সেই আত্মতত্ত্ব ॥৯॥

যদেবেহ তদমুত্র, যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥১০॥

ইহ (এই কার্য্য কারণ সংঘাত রূপ শরীরে) যৎ এব (যে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা সংসারীর ন্যায় অবিবেকীর নিকট প্রতীত হন) তৎ অমুত্র (অবিবেকীর দৃষ্টিতে সংসারীর ন্যায় প্রতীয়মান সেই আত্মা সর্বসংসার-ধর্মরহিত, দেশকাল-বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন নিত্য বিজ্ঞান ঘন পরমেশ্বরই) যৎ অমুত্র (যে নিত্য চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা নির্বিশেষ ও নিরুপাধিক) তৎ অনু ইহ (সেই চৈতন্যস্বরূপ নিরুপাধিক পরমাত্মা নামরূপ কার্যকারণাত্মক উপাধিসমূহের অনুবর্ত্তন করিয়া দেহসমূহে অবিবেকীর দৃষ্টিতে সংসারীবৎ প্রতীয়মান হইতেছেন), যঃ (যে ব্যক্তি) ইহ (অখণ্ডৈকরস সচ্চিৎ আনন্দঘন আত্মাতে) নানা ইব পশ্যতি (নানার ন্যায় অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে আমি ভিন্ন, আমা হইতে পরব্রহ্ম পৃথক্ এইরূপ ভেদ-দৃষ্টি-বশতঃ ভিন্নের ন্যায় দর্শন করেন) সঃ (সেই অবিবেকী পুরুষ) মৃত্যোঃ (মৃত্যু হইতে) মৃত্যুং (মৃত্যুকে) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পুনঃপুনঃ জন্মমরণ রূপ সংসারপ্রবাহে আবর্ত্তিত হইতে থাকে। সেই জন্য ভেদদর্শী হইবে না। 'আমি নিত্য শুদ্ধবুদ্ধ মুক্ত আকাশবৎ পরিপূর্ণ চৈতন্যস্বরূপ' এইরূপ সর্বদা মনন করিবে ॥১০॥

এই কার্যকারণ সংঘাত রূপ শরীরে যে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা সংসারীর ন্যায় অবিবেকীর নিকট প্রতীত হন, অবিবেকীর দৃষ্টিতে সংসারীর ন্যায় প্রতীয়মান সেই আত্মাই সর্বসংসার ধর্মরহিত, দেশকাল-বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, নিত্য বিজ্ঞান ঘন পরমেশ্বর। যে নিত্য চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা

নির্বিশেষ ও নিরুপাধিক, সেই চৈতন্যস্বরূপ নিরুপাধিক পরমাত্মা নামরূপ কার্যকারণাত্মক উপাধিসমূহের অনুবর্ত্তন করিয়া দেহসমূহে অবিবেকীর দৃষ্টিতে সংসারীবৎ প্রতীয়মান হইতেছেন। যে ব্যক্তি অখণ্ডৈকরস সচ্চিৎ আনন্দঘন আত্মাতে নানা দর্শন করেন অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে আমি ভিন্ন, আমা হইতে পরব্রহ্ম পৃথক্ এইরূপ ভেদদৃষ্টি বশতঃ ভিন্নের ন্যায় দর্শন করেন সেই অবিবেকী পুরুষ মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পুনঃপুনঃ জন্মমরণরূপ সংসার প্রবাহে আবর্ত্তিত হইতে থাকে। সেইজন্য আমি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব আকাশবৎ পরিপূর্ণ চৈতন্যস্বরূপ এইরূপে সর্বদা মনন করিবে ॥১০॥

মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুংগচ্ছতি য ইহনানেব পশ্যতি
এতদ্বৈতৎ ॥১১॥

মনসা এব (আচার্য এবং শাস্ত্রের উপদেশ দ্বারা সুসংস্কৃত নির্মল মনের দ্বারাই) ইদং (অখণ্ডৈকরস ব্রহ্মকে) আপ্তব্যং (জানিতে হইবে)। ইহ (এই ব্রহ্মে) কিঞ্চন (কোনরূপ) নানা (ভেদ) ন অস্তি (নাই) মৃত্যোঃ স মৃত্যুম্ আপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি (যে ব্যক্তি এই ব্রহ্মে ভেদ দর্শন করে সেই ভেদদর্শী জন্মমৃত্যুরূপ সংসার প্রবাহে পুনঃপুনঃ আবর্ত্তিত হয়) ॥১১॥

আচার্য এবং শাস্ত্রের উপদেশ দ্বারা সুসংস্কৃত নির্মল মন দ্বারাই অখণ্ডৈকরস ব্রহ্মকে জানিতে হইবে। এই ব্রহ্মে কোনরূপ ভেদ নাই। যে ব্যক্তি এই ব্রহ্মে ভেদ দর্শন করে সেই ভেদদর্শী জন্মমৃত্যুরূপ সংসার প্রবাহে পুনঃপুনঃ আবর্ত্তিত হয়। ইহাই সেই আত্মতত্ত্ব ॥১১॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে
এতদ্বৈতৎ ॥১২॥

ভূত ভব্যস্য (কালত্রয়ের) ঈশানঃ (নিয়ন্তা) অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত হৃদয়াকাশে অন্তঃকরণোপাধিক) পুরুষঃ (সর্বব্যাপী চৈতন্য-স্বরূপ আত্মা) মধ্য আত্মনি (শরীরের মধ্যে) তিষ্ঠতি (বিদ্যমান আছেন) ততঃ (এই আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিবার পর) ন বিজুগুপ্সতে (আত্মবিদ্ নিজেকে কাহারও নিকট হইতে গোপন করেন না) ॥১২॥

অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই কালত্রয়ের নিয়ন্তা, অঙ্গুষ্ঠপরিমিত হৃদয়াকাশে অন্তঃকরণোপাধিক সর্বব্যাপী চৈতন্যস্বরূপ আত্মা শরীরের মধ্যে বিদ্যমান আছেন। এই আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিবার পর আত্মবিদ্ নিজেকে কাহারও নিকট হইতে গোপন করেন না ॥১২॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উশ্বঃ
এতদ্বৈতৎ ॥১৩॥

অঙ্গুষ্ঠ মাত্রঃ (অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত হৃদয়াকাশস্থিত অন্তঃকরণরূপ উপাধি বিশিষ্ট) পুরুষঃ চৈতন্যস্বরূপ সর্বব্যাপী আত্মা) মধ্যে আত্মনি (শরীর-মধ্যে) অধূমকঃ (ধূমহীন, নির্মল) জ্যোতিঃইব (জ্যোতির ন্যায়) স (সেই আত্মা) ভূতভব্যস্য (কালত্রয়ের) ঈশানঃ (নিয়ন্তা) স এব (তিনিই) অদ্য (বর্ত্তমান কালে বিদ্যমান রহিয়াছেন, অতীতেও ছিলেন) উশ্বঃ (এবং ভবিষ্যতেও থাকিবেন) এতদ্বৈ তৎ (ইহাই সেই আত্মতত্ত্ব) ॥১৩॥

অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত হৃদয়াকাশস্থিত অন্তঃকরণরূপ উপাধিবিশিষ্ট নির্মল জ্যোতির ন্যায় ভাস্বান্, কালত্রয়-উপলক্ষিত নিখিল জগতের নিয়ন্তা,

চৈতন্তস্বরূপ সর্বব্যাপী আত্মা শরীরের মধ্যে বিদ্যমান আছেন। অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ সর্বকালেই তিনি নিত্য অবিকারী সচ্চিদানন্দরূপে বর্ত্তমান থাকেন ইহাই সেই আত্মতত্ত্ব ॥১৩॥

যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্ব্বতেষু বিধাবতি।
এবং ধর্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি ॥১৪॥

ভেদদর্শীর অনর্থপ্রাপ্তি প্রদর্শিত হইতেছে।

পর্ব্বতেষু (পর্বতসমূহে) দুর্গে (দুর্গম উর্দ্ধ প্রদেশে) বৃষ্টম্ (বর্ষিত) উদকম্ (জল) যথা (যেমন) বিধাবতি (পর্বতের নিম্নপ্রদেশে বিভিন্ন-রূপে ধাবিত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়) এবং (এইরূপ) ধর্মান পৃথক্ (সমস্ত জগতের বিধারক এক অদ্বিতীয় আত্মাকে প্রতিশরীরে ভিন্ন ভিন্ন আত্মাসমূহকে) পশ্যন্ (দর্শনকারী) তান্ এব (সেই সেই ভিন্ন ভিন্ন শরীরকে) অনুবিধাবতি (পুনঃপুনঃ প্রাপ্ত হয়) ॥১৪॥

পর্বতসমূহে দুর্গম উর্দ্ধপ্রদেশে বর্ষিত জল যেমন পর্বতের নিম্নপ্রদেশে বিভিন্নরূপে ধাবিত হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সমস্ত জগতের বিধারক এক অদ্বিতীয় আত্মাকে প্রতিশরীরে ভিন্ন ভিন্ন দর্শন করেন, আত্মার ভেদদর্শনকারী সেই অবিবেকী পুরুষপুনঃ পুনঃ বিভিন্ন শরীর প্রাপ্ত হয় ॥১৪॥

আত্মার একত্বদর্শনকারী বিবেকী পুরুষের কৈবল্য মুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে—

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্ব্বিজানতঃ আত্মা ভবতি গৌতম ॥১৫॥

হে গৌতম (হে নচিকেত) যথা (যেরূপ) শুদ্ধম্ (নির্মল) উদকম্ (জল) শুদ্ধে (নির্মল জলে) আসিক্তং (বর্ষিত হইয়া, নিক্ষিপ্ত হইয়া) তাদৃক এব (সেই রূপই অর্থাৎ নির্মল জলই হইয়া যায়) বিজানতঃ

(সেইরূপ আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারী) মুনেঃ (মননশীল তত্ত্বদর্শীর) আত্মা ভবতি (আত্মা ব্রহ্মই হয়) ॥১৫॥

হে নচিকেত যেরূপ নির্মল জল নির্মলজলে বর্ষিত হইয়া নির্মল জলই হয় সেইরূপ আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারী মননশীল তত্ত্বদর্শীর আত্মা ব্রহ্মই হয় ॥১৫॥

দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথম বল্লী সমাপ্তা।

দ্বিতীয়া বল্লী

পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ।
অনুষ্ঠায় নশোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে
এতৎ বৈতৎ ॥১॥

অবক্রচেতসঃ (অবক্র অর্থাৎ অকুটিল, আদিত্য প্রকাশের ন্যায় সর্বদা একরূপে স্থিত, চেতঃ চৈতন্য যাহার তিনি অবক্রচেতা তাঁহার অবক্রচেতসঃ, সূর্য্য প্রকাশবৎ সর্বদা প্রকাশশীল নিত্য চৈতন্যস্বরূপ) অজস্য (উৎপত্তি বিনাশহীন আত্মার) একাদশ দ্বারম্ (একাদশ দ্বারবিশিষ্ট, দুইটি কর্ণ, দুইটি চক্ষু, দুইটি নাসিকাগহ্বর, মুখ, নাভি, উপস্থ, গুহ্যদেশ ও ব্রহ্মরন্ধ্র এই একাদশ দ্বারবিশিষ্ট) পুরম্ (পুরী, নগর নগরস্বামী যেমন নগর হইতে ভিন্ন, সেইরূপ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা একাদশ দ্বারবিশিষ্ট নগর হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ। দেহমধ্যস্থিত এই চৈতন্য স্বরূপ আত্মাকে বিবেকী ব্যক্তি) অনুষ্ঠায় (ধ্যান বা মনন পূর্বক আত্মরূপে সাক্ষাৎকার করিয়া) ন শোচতি (শোক করেন না) বিমুক্তঃ (অবিদ্যাকাম-কর্মরূপ সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া) চ বিমুচ্যতে (পুনরায় আর শরীর-গ্রহণ করেন না অর্থাৎ অভয় কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হন) ॥১॥

অকুটিল, আদিত্য প্রকাশের ন্যায় সর্বদা একরূপে স্থিত, স্বপ্রকাশ, নিত্য চৈতন্যস্বরূপ উৎপত্তি বিনাশহীন আত্মার একাদশ দ্বারবিশিষ্ট শরীররূপ পুরী আছে। দেহরূপ পুরী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ দেহমধ্যস্থিত এই চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে বিবেকী ব্যক্তি ধ্যান বা মনন পূর্বক আত্মরূপে উপলব্ধি করিয়া শোক করেন না। তিনি অবিদ্যা কাম-কর্মরূপ সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া পুনরায় শরীর গ্রহণ করেন না অর্থাৎ অভয় কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হন ॥১॥

এই চৈতন্যস্বরূপ আত্মার সর্বাত্মকত্ব প্রদর্শিত হইতেছে—

হংসঃ শুচিষৎ বসুরন্তরিক্ষসৎ
হোতা বেদিষৎ অতিথির্দুরোণ সৎ।
নৃষৎ, বরসৎ, ঋতসৎ, ব্যোমসৎ
অব্‌জা, গোজা, ঋতজা, অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ ॥ ২ ॥

হংসঃ (হন্তি, গচ্ছতি, সর্বদেহেষু একরূপতয়া বিরাজতে ব্যাপ্নোতি বা যিনি গমন করেন তিনি হংস অর্থাৎ সর্বদেহে চৈতন্যস্বরূপে বিরাজমান আত্মা) শুচিষৎ (শুচি আকাশে সীদতি রাজতে প্রকাশ পান। দ্যুলোকে সূর্যরূপে অবস্থান করেন বলিয়া শুচিষৎ) বসুঃ (সকলের আশ্রয় বলিয়া তিনি বসু) অন্তরিক্ষ সৎ (বায়ুরূপে অন্তরিক্ষে বিদ্যমান। হোতা (অগ্নিরূপে) বেদিসৎ (যজ্ঞ বেদীতে বিদ্যমান। অতিথিঃ (অতিথি হইয়া বা সোমরসরূপে) দুরোণ সৎ (গৃহে বা কলসীতে অবস্থান করেন), নৃষৎ (মনুষ্যে বিদ্যমান) বরসৎ (যত যত শ্রেষ্ঠ পদার্থ আছে সেই সেই শ্রেষ্ঠ পদার্থে বিরাজমান), ব্যোমসৎ (আকাশে বর্তমান), অব্‌জা (জলজ পদার্থরূপে), গোজা (পৃথিবী হইতে উৎপন্ন পদার্থরূপে), ঋতজা (যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন পদার্থরূপে), অদ্রিজা (পর্বত হইতে জাত পদার্থরূপে

ঋতং)। অবিতথস্বভাব বৃহৎ (দেশকাল বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন সর্ববিধ ভেদরহিত মহান্) ॥২॥

এই শ্লোকে আত্মার সর্বব্যাপিত্ব ও সর্বময়ত্ব প্রদর্শিত হইতেছে—সুবর্ণহারে সুবর্ণের ন্যায় আত্মা সর্বদেহ ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছেন, দ্যুলোকে, অন্তরীক্ষে, জ্যোতি ও বায়ুরূপে বিদ্যমান; যজ্ঞবেদীতে অগ্নিরূপে, পৃথিবীরূপ বেদীতে এবং শরীরে মূলধাররূপ বেদীতে অগ্নি বা চৈতন্যজ্যোতি বা পরাশক্তিরূপে বিদ্যমান। গৃহে অতিথিরূপে সোমযাগে কলসীমধ্যে সোমরসরূপে শরীররূপ কলসীমধ্যে পরমানন্দরূপে বিরাজিত। মনুষ্য এবং দেবাদি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মধ্যে বিদ্যমান। সত্যে, যজ্ঞে এবং আকাশে বর্ত্তমান। জলজপ্রাণীরূপে, পৃথিবী হইতে উৎপন্ন পদার্থরূপে, যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন ফলরূপে, পর্বতোৎপন্ন নদী প্রভৃতি রূপে প্রতীত হন। এইরূপে সর্বাত্মক ও সর্বময় হইয়াও আত্মা অবিতথ স্বভাব, দেশ কাল বস্তুদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন ও সর্ববিধ ভেদরহিত মহান্ ॥২॥

ঊর্দ্ধং প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্যতি
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে ॥৩॥

প্রাণং (প্রাণবায়ুকে) ঊর্দ্ধং (ঊর্দ্ধ দিকে) উন্নয়তি (যিনি প্রেরণ করেন) অপানং (অপান বায়ুকে) প্রত্যক্ (অধোদিকে) অস্যতি (নিক্ষেপ করেন বা প্রেরণ করেন) মধ্যে (হৃদয় মধ্যে) আসীনং (অবস্থিত সেই) বামনং (বমনীয় বা উপাস্য আত্মাকে) বিশ্বে দেবাঃ সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ (উপাসতে) উপাসনা করে অর্থাৎ আত্মচৈতন্যে চৈতন্যময় হইয়া মন ও ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ ব্যাপারে ব্যাপৃত হয়; সুতরাং দেহেন্দ্রিয়ের প্রেরক ও প্রকাশক আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন ॥৩॥

যিনি প্রাণবায়ুকে ঊর্দ্ধদিকে, অপান বায়ুকে অধোদিকে প্রেরণ করেন, যিনি হৃদয় মধ্যে অবস্থিত সেই উপাস্য আত্মাকে সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ উপাসনা

করে অর্থাৎ আত্মচৈতন্তে চৈতন্তময় হইয়া মন ও ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ ব্যাপারে ব্যাপৃত হয়, সুতরাং দেহেন্দ্রিয়ের প্রেরক ও প্রকাশক আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন। নিশ্বাস প্রশ্বাসকেও অশ্বিনীদ্বয় বা প্রাণ, অপানরূপে বহুস্থলে অভিহিত করা হইয়াছে। যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস শরীরকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে তিনিই প্রাণাদি হইতে বিলক্ষণ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা ॥৩॥

অস্য বিস্রংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ।
দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে
এতদ্বৈতৎ ॥৪॥

শরীরস্থস্য (শরীরে অবস্থিত) অস্য দেহিনঃ (এই দেহাভিমানী জীবের) দেহাৎ বিমুচ্যমানস্য বিস্রংসমানস্য (দেহ হইতে ভ্রংশমান অর্থাৎ বহির্গত হওয়ার পর) অত্র (এই দেহে) কিং পরিশিষ্যতে (কি অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ জীবরূপী আত্মা এই দেহ পরিত্যাগ করিলে কার্যাকারণাত্মক এই দেহ বিনষ্ট হইয়া যায়। শরীর হইতে যাহার অপগমে শরীর বিনষ্ট হইয়া যায় উহাই সেই আত্মতত্ত্ব ॥৪॥

শরীরে অবস্থিত এই দেহাভিমানী জীবের দেহ হইতে বহির্গত হওয়ার পর এই দেহে কি অবশিষ্ট থাকে? অর্থাৎ জীবরূপী আত্মা এই দেহ পরিত্যাগ করিলে কার্য্যকারণাত্মক এই দেহ বিনষ্ট হইয়া যায়। শরীর হইতে যাহার অপগমে শরীর বিনষ্ট হইয়া যায় উহাই সেই আত্মতত্ত্ব ॥৪॥

ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন।
ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ ॥৫॥

কশ্চন (কোনও) মর্ত্ত্যঃ (মরণশীল মনুষ্য) ন প্রাণেন (না প্রাণের দ্বারা) ন অপানেন (না অপান দ্বারা) জীবতি (জীবন ধারণ করিয়া

থাকে) তু (কিন্তু) যস্মিন্ (যে চৈতন্যস্বরূপপরমাত্মাতে) এতৌ (এই প্রাণ এবং অপান) উপাশ্রিতৌ (আশ্রিত থাকিয়া নিজ নিজ কর্মকরতঃ বর্ত্তমান থাকে) ইতরেণ (প্রাণাদি হইতে বিলক্ষণ সেই আত্মচৈতন্য নিমিত্তই) জীবন্তি (জীবিত থাকে) ॥৫॥

পাছে কেহ মনে করেন যে প্রাণবায়ু নির্গত হইলেই শরীর নষ্ট হইয়া যায় সুতরাং প্রাণাতিরিক্ত আত্মা বলিয়া কোন বস্তু নাই সেই জন্য ঋষি বলিতেছেন—

কোনও মরণশীল মনুষ্য না প্রাণের দ্বারা না অপান দ্বারা জীবনধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু যে চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে এই প্রাণ এবং অপান আশ্রিত থাকিয়া নিজ নিজ কর্ম করতঃ বর্ত্তমান থাকে, প্রাণাদিবিলক্ষণ সেই আত্মচৈতন্য নিমিত্তই জীবিত থাকে ॥৫॥

হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্।
যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম ॥৬॥

হে গৌতম, ইদং (এই) গুহ্যং (গোপনীয়, অনধিকারীর নিকট অপ্রকাশ্য) সনাতনং (নিত্য, চিরন্তন) ব্রহ্ম (দেশ কাল বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, অখণ্ডৈকরস সচ্চিৎ আনন্দঘন আত্মতত্ত্ব) হন্ত (আনন্দসূচক অব্যয় শব্দ, আনন্দের সহিত) প্রবক্ষ্যামি (আমি বলিব) আত্মা (আত্মা) মরণং প্রাপ্য (মরণকে প্রাপ্ত হইয়া) যথা চ ভবতি (যেরূপ হয়) ॥৬॥

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে, অস্তীত্যেকে নায়মস্তি ইতি চৈ কে” মৃত হইলে কেহ বলেন আত্মা থাকে কেহ বলেন আত্মা থাকে না, মনুষ্যদিগের মধ্যে আত্মা সম্বন্ধে এই যে সংশয়, এই সংশয় যাহাতে দূরীভূত হয়, সেই প্রকার উপদেশ নচিকেতা যমের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। যমও নচিকেতাকে এতক্ষণ ধরিয়া আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া যখন দেখিলেন যে নচিকেতা আত্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার করিবার প্রকৃত

অধিকারী হইয়াছেন তখন তিনি নচিকেতাকে বলিতে লাগিলেন—হে গৌতম, যে আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকারে পরমানন্দ প্রাপ্তি এবং সংসাররূপ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় এবং যে আত্মতত্ত্ব না জানা হেতু সংসার প্রাপ্তি হয় সেই গোপনীয় অর্থাৎ অনধিকারীর নিকট অপ্রকাশ্য, নিত্য, চিরন্তন দেশকালবস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, অখণ্ডৈকরস, সচ্চিৎ আনন্দঘন আত্মা দেহত্যাগের পর কি প্রকার হন তাহা আনন্দের সহিত আমি তোমাকে বলিব ॥৬॥

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম্ ॥৭॥

অন্যে (কোন কোন, আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যতীত অপর) দেহিনঃ (দেহাভিমানী জীবগণ) যথা কর্ম (নিজ নিজ কর্মানুসারে) যথা শ্রুতম্ (স্ব স্ব জ্ঞান অনুসারে) শরীরত্বায় (শরীর গ্রহণের নিমিত্ত) যোনিং (শুক্র শোণিত-জনিত জরায়ুজ যোনি) প্রপদ্যন্তে (প্রাপ্ত হয়), অন্যে (অত্যন্তমূঢ় অপর জীবগণ, দেহাভিমানরহিত আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ) স্থাণুং (বৃক্ষাদিস্থাবরভাব, নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার, অজর অমর অভয় অশোক সচ্চিৎ আনন্দঘন আত্মস্বরূপ) প্রপদ্যন্তে (প্রাপ্ত হয়) ॥৭॥

আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যতীত অপর দেহাভিমানী জীবগণ নিজ নিজ কর্ম ও জ্ঞান অনুসারে শরীর গ্রহণের নিমিত্ত শুক্র শোণিত জনিত জরায়ুজ যোনি প্রাপ্ত হয়, অত্যন্তমূঢ় অপর জীবগণ স্ব স্ব কর্ম ও জ্ঞান অনুসারে বৃক্ষাদি-স্থাবরভাব প্রাপ্ত হয় ॥৭॥

এই মন্ত্রের অন্যরূপেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে যথা—

আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যতীত দেহাভিমানী অপরজীবগণ নিজ নিজ কর্ম ও জ্ঞান অনুসারে শরীর গ্রহণের নিমিত্ত জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ প্রভৃতি নানাবিধ যোনী প্রাপ্ত হয়; কিন্তু দেহাভিমান-রহিত আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি-

গণ নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার, অজর অমর অভয় অশোক সচ্চিৎ আনন্দঘন আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

পূর্ববর্ত্তী শ্লোকে যম নচিকেতাকে সনাতন গোপ্য ব্রহ্মের উপদেশ করিবেন বলিয়াছেন সুতরাং ঠিক পরবর্ত্তী শ্লোক হইতেই সেই উপদেশের আরম্ভ হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ 'যোনি' মানে কেবল জরায়ুজ যোনি হইতে পারে না। জ্ঞান এবং কর্ম অনুসারে শরীর গ্রহণের জন্য জীব দেবযোনি হইতে স্থাবরযোনি পর্য্যন্ত যে কোন যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ গীতাতে আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিতে গিয়া বলিতেছেন এই আত্মা "নিত্য, সর্বগত, স্থাণু।" সুতরাং স্থাণু মানে যে কেবল বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থ তাহা নহে, স্থাণু মানে নিত্য, সর্বগত আত্মাও হইতে পারে। এই শ্লোকের দ্বিতীয় ব্যাখ্যাও সমীচীন।

য এস সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ।

তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।

তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন

এতৎ বৈতৎ ॥৮॥

সুপ্তেষু (প্রাণাদি ইন্দ্রিয়গণ ব্যাপারহীন হইলে) য এষঃ পুরুষ) (যে এই পুরুষ) কামং কামং (সেই সেই অভীষ্টবিষয়সমূহ নির্ম্মিমাণঃ অবিদ্যাবশতঃ সৃষ্টিকরতঃ) জাগর্ত্তি (জাগ্রত থাকেন) তদেব (সেই পুরুষই) শুক্রং (নির্মল চৈতন্য) তদ্‌ব্রহ্ম (তিনিই ব্রহ্ম) তদেব (তিনিই) অমৃতং (নিত্য পরমানন্দ বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হন) সর্বেলোকাঃ (নিখিল ভুবন) তস্মিন্ (সেই ব্রহ্মে) শ্রিতাঃ (আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে) কশ্চন (কেহই) উ (নিশ্চয়ই) তৎ (সেই ব্রহ্মকে) ন অত্যেতি (অতিক্রম করিতে পারে না), এতৎ বৈ তৎ (ইহাই সেই আত্মতত্ত্ব) ॥৮॥

প্রাণাদি ইন্দ্রিয়গণ ব্যাপারহীন হইলে এই পুরুষ স্বীয় অভীষ্ট বিষয়-সমূহ অবিদ্যাবশতঃ সৃষ্টি করিয়া জাগ্রত থাকেন সেই পুরুষই নির্মল, চৈতন্য, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই নিত্যপরমানন্দ বলিয়া কথিত হন। নিখিল ভুবন সেই ব্রহ্মে আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। কেহই সেই ব্রহ্মকে অতিক্রম করিতে পারে না। ইহাই সেই আত্মতত্ত্ব ॥৮॥

এই শ্লোকের অন্যরূপও ব্যাখ্যা হইতে পারে। যথা—

কামং কামং (স্বীয় অভিলাষ অনুসারে সেই সেই অভিলষিত বিষয় সমূহ) নির্ম্মিমাণঃ (স্বীয় স্বরূপের অজ্ঞানবশতঃ জাগ্রৎ এবং স্বপ্নাবস্থায় নির্মাণকরতঃ ভোগ করিয়া) সুপ্তেষু (ইন্দ্রিয়গণ এবং বুদ্ধ্যাদি অন্তঃকরণ সুষুপ্তি অবস্থায় স্ব স্ব ব্যাপার হইতে বিরত হইলে) য এষঃ (যে এই অর্থাৎ সর্বদা অপরোক্ষ) পুরুষঃ (পরিপূর্ণ স্বভাব সচ্চিৎ সুখাত্মক বস্তু) জাগর্ত্তি (জাগ্রত থাকেন অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়কে প্রকাশ করিয়া স্বীয় স্বপ্রকাশ নির্বিশেষ চৈতন্যস্বরূপে বিদ্যমান থাকেন) তদেব (সেই জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের প্রকাশক চৈতন্যই) শুক্রং (শুদ্ধ) তদ্ব্রহ্ম (তিনিই সর্ববিধ-ভেদ-রহিত, দেশকাল-বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম) তদেব (তিনিই) অমৃতং (উৎপত্তিবিনাশহীন পরমানন্দস্বরূপ) তস্মিন্ (সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে) সর্বে লোকাঃ (পৃথিব্যাদি সমস্ত জগৎ) শ্রিতাঃ (আশ্রিত রহিয়াছে) কশ্চন (কেহই) তৎ উ (তাঁহাকে) ন অত্যেতি (অতিক্রম করিতে পারে না) এতৎ বৈ তৎ (ইহাই তোমা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত সেই আত্মতত্ত্ব)

স্বীয় অভিলাষ অনুসারে সেই সেই অভিলষিত বিষয়সমূহ স্বীয় স্বরূপের অজ্ঞানবশতঃ জাগ্রৎ এবং স্বপ্নাবস্থায় নির্মাণকরতঃ ভোগ করিয়া, ইন্দ্রিয়গণ এবং বুদ্ধ্যাদি অন্তঃকরণ সুষুপ্তি অবস্থায় স্ব স্ব ব্যাপার হইতে বিরত হইলে যে এই সর্বদা অপরোক্ষ পরিপূর্ণ স্বভাব, সচ্চিৎ সুখাত্মক-বস্তু জাগ্রত থাকেন অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়কে

প্রকাশ করিয়া স্বীয় স্বপ্রকাশ নির্বিশেষ চৈতন্যস্বরূপে বিদ্যমান থাকেন সেই জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের প্রকাশক চৈতন্যই শুদ্ধ, তিনিই সর্ববিধ ভেদরহিত, দেশকালবস্তুদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম, তিনিই উৎপত্তি-বিনাশহীন পরমানন্দস্বরূপ। সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে পৃথিব্যাদি সমস্ত জগৎ আশ্রিত রহিয়াছে, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। ইহাই তোমা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত সেই আত্মতত্ত্ব॥

সর্ব শরীরে একই আত্মা বিদ্যমান রহিয়াছেন, এই আত্মৈকত্ব দৃঢ়রূপে বুদ্ধিতে অঙ্কিত করিয়া দিবার জন্য দুইটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে—

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥৯॥

যথা (যেমন) একঃ অগ্নিঃ (একই অগ্নি) ভুবনং (নামরূপাত্মক পাঞ্চ-ভৌতিক কার্য্য এই জগতে) প্রবিষ্টঃ (প্রবেশ করিয়া) রূপং রূপং (কাষ্ঠাদি দাহ্য পদার্থের বিভিন্নরূপ অনুসারে) প্রতিরূপো বভূব (সেই সেই দাহ্য পদার্থের আকারে প্রতীত হইয়া থাকে) তথা (সেইরূপ) সর্ব্বভূতান্তরাত্মা (সর্ব প্রাণিহৃদয়ে বর্ত্তমান আত্মা) একঃ (এক হইয়াও) রূপং রূপং (প্রতি প্রাণিশরীররূপ উপাধি অনুসারে) প্রতিরূপঃ (সেই সেই শরীরাকারে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন) বহিশ্চ (উপাধিবশতঃ একই আত্মা বিভিন্ন-রূপে প্রতীত হইলেও স্বরূপতঃ উপাধিসমূহ হইতে বিলক্ষণ, নির্বিকার এক অদ্বিতীয় চৈতন্যস্বরূপে সর্বদা বিদ্যমান থাকেন) ॥৯॥

যেমন একই অগ্নি নামরূপাত্মক পাঞ্চভৌতিক জগতে প্রবেশ করিয়া কাষ্ঠাদি দাহ্য পদার্থের বিভিন্ন রূপ অনুসারে সেই সেই দাহ্য পদার্থের আকারে প্রতীত হয় সেইরূপ সর্বপ্রাণিহৃদয়ে বর্ত্তমান আত্মা এক হইয়াও

প্রতি শরীররূপ উপাধি অনুসারে সেই সেই শরীরাকারে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। উপাধিবশতঃ একই আত্মা বিভিন্নরূপে প্রতীত হইলেও স্বরূপতঃ উপাধিসমূহ হইতে বিলক্ষণ, নির্বিকার, এক অদ্বিতীয় চৈতন্যস্বরূপে সর্বদা বিদ্যমান থাকেন ॥৯॥

বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥১০॥

যথা (যেমন) একঃ বায়ুঃ (একই বায়ু) ভুবনং (জগতে) প্রবিষ্টঃ (প্রবিষ্ট হইয়া) রূপং রূপং (প্রতি শরীরের ভিন্ন ভিন্ন রূপ অনুসারে) প্রতিরূপো বভূব (সেই সেই শরীররূপ উপাধির আকারে প্রতীয়মান হইয়া থাকে) তথা (সেইরূপ) সর্বভূতান্তরাত্মা (সর্ব্বভূতের অন্তরস্থিত) এক আত্মা (একই আত্মা) রূপং রূপং প্রতিরূপঃ (প্রত্যেক উপাধির আকারে প্রতীয়মান) বভুব (হন) বহিশ্চ (উপাধিসমূহ হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ আত্মা স্বরূতঃ এক, নির্বিকার চৈতন্যস্বরূপ) ॥১০॥

যেমন একই বায়ু জগতে প্রবিষ্ট হইয়া প্রতি শরীরের ভিন্ন ভিন্ন রূপ অনুসারে সেই সেই শরীররূপ উপাধি আকারে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, সেইরূপ সর্বভূতের অন্তরস্থিত একই আত্মা প্রত্যেক উপাধির আকারে প্রতীয়মান হন। কিন্তু উপাধিসমূহ হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ এই আত্মা স্বরূপতঃ নির্বিকার চৈতন্যস্বরূপ। ॥১০॥

সর্বভূতের অন্তরস্থিত এক চৈতন্যস্বরূপ আত্মা উপাধিহেতু নানারূপে প্রতীয়মান হইলেও উপাধির ধর্মে লেপায়মান হন না। ইহাই প্রদর্শন করিবার জন্য পরবর্ত্তী মন্ত্র আরম্ভ হইতেছে—

সূর্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষু—
র্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ ॥১১॥

সূর্যঃ যথা (সূর্য যেরূপ) সর্বলোকস্য চক্ষুঃ (সর্বলোকের চক্ষুর অভ্যন্তরে চক্ষুর অনুগ্রাহক অধিষ্ঠাত্রীদেবতারূপে বিদ্যমান থাকিয়াও) চাক্ষুষৈঃ বাহ্য দোষৈঃ (চক্ষুসম্বন্ধীয় দোষ কিংবা অপবিত্র বাহ্য পদার্থের সহিত সম্বন্ধ জনিত দোষদ্বারা) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হন না) তথা (সেইরূপ) একঃ সর্বভূতান্তরাত্মা (সর্বভূতের অন্তরস্থিত এক আত্মা) লোকদুঃখেন ন লিপ্যতে (লোকদিগের দুঃখের দ্বারা লেপায়মান হন না) বাহ্যঃ (অজ্ঞান এবং তৎকার্য্য সুখিত্ব, দুঃখিত্ব, কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্বাদি হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ অসঙ্গ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা সুখ দুঃখাদির অতীত) ॥১১॥

সূর্য যেরূপ সর্বলোকের চক্ষুর অভ্যন্তরে চক্ষুর অনুগ্রাহক অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বিদ্যমান থাকিয়াও চক্ষুসম্বন্ধীয় কিংবা অপবিত্র বাহ্য পার্থের সহিত সম্বন্ধজনিত দোষ দ্বারা লিপ্ত হন না, সেইরূপ সর্বভূতের অন্তরস্থিত এক আত্মা লোকদিগের দুঃখদ্বারা লেপায়মান হন না। অজ্ঞান এবং তৎকার্য্য সুখিত্ব, দুঃখিত্ব, কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ, অসঙ্গ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা সুখ দুঃখাদির অতীত ॥১১॥

এক্ষণে আত্মার অপরোক্ষানুভূতির ফল কথিত হইতেছে।

একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা
স্তেষাং সুখংশাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥১২॥

বশী (সকলের নিয়ন্তা, অন্তর্যামী) সর্বভূতান্তরাত্মা (সর্বভূতের অন্তরাত্মা) একঃ (এক হইয়াও) একম্ রূপং (স্বীয় অখণ্ডৈকরস, বিশুদ্ধ বিজ্ঞানঘন স্বরূপকে) যঃ (যিনি) বহুধা (বিভিন্ন নামরূপাদি উপাধিবশে কেবল স্বীয় সত্ত্বা ও স্ফূর্ত্তিমাত্র দ্বারা দেবতির্য্যক্ মনুষ্যাদি বহু প্রকার) করোতি (করিয়া থাকেন) তম্ আত্মস্থং (দর্পণস্থ মুখের ন্যায় নির্মল হৃদয়ে চৈতন্যস্বরূপে অভিব্যক্ত সেই আকাশবৎ সর্বানুস্যূত আত্মাকে) যে ধীরাঃ (যে নিবৃত্ততৃষ্ণ বিবেকীগণ) অনুপশ্যন্তি (আচার্য এবং শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে আত্মরূপে অনুভব করেন) তেষাং (সেই ব্রহ্মভূত তত্ত্বদর্শিগণের) শাশ্বতং সুখং (নিত্য, পরমানন্দরূপ অমৃতত্ব লাভ হয়); ন ইতরেষাং (বহির্মুখ বিষয়াসক্ত অবিবেকী মনুষ্যদিগের ঐ পরমানন্দ প্রাপ্তি হয় না) ॥১২॥

সকলের নিয়ন্তা, অন্তর্যামী, সর্বভূতের অন্তরাত্মা এক হইয়াও স্বীয় অখণ্ডৈরস, বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘন স্বরূপকে যিনি বিভিন্ন নামরূপাদি উপাধিবশে কেবল স্বীয় সত্তা ও স্ফূর্ত্তিমাত্র দ্বারা দেব-তির্য্যক্-মনুষ্যাদি বহুপ্রকার করিয়া থাকেন, দর্পণস্থ মুখের ন্যায় নির্মল হৃদয়ে চৈতন্যস্বরূপে অভিব্যক্ত সেই আকাশবৎ সর্বানুস্যূত আত্মাকে যে নিবৃত্ততৃষ্ণ বিবেকিগণ আচার্য এবং শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে আত্মরূপে অনুভব করেন সেই ব্রহ্মভূত তত্ত্বদর্শিগণের নিত্য পরমানন্দরূপ অমৃতত্বলাভ হয়। বহির্মুখ বিষয়াসক্ত অবিবেকী মনুষ্যদিগের ঐ পরমানন্দ প্রাপ্তি হয় না ॥১২॥

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাঃ
তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতি নেতরেষাম্ ॥১৩॥

অনিত্যানাং (অনিত্য পদার্থসমূহে) নিত্যঃ (যিনি নিত্য সচ্চিদানন্দ রূপে বিদ্যমান) চেতনানাং (ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত চেতনের) চেতনঃ চৈতন্যপ্রদ নিয়ন্তা) যঃ (যিনি) একঃ (এক হইয়াও) বহূনাং (নিখিল প্রাণিগণের, বহু সকাম মনুষ্যগণের) কামান্ (অভিলষিত পদার্থসমূহ) বিদধাতি (প্রদান করেন) আত্মস্থং (নির্মল বুদ্ধিতে প্রকাশমান) তম্ সেই আত্মাকে) যে ধীরাঃ (যে বিবেকী মনুষ্যগণ) অনুপশ্যন্তি (আচার্য্য ও শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে স্বীয় হৃদয়ে আত্মরূপে অনুভব করেন) তেষাং (সেই আত্মতত্ত্বদর্শী মানবগণের) শাশ্বতী (নিত্য স্বাত্মভূতা) শান্তিঃ (সংসার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ শান্তি হয়) ন ইতরেষাং সংসারাসক্ত অবিবেকী মনুষ্যগণের উক্ত শান্তি হয় না) ॥১৩॥

* অনিত্য পদার্থসমূহে যিনি নিত্য সচ্চিদানন্দ রূপে বিদ্যমান, ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত চেতনের চৈতন্যপ্রদ নিয়ন্তা, যিনি এক হইয়াও বহু সকাম মনুষ্যগণের অভিলষিত পদার্থসমূহ প্রদান করেন, নির্মল বুদ্ধিতে প্রকাশমান সেই আত্মাকে যে বিবেকী মনুষ্যগণ আচার্য্য ও শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে স্বীয় হৃদয়ে আত্মরূপে অনুভব করেন, সেই আত্মতত্ত্বদর্শী মানবগণের নিত্য স্বাত্মভূতা সংসার-দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ শান্তি হয় ; সংসারাসক্ত অবিবেকী মনুষ্যগণের উক্ত শান্তি হয় না ॥১৩॥

তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দ্দেশ্যং পরমং সুখম্ ।
কথং নু তদ্বিজানীয়াম্ কিমু ভাতি বিভাতি বা ॥১৪॥

তৎ (সেই) পরমং (নিরতিশয়) অনির্দ্দেশ্যং (বাক্যের অগম্য, বিশেষ্য রূপে বলিবার অযোগ্য) সুখং (আত্মানন্দ) এতৎ ইতি (অপরোক্ষ বলিয়া) মন্যন্তে (সংসারবিমুখ তত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণগণ মনে করেন)। কথং নু

---

* "নিত্যো নিত্যানাং" এই পাঠে—পরমাণু কাল প্রভৃতি নিত্যবস্তুরও নিত্যতাপ্রদ পরমাত্মা পরমেশ্বর।

(কি প্রকারে) তৎ (সেই নিরতিশয় আত্মানন্দকে) বিজানীয়াম্ (আমি অনুভব করিতে পারি ?) কিমু ভাতি (সেই আত্মানন্দ কি স্বপ্রকাশ অর্থাৎ সামান্যতঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে) বিভাতি বা (কিংবা 'আমি' এই বুদ্ধির বিষয় হইয়া সুস্পষ্টভাবে আত্মরূপে প্রকাশ পায় কিনা ?) ॥১৪॥

সেই নিরতিশয়, বাক্যের অগম্য অর্থাৎ বিশেষরূপে বলিবার অযোগ্য আত্মানন্দকে সংসারবিমুখ তত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণগণ অপরোক্ষ বলিয়া মনে করেন। "কি প্রকারে আমি সেই নিরতিশয় আত্মানন্দকে অনুভব করিতে পারি ? সেই আত্মানন্দ কি স্বপ্রকাশ অর্থাৎ সামান্যরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন ? কিংবা 'আমি' এই বুদ্ধির বিষয় হইয়া সুস্পষ্টভাবে আত্মরূপে অনুভূত হইয়া প্রকাশ পান ?" এইরূপ মননকারী বিবেকী মুমুক্ষুর হৃদয়ে বাক্যমনের অগোচর সেই পরমানন্দ আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হন ॥১৪॥

উক্ত মন্ত্রের অপর ব্যাখ্যা :—

তৎ অনির্দ্দেশ্যং পরমং সুখং (সেই বাক্যমনের অগোচর নিরতিশয় আনন্দ) 'এতৎ' ইতি মন্যন্তে (ব্রাহ্মণগণ সাক্ষাৎ অপরোক্ষরূপে অনুভব করিয়া থাকেন) কিম্ (সেই আনন্দ) উ (নিশ্চয়ই) ভাতি (সকলের অধিষ্ঠান-রূপে সচ্চিদানন্দ-রূপে সর্বদা প্রকাশমান রহিয়াছেন) বা বিভাতি (সর্বলোকের অধিষ্ঠান রূপ সেই আনন্দই নির্মল হৃদয়ে আত্মরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধ হন) কথং নু (কেনই বা না) তৎ বিজানীয়াম্ (সেই আনন্দকে আমি জানিতে পারি না অর্থাৎ নিশ্চয়ই সেই নিরতিশয় পরমানন্দ পরোক্ষ ও সাক্ষাৎ অপরোক্ষ-রূপে অনুভূত হন)।

মুমুক্ষুগণ সেই বাক্যমনের অগোচর নিরতিশয় আনন্দকে সাক্ষাৎ অপরোক্ষরূপে অনুভব করিয়া থাকেন। সেই আনন্দ সকলের অধিষ্ঠান সচ্চিদানন্দ-রূপে সর্বদা প্রকাশমান রহিয়াছেন এবং তিনিই নির্মল হৃদয়ে সাক্ষাৎ আত্মরূপে উপলব্ধ হন সুতরাং তাঁহাকে আমি নিশ্চয়ই অপরোক্ষ-রূপে অনুভব করিতে পারিব ॥

ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকম্ ।
নেমা বিদ্যুতোভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ ॥
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্ ।
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥১৫॥

তত্র (সেই স্বপ্রকাশ আনন্দস্বরূপ আত্মাকে) ন সূর্য্যঃ ভাতি (সূর্য্য প্রকাশ করিতে পারে না) ন চন্দ্র তারকং (চন্দ্র ও তারাগণও প্রকাশ করিতে পারে না) ন ইমা বিদ্যুতঃ ভান্তি (এই বিদ্যুৎও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না) অয়ম্ অগ্নিঃ কুতঃ (আমাদের চক্ষুর গোচর এই যে অগ্নি এই অগ্নি যে তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না সে বিষয়ে আর বলিবার কি আছে ?) ভান্তম্ (সদা প্রকাশমান) তম্ এব (সেই আত্মাকেই) সর্বম্ অনুভাতি (সব জ্যোতিষ্ক অনুগত-রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে) ইদং সর্বম্ (এই চরাচর জগৎ) তস্য ভাসা (সেই আত্মার জ্যোঃতিতে) বিভাতি (দীপ্তিমান্ হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে) ॥১৫॥

এক্ষণে ব্রহ্মাত্মক সুখের স্বপ্রকাশত্ব প্রদর্শিত হইতেছে—

সেই স্বপ্রকাশ আনন্দরূপ আত্মাকে সূর্য্য, চন্দ্র, তারকাগণ ও বিদ্যুৎ প্রকাশ করিতে পারে না। এই অগ্নি যে তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না সে বিষয়ে আর বলিবার কি আছে ? সর্বদা প্রকাশমান সেই আত্মাকেই আশ্রয় করিয়া সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কসমূহ অনুগতরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই চরাচর জগৎ সেই আত্মার চৈতন্য-জ্যোতিতে দীপ্তিমান্ হইয়া প্রকাশ পায় ॥১৫॥

তৃতীয়া বল্লী

নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ স্বপ্রকাশ আত্মতত্ত্ব অত্যন্ত দুর্বিজ্ঞেয় বলিয়া বিভিন্নরূপে আত্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইতেছে। কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান

করা হয়। জগৎ একটি কার্য্য সুতরাং জগতেরও একটি কারণ আছে সেই কারণ হইতেছেন ব্রহ্ম।

ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে
তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদুনাত্যেতি কশ্চন
এতদ্বৈ তৎ ॥১॥

এষঃ (এই সংসার রূপ) অশ্বত্থঃ (সতত পরিবর্ত্তনশীল দৃষ্ট-নষ্ট-স্বভাব অশ্বত্থবৃক্ষ) ঊর্দ্ধমূলঃ (ইহার মূল ঊর্দ্ধ অর্থাৎ সর্বোত্তম পরমাত্মা পরমেশ্বরই ইহার কারণ) অবাক্‌শাখঃ (এই সংসাররূপ অশ্বত্থ বৃক্ষের শাখাসমূহ অধোগামী অর্থাৎ অব্যক্ত, হিরণ্যগর্ভ, বিরাট ইত্যাদি স্থাবরান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত) সনাতনঃ (বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনাদি কাল হইতে প্রবৃত্ত) তদেব (সংসার বৃক্ষের মূলস্বরূপ সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই) শুক্রং (শুদ্ধ, চৈতন্য জ্যোতিঃ) তদ্‌ব্রহ্ম (তিনি বৃহৎ অর্থাৎ দেশকাল-বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, সর্ববিধভেদরহিত) তদেব অমৃতং (তিনিই অবিনাশি, সত্য জ্ঞান অনন্ত-স্বরূপ) উচ্যতে (ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন) তস্মিন্ (তাঁহাতে) সর্বে লোকাঃ (সমুদয় জগৎ) শ্রিতাঃ (আশ্রিত রহিয়াছে) কশ্চন (কেহই) তৎ উ ন অত্যেতি (তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না) এতৎ বৈ তৎ (নচিকেতা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত সেই আত্মতত্ত্ব এই) ॥১॥

সতত পরিবর্ত্তনশীল দৃষ্ট-নষ্ট স্বভাব এই সংসাররূপ অশ্বত্থ বৃক্ষের মূল হইতেছেন সর্বোত্তম পরমাত্মা পরমেশ্বর। এই সংসাররূপ বৃক্ষের শাখা-সমূহ অধোগামী অর্থাৎ অব্যক্ত, হিরণ্যগর্ভ বিরাট ইত্যাদি রূপে স্থাবরান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনাদি কাল হইতে ইহা প্রবৃত্ত। ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন এই সংসাররূপ বৃক্ষের মূলস্বরূপ সেই সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর শুদ্ধ চৈতন্য জ্যোতিঃস্বরূপ, তিনি বৃহৎ অর্থাৎ দেশকাল-বস্তু দ্বারা

অপরিচ্ছিন্ন, সর্ববিধ ভেদরহিত, তিনিই অবিনাশী, সত্যজ্ঞান অনন্তস্বরূপ, তাঁহাতেই সমুদয় জগৎ আশ্রিত রহিয়াছে, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। ইহাই সেই নচিকেতা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত আত্মতত্ত্ব ॥১॥

যদিদং কিঞ্চ জগৎসর্ব্বং প্রাণ এজতিনিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥২॥

যৎ ইদং কিঞ্চ জগৎ (যা কিছু এই জগৎ অর্থাৎ সমুদয় জগৎ) প্রাণে (পরব্রহ্ম আছে বলিয়া) নিঃসৃতং (সেই পরব্রহ্ম হইতে নির্গত হইয়া) এজতি (নিয়মানুসারে স্পন্দিত হইতেছে) উদ্যতং বজ্রম্ ইব (উদ্যত বজ্রের ন্যায়) মহদ্ভয়ং (মহাভয়ঙ্কর অর্থাৎ জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও লয়ের কারণ ঈশ্বরের শাসনে চরাচর জগৎ নিয়মিত ভাবে প্রবৃত্ত রহিয়াছে) যে (যাঁহারা) এতৎ (এই স্বপ্রকাশ সমস্ত জগতের আশ্রয় পরমাত্মাকে) বিদুঃ (আত্মরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন) তে (তাঁহারা) অমৃতা ভবন্তি (অমর হন অর্থাৎ জন্মমৃত্যু অতিক্রম করিয়া স্বস্বরূপে স্থিতিলাভ করেন) ॥২॥

পরব্রহ্ম আছেন বলিয়াই চরাচর সমুদয় জগৎ তাঁহা হইতেই নির্গত হইয়া নিয়মানুসারে স্পন্দিত হইতেছে। জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, উদ্যত বজ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর সেই ঈশ্বরের শাসনে সমুদয় জগৎ নিয়মিত ভাবে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। যাঁহারা এই স্বপ্রকাশ, সমস্ত জগতের আশ্রয় পরমাত্মাকে আত্মরূপে উপলব্ধি করেন তাঁহারা অমর হন ॥২॥

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥৩॥

অস্য (এই পরমেশ্বরের) ভয়াৎ (ভয়ে অর্থাৎ তাঁহার শাসন মানিয়া) অগ্নিঃ তপতি (অগ্নি তাপ প্রদান করেন) ভয়াৎ সূর্য্যঃ তপতি (তাঁহারই ভয়ে

সূর্য্য তাপ দিতেছেন) ভয়াৎ (তাঁহারই ভয়ে) ইন্দ্রশ্চ, বায়ুশ্চ, পঞ্চম মৃত্যুশ্চ ধাবতি (ইন্দ্র, বায়ু এবং পঞ্চম মৃত্যু স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতেছেন) ॥৩॥

এই পরমেশ্বরের ভয়ে অগ্নি তাপ প্রদান করেন, সূর্য্য তাঁহারই ভয়ে তাপ দিতেছেন, তাঁহারই ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু এবং পঞ্চম মৃত্যুও স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম সম্পন্ন করিতেছেন ॥৩॥

ইহ চেদশকদ্‌বোদ্ধুং প্রাক্‌শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ স্বর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে ॥৪॥

শরীরস্য (দেহের) বিস্রসঃ (পতনের) প্রাক্ (পূর্বে) চেৎ (যদি কেহ) ইহ (এই শরীরেই) বোদ্ধুং (পরমাত্মাকে আত্মরূপে উপলব্ধি করিতে) অশকৎ (জ্ঞান প্রাপ্তির সাধন সম্পন্ন হইয়া সমর্থ হন তাহা হইলে এই জন্মেই তিনি সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন) ততঃ (আর যদি পরমাত্মাকে জানিতে না পারেন তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞানের অভাব হেতু) স্বর্গেষু লোকেষু (কর্মফল ভোগের স্থান স্বর্গাদি লোকসমূহে) শরীরত্বায় (শরীর ধারণের নিমিত্ত) কল্পতে (যোগ্যতালাভ করেন) ॥৪॥

দেহপাতের পূর্বে যদি কেহ এই শরীরেই জ্ঞানপ্রাপ্তির সাধন সম্পন্ন হইয়া পরমাত্মাকে আত্মরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন তাহা হইলে তিনি এই জন্মেই সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। আর যদি পরমাত্মাকে জানিতে না পারেন তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবহেতু কর্মফলভোগের স্থান স্বর্গাদিলোকসমূহে শরীরধারণের নিমিত্ত যোগ্যতা লাভ করেন অর্থাৎ পুনরায় সংসারে জন্মলাভ করেন ॥৪॥

যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে।
যথাপ্সু পরীবদদৃশে তথাগন্ধর্ব্বলোকে
ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে ॥৫॥

ব্রহ্মলোক ব্যতীত অন্য কোন লোকেই আত্মজ্ঞান সম্ভব নহে বলিয়া

এবং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিও সাধন সাধ্য বলিয়া দুর্লভ হওয়ায় এই জন্মেই আত্মজ্ঞান লাভে প্রযত্ন করা উচিত। সেইজন্য বিভিন্ন প্রকার আত্মানুভূতি প্রদর্শিত হইতেছে—

যথা আদর্শে (যেরূপ নির্মল দর্পণে স্বীয় প্রতিবিম্ব সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়) তথা আত্মনি (সেইরূপ সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন মুমুক্ষুর নির্মল চিত্তে দেহাদি হইতে বিলক্ষণ আত্মা সুস্পষ্ট উপলব্ধ হন) যথা স্বপ্নে (যেরূপ স্বপ্নে আত্মস্বরূপ সুস্পষ্ট প্রতীত হয় না) তথা (সেইরূপ) পিতৃলোকে (পিতৃলোকে বিষয়াসক্ত বুদ্ধিতে আত্মদর্শন সুস্পষ্ট হয় না) যথা অপ্সু (যেরূপ চঞ্চল জলে) পরিদদৃশে ইব (কম্পাদিরহিত স্বীয় অবয়ব সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয় না) তথা গন্ধর্বলোকে (গন্ধর্বলোকেও সেইরূপ ভোগদ্বারা বিচলিত চিত্তে দেহাদি হইতে বিবিক্ত-রূপে আত্মদর্শন হয় না) ছায়াতপয়োঃ ইব (আলোক ও অন্ধকারের যেরূপ পৃথক্ পৃথক্ প্রতীতি হয় সেইরূপ) ব্রহ্মলোকে (ব্রহ্মলোকে দেহাদিরূপ উপাধি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মতত্ত্ব প্রতীত হন) ॥৫॥

যেরূপ নির্মল দর্পণে স্বীয় প্রতিবিম্ব সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয় সেইরূপ সাধন চতুষ্টয়সম্পন্ন মুমুক্ষুর নির্মল চিত্তে দেহাদি হইতে বিলক্ষণ আত্মা সুস্পষ্ট উপলব্ধ হন। যেরূপ স্বপ্নে আত্মস্বরূপ সুস্পষ্ট প্রতীত হয় না, সেইরূপ পিতৃলোকে বিষয়াসক্ত বুদ্ধিতে আত্মদর্শন সুস্পষ্ট হয় না। চঞ্চল জলে যেরূপ কম্পাদিরহিত স্বীয় অবয়ব সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয় না, সেইরূপ গন্ধর্বলোকে ভোগ দ্বারা বিচলিত চিত্তে দেহাদি হইতে বিবিক্তরূপে আত্মদর্শন হয় না। আলোক ও অন্ধকারের যেরূপ পৃথক্ পৃথক্ প্রতীতি হয় সেইরূপ ব্রহ্মলোকে দেহাদিরূপ উপাধি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মতত্ত্ব প্রতীত হন ॥ ৫ ॥

ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্ভাবমুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ।
পৃথগুৎপদ্যমানানাং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥৬॥

আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে বিবেকাত্মক সাধন উপদিষ্ট হইতেছে—

পৃথক্ (আকাশাদি পঞ্চভূতের এক একটি হইতে পৃথক্ পৃথক্) উৎপদ্যমানানাং (উৎপন্ন) ইন্দ্রিয়াণাং (ইন্দ্রিয়সমূহের) পৃথক্ ভাবম্ (চৈতন্যস্বরূপ আত্মা হইতে পার্থক্য) উদয়াস্তময়ৌ চ যৎ (এবং জাগ্রৎ অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণের উদয় বা অভিব্যক্তি এবং স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়গণের প্রলয় বা অনভিব্যক্তি যে চৈতন্য প্রকাশ করেন সেই সাক্ষি চৈতন্যকে) মত্বা (আত্মরূপে সাক্ষাৎকার করিয়া) ধীরঃ (বিবেক-বৈরাগ্যবান্ সংযতচিত্ত মুমুক্ষু) ন শোচতি (শোক করেন না) ॥৬॥

আকাশাদি পঞ্চভূতের এক একটি হইতে পৃথক পৃথক উৎপন্ন ইন্দ্রিয়-সমূহের চৈতন্যস্বরূপ আত্মা হইতে পার্থক্য এবং জাগ্রৎ অবস্থায় ইন্দ্রিয়-গণের উদয় বা অভিব্যক্তি এবং স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়গণের প্রলয় বা অনভিব্যক্তি যে চৈতন্য প্রকাশ করেন সেই সাক্ষি-চৈতন্যকে আত্মরূপে সাক্ষাৎকার করিয়া বিবেক বৈরাগ্যবান্ সংযতচিত্ত মুমুক্ষু শোক করেন না।৬॥

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্ ।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্ ॥৭॥

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ (ইন্দ্রিয়গণ হইতে) মনঃ পরং (মন শ্রেষ্ঠ) মনসঃ (মন হইতে) সত্ত্বং (ব্যষ্টি বুদ্ধি) উত্তমম্ (উৎকৃষ্ট) সত্ত্বাৎ (ব্যষ্টি বুদ্ধি হইতে) মহান্ আত্মা (সমষ্টি বুদ্ধি) অধি (শ্রেষ্ঠ) মহতঃ (সমষ্টিবুদ্ধি রূপ মহত্তত্ত্ব হইতে) অব্যক্তং (অব্যাকৃত, প্রকৃতি, মায়া) উত্তমম্ (শ্রেষ্ঠ) ॥৭॥

ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে ব্যষ্টি বুদ্ধি উৎকৃষ্ট, ব্যষ্টিবুদ্ধি হইতে সমষ্টিবুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, সমষ্টিবুদ্ধি রূপ মহত্তত্ত্ব হইতে অব্যাকৃত, প্রকৃতি বা মায়া শ্রেষ্ঠ ॥ ৭ ॥

অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ ।
তং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥৮॥

অব্যক্তাৎ (প্রকৃতি বা মায়া হইতে) ব্যাপকঃ (সর্বব্যাপী, পরিপূর্ণ স্বভাব) অলিঙ্গ (অনুমানের অগম্য, হেতুবর্জিত) পুরুষঃ (সর্বত্র পূর্ণরূপে স্থিত চৈতন্যস্বরূপ আত্মা) এব পরঃ (নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ) তং জ্ঞাত্বা (যাঁহাকে সাক্ষাৎকার করিয়া) জন্তুঃ (জীবগণ) মুচ্যতে (এই দেহেই, জীবিতাবস্থায়ই, অবিদ্যা-কাম-কর্মরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হন) অমৃতত্বং চ গচ্ছতি (এবং দেহপাতের অনন্তর বিদেহ মুক্তিরূপ মোক্ষ বা অমৃতত্বলাভ করেন) ॥ ৮ ॥

প্রকৃতি বা মায়া হইতে সর্বব্যাপী, পরিপূর্ণ স্বভাব, হেতুবর্জিত, অনুমানেরও অগম্য, সর্বত্র পূর্ণরূপে স্থিত, চৈতন্যস্বরূপ আত্মা নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ, যাঁহাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া জীবগণ এই দেহেই, জীবিতা-স্থায়ই অবিদ্যা-কাম কর্ম-রূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হন এবং দেহপাতের অনন্তর বিদেহমুক্তিরূপ মোক্ষ বা অমৃতত্ব লাভ করেন ॥ ৮ ॥

ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্ ।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো
য এতৎ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥৯॥

সেই অলিঙ্গ সর্বব্যাপী আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার কি প্রকারে করিতে হয় তাহা উপদিষ্ট হইতেছে।

অস্য (এই প্রত্যগাত্মার) রূপং (স্বরূপ) সংদৃশে (ইন্দ্রিয়গোচরে) ন তিষ্ঠতি (বর্তমান থাকে না অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জন্য-জ্ঞানযোগ্যতা প্রাপ্ত হয় না, কোন জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ আত্মাকে জ্ঞেয়রূপে জানিতে পারা যায় না) কশ্চন (সেইহেতু কেহই) এনম্ (এই আত্মাকে) চক্ষুষা ন পশ্যতি (চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বারা দর্শন করিতে পারে না) মনীষা (সংকল্পবিকল্পাত্মক মনকে বশে রাখিতে সমর্থা) হৃদা (হৃদয়স্থ একমাত্র আত্মবিষয়িণী বুদ্ধিদ্বারা) মনসা (মনন দ্বারা) অভিক্লৃপ্তঃ (প্রকাশিত

আত্মাকে মুমুক্ষু উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন) যে (যে সম্যক্‌দর্শিগণ) এতৎ (এই আত্মাকে পূর্বোক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া) বিদুঃ (উপলব্ধি করেন) তে (তাঁহারা) অমৃতাঃ ভবন্তি (অমরত্ব লাভ করেন অর্থাৎ মুক্ত হন) ॥৯॥

সেই সর্বব্যাপী অলিঙ্গ আত্মতত্ত্বের উপলব্ধির উপায় উপদিষ্ট হইতেছে।

এই প্রত্যক্‌ আত্মার স্বরূপ ইন্দ্রিয়গোচরে বর্তমান থাকে না সেইহেতু কেহই এই আত্মাকে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা দর্শন করিতে পারে না। সংকল্প বিকল্পাত্মক মনকে বশে রাখিতে সমর্থ, একমাত্র আত্মবিষয়িণী হৃদয়স্থ বুদ্ধির সাহায্যে মনন দ্বারা আত্মা প্রকাশিত হন ; যে সম্যক্‌দর্শিগণ এই আত্মাকে পূর্বোক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া উপলব্ধি করেন তাঁহারা অমরত্ব লাভ করেন ॥ ৯ ॥

এক্ষণে নিশ্চলা আত্মবিষয়িণী বুদ্ধি কি প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই উপদিষ্ট হইতেছে।

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাং গতিম্‌ ॥১০॥

যদা পঞ্চজ্ঞানানি (যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়) মনসা সহ (মনের সহিত) অবতিষ্ঠন্তে (স্ব স্ব বিষয়ের অভিমুখে ধাবিত না হইয়া আত্মাভিমুখে অবস্থান করে) বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে (বুদ্ধিও যখন স্বীয় বিষয়ে ব্যাপৃত না হইয়া কেবলমাত্র আত্মবিষয়িণী হইয়া অবস্থান করে) তাম্‌ (বিষয় হইতে সম্পূর্ণ প্রত্যাহৃত মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণের সেই আত্মাভিমুখী অবস্থাকে) পরমাংগতিং (তত্ত্বদর্শিগণ আত্মদর্শনের উৎকৃষ্টসাধন) আহুঃ (বলিয়া থাকেন) ॥ ১০ ॥

যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত স্ব স্ব বিষয়ের অভিমুখে ধাবিত না হইয়া আত্মাভিমুখে অবস্থান করে, বুদ্ধিও যখন স্বীয় বিষয়ে ব্যাপৃত না হইয়া কেবলমাত্র আত্মবিষয়িণী হইয়া অবস্থান করে, বিষয় হইতে সম্পূর্ণ

প্রত্যাহৃত মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণের সেই আত্মাভিমুখী অবস্থাকে তত্ত্বদর্শিগণ আত্মদর্শনের উৎকৃষ্ট সাধন বলিয়া থাকে ॥ ১০ ॥

তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্ ।
অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগোহিপ্রভবাপ্যয়ৌ ॥১১॥

তাং (পূর্বোক্ত সেই) স্থিরাং (নিশ্চল, লয়বিক্ষেপকষায় ও রসাস্বাদরূপ বিঘ্নরহিত সর্বদা অকল্পিত) ইন্দ্রিয়ধারণাং (জ্ঞানেন্দ্রিয়মনো বুদ্ধির আত্মনিষ্ঠাকে) যোগং ইতি মন্যন্তে (যোগিগণ যোগ বলিয়া অভিহিত করেন) তদা (সেই যোগারম্ভসময়ে) অপ্রমত্তঃ (যাহাতে আত্মাতে চিত্তে সমাহিত থাকে সে বিষয়ে অতিশয় যত্নবান্) ভবতি (হওয়া উচিত) হি (যেহেতু) যোগঃ (যোগ) প্রভবাপ্যয়ৌ (প্রভব অর্থাৎ সিদ্ধি এবং অপায় অর্থাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হইতে পারে ; অপ্রমাদে সিদ্ধিলাভ এবং প্রমাদে অনিষ্ট হয়) ॥ ১১ ॥

পূর্বোক্ত সেই নিশ্চল, লয়বিক্ষেপকষায় রসাস্বাদরূপ বিঘ্নরহিত, সর্বদা অকল্পিত জ্ঞানেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির আত্মনিষ্ঠাকে যোগিগণ যোগ বলিয়া অভিহিত করেন। সেই যোগারম্ভসময়ে যাহাতে চিত্ত আত্মসমাহিত থাকে সে বিষয়ে অতিশয় যত্নবান্ হওয়া উচিত। যেহেতু যোগ প্রভব এবং অপায় প্রাপ্ত হইতে পারে অর্থাৎ অপ্রমাদে যোগে সিদ্ধিলাভ হয় এবং প্রমাদে যোগ বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে ॥১১॥

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা ।
অস্তীতি ব্রুবতোহন্যত্রকথং তদুপলভ্যতে ॥১২॥

ন বাচা, ন মনসা, ন চক্ষুষা (না বাক্যের দ্বারা, না মনের দ্বারা, না চক্ষু দ্বারা) প্রাপ্তুং শক্যঃ এব (কিছুতেই এই আত্মা প্রাপ্তির যোগ্য নহে অর্থাৎ কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় কিংবা অন্তঃকরণ দ্বারা এই আত্মাকে জ্ঞেয়রূপে, ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে জানিতে পারা যায় না। কেবল

বিশুদ্ধচিত্তে আত্মরূপে উপলব্ধ হন।) "অস্তি" (নিখিল জগতের কারণভূত আত্মা নিশ্চয়ই আছেন) ইতি (এইরূপ) ব্রুবতঃ (অনুভবকারী ব্যতীত অর্থাৎ এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের কারণ নিশ্চয়ই এক অপরিবর্ত্তন-শীল অদ্বিতীয় সৎবস্তু এবং এই সৎবস্তুই আত্মা। এই প্রকার যাঁহারা বেদ ও আচার্য্যের উপদেশ অনুসারে অনুভব করেন সেই আস্তিক বাদী ব্যতীত) অন্যত্র (অন্য অসৎবাদী নাস্তিকে) তৎ (সেই আত্মতত্ত্ব) কথং (কিপ্রকারে) উপলভ্যতে (উপলব্ধ হইবে? অর্থাৎ আচার্য্য এবং বেদের উপদেশ অনুসারে চলিয়া যিনি স্বীয় মনোবুদ্ধি,ইন্দ্রিয়গণকে তাহাদের স্ব স্ব বিষয় হইতে ব্যাবৃত্ত করিয়া শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত আত্মতত্ত্বের একাগ্রচিত্তে মনন না করিয়াছেন তিনি কিরূপে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিবেন?) ॥১২॥

কর্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় কিংবা মনের দ্বারা কিছুতেই এই আত্মাকে জ্ঞেয়রূপে, ইন্দ্রিয় মনের বিষয়রূপে অবগত হওয়া যায় না। বেদ এবং আচার্য্যের উপদেশ অনুসারে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত একাগ্রচিত্তে আত্মাভিমুখী হইয়া গভীর ও নিবিড় ধ্যানের দ্বারা যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন যে এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের কারণরূপে নিশ্চয়ই এক অপরিবর্ত্তন-শীল অদ্বিতীয় সদ্‌বস্তু বিদ্যমান আছেন সেই আস্তিক বাদী ব্যতীত অন্য নাস্তিক বাদীতে এই আত্মতত্ত্ব উপলব্ধ হয় না ॥১২॥

অস্তীত্যেবোপলব্ধব্য স্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্যতত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি ॥১৩॥

অস্তি (জগতের কারণরূপে এক অদ্বিতীয় সদ্‌বস্তু বিদ্যমান আছেন) ইতি এব উপলব্ধব্যঃ (এইরূপে প্রথমে সোপাধিক রূপে সচ্চিদানন্দ আত্মবস্তুর উপলব্ধি করিতে হইবে) তত্ত্বভাবেন চ (পশ্চাৎ নিরুপাধি নির্বিশেষ বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপে জানিতে হইবে) উভয়োঃ চ (কেবল সৎমাত্র এবং তত্ত্বভাব এই দুই এর মধ্যে অর্থাৎ সোপাধিক ও নিরুপাধিক এই

রূপের মতন) অস্তি ইতি এব উপলব্ধস্য (যিনি নিখিল জগতের কারণ এক-অদ্বিতীয়, সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত অভেদে উপাসনা করিয়া সাক্ষাৎকার লাভ করেন তাঁহার) তত্ত্বভাবঃ (বিদিত অবিদিত হইতে পৃথক, সমুদয় বিশেষ ভাব বর্জিত, পরমার্থ সৎবস্তু যে স্বপ্রকাশ নির্বিশেষ আত্মতত্ত্ব সেই আত্মতত্ত্ব) প্রসীদতি (পরমেশ্বরের অভেদে উপাসনা হেতু নির্মল পবিত্র চিত্তে স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করেন)॥১৩॥

জগতের কারণ রূপে এক অদ্বিতীয় সদ্‌বস্তু বিদ্যমান আছেন এইরূপে প্রথমে সোপাধিক সচ্চিদানন্দ আত্মবস্তুর উপলব্ধি করিতে হইবে। পশ্চাৎ নিরুপাধিক নির্বিশেষ বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপে জানিতে হইবে। কেবল সৎ-মাত্র এবং তত্ত্বভাব এই দুই এর মধ্যে অর্থাৎ সোপাধিক ও নিরুপাধিক এই উভয়ের মধ্যে যিনি নিখিল জগতের কারণ এক অদ্বিতীয় সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান মায়োপাধিক পরমেশ্বরের শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত অভেদে উপাসনা করিয়া সাক্ষাৎকার লাভ করেন তাঁহার নির্মল পবিত্র চিত্তে বিদিত অবিদিত হইতে পৃথক, সমুদয় বিশেষ ভাব বর্জিত পরমার্থ সৎবস্তু যে স্বপ্রকাশ নির্বিশেষ আত্মতত্ত্ব সেই আত্মতত্ত্ব স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করেন ॥১৩॥

যদাসর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিশ্রিতাঃ।
অথমর্ত্ত্যোঽমৃতোভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥১৪॥

পরমার্থদর্শী নিবৃত্ততৃষ্ণ পুরুষের সংসারনিবৃত্তি বর্ণিত হইতেছে—

যদা (যে সময়ে) অস্য (পরমার্থদর্শীর) হৃদিশ্রিতাঃ (হৃদয়স্থিত) যে সর্বে কামাঃ (যে সমস্ত কামনা) প্রমুচ্যন্তে (বিশীর্ণ হইয়া যায়) অথ (সেই সময়) মর্ত্ত্যঃ (মরণশীল মনুষ্য) অমৃতঃ ভবত (অন্তর্বহিঃ সতত ব্রহ্মদর্শন হেতু অমর হন) অত্র (এই শরীরে) ব্রহ্ম সমশ্নুতে (সর্ববিধসংসার বন্ধন বিমুক্ত হওয়ায় ব্রহ্মই হইয়া যান।) ॥১৪॥

যে সময়ে বিবেক বৈরাগ্যবান্ মুমুক্ষুর পরমার্থ দর্শনহেতু হৃদয়স্থিত সমস্ত কামনা বিশীর্ণ হইয়া যায় সেই সময় মরণশীল মনুষ্য অন্তর্বহিঃ সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনহেতু অমর হন এবং সর্ববিধ সংসারবন্ধন বিমুক্ত হওয়ায়, এই শরীরে ব্রহ্মই হইয়া যান। অবিদ্যা নষ্ট হওয়ায় কামনা বিনষ্ট হইয়া যায় ; কামনার অভাবে আর জন্ম হয় না ॥১৪॥

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।

অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনম্ ॥১৫॥

কামনার মূলতঃ বিনাশ হয় তখনই—

যদা (যে সময়ে) হৃদয়স্য (হৃদয়ের) সর্বে গ্রন্থয় (সমস্ত গ্রন্থিসমূহ রজ্জুগ্রন্থির ন্যায় দৃঢ়বন্ধনরূপ আমি দেহ, আমার বাড়ী, আমার ধন ইত্যাদি অবিদ্যা জনিত ভ্রান্ত প্রত্যয়সমূহ) প্রভিদ্যন্তে (ব্রহ্মাত্মৈকত্ব জ্ঞানের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া যায়) অথ (সেই সময়) মর্ত্ত্যঃ (মরণশীল মনুষ্য) অমৃতঃ ভবতি (অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন) এতাবৎ অনুশাসনম্ (ব্রহ্মাত্মকত্ব জ্ঞান দ্বারা হৃদয় গ্রন্থি বিনাশ পূর্বক ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি পর্য্যন্তই সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রের উপদেশ) ॥১৫॥

বাসনার মূলতঃ বিনাশ হয় তখনই যখন মনুষ্যের হৃদয়স্থিত 'আমি দেহ ও আমার' এই অহংতা মমতা রূপ অবিদ্যাজনিত ভ্রান্ত প্রত্যয় রূপ বন্ধন-সমূহ ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞান দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া যায় সেই সময় মরণ-শীল মনুষ্য অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মাত্মকত্ব জ্ঞান দ্বারা হৃদয়গ্রন্থি বিনাশ পূর্বক ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি পর্য্যন্তই সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রের উপদেশ ॥১৫॥

শতং চৈকা হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।

তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বগণ্যা উৎক্রমণে ভবন্তি ॥১৬॥

হৃদয়স্য (হৃদয় হইতে বিনিঃসৃত) শতং চ একা (একশত এক) নাড্যঃ (নাড়ীসমূহ আছে) তাসাং (সেই নাড়ীসমূহের মধ্যে) একা (সুষুম্না

মে একটি নাড়ী) মূর্ধানম্ (ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া) অভিনিঃসৃতা সূর্য্যমণ্ডল দ্বারা ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত রহিয়াছে) তয়া (সেই সুষুম্না নাড়ী দ্বারা) উর্দ্ধং (ব্রহ্মলোক) আয়ন্ (প্রাপ্ত হইয়া) অমৃতত্বং (অমৃতত্ব) এতি (প্রাপ্ত হয়) অন্যাঃ (সুষুম্না ব্যতীত অন্য একশত নাড়ী) বিষগ্-উৎক্রমণে (নানাবিধ লোক প্রাপ্তির কারণ) ভবন্তি (হয়) ॥১৬॥

হৃদয় হইতে বিনিঃসৃত একশত এক নাড়ী আছে, সেই নাড়ী সমূহের মধ্যে সুষুম্না নামে একটি নাড়ী ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া সূর্য্যমণ্ডল দ্বারা ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত রহিয়াছে। সেই সুষুম্না নাড়ী দ্বারা যোগী ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন। সুষুম্না ব্যতীত অন্য একশত নাড়ী নানাবিধ লোক প্রাপ্তির কারণ হয় ॥১৬॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেন।
তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাৎ শুক্রমমৃতমিতি ॥১৭॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ হৃদয়াকাশস্থিত) পুরুষঃ (পরমাত্মা) অন্তরাত্মা (প্রত্যক্ চৈতন্যরূপে) জনানাং হৃদয়ে (প্রাণিগণের হৃদয়ে) সদা সন্নিবিষ্টঃ (সর্বসময়ে সম্যক্‌রূপে বর্ত্তমান আছেন) তম্ (সেই আত্মাকে) স্বাৎ (স্বীয়) শরীরাৎ (স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এই শরীরত্রয় হইতে) ধৈর্য্যেণ (সমাহিত চিত্তে অত্যন্ত তিতিক্ষার সহিত) প্রবৃহেৎ (পৃথক্ করিবে) মুঞ্জাৎ ইষীকাং ইব (মুঞ্জতৃণ হইতে মুঞ্জতৃণের মধ্যস্থিত কোমল শলাকাকে যেমন মনুষ্য অতি সাবধানের সহিত বাহির করে সেইরূপ) তং (শরীরত্রয়রূপ উপাধি হইতে পৃথক্‌কৃত কেবল চৈতন্যস্বরূপ আত্মতত্ত্বকে) শুক্রং (বিশুদ্ধ) অমৃতং (অমৃতত্বস্বরূপ পরমানন্দ ব্রহ্ম বলিয়া) বিদ্যাৎ (জানিবে) দ্বিরুক্তি উপনিষৎ সমাপ্তিসূচক ॥১৭॥

অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ হৃদয়াকাশস্থিত অন্তর্যামী পরমাত্মা প্রত্যক্‌চৈতন্যরূপে প্রাণিগণের হৃদয়ে সর্বদা সম্যক্‌রূপে বর্তমান আছেন। লোকে যেমন মুঞ্জতৃণ হইতে মুঞ্জতৃণ মধ্যস্থিত কোমল শলাকাকে অতি সাবধানের সহিত বাহির করিয়া পৃথক্ করে সেইরূপ সেই হৃদয়াকাশস্থিত আত্মাকে সমাহিত চিত্তে অতিশয় তিতিক্ষার সহিত স্বীয় স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এই শরীরত্রয় হইতে পৃথক্ করিবে। শরীরত্রয় রূপ উপাধি হইতে পৃথক্‌কৃত কেবল চৈতন্য-স্বরূপ আত্মতত্ত্বকে বিশুদ্ধ অমৃতস্বরূপ পরমানন্দ ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। দ্বিরুক্তি উপনিষৎ সমাপ্তি সূচক ॥১৭॥

মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোঽথলব্ধ্বা
বিদ্যামেতাং যোগবিধিং চ কৃৎস্নম্।
ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্ বিমৃত্যু
রন্যোঽপ্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেব ॥১৮॥

ইতি শুক্লযজুর্বেদে কঠোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়া বল্লী সমাপ্তা।

নচিকেতঃ (বিবেকবৈরাগ্যবান্ নচিকেতা) মৃত্যু প্রোক্তাং (মৃত্যু কর্তৃক উপদিষ্ট) এতাং বিদ্যাং (এই ব্রহ্মবিদ্যা) কৃৎস্নং (সমুদয়) যোগ বিধিং চ (উপায় ও ফল সহিত যোগ পদ্ধতি) লব্ধ্বা (প্রাপ্ত হইয়া) বিরজঃ (ধর্মাধর্মরহিত) বিমৃত্যুঃ (অবিদ্যা কামকর্ম বিমুক্ত হইয়া) ব্রহ্মপ্রাপ্তঃ অভূৎ (ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন অর্থাৎ মুক্ত হইয়াছিলেন) অন্যঃ অপি (যে কোন মনুষ্য এবংবিৎ (নচিকেতার ন্যায় আত্মবিৎ হন তিনিও) অধ্যাত্মম্ এব (স্বীয় শরীরেই প্রত্যক্ আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া দেশকাল বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, সর্ববিধ ভেদরহিত, অবিদ্যামল বর্জিত অখণ্ডৈকরস সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন) ॥১৮॥

বিবেক বৈরাগ্যবান্ নচিকেতা মৃত্যুকর্তৃক উপদিষ্ট এই ব্রহ্মবিদ্যা উপায় ও ফল সহিত সমস্ত যোগ পদ্ধতি প্রাপ্ত হইয়া ধর্মাধর্মরহিত অবিদ্যা কামকর্ম বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন অর্থাৎ মুক্ত হইয়াছিলেন। যে কোন মনুষ্যই নচিকেতার ন্যায় আত্মবিৎ হইলে স্বীয় শরীরেই প্রত্যগাত্মাকে উপলব্ধি করিয়া দেশকালবস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, সর্ববিধভেদরহিত, অবিদ্যামল বর্জিত অখণ্ডৈকরস সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন ॥১৮॥

সমাপ্তেয়ং কঠোপনিষৎ